শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমঃ।

অথ কাশীখণ্ড।

অথ গুরুদেব বন্দনা এবং মহাদেবের স্তুতি।

পয়ার। শ্রীগুরুর পাদপদ্ম করিয়া বন্দন। যাহার প্রসাদে ভব বন্ধন মোচন। অজ্ঞান তিমির নাশি বিদ্যার প্রকাশ। সাধনের মূল সহস্রারে যার বাস॥ বিশ্বের মাধব ঢুণ্ডি আর দণ্ডপাণি। কালরাজ গুহ গঙ্গা বর্দ্ধময়া ভবানী॥ কাশী মণিকর্ণি কাশীবাসী দেবগণ। ভক্তিভাবে সকলের বন্দিয়া চরণ॥ কাশীধাম ব্রহ্মাণ্ডের সহস্রার স্থান। বিশ্বেশ্বর লিঙ্গরূপে গুরু অধিষ্ঠান॥ গুরু স্থান কাশীধাম নস্ত ভিন্ন নয়। ত্রিজগতে তাহার তুলনা নাহি হয়॥ শিব তুল্য কাশী হয় জ্ঞানময় রাশি। সদাশিব গুরুরূপে সদানন্দে ভাসি॥ পদতলে রক্তগুণে রবিতে প্রকাশি। তার ঊর্দ্ধে দশনখে প্রকাশিত শশী॥ কান্তি শোভা শুভ্র আভা তমগুণ নাশি। ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান বৃষোপর বসি। সর্ব্বময় লম্বোদর ভস্মমাখা রাশি। হাড়মালা ফণিজাল কণ্ঠে বিষ রাশি॥ বিম্বমূল হস্তে শূল মৃদু মৃদু হাসি। ত্রিলোচন বিভূষণ ভালে অর্দ্ধশশী॥ চক্ষু ঢুলু ঢুলু করে ধুস্তুরা প্রয়াসী। জটাভারে গঙ্গাদেবী সদাই উল্লাসী॥ বামভাগে গৌরী সদা অন্নদাতা কাশী। ত্রিগুণ জিনিয়া রূপ বর্ণেতে অতসী॥ সদানন্দ সদা সুখে শক্তি সহ বাসি। নন্দি ভৃঙ্গিগণ সঙ্গে প্রেম অভিলাষী॥ সর্ব্ব তীর্থ সর্ব্ব দেব স্থিতি বারাণসী। মুক্তিদাতা সর্ব্ব জীবে শিব পঞ্চক্রোশি॥ কারণ হইতে সূক্ষ্ম স্থূল রূপভাষী। যোগিগণ ধ্যান জন্য কল্পিত প্রকাশ॥ সাধনেতে সিদ্ধ হৈলে কারণে প্রবেশি। এক বস্তু ভিন্ন নহে উত্তম রূপসী॥ কাশীবাসী ব্রহ্মানন্দ হৃদপদ্মে বসি। তাহার কৃপাতে তবে কাশীখণ্ড ভাষি। সীতানাথ বসুদাস অম্বিকা নিবাসী। কাশীখণ্ড ভাষা রচি করিল প্রকাশ॥

কাশীখণ্ড।

গ্রন্থারম্ভঃ।

বিন্ধ্যগিরীর বৃদ্ধি বিবরণ নারদ সম্বাদ

পয়ার। শিবা তরে শিব কহে কাশী বিবরণ। মাতৃকোলে বসি গুহ করিল শ্রবণ॥ কার্ত্তিকেয় সেই কথা কহে অগস্ত্যেরে। সেই কথা বেদব্যাস কহেন সূতেরে॥ কাশীখণ্ড পুরাণীয় এমত সংবাদ। সর্ব্ব-শাস্ত্র সারোদ্ধার অমৃত আস্বাদ॥ প্রথম অধ্যায় বিন্ধ্য নারদ সম্বাদ। সূতেরে কহিল ব্যাস করিয়া আহ্লাদ॥ তীর্থ যাত্রা করিয়া নারদ তপো-ধন। নর্ম্মদাতে স্নান করি বিন্ধ্যে আগমন॥ বিন্ধ্য পর্ব্বতের শোভা কে পারে বর্ণিতে। তরু লতা ফল ফুল জন্তু নানামতে॥ নারদ দেখিয়া বিন্ধ্য প্রণাম করিল। পাদ্য অর্ঘ পূজি আনন্দেতে বসাইল॥ পদ সেবা করি দূর করে পথশ্রম। শুভ আলাপন পরে করে উপক্রম॥ নানামতে স্তুতিবাদ করে গিরিবর। ব্রহ্মতেজোময় তুমি পরম ঈশ্বর॥ তব পাদ-পদ্ম রজ পাইল আমার। ঘুচিল চিত্তের যত ছিল অন্ধকার॥ মুনি আগমনে বিন্ধ্য মনে অভিরাম। সগোত্র নিন্দিয়া করে আপনা বাখান॥ ধরাধর মাঝে কেহ মোর তুল্য নয়। শিবের শ্বশুর এক মান্য হিমালয়॥ এত শুনি নিশ্বাস ছাড়িল তপোধন। করযোড়ে বিন্ধ্য জিজ্ঞাসিল বিব-রণ॥ কি হেতু ছাড়িলা প্রভু সুদীর্ঘ নিশ্বাস। না হইল তব কিবা পূর্ণ অভিলাষ॥ মুনি বলে শুন গিরি আমার বচন। এক দিন সুমেরুতে ছিল আগমন॥ আমার সাক্ষাতে সে তোমাকে নিন্দয়। তোমাকে দেখিয়া মনে সে কথা উদয়॥ জ্ঞাতি সব জনে আর কিবা আছে দুঃখ। বিশ্বাস কারণ এই কহিল সম্মুখ॥ এই মতে আলাপ করিয়া মুনিবর। বিদায় হইয়া গেল বৈকুণ্ঠ নগর॥ মুনিকে বিদায় করি বিন্ধ্য মহামতি। নানামতে আপনাকে নিন্দিলেক অতি॥ ধিক মোর জীবন যৌবন পরাক্রম। জ্ঞাতি হৈতে পরাজয় না রহে সম্ভ্রম॥ সুমেরু পর্ব্বত গর্ব্ব খর্ব্ব করি কিসে। সর্ব্বদা মনেতে হেন চিন্তিল বিশেষে॥ বিন্ধ্যগিরি সদা মনে উপায় ভাবয়। সুমেরুকে কি রূপে করিব পরাজয়॥ সুমে-রুকে প্রদক্ষিণ করে দিবাকর। এইত গৌরব তার ভাঙ্গিব সত্বর॥ যে রূপে সূর্য্যের চলাচল নাহি হয়। করিব এমন চেষ্টা ভাবিল হৃদয়॥

দ্বিতীয় অধ্যায় বিন্ধ্য বাড়িল বিস্তর। রুদ্ধ হৈল যেই পথে চলিবে ভাস্কর ॥ সূর্য্য পথ করি রোধ বিন্ধ্যগিরিবরে। কৃতার্থ হইল হেন জানিল অন্তরে ॥ কতক্ষণে হইবেক ভানুর উদয়। ভাবিয়া আকুল বিন্ধ্য ব্যাকুল হৃদয় ॥ রজনী প্রভাত দিবাকরের উদয়। ভুবন জীবন দান করি মহাশয় ॥ এক চক্র রথখান অরুণ সারথি। সপ্ত অশ্ব টানে রথ চলে শীঘ্রগতি ॥ কত পথ ছাড়াইয়া আইল সত্বর। আসিয়া ঠেকিল যথা বিন্ধ্যগিরিবর। পথ না পাইয়া জানাইলেক সারথি। স্পর্দ্ধা করি বর্দ্ধমান বিন্ধ্য মহামতি ॥ রথ পথ রুদ্ধ করিয়াছে বর্দ্ধমান। দাঁড়াইল ঘোড়া চলিবার নাহি স্থান। দিনমণি এত শুনি হইল বিস্ময়। একি অসম্ভব সব বিধি বিপর্য্যয় ॥ একক আকাশে কিবা করিব উপায়। স্তম্ভিত হইয়া ভাবে না দেখি সহায় ॥ দ্বিসহস্র দ্বিশতক যোজনের পথ। নিমিষার্দ্ধে ছাড়াইয়া যায় যার রথ ॥ বদ্ধ হৈয়া পথে তেঁহ রহে কতকাল। অকালে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে ঘটিল জঞ্জাল ॥ পশ্চিমে রজনী সদা পূর্বে সদা দিন। বেদ বিধি ক্রিয়াকাণ্ড হইলেক হীন ॥ সুরাসুর নরগণ হইল কম্পিত। ঘটিল প্রমাদ অতি একি চমকিত ॥ সৃষ্টি লোপ হয় দেখি যত দেবগণ। একত্র হইয়া চলে ব্রহ্মার সদন ॥ ভূমে পড়ি যোড় করে প্রণাম করিয়া। নানামত স্তুতি করে ভক্তিভাব হৈয়া ॥ তুমি আদি অনাদি বিধাতা সৃষ্টিকারি। জগৎ পালনকারি মোহন্মুরারী ॥ সংহারক জগতের তুমি ত্রিপুরারী। সৃষ্টিরক্ষা কর প্রভু হইয়া কাণ্ডারী ॥ স্তুতিবাদ করি কহে বিন্ধ্য বিবরণ। বৃদ্ধি বিন্ধ্য করে সূর্য্যপথ নিবারণ ॥ শুনিয়া দেবতা বাক্য করিয়া আশ্বাস। উপদেশ কহে ব্রহ্মা মুখে মৃদুহাস ॥ কাশীবাসি তপস্বী অগস্ত্য মহামুনি। যাহ তথা এই কার্য্য সাধিবেন তিনি ॥ পিতামহ মুখে শুনি অগস্ত্য সম্বাদ। দেবগণ মনে বড় হইল আহ্লাদ ॥ বাসনার অতিশয় কাশীপুরী লাভ। স্বকার্য্য সাধন আর অধিক প্রভাব ॥ প্রণাম করিয়া সবে হইয়া বিদায়। কাশীপুরী উদ্দেশিয়া চলিল ত্বরায় ॥ তৃতীয় অধ্যায় তবে শুন বিবরণ। আহ্লাদ হইয়া চলে যত দেবগণ ॥ পথে পথে নিজভাগ্য প্রশংসন করে। ত্বরিতে মিলিত হইল মণিকর্ণি তীরে ॥ স্নান করি হরিস্মরি ক্রিয়াকাণ্ড করি। বিশ্বেশ্বর দরশন করে বাঞ্ছাপুরি ॥ ক্রমে ক্রমে সব তীর্থ করিয়া ভ্রমণ। মিলিল সত্বরে যথা মুনির আশ্রম ॥ স্নিগ্ধতরু তৃণ লতা শান্ত জন্তুগণ। মুনি শিষ্য বসিয়াছে করিয়া বেষ্টন ॥ জয় জয় শব্দ করি দেবতা সমাজ। উচ্চৈঃস্বরে বলে রক্ষা কর মুনিরাজ ॥

নানামত স্তুতি করে যত দেবগণ। সম্ভাষ করিয়া মুনি দিলেন আসন।। প্র-
ত্যেক প্রণাম করি আসনে বসিল। আগমন কারণ অগস্ত্য জিজ্ঞাসিল।।
তবে বৃহস্পতি মুখে হেরি পুরন্দর। ইঙ্গিতে বুঝিয়া গুরু করয়ে উত্তর।।
ইন্দ্র আদি দেবের প্রত্যেকে পরিচয়। অগস্ত্যকে কহিলেন গুরু মহাশয়।।
চতুর্থ অধ্যায় লোপামুদ্রার প্রসঙ্গে। সতী পতিব্রতা ধর্ম্ম বর্ণে নানারঙ্গে।।

লোপামুদ্রা সতীর প্রসঙ্গ।

পয়ার। লোপামুদ্রা পতিব্রতা পতি আজ্ঞাকারী। পতিসেবা নিযুক্ত সতত সদাচারী।। পতি সুখে সুখী পতি দুঃখে অভিমানী। ছায়া যেন পতি সঙ্গে ভ্রমণচারিণী।। পতির অধিক কারো প্রতি নাহি জ্ঞান। পাতিক পরম জ্ঞান মনে করে ধ্যান।। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যত দেবগণ। পতির অধিক নাহি হয় কোন জন।। পতির চরণোদক নিত্য করে পান। পতির উচ্ছিষ্ট মাত্র ভোজন বিধান।। তব পত্নী গুণ কত করিব নির্ণয়। সতীরূপা সাবিত্রী তাহার সম নয়।। কত বা কহিব তব মহিমা অপার। সতী পত্নী গুণে হয় পতির নিস্তার।। যদ্যপি পুরুষ পাপ আচরয়ে অতি। সতীর পুণ্যেতে পতি লভয়ে সুগতি।। সতী পতি পরে নাহি যম অধিকার। সতী সঙ্গে স্বর্গলোকে বসতি তাহার।। বিল হৈতে যেন বাদিয়া ভুজঙ্গ। উদ্ধার করয়ে বীর করিয়া আতঙ্ক।। সেই মত পতিব্রতা নরক হইতে উদ্ধার করিয়া পতি লয়ে স্বর্গেতে।। পিতৃ মাতৃ পতি তিন কুলের উদ্ধার পতিব্রতা ফলে হয় শাস্ত্রের বিচার।। গৃহস্থের ধর্ম্মে কর্ম্মে ভার্য্যা হয় মূল। ভার্য্যা বিনা গৃহস্থের নাহি অনুকূল।। ভার্য্যা বিনে যজ্ঞ আদি কর্ম্ম অধিকার গৃহস্থের নাহি হেন শাস্ত্রে আছে সার।। কর্ম্মবশে যদ্যপি বিধবা হয় নারী যাবত জীবন হয় দুঃখ অধিকারী।। আহারের অল্পতা করয়ে ক্রমে ক্রমে শাক পাক কিঞ্চিত খাইয়া রাখে প্রাণে।। বৈশাখ কার্ত্তিক মাঘ পুণ্য তিন মাস। বিশেষ নিয়ম তাতে করিবে প্রকাশ।। বৈশাখেতে জলছত্র দিবেক নিয়ত। জল তাম্র শুক্ল বস্ত্র ছত্র আদি যত।। যথাশক্তি ব্রাহ্মণেতে করিবেক দান। কার্ত্তিকে বিশেষ জান প্রদীপ প্রদান।। ব্রাহ্মণ ভোজন মাঘে আর প্রাতঃস্নান। বিহিত সকল কর্ম্ম করিবে বিধান।। বিধবার কেশবন্ধে পতির বন্ধন। অতএব করিবেক চিকুর মুণ্ডন।। খট্টা আরোহণে হয় প-

তির পতন। তেকারণে করিবেক ভূমিতে শয়ন॥ সদাচার আচরিয়া থাকে সর্ব্বক্ষণ। পুত্র অভিমত কর্ম্ম করে আচরণ॥ এইরূপে করি নারী বৈধব্য পালন। পতিলোকে পতি সঙ্গে পায় দরশন॥ শীল ভঙ্গে পতি সঙ্গে নরকে পতন। পতিবাক্য লঙ্ঘনেতে নরকে গমন॥ ক্রোধ মুখে পতিকে যে করযে উত্তর। শৃগালি কুক্কুরী কিবা হয় জন্মান্তর॥ পতি মনঃপীড়া করি বাক্য যেবা কহে। পেচক হইয়া বৃক্ষ কোঠরেতে রহে। ভর্ত্তার তাড়নে তারে চাহে তাড়িবার। ব্যাঘ্র কি বিড়াল যোনি লাভ হবে তার॥ পতি পরিত্যাগ করি অন্য করে মতি। শূকরী বাদুরী কিবা হয়ে দুষ্ট অতি॥ হুঙ্কার করিয়া কথা কহে যে পতিরে। বোবা হয়ে জন্মে মুখে বাক্য নাহি স্বরে॥ সপত্নীকে যেই নারী দ্বেষ সদা করে। পতি পুত্রবিহীনা হইবে জন্মান্তরে॥ পতি সঙ্গে বসি অন্য পুরুষ দেখয়। বিমুখী কুরূপা কানা হয়ে জন্ম লয়॥ কুল ভঙ্গ করে নারী যদি কোনমতে। তিনলোকে একেকালে ফেলে নরকেতে॥ পতিব্রতা পুণ্য কথা শুনি মুনিবর। বৃহস্পতি প্রতি তুষ্ট হইল অন্তর॥ ছলে বলে গুরু আগমনের কারণ। তোমাকে যাচিতে আইলাম দেবগণ॥ যাচক হইয়া হেথা দেবতা আইল। বিন্ধ্যের বৃত্তান্ত যত গোচর করিল॥ সৃষ্টি রক্ষা কর করি বিন্ধ্যের দমন। একথা বলি নিঃশঙ্ক হইল দেবগণ॥ মুনি বিশ্বেশ্বর ধ্যানে করি আলোচন। কহিলা করিব বিন্ধ্য বৃদ্ধি নিবারণ॥ অঙ্গীকৃত হৈল মুনি হৃষ্ট দেবগণ। বিদায় হইয়া গেল আপন ভবন॥ পঞ্চম অধ্যায় মুনি চিন্তয়ে অন্তরে। বিশ্বেশ্বর বিমুখ হইল মম পুরে॥ দেবতার চরিত্র কে বুঝিবারে পারে। ছল করি কাশী ছাড়া করিল আমারে॥ লোপামুদ্রা সম্বোধিয়া করয়ে বিলাপ। অতিশয় অন্তরে কাশী বিচ্ছেদ সন্তাপ॥ অম্বিকা নিবাসি নীলকানাথ বসুদাস। কাশীখণ্ড ভাষা রচি করিল প্রকাশ॥

বিন্ধ্য পর্ব্বতের দর্পচূর্ণ এবং অগস্ত্য মুনির দক্ষিণদিগে গমন।

ত্রিপদী। লোপামুদ্রা শুন কই, দেখ দেবরাজ অই, গিরি পক্ষ করেছে ছেদন। দেখ অগ্নি দাবানলে, এ তিন ভুবন জ্বলে, সূর্য্য আদি আর দেবগণ॥ অতি পরাক্রম ধরে, ব্রহ্মাণ্ড নাশিতে পারে, বীর দর্পে কেহ নহে ন্যূন। বিন্ধ্য বৃদ্ধি নিবারিতে, না পারিল কেহ তাতে, আহা বিধি হইল বিগুণ॥ না রাখি কাহার দায়, তপস্যাতে কাল যায়, পতি

সঙ্গে আছি কাশী পুরে। বিধির বিপাক তায়, হইল বিষম দায়, কাশী ছাড়া করিল আমারে ॥ পণ্ডিতে শাস্ত্রেতে রটে, কাশী বাসে বিঘ্ন ঘটে, সাধু শান্ত জনে আবশ্যক। ঘটিল আমারে তাই, কাহার দোষ নাই, তুমি বিধি সকল কারক ॥ লোপামুদ্রা চল যাই, ইহাতে উপায় নাই, বিমুখ হয়েছে বিশ্বেশ্বরে। পত্নী সঙ্গে মুনিবরে, প্রতি দেব ঘরে ঘরে, বিলাপ করয়ে উচ্চৈঃস্বরে ॥ আহা প্রভু কালরাজ, রাখ কাশীরাজ কায, কিছুমাত্র না কর বিচার। কিবা অপরাধ মোর, কর কাশী হইতে দূর; কৃপালেশ নাহিক তোমার ॥ আহা প্রভু দণ্ডপাণি, কাশীতে নায়ক তুমি, মোর তরে হইলা নির্দ্দয়। আহা ঢুণ্ডিগণরাজ, রাখ যুবরাজ্য কায, অবিচারে মোরে দণ্ড হয় ॥ আহা বিশ্বেশ্বর তুমি, বারাণসীপুর-স্বামী, কিছুমাত্র নাহিক শাসন। তোমার নগর কাশী, থাকে যার পুণ্যরাশি, সেই পায় শুভ দরশন ॥ মণিকর্ণি স্নান করি, আসি নিত্য তব পুরী, যথাশক্তি পুজি তব লিঙ্গ। নিয়ম করিয়া কাশী, বাস করি হবিষ্যাশি, কি দোষে করিলা তাতে ভঙ্গ ॥ আহা অন্নপূর্ণা মাই, তোমাকে বলিয়া যাই, দীন হীনে না করিলা দয়া। সঙ্কটা বিকটা আদি, দেবী আর দেব নদী, ক্রমে সকলেরে আলাপিয়া ॥ সীমাচর ভূতগণ, জনে জনে সম্ভাষণ, কহিলেক কান্দিতে কান্দিতে। সন্ন্যাসী তপস্বী ঋষি, আর যত কাশীবাসি, সম্ভাষ করিলা ধরি হাতে ॥ শুন কাশী দেবগণ, করি কিছু নিবেদন, সাক্ষি মাত্র থাকিবা তোমরা। নিজ প্রয়োজন বশে, নাহি ছাড়ি কাশীবাসে, কি করি যাচিল দেবতারা ॥ পর উপকার তরে, কাশী ছাড়ি যাই দূরে, উপকার জন্যে কি না করে। দধিচি ব্রাহ্মণ ছিল, নিজ অস্থি ভিক্ষা দিল, প্রাণদণ্ড গণনা না করে ॥ চাহিলেন ভগবান, ত্রিলোক করিল দান, বলিরাজা পরম হরিষে। মধুকৈটভের শির, দিলেক হইয়া স্থির, নারায়ণ ছেদিলেন শেষে ॥ গরুড় পক্ষীর রাজা, বলে দর্পে মহা তেজা, হইলেক বিষ্ণুর বাহন। তবে আসি তীরে বসি, পতি সঙ্গে মহাঋষি, শিরে করে নীর অভ্যুত্থান ॥ কহিছে চক্ষুর তরে, দেখ দেখি কাশীপুরে, স্থানে স্থানে যে আছে মন্দিরে। তবে শিব শিব বলি, পতি পত্নী গলাগলি, করি কান্দে হইয়া অস্থিরে ॥ দুই জনে মোহ পায়, থাকে বক বকী প্রায়, কিছু কালে হইল চেতন। পুনঃ শিব শিব বলি, বলে প্রিয়ে চল চলি, বড়ই কঠিন দেবগণ ॥ চলিলেক তপোধন, ধারা বহে দুনয়ন, ফিরি ফিরি দেখে বারে বার। পতি পাছে সতী যায়, শরী-

রের ছায়া প্রায়, অবলার ন্যায়, চমৎকার॥ হইয়া পাগল প্রায়, ক্ষণে বৈসে ক্ষণে ধায়, ক্ষণে ক্ষণে ফিরিং চায়। দুই তিন পায় চলে, শিব বিশ্বেশ্বর বলে, বলে কাশী দেখি হেতা আয়॥ এই মতে চলে ঋষি, যাবত দেখয়ে কাশী, ক্রমে ক্রমে গেল বহু দূর। তপো যান আরোহণে, চলিলেক ক্রোধ মনে, বিন্ধ্য গর্ব্ব করিবারে চূর॥ নিমিষ অর্দ্ধেকে মুনি, বিন্ধ্যের নিকটে পুনি, সতী সঙ্গে উপস্থিত হয়। জ্বলন্ত অনল প্রায়, ক্রোধে চক্ষু রাঙ্গা তায়, যম যেন দেখি লাগে ভয়॥ পত্নী সঙ্গে মুনিবর, দেখিয়া লাগিল ডর, থর থর কাঁপে গিরিবর। অতি খর্ব্ব হৈয়ে গিরি, দুই কর যোড় করি, দণ্ডবৎ প্রণামে সত্বর॥ আশীর্ব্বাদ করি মুনি, বিন্ধ্যকে বলিল পুনি, আমাকে সত্বর জান তুমি। খর্ব্ব হৈয়া কতকাল, এইরূপে থাক ভাল, যাবত না ফিরি আসি আমি॥ এই বাক্য বলি মুনি, দক্ষিণে চলিল পুনি, কাশীর বিচ্ছেদ ভ্রান্ত মতি। সীতানাথ বসুদাসে, কাশীখণ্ড ভাষা ভাষে, ত্রিপদী রচিল তাতে ইতি॥

পয়ার। কত দূরে গেল যদি মুনি মহাশয়। আপনাকে মনে বিন্ধ্য প্রশংসা করয়॥ অদ্য মোর পুনর্জ্জন্ম হইল আগোকে। অভিশাপ না করিয়া মুনি গেল যাতে। অদ্য কল্য পরশ্ব আসিবে মুনিবর। এই মাত্র চিন্তা করে গিরি নিরন্তর॥ যদ্যপি না আইসে মুনি নাহি বাড়ে গিরি হইলে খলের বৃদ্ধির থাকে দিন চারি॥ বাল্যকালে বিধবার যেন পয়োধর। উঠিয়া হৃদয়ে লয় হয় নিরন্তর॥ দরিদ্রের মনোরথ যেমত নিষ্ফল। সে মত খলের মনোরথ যে সকল॥ স্পর্দ্ধা করি পরে যেবা অতি বৃদ্ধি হয়। সেই বৃদ্ধি দূরে পূর্ব্ব বৃদ্ধির সংশয়॥ পত্নী সঙ্গে করি মুনি কোলাপুরে গেল। মহালক্ষ্মী দেখি দোঁহে প্রণাম করিল॥ নানাবিধ স্তুতি করিলেন মুনিবর। কাশী বিরহের জ্বালা ঘুচিল অন্তর॥

অগস্ত্য মুনি কর্ত্তৃক মহালক্ষ্মীর স্তুতি।

লঘু-ত্রিপদী। তুমি নিরাকারা, তুমি সে সাকারা, তুমি সে সংসার সার। যত ইতি সব, তোমার বিভব, তুমি সে ভবের ভার॥ ব্রহ্মা তব সঙ্গে, সৃষ্টি করে রঙ্গে, তুমি পরাপর তারা। তব সহকারে, হরি রক্ষা করে, তুমি হরি মনোহরা॥ তব যোগে শিব, সংহারে এ সব, তুমি

ত্রিভুবন ভরা। নয়নের কোণে, হের যার পানে, কৃতার্থ হয় যে তারা॥ তুমি বায়ু জল, আকাশ অনল, তুমি ধরাধর ধরা। অপার মহিমা, কেবা পাবে সীমা, সর্ব্ব ঘরে তুমি স্থিরা। তোমার বিরহে, কিছু নাহি রহে, এ সংসারে সব মরা। পুণ্য অতিশয়, যাহার থাকয়, তাহার নয়ন তারা॥ তুমি লোকমাতা, সকল দুহিতা, তুমি সে সকল দারা। স্তুতি করি মুনি, রহিল অমনি, দুনয়নে বহে ধারা॥

শৈল পর্ব্বতে যাইতে অগস্ত্য মুনিকে মহালক্ষ্মী উপদেশ দেন।

পয়ার। স্তুতি শুনি মহালক্ষ্মী প্রসন্না হইলা। লোপামুদ্রা আলিঙ্গিয়া অগ্রে বসাইলা॥ তবে পতিব্রতা ধর্ম্ম করে প্রশংসন। সতীকে দিলেন দিব্য বসন ভূষণ॥ অগস্ত্য মুনিরে তবে বর দান করে। কাশী বিরহের দুঃখ যাইবেক দূরে॥ বেদব্যাস হৈয়া পরে কাশী লাভ হবে। সম্প্রতি শুনহ দুঃখে যেই মতে যাবে॥ দক্ষিণে শ্রীশৈল আছে দেব ষড়ানন। তাঁর সঙ্গে যাইয়া করহ দরশন॥ কাশীর মাহাত্ম্য কহিবেক তোমা স্থানে। তাহা হৈতে হবে তব তাপ নিবারণে॥ মহামুনি লক্ষ্মী মুখে পাইয়া উপদেশ। পত্নী সঙ্গে দক্ষিণেতে করিল প্রবেশ॥ ষষ্ঠ অধ্যায়েতে মুনি দক্ষিণে গমন। পথে হৈতে হইল শ্রীশৈল দরশন॥ শ্রীশৈল শেখর দেখি মুনির হৃদয়। সন্তাপ ঘুচিয়া অতি আনন্দিত হয়॥ তবে মুনি লোপামুদ্রা সম্বোধিয়া বলে। শ্রীশৈল শেখর প্রিয়া দেখ কুতূহলে॥ চৌরাশী যোজন এই গিরির বিস্তার। প্রদক্ষিণ করি যদি শেখর ইহার॥ আরোহণ করে যদি পুনর্জ্জন্ম নাই। পতি মুখে শুনি হেন বলে সতী মাই॥ প্রাণনাথ কোন কথা জিজ্ঞাসিতে চাই। জিজ্ঞাসিতে পারি যদি তব আজ্ঞা পাই॥ পতি অনুমতি বিনা নাহি কোন কর্ম্ম। পতিব্রতা নারীর আছয়ে হেন ধর্ম্ম॥ মুনি বলে বল যাহা বলিবারে হয়। সতীর বচন মনে খেদ কভু নয়॥ পতি অনুমতি মতে সতী কহে বাণী। অতি বিলক্ষণ কথা কহিলা আপনি॥ শ্রীশৈল দর্শনে যদি পুনর্জ্জন্ম নাই। তবে কেন কাশী ইচ্ছা করহ গোঁসাই॥ অগস্ত্য বলেন প্রিয়ে কর অবধান। ব্যবস্থা ইহার যেই শাস্ত্রের প্রমাণ॥ ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডেতে তীর্থ সাড়ে-তিনকোটি। বিশেষিয়া কহি শুন তার পরিপাটী॥ প্রয়াগ নৈমিষ কুরুক্ষেত্র যে মথুরা। অবন্তিকা অযোধ্যা শ্রীশৈল আর

ধরা ॥ দ্বারা গঙ্গা সাগরসঙ্গম গোদাবরী। কাঞ্চি মায়া কাশী সিন্ধু প্রয়াগ কাবেরী ॥ ত্র্যম্বক শ্রীক্ষেত্র বদরিকা কালঞ্জর। সরস্বতী যমুনা অমরা তীর্থবর ॥ সেতুবন্ধ একাম্বর শ্রীচন্দ্রশেখর। ভূগুকর্ণ ভৃগুতুঙ্গ গোকর্ণ পুষ্কর ॥ গয়া গঙ্গা আদি কত করিব গণন। সংক্ষেপে কহিল বস্তু তীর্থ বিবরণ ॥ মানস তীর্থের শুন কহি বিবরণ। বেদ পুরাণেতে যাহা করেছে গণন ॥ ক্ষমা সত্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ভূত দয়া। শম দম সন্তোষ আর্জব বাণী প্রিয়া ॥ তপস্যা বিজ্ঞান আদি পরিসীমা নাই। তীর্থ যাত্রা বিধি শুন কহি তোমা ঠাঁই ॥ পূর্ব্ব দিন উপবাস করিবে নিয়ম। পর দিন শ্রাদ্ধ করিবেক যথাক্রম ॥ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তার পর। পারণ করিয়া যাত্রা করিবে সত্বর ॥ স্নান দান শ্রাদ্ধ আদি তীর্থের বিহিত। করিবেক কর্ম্ম যত হৈয়া সাবহিত। এই সব তীর্থ সেবা বিমুক্তির দ্বার। তবে হবে কাশীগত নির্ব্বাণ নিস্তার ॥ জৈমিনি স্মৃতিতে হেন আছে নিরূপণ। বরুণা পিঙ্গলা আদি ইড়ানাড়ী যেন ॥ তদন্তরে অবিমুক্ত সুষুম্না যে নাড়ী। তিন নাড়ী কাশীপুরী তাপত্রয়হারী ॥ কাশীপুরে জীব জন্তু যেই সব মরে। শ্রীনাথ তারক ব্রহ্ম উপদেশ করে ॥ তবে জীব হইবেক মুক্তির ভাজন। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতে এই নিরূপণ ॥ প্রসঙ্গত তীর্থ যদি পাপেতে মিলয়। তথাপি তীর্থের অর্দ্ধ ফলভাগী হয় ॥ সপ্তম অধ্যায় মুনি কহে ইতিহাস। শিবশর্ম্মা মথুরাতে যেমতে প্রকাশ। তীর্থ যাত্রা আদি তার যত বিবরণ। লোপামুদ্রা স্থানেতে কহেন তপোধন ॥ সুধাভাণ্ড কাশীখণ্ড ব্যাসের বচন। ভাষা করি বলিবারে পারে কোনজন ॥ অম্বিকা নিবাসী সীতানাথ বসু দাস। ব্রহ্মা অনুরিতা হয় হইয়া উল্লাস ॥ কাশীখণ্ড কথা অবধারণ করিয়া। ভাষাতে ভাষিল তাহা সংক্ষেপ করিয়া ॥ সাধু জনে শ্রবণে হইবে অভিলাষ। হরি হর পূজন করিবে মন আশ ॥ এ কথা শ্রবণ করে কিবা করে গান। কাশী লাভ হবে তার পাইবে নির্ব্বাণ ॥

ইতি কাশীখণ্ড ভাষা অগস্ত্য মুনির কাশী ত্যাগ বিন্ধ্য পর্ব্বত খর্ব্ব শ্রীশৈল পর্ব্বত দর্শন প্রথম সর্গঃ।

অথ শিব শর্ম্মার বিবরণ।

পয়ার। মথুরা নিবাসী শিবশর্ম্মা দ্বিজবর। শাস্ত্র অধ্যয়ন তেঁহ করেন বিস্তর ॥ বেদ বিধি জ্ঞান ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণেতে। ধর্ম্ম কর্ম্ম মিমংসা-কারক প্রমাণেতে ॥ তর্ক শাস্ত্র ধনুর্ব্বেদ আর আয়ুর্ব্বেদ। তন্ত্র শাস্ত্র অন্য শাস্ত্র যত নাট্য বেদ॥ এই রূপে সর্ব্বশাস্ত্র পড়িয়া ব্রাহ্মণ। তার পর হই-লেক পুত্র উপার্জ্জন ॥ তদন্তরে চিন্তে দ্বিজ কি করি উপায়। না বলিল শিব বিষ্ণু গণ মহাশয়॥ সূর্য্য দেব তুলস্যাদি ব্রাহ্মণ ভোজন। দেবালয় লিঙ্গস্থিত তীর্থ দরশন॥ গোধেনু গোবৎস আর ভূম্যাদি কাঞ্চন। পথে বৃক্ষ আরোপণ তড়াগ খনন॥ গোগ্রাস পতিত পঙ্কে গাভীর উদ্ধার। জলছত্র অন্নবস্ত্র গয়া-শ্রাদ্ধ আর॥ অতিথি সেবন আর ব্রত চান্দ্রায়ণ। পুরুষ উত্তম অন্য তীর্থ দরশন॥ এই সব কিছু মোর না হইল ক্রিয়া। কিসে ভব পারাবারে যাইব তরিয়া॥ অবশেষ চিন্তি দ্বিজ করিল বিচার। সপ্তপুরী তীর্থ দরশন মোর সার॥ যাহা হৈতে ভবসিন্ধু হইব নিস্তার। যথাযোগ্য নিয়ম করিল ধর্ম্মাচার॥ প্রথমে মথুরা হৈতে অযোধ্যা গমন। সেই যে অযোধ্যা পুরি মহা-মোক্ষধাম॥ সেই স্থানে বিরাজিত আছেন শ্রীরাম। নিয়মে সরযূতীরে শর্ম্মার বিশ্রাম॥ সাঙ্গ স্নান শ্রাদ্ধ করি পঞ্চ-রাত্র বাস। প্রয়াগে চলিল পুরাইতে অভিলাষ॥ যথা ব্রহ্মা রজোগুণে যমুনা মহেশ নিজ রূপা। তমোগুণে যমুনা মহেশ নিজ রূপা। ভাগিরথী সত্ত্ব রূপে বিষ্ণু যে আসিলা। ত্রিগুণেতে ত্রিবেণী প্রয়াগ হইলা॥ সুতেজ অক্ষয়বট তথায় আছয়। যার মুলে প্রলয়ে মার্কণ্ড মুনি রয়॥ শঙ্খচক্র সব বেণী মাধব আছয়। সূক্ষ্মরূপা সরস্বতী তথাতে মিলয়॥ মাঘ মাসে প্রাতঃ স্নান কিম্বা বাস করে। তার অনায়াসে মুক্তি কে খণ্ডিতে পারে॥ ঐ স্থানেতে শিবশর্ম্মা মাঘ মাস ছিল। এক মাসে যথাযোগ্য সর্ব্ব কর্ম্ম কৈল তার পর কাশীতে চলিল গুণধাম। পঞ্চক্রোশ প্রথমেতে গণেশে প্রণাম॥ পরে মণিকর্ণিকায় চলিলেন মুনি। যথা গঙ্গাদেবী আছেন উত্তরবাহিনী॥ মণিকর্ণি ঘেরিয়া বসেছে দেবগণ। স্থানগণ যেমন অপূর্ব্ব দরশন॥ মণি-কর্ণি খ্যাত যেই কারণেতে হয়। শিবের কর্ণের মণি তথাতে পড়য়॥ এইত নিমিত্তে মণিকর্ণি অর্থ হয়। আর এই স্থানে আছে অনেক নির্ণয়॥ সাঙ্গ স্নান শ্রাদ্ধ আদি করি সেই স্থানে। চলিলেন পরে পঞ্চ তীর্থ দরশনে॥ পরে দ্বিজবর সম্বৎসর বাস করি। ক্রমাগত নিত্য নৈমিত্তিক করে কিরি॥

বীরেশ্বর আর যত আছে লিঙ্গময়। সর্ব্বত্রেতে দিনেং দর্শন করয় ॥ চিত্ত-ক্ষোভ কোন মতে নিবৃত্তি না হয়। তার পরে ভাবে তবে উপায় নির্ণয় ॥ প্রথমে বাসনা সপ্তপুরী দরশনে। তথা হৈতে চলিলেন অবন্তিভুবনে ॥ যেই স্থানে মহাকাল আছে অবস্থিতি। মহাপ্রলয়েতে জগৎ সংহার শকতি কোটি শিবলিঙ্গ যথা আছে নিরন্তর। হাটকেশ তারকেশ মহাকালেশ্বর ক্রমাগত স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল উদয়। জরায়ুজ অঙ্গ প্রভৃতি যত হয় ॥ অণ্ডজাত সর্প পক্ষি আদি জীব যত। আছেন তথায় সেই সব বিরাজিত ॥ উদ্ভিজ্জাত তরু সুখে তৃণ আদি যত। স্বেদজাত দংশ মশকাদি নানামত ইহারা সকলে তথা হয় লিঙ্গময়। পঞ্চরাত্র শিবশর্ম্মা নিয়মেতে রয় ॥ পরে কাঞ্চিপুরে প্রবেশিল দ্বিজবর। কি কহিব সেস্থানের মহিমা অপার ॥ শিব লক্ষ্মীকান্ত আর হরি হর প্রিয়া। গোদাবরি নদী তথা আছেন ব্যা-পিয়া ॥ যথাযোগ্য সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মণ। সপ্তরাত্র রহিলেন ধর্ম্ম আচরণ গেলেন সত্বরে যথা পুরী দ্বারাবতী। সেই স্থানে নারায়ণ সদা অবস্থিতি ॥ সেই স্থানে গেলে মুক্তি অবশ্যই হয়। সংক্ষেপে কহিল পরে বিস্তারের ভয় যথাবিধি দ্বিজবর অন্বেষণ করি। ক্রিয়া আদি করিলেক শাস্ত্র অনুসারি ॥ পঞ্চদশ দিন দ্বিজ রহিয়া তথায়। শ্রীহরি স্মরণ করি দ্বিজবর যায় ॥ স্বর্গ হৈতে গঙ্গা যথা পৃথ্বী আগমনে। হরিদ্বার বলি স্থান জগতে বাখানে অপার মহিমা তাঁর জীবের নিস্তার। ধর্ম্ম অর্থ কামমোক্ষ চারি পথসার পূর্ব্বদিন ঐস্থানে অনশন করি। ক্রিয়া আদি যথাবিধি পূর্ব্বক আচরি ॥ তদন্তরে পারণ করিবে হেনকালে। মহাজ্বর উপস্থিত কম্পিত হিল্লোলে কি হইল বলি খেদ করেন বিস্তর। বাটীঘর স্ত্রী পুত্র ভাবে নিরন্তর ॥ তার পর চিত্তস্থির কৈল মনোনীত। এ সময়ে অন্য চিন্তা না হয় উচিত ॥ হরি হর স্মরণেতে যাহাতে নিস্তার। ঐ নাম বিধিমত করিল সত্বর ॥ মৌনী হৈয়া রহে দ্বিজশর্ম্মা মহাশয়। জ্ঞানদৃষ্টি চক্ষু আর ভাবের উদয় ॥ ক্ষণেক কালেতে যে কোটি বিদ্যাদংশে। সকল বিস্মৃতি হৈল সব জ্ঞান অংশে স্থানের মাহাত্ম্য সর্ব্বতীর্থ দৃষ্টি ফলে। বৈকুণ্ঠ হইতে রথ আইসে পুণ্যবলে রথধ্বজোপরেতে গরুড় আরোহণ। দেবকন্যা করে রথে চামর ব্যজন ॥ পুণ্যশীল সুশীল যে চতুর্ভুজধারী। শিবশর্ম্মা লৈয়া চলে বৈকুণ্ঠনগরী দ্বিজবর চতুর্ভুজ ধারণ করিয়া। রথমধ্যে বসিলেন বিষ্ণুরূপ হৈয়া ॥ ঐ সব বিদ্যাধরী চামর ঢুলায়। গণ সঙ্গে কথোপকথনে কাল যায় ॥

সুকর্ম্মান্বিত এবং কুকর্ম্মান্বিত মনুষ্যদিগের যমপুরেতে ভোগের বিবরণ।

পয়ার। অষ্টম অধ্যায় লোপামুদ্রা জিজ্ঞাসন। অগস্ত্য কহেন পরে সব বিবরণ॥ লোপামুদ্রা কহিলেন শুন তপোধন। শিবশর্ম্মা সপ্তপুরী করি দরশন॥ হরিদ্বারে প্রাণত্যাগ কৈল তার পরে। মোক্ষ না হইল কেন শুনিব বিস্তারে॥ অগস্ত্য কহেন প্রিয়ে শুন বিবরণ। শুনিলে যাহাতে হয় অমৃত সেচন॥ গণ সঙ্গে স্বর্গে চলিল দ্বিজবর। কত দূরে দেখে পিশাচ কলেবর॥ ইহার বৃত্তান্ত শর্ম্মা জিজ্ঞাসেন গণে। গণ কহে শুন সখা ইহার কারণে॥ ধন উপার্জ্জন করি সঞ্চয় যে করে। স্ত্রীপুত্র কুটুম্ব আত্ম পোষণের তরে॥ অন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম তারা কিছু না করয়। ইহলোকে সে সব রাক্ষস যোনি হয়॥ তার পরে কত দূরে রথ চলি যায়। স্থূলাকার কান্তি সব দেখিবারে পায়॥ লম্বোদর সুন্দর যে দেখি সর্ব্বকায়। ইহাদিগে দেখি গণে জিজ্ঞাসে শর্ম্মায়॥ এ হেন গঠন মূর্ত্তি কোন লোক হয়। পুণ্যশীল বলেন জগৎ লোকময়॥ এই সবে মর্ত্ত্যলোকে সঞ্চয় না করে। উপার্জ্জন করি ধন সর্ব্বদা বিতরে॥ সংক্রান্তি পূর্ণিমা আদি পর্ব্বতে এ জনে। গুরু পুরোহিত বাক্য দৃঢ় করি মানে॥ পরেতে গন্ধর্ব্ব লোক দরশন হয়। ইহার বৃত্তান্ত কহ গণ মহাশয়॥ নৃপতি ঐশ্বর্য্যমন্তদিগের দ্বারায়। গন্ধর্ব্বগণের এই ব্যবহার হয়॥ শ্রুতি পাঠ মঙ্গলাদি আচরণ যত। ইহাতে জীবিকা হৈয়া থাকে অবিরত। এই মত অর্থ আহরণ করি সব। দানাদি ব্রাহ্মণ সদা করে অসম্ভব॥ ঐ সব লোক আসি এই স্থানে রয়। এই জন্যে এখানেতে দেবলোক কয়॥ তদন্তরে দেখি বিদ্যাধরপুরী স্থান। শিবশর্ম্মা জিজ্ঞাসেন ইহার বিধান॥ পুণ্যশীল সুশীল কহেন বিবরণ। বিদ্যার্থীদিগকে অন্ন দেয় সর্ব্বক্ষণ॥ নববস্ত্র কম্বলাদি দেয় বিদ্যার্থীরে। পীড়া হলে ঔষধ দ্বারায় সেবা করে॥ বিদ্যা গর্ব্ব ছাড়িয়া যে নানা শিক্ষা দেয়। শিষ্যকে তোষয় আহারাদির দ্বারায়॥ পুত্র প্রায় শিষ্যগণে স্নেহ অতিশয়। কন্যা সালঙ্কারে পাত্রে দান যে করয়॥ মন অভিলাষে ইষ্টদেব পূজা করে। এই রূপে অবশেষে বাস বিদ্যাধরে॥ তদন্তরে উপস্থিত যমের পুরীতে। অগ্রে উপস্থিত যম দূতের সঙ্গেতে॥ শিবশর্ম্মা বিষ্ণুগণে প্রণাম করিল। গলে বাস মৃদুহাস স্থির চক্ষুদল॥ কত প্রমোদয় আগমন যম ঘরে। বহু কাল স্তব কৈল যম দ্বিজবরে॥ আপনার পুণ্যবলে হৈলা

সূক্ষ্ম রূপ। প্রভু স্থানে কহিবেন আমার স্বরূপ॥ ধর্ম্মরাজে কৃপা রাখিবেন দয়াময়। এই বাক্য কহি ধর্ম্ম বিদায় করয়॥ শিবশর্ম্মা সম্ভাষিয়া যম যান ঘর। পরে বিষ্ণুগণে জিজ্ঞাসিল দ্বিজবর॥ শিবশর্ম্মা বলে সখা করি নিবেদন। ধর্ম্মরাজ সঙ্গেতে হইল দরশন॥ অতি সাম্য স্বরাকারী সাধুর লক্ষণ। ধর্ম্ম বাক্য তার শুনিতে হরে মন॥ যমের নগর সেই অতি সুশোভনে। যার নাম শুনি পাপী ভয় পায় মনে॥ যমের স্বরূপ লোক দেখে কেমতে। অন্য এক জন দেখি তাহার সাক্ষাতে॥ কোন কোন লোক এই পুরী নাহি দেখে। এ স্থানে বসতি করে কোন কোন লোকে॥ যমের স্বরূপ এই আর কেবা আছে। বিস্তার করিয়া ইহা কহ মোর কাছে॥ গণে বলে শুন শিবশর্ম্মা মহামতি। স্বভাবত ধর্ম্মমূর্ত্তি সাম্যস্বরাকৃতি॥ পুণ্যরাশি তোমাদের হয় দরশন। ভয়ঙ্কর অন্য রূপ দেখে পাপী জন॥ ক্রোধে রক্ত সবে যেন পিঙ্গল লোচন। বিকট দশন তেঁহ করাল বদন॥ জলিত বিদ্যুত যেন দেখি লাগে ভয়। ঊর্দ্ধ কেশ কৃষ্ণবর্ণ মহাঘোরময়॥ প্রলয় মেঘের মত করয়ে নিনাদ। কাল দণ্ড হাতে ঊর্দ্ধ আছয়ে বিবাদ॥ ভ্রুকুটি করাল মুখে করয়ে শাসন। আনহ ইহাকে ধরি করহ বন্ধন॥ প্রহার করহ মাথে লোহার মুদ্গর। পায়ে ধরি পাথরে আছাড় এই নর॥ পাদ দিয়া গলে চক্ষু কর উৎপাটন। ফুলা গাল ক্ষুরে তার করহ ছেদন॥ গলে দড়ি দিয়া গাছে টাঙ্গাহ ইহারে। কাষ্ঠ যেন করাতে বিদার তার শিরে॥ পদাঘাতে ইহার বদন চূর্ণ কর। দুই হাত কাট তার পায়ে ধর॥ পরদার গৃহস্বামী কাটহ চরণ। পরনারী সদাকাল করয়ে গ্রহণ॥ লোমকূপে সূচি বিদ্ধ করিয়া বন্ধন। অতএব এই পাপী করহ শাসন॥ পরদার ইচ্ছা করি করয়ে গমন। ইহার বদন দন্তে করহ দংশন॥ যেই মুখে বলিয়াছে পর অপবাদ। সেই মুখে হান খোঁটা বান্ধ দুই হাত॥ এই পাপী করিয়াছে পর সন্তাপন। তপ্ত বালি মধ্যে ভাজ চনক যেমন॥ নির্দ্দোষ পুরুষে দোষ করে আরোপণ। রক্ত পুঁজ কর্দ্দমেতে ডুবাও বদন॥ অদত্ত পরের দ্রব্য করয়ে গ্রহণ। তপ্ত তৈলে ডুবাইয়া করহ দাহন॥ গুরু অপবাদ করি দেব নিন্দা করে। তপ্ত লৌহশলা তার বদনেতে ভরে॥ পর মর্ম্মভেদ পরছিদ্র প্রকাশয়। সুতপ্ত লোহার সূচ শরীরে বিন্ধয়॥ একে দান করে অন্যে করয়ে নিষেধ। রসনা রসনা কাট পর হাস্ত ছেদ॥ দেব ব্রাহ্মণের দ্রব্য করয়ে ভোজন। উদর বিদারি বিষ্ঠা কৃমিতে পূরণ॥ দেবতার তরে কিম্বা ব্রাহ্মণের তরে। অতিথির তরে কভু পাক নাহি

করে। আপনি খাইতে পাক বিশেষিয়া করে। কুম্ভিপাক নরকেতে পাক কর তারে॥ শিশু হত্যা করি করে বিশ্বাস ঘাতন। কৃতঘ্ন পাতকী মহা-রৌরবে পতন॥ নরক অন্ধতামিস্রে ব্রহ্মঘাতী স্থান। পূঁজ শোণিতেতে গড়ি করে সুরাপান॥ কাল সূত্র নরকে স্বর্ণ চুরি করি। মরিচি নরকে পড়ে গুরুপত্নী হরি॥ পূর্ণ সম্বৎসর যদি সংসর্গ করয়। অসিপত্র নরকেতে তার বাস হয়॥ এই পঞ্চ মহাপাপী বড় দুরাচার। তপ্ত তৈল কড়ায়েতে ফেল বারে বার॥ লোহার মুদ্গরে দৃঢ় করিয়া প্রহার। এক কল্প রাখ নরকের কারাগার॥ স্ত্রীহত্যা গোহত্যা আর মিত্রহত্যাকারী। শিমুল গাছে বান্ধ ঊর্দ্ধ পদ করি॥ অধোমুখ করি তারে রাখ চিরকাল। দংশিয়া শরীর চর্ম্ম ছিঁড়হ বিশাল॥ মিত্রপত্নী এই পাপী করে আলিঙ্গন। দুই বাহু উপাড়িয়া করহ তাড়ন। পর গৃহ পর ক্ষেত্র পুরে অগ্নি দিয়া। জ্বালা দিয়া নরকেতে রাখ ফেলাইয়া॥ বিষ খাওইয়া মারে মিথ্যা সাক্ষী দেয়। তবে ভৌতিকের কালে ছলনা করয়॥ গলে বস্ত্র দিয়া লৈয়া কালকূটে ফেলে। তীর্থ স্থলে করে অনাচার যে সকলে॥ লালাপিব নাম নরকেতে দহ তারে। কুম্ভীপাকে ফেল গর্ভাঘাত যেবা করে॥ অন্যত্রাপি পাপিকে দাহ শূলপাকে। ইক্ষু যন্ত্রে পিসে রসবিক্রয়ী বিপ্রকে॥ প্রজা পীড়া করে ভূপ ফেল অন্ধ কূপে। গো তিল তুরঙ্গ সোণা বেচে কোন রূপে॥ হেন বৈশ্য উখলিতে ফেলি নিরন্তর। মুষলে কুটিয়া চূর্ণ করহ সত্বর॥ শূদ্র হৈয়া দ্বিজবর্গে অবজ্ঞা করয়। দ্বিজ অগ্রে উচ্চাসনে যে জন বসয়॥ অধোমুখ নরকেতে ফেলহ তাহারে। মস্তক ভাঙ্গহ তার মুদ্গর প্রহারে॥ ব্রাহ্মণ বিক্রয়ী শূদ্র বৈশ্য বিপ্রমানি। ক্ষত্রিয় যাজক বেদ বেচে দ্বিজমণি॥ লোহা লবণ মাংস রস তৈল আর ঘৃত। অস্ত্রগুড় আদি দ্বিজ করয়ে বিক্রীত॥ এই সব পাপী যত দৃঢ় বান্ধি পায়ে। চাবুক মারিয়া রাখ কর্দ্দমে ফেলায়ে॥ এই নারী কুলটা পাপিনী অতিশয়। সেই উপপতি তার তপ্ত লৌহময়॥ দুই জনে আলিঙ্গন করাহ এখন। এই মত চিরকাল করহ তাড়ন॥ আপনি নিয়ম করি লোভে ত্যাগ করে। ভ্রমর দংশক নরকেতে ফেলে তারে॥ অতি ভয়ঙ্কর যম এ সব জল্পন। পাপীলোক দূরে হৈতে করয়ে দর্শন॥ ঔরস তনয় যেন প্রজাকে পালয়। ধর্ম্মত বিচার করি প্রজাকে দণ্ডয়॥ হেন সব রাজা ধর্ম্মরাজ সভাসদ। যমপুরে নিরাপদে ভুঞ্জয়ে সম্পদ॥ যে রাজার রাজ্যেতে যে বর্ণের আশ্রম। আপনার ধর্ম্ম কর্ম্ম করে উপক্রম॥ কালক্রমে মৃত্যু হৈয়া যায় যমপুরে। শোক নাহি পায় সভ-

সদ হয় পরে ॥ যে রাজার রাজ্যে প্রজা দারিদ্র না হয়। দুর্বৃত্তি আপদ শোক দুঃখ নাহি পায় ॥ সেই সব নরপতি ধর্ম্মের সভায়। সভাসদ হইয়া পরম সুখ পায় ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অন্য আর যত। যমপুরে বাস করে স্বধর্ম্মে নিরত ॥ উসিনর সুধন্বা নামেতে নরপতি। বৃষপর্ব্বা জয়দ্রথ রাজা মহামতি ॥ সহস্রাজিতকুক্ষী দৃঢ় ধর্ম্মা রিপুঞ্জয়। যবনাশ্ব দন্তবক্র নাভাগ মহাশয় ॥ রিপুমর্দ্দন করন্ধ অধর্ম্মসেন আর। পরমন্দি পরান্তক মহিমা অপার ॥ এই সব আর যত রাজার প্রধান। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার সুনীতি বর্দ্ধমান। ধর্ম্মরাজ সভাতে এ সব নরপতি। ভুঞ্জয়ে পরম সুখ করয়ে বসতি ॥ গণ কহে শিবশর্ম্মা কর অবধান। অন্য আর কিছু কহি পুণ্য উপাখ্যান ॥ যে রূপে না হয় লোকে যম দরশন। দড়ি লাঠি হাতে দূত না দেখে কখন ॥ দূতগণে শমনে শিখায় সদাকাল। হরিহর নামাবলি মুখে বলে ভাল ॥ সেই সব জনে নাহি মোর অধিকার। ত্যজিয়া সে সব জন করি নমস্কার ॥ গোবিন্দ মাধব হরি মুকুন্দ মুরারী। শিবশম্ভু ঈশ শশিশেখর শূলধারী ॥ দামোদরাচ্যুত বাসুদেব জনার্দ্দন। ত্যজিয়া এ সব নাম যে করে মনন ॥ গঙ্গাধর অন্তকারী হর নীলকণ্ঠ। কৈটভারি অজপালি কণ্ঠ বৈকুণ্ঠ ॥ চণ্ডি কেশ মৃড় খণ্ড পরশু ভুতেশ। যে জন এ সব নাম স্মরয়ে বিশেষ ॥ বিষ্ণু মধুসূদন নৃসিংহ চক্রধর। গৌরীপতি চন্দ্রচূড় গিরীশ শঙ্কর ॥ নারায়ণ শঙ্খপাণি দৈত্য নিবর্হন। যে জন এ সব নাম করয়ে স্মরণ ॥ উগ্র বিষমাখ্য মৃত্যুঞ্জয় কামবৈরি। পীতবাস শ্রীকান্ত অনন্ত নাম শৌরী ॥ ত্রিদশৈকনাথ কৃত্তিবসন ঈশান। যে জন এ সব নাম করয়ে যে গান ॥ আদ্য লক্ষ্মীপতি মধুরিপু নরোত্তম। শ্রীকান্ত পিনাকপাণি শাস্ত বিষাশন ॥ পদ্মনাভ আনন্দ কন্দ ধরণী ধারণ। যে জন এ সব নাম করয়ে মনন ॥ দেব দেব সর্ব্বেশ্বর ত্রিপুরসূদন। সাক্ষবা ব্রহ্মণ্যদেব গরুড় বাহন ॥ বাণ চন্দ্রমৌলিত্র্যক্ষ উরগ ভূষণ। অপূর্ব্ব এ সব নাম যে করে মনন ॥ রামেশ্বর শ্রীরাম রাঘব রাবণারী। ভুতেশ মন্মথরিপু প্রমথাবিহারী ॥ মুরারি ঋষিকপতি চানুর মর্দ্দন। অপূর্ব্ব এ সব নাম যে করে মনন ॥ চন্দ্রকলা গিরীশ করাল শূলধারী। কেশীনাথ সনাতন কংস প্রাণবৈরি ॥ ভূতপতি প্রবীর ত্রিনেত্র ভর্গভব। অপূর্ব্ব এ সব নাম জপে যেই সব ॥ গোপীপতি যদুপতি বসুদেব পুত্র। কর্পূর গৌরাঙ্গ বৃষধ্বজ ভালনেত্র ॥ গোপধর্ম্ম ধুরীণ গোবর্দ্ধন ধারণ। অপূর্ব্ব এ সব নাম যে করে স্মরণ ॥ স্মরারি পিনাকধর স্থাণু ত্রিলোচন। কৃষ্ণ অনিরুদ্ধ পদ্মাকর পাপহীন ॥

... কপালী শোভিত জটাজুট বিশ্বেশ্বর। যে জন এ সব নাম জপে নিরন্তর ॥ সহস্রেক শত নাম দিব্য রত্নময়। দুইখণে গাঁথি মালা গলে যে ধরয়। ... হয় কভু যম দরশন। চরমে হইবে শিব কিম্বা নারায়ণ ॥ এই ... যমরাজ দূতেরে শিখায়। হরি হর চিহ্ন যেবা অঙ্গে ধরায় ॥ দূরত ... স্থান করিবে বর্জ্জন। আমার অধিক জানে সেই সব জন ॥ ধর্ম্মরাজ কৃত হরিহর নামাবলি। পড়িলে অভয়ে মুক্তি জিনে কালকলি ॥ শিবশর্ম্মা এত কথা করিয়া শ্রবণ। অপ্সরা নগর তবে হৈল দরশন ॥ অষ্টম অধ্যায় এই সাঙ্গ হইল। অমৃত সমান কথা পাঁচালি রচিল ॥ অম্বিকা নিবাসী শ্রী... বসুদাস। পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীখণ্ডের প্রকাশ ॥

শিবশর্ম্মার অপ্সরাপুরী দর্শন।

পয়ার। শিবশর্ম্মা পুণ্যশীলে করিল প্রস্তাব। সকলি অপূর্ব্ব হেরি ... এক ভাব ॥ রূপের নাহিক সীমা কহেন না যায়। গণে কহে দেখ দেখ এই সব হয় ॥ ক্ষীরোদমন্থন পরে উঠিল সকল। ষষ্টিহাজার বেশ্যা অতি সুকোমল ॥ তার মধ্যে প্রধানা যে রম্ভা তিলোত্তমা। মেনকা উর্ব্বশী চিত্রলেখা মনোরমা ॥ ইত্যাদি অনেক আছে সুন্দরী প্রধানা। গ্রন্থ বিস্তারের হেতু না করি বর্ণনা ॥ দেবলোক সর্ব্বত্রেতে ভ্রমণ করয়। মনোরঙ্গ যোগভঙ্গ কটাক্ষেতে হয় ॥ নৃত্যগীত রসোল্লাস করি অহর্নিশি। দেবতার সভামধ্যে থাকয়ে রূপসী ॥ মর্ত্ত্যলোক হইতে আইসে যেই নারী। তাহার লক্ষণ এবে শুনহ বিস্তারি ॥ যাগ উপবাস ব্রহ্মচর্য্যায় ব্রাহ্মণী। শ্রীবিষ্ণু ভক্তিতে ব্রত কামব্রত গণি ॥ যে সকল ব্রত নারী আরম্ভ করয়। দৈবাধীন ব্রত ভঙ্গ নিয়ম না রয় ॥ কর্ম্মফলে এই স্থলে আসি বাস করে। এমত অনেক আছে সংসার ভিতরে ॥ বহুবিধ সুখ ভোগ করয়ে অপরে। অপ্সরা পুরীতে বাস নিরন্তর করে ॥ সমাপ্ত হইল তবে নবম অধ্যায়। শুনিলে সকল পাপ নিবারণ হয় ॥

অথ সূর্য্যোলোক দর্শন।

পয়ার। তার পর সূর্য্যোলোক হয় দরশন। শিবশর্ম্মা ব্রহ্ম ভাবে কৈল নিরূপণ ॥ অবশেষে গণ স্থানে জিজ্ঞাসা করয়। কোন স্থান হয় এই

অতি তেজোময়॥ গণে কহে সৌরদেব হয় অধিপতি। কদম্ব পুষ্পের প্রায় চতুর্দ্দিগে জ্যোতি॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য সর্ব্ব স্থানে তেজ প্রকাশিত। নয় হাজার ক্রোশ রথচক্র পরিমিত॥ অরুণ সারথি যার বিচক্ষণ মতি। দুই হাজার দুই শত নিমিষার্দ্ধে গতি॥ পুনরায় গণে কহে শুন মহাশয়। ব্রহ্ম রূপ সূর্য্যদেব দেবের উদয়॥ প্রণবের মূর্ত্তি সব সকল গুণেতে। গায়ত্রী তৃতীয় রূপা হয় ত্রিকালেতে॥ ব্রাহ্মণ ত্রিকালে সন্ধ্যা করেন আচার। আর আর যত আছে নিয়ম তাহার॥ বিধি পূর্ব্ব ব্রহ্ম অনুষ্ঠান করে যেই। অবশেষে সূর্য্যলোকে বাস করে সেই॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বেদে অধিকারী। উদয়াস্ত অর্ঘ্য দেয় দরশন করি॥ সত্যের নামেতে স্তব পাঠ করে যেবা। প্রত্যেক মন্ত্রেতে অর্ঘ্য করে সূর্য্য সেবা॥ জবা আদি দুর্ব্বা রক্তচন্দন করবী। মন্ত্র স্মরি দিয়া অর্ঘ্য পূজিবেক রবি॥ বার মাসে সংক্র-মেতে যেবা পূজা করে। পৌষে ষষ্ঠী সপ্তমীতে আর অর্কবারে॥ নিয়ম করিয়া করে ব্রত চান্দ্রায়ণ। ইহাতে সকল শোক দুঃখ বিমোচন॥ যাব-দীয় শরীরেতে শান্তি হয় রোগ। ভক্তিতে পূজিলে প্রাপ্তি সূর্য্যলোক ভোগ॥ রবি সংক্রমেতে সূর্য্য গ্রহণ যে হয়। অন্ন বস্ত্রগোস্বর্ণদান যেকরয়॥ অতিশয় ফল প্রাপ্ত হয় সেই নর। এই স্থানে বাস তার থাকে নিরন্তর॥ অন্য নিয়মেতে আছে অনেক সাধন। সে সকল কেবা পারে করিতে বর্ণন। দশম অধ্যায় তবে সমাপ্ত হইল। কাশীখণ্ড অমৃত সম্বাদ প্রকাশিল॥

শিবশর্ম্মার ইন্দ্রপুর দর্শন।

পয়ার। একাদশ অধ্যায় কথা শুন বিবরণ। তাহার বৃত্তান্ত সব কহি-বেন গণ॥ সূর্য্য পুরি হইতে শিবশর্ম্মা যে চলিল। তদূর্দ্ধে অপূর্ব্ব পুরী দরশন হৈল॥ ইহার কারণ শিবশর্ম্মা জিজ্ঞাসয়। গণে কহে সহস্রাক্ষ পুরী এই হয়॥ দেবরাজ বসতি করেন এই স্থানে। পুরীর ঐশ্বর্য্য কত করিব বর্ণনে॥ চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত নীলকান্ত মণি। পারিজাত পুষ্প আর শচী যার রাণী॥ সদাকাল আছে কামধেনু কল্পবৃক্ষ। ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবে শোভে সহস্রাক্ষ॥ গন্ধর্ব্ব অপ্সরা বিদ্যাধরী যে অনেক। নৃত্য গীত নানা বাদ্য বর্ণিব কতেক॥ অমাকলা দিনে চন্দ্র প্রকাশ ইন্দ্রালয়। চন্দ্রের

কিরণ অবশেষ নাহি হয়॥ উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত হস্তী বিরাজিত। নারদ প্রভৃতি সব মুনিতে বেষ্টিত॥ এই ইন্দ্ররাজ পুরী স্বর্গ স্থান নাম। বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেন অনুপাম॥ অশ্বমেধ অগ্নিহোত্র অগ্নিব্রত সার। তুলা পুরুষ দান করে অনশন আর॥ আর আর নিয়ম আচরে বহু মত। ব্রাহ্মণেরে ভক্তিভাবে পূজে অবিরত॥ এই পুরী বাস করে শচীর সহিত। ইহা সম ত্রিভুবনে আছে কি কিঞ্চিৎ॥

শিবশর্ম্মার অগ্নি স্থান দর্শন।

পয়ার। অগ্নি স্থান দরশনে জিজ্ঞাসিল দ্বিজ। কি প্রকারে জন্ম হৈল অগ্নি মহাতেজ॥ গণে কহে শুন সখা ইহার উৎপত্তি। নর্ম্মদা নদীর তটে নর্ম্মপুরে স্থিতি॥ দ্বিজবংশ জাত বৈশ্বানর যেনামেতে। বিচার করয়ে তেঁহ সর্ব্বতো ভাবেতে॥ ব্রহ্মচর্য্যগৃহী বাণপ্রস্থবনগত। ইতি মধ্যে সেকোনআশ্রম আচরিত॥ এতিন আশ্রমহইতে ভাল গৃহাশ্রয়॥ গৃহী আশ্রমেতে সকলের লাভ হয়॥ অতএব বৈশ্বানর গৃহস্থ আশ্রয়॥ এই মত সূচীসতী বিবাহ করিল। পরেবৈশ্বানরমুনি যোগ আরম্ভিল॥ মহাদেব পরায়ণ চিন্তিত হৃদয় এইরূপে বহুদিন কাল গত হয়॥ সূচীর সন্তান না হওয়াতে ভাবিত। পতি স্থানে নম্রমতে হইয়া খেদিত॥ করযোড়ে কহে বাণী করিয়া বিনয়। তব পাদপদ্মে প্রভু কিছু নিবেদয়॥ হেন বাক্য পত্নীর শুনিয়া মহামুনি। অনুমতি করিলেন কহ প্রিয়া শুনি॥ স্বামীর যে আজ্ঞা লইয়া সূচীসতী কয়। পুত্রসন্তানের লাগি বড় খেদ হয়॥ বৈশ্যানর কহে প্রিয়া করহ প্রার্থনা। অবশ্য হইবে পুত্র না কর ভাবনা॥ প্রার্থনা করেন সতী পতির আজ্ঞাতে। শিব সম পুত্র হবে আমার গর্ভেতে॥ বৈশ্বানর পত্নী বাক্য অসম্ভব শুনি। সমাধি যোগেতে বসি ভাবেন আপনি॥ উৎকট প্রার্থনা হৈল ভাবিত অন্তর। ক্ষণে মৌন থাকি দ্বিজ করিল উত্তর॥ মুখ গত বাক্য ঈশ্বরের উক্ত হয়। তব পুত্র শিব তুল্য হইবে নিশ্চয়॥ এই বর দ্বিজ দিয়া চলে কাশীপুরী। প্রথমেতে মণিকর্ণিকায় স্নান করি॥ শ্রাদ্ধ আদি তর্পণ করিয়া মুনিবর। বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ আর দেখিল বিস্তর॥ সর্ব্বত্রে দর্শন করি হরিষ হইল। সন্তানের লাগি মুনি চিন্তা যে করিল॥ কাহার সাধনে শিব সম পুত্র হবে। অনেক বিচার সাধি সিদ্ধেশ্বর শিবে॥ ইহার সাধনে অনেকের সিদ্ধি হয়। বিশ্বেশ্বরে আরাধনা করিব নিশ্চয়॥ মণিকর্ণি পশ্চিমে

পিত শিবলিঙ্গ। যোগ আরম্ভিলা মুনি নাহি যোগ ভঙ্গ ॥ সাধনেতে বৈশ্বা নর নিয়ম করিল। মাসাব্রত ক্রমাগত কষ্টেতে রহিল ॥ এই মত ত্রয়োদশ মাস গত হয়। চন্দ্রকুণ্ডে স্নান করি তপস্যা করয় ॥ মণিকর্ণিকায় স্নান করি আইসে দ্বিজ। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরেতে শিবের বিরাজ ॥ অষ্টবৎসরের শিশু শিরে জটাভার। ত্রিনেত্র ত্রিশূল হাতে ফণি ভূষা হার ॥ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান ভস্ম মাখা গায়। ওষ্ঠ লাল মৃদুহাস ললিত যে কায় ॥ পাদপদ্ম কিবা রূপ বর্ণনে অপার। রূপ দেখি মুনিবর হৈল চমৎকার ॥ আশ্চর্য্য দেখিয়া বৈশ্বানর মহামুনি। গদ গদ প্রেমভাবে ভাবেন অমনি ॥ শ্রুতি ঐক্য স্তব তবে করি তার পর। এক ব্রহ্ম অন্য কিছু না হয় বিচার ॥ শ্রুতি এই মুনি কহে ব্রহ্মরুদ্রময়। নানা বস্তু কিছু নহে অব্যয় সে হয় ॥ জলে যেন চন্দ্র রূপ দ্বিতীয় দেখায়। অসর্প রজ্জুতে সর্প ভ্রমেতে বুঝায় ॥ ঝিনুকেতে মুক্তাজ্ঞান সে যে কিছু নয়। ভ্রমমাত্র দরশন দ্বিতীয় নাহি হয় ॥ ব্রহ্ম এক রূপ বস্তু জানিহ নিশ্চয়। এই রূপে মুনি অষ্ট স্তব যে করয় ॥ কৃপা করি মহাদেব তুষ্ট হৈয়া তবে। সতী গর্ব্ভে শিব পুত্র নিশ্চয় হইবে ॥ এই বর বৈশ্বানর পাইয়া সত্বর। চলিলেন নিজালয় সতীর গোচর ॥ দ্বাদশ অধ্যায় ইহা কহিব বিস্তার। যে মতে সতীর গর্ব্ভে শিবের সঞ্চার ॥ অগস্ত্য কহেন শুন লোপামুদ্রা সতী। বৈশ্বানর ঘরেতে শঙ্কর অবস্থিতি ॥ সুচীর যে গর্ব্ভ হৈল অনেক সাধনে। চন্দ্রকলা প্রায় গর্ব্ভ বাড়ে দিনে দিনে ॥ গর্ব্ভ বাস দশ মাস যে যে কর্ম্ম ছিল। বিধিমতে মুনিবর সকলি করিল ॥ গণে কহে শিবশর্ম্মা শুন অতঃপর। অমৃত আখ্যান তবে কহিব বিস্তার ॥ শুভ দিনে শুভক্ষণে গ্রহ যে উত্তম। বৈশ্বানর মুনির যে পুত্রের জনম ॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল হইতে দেবগণে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্বকীয় বহনে ॥ ইন্দ্রাদি দেবতা আর মুনি ঋষিগণ। সকলের তথায় যে হৈল আগমন ॥ ভগবতী লক্ষ্মী যে সাবিত্রী শচী আর। বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব অপ্সরী যে অপার ॥ মঙ্গল আচারে সবে আশীর্ব্বাদ করে। আনন্দ উৎসব হৈল বৈশ্বানর ঘরে ॥ গ্রহপতি নাম তার করিল আখ্যানে। জাতকর্ম্ম আদি ব্রহ্মা করিল আপনে ॥ আশীর্ব্বাদ করিয়া সকল দেবগণ। স্বস্থ স্থানে সকলের পরেতে গমন ॥ অন্নাশন কর্ণবেধ চূড়াদি করণ। পঞ্চম বৎসরে দীক্ষা বেদ অধ্যয়ন ॥ বৈশ্বানর পুত্র লইয়া মহত উল্লাস। লালন পালন করে আর বিদ্যাভ্যাস ॥ অষ্টম বৎসরে হৈল শাস্ত্রেতে পণ্ডিত। পতি পত্নী তুষ্ট হৈল পুত্র গুণান্বিত ॥ নবম বৎসরেতে নারদ তপোধন। বৈশ্বানর গৃহেতে

করিলা আগমন ॥ গ্রহপতি দেখি মুনি সন্তোষ হইল। আশীর্ব্বাদ করি তবে কহিতে লাগিল ॥ যার ঘরে পুত্র নাহি বৃথায় সংসার। পতি পুত্র হীন পত্নী দুর্ভাগা অপার ॥ পুত্র মুখ পিতা মাতা না দেখে যাবত। নরকেতে বাপ তার থাকে যে তাবত ॥ পুত্র মুখ দৃষ্ট হৈলে নরক না হয়। ঐহিক পারত্রিকের যে নিস্তার নির্ণয় ॥ ক্ষেত্রজ ঔরস জাত আর করে ক্রয়। দত্ত্বা আর পথে পাওয়া দৌহিত্র যে হয় ॥ আপদেতে ত্রাণ করে সেহ পুত্রবত। এই মত সপ্ত পুত্র শাস্ত্রের সম্মত ॥ পিতা মাতা সময়ে পুত্রের কেহ নাই। পিতা গুরু মাতা তার তীর্থ যে দর্শাই ॥ পালনে ধারণে গর্ব্ব মাতা শ্রেষ্ঠ হয়। এই মত অনেক প্রকারে মুনি কয় ॥ গ্রহপতি অগ্রে আসি হস্তাদি দেখায়। ওষ্ঠ দন্ত তালুকা দেখিয়া মুনি কয় ॥ শুভক্ষণে উদয় যে হয় পুত্র তব। ইহার লক্ষণ আমি কতেক কহিব ॥ শরীরেতে সূত্র ধরি তিন গুণে দেখে। শতাঙ্গুলি হইল সূত্র থাকিবেক সুখে ॥ নেত্র ভুরু নাসা বক্ষ হয় দীর্ঘ যার। চাঁচর চিকুর হস্তাঙ্গুলি দীর্ঘ আর ॥ হস্তাদি পাদুকা তালা তালুকা সুন্দর। নেত্র গলা জিহ্বা ওষ্ঠ নখ যে অধর ॥ এই সপ্ত স্থান যার রক্তবর্ণ হয়। বক্ষ কুক্ষি হস্ত পুতি কর্ণ নাসিকায় ॥ এই ছয় উচ্চ্র কপাল কোটি আর। গ্রীবা জানু শরীরেতে শ্রেষ্ঠ হয় যার ॥ এইত বত্রিশ আছে অঙ্গের বর্ণন। ইহাতে সন্তান সুখ নৃপতি লক্ষণ ॥ কিন্তু এক দোষ দেখি দ্বাদশ বৎসরে। বিদ্যুৎ হইতে বিঘ্ন আছয়ে শরীরে ॥ হেন বাক্য কহিয়া নারদ যান চলি। গণে কহে দ্বিজ মহাশয় শুন বলি নারদের হেন বাক্য শুনি পিতা মাতা। শোক দুঃখে মগ্ন হৈল কি কহিব কথা ॥ বৈশ্বানর সূচী সতী খেদিত অপার। নিবারণ নাহি হয় কি কব বিস্তার ॥ গ্রহপতি দেখি পিতা মাতা খেদান্বিত। পিতা মাতা প্রবোধ করিল যে উচিত ॥ আমাকে কাহার শক্তি আছে মারিবারে। তব আজ্ঞা হইলে পিতা ভজিব শঙ্করে ॥ তবে যত বিঘ্ন আছে হইবে বিনাশ। মাতা পিতা পুত্র বাক্য শুনিয়া উল্লাস ॥ প্রসন্ন হইয়া পরে কহে পুত্র তরে। স্থির করিয়াছ পুত্র পূজিবে শঙ্করে ॥ ইহা সম কর্ম্ম নাহি সংসার ভিতরে। বিঘ্ন নাশ করিবেন দেব বিশ্বেশ্বরে ॥ পিতা মাতা প্রণাম করিয়া গ্রহপতি। যোড় হস্তে দণ্ডমান বহুবিধ স্তুতি ॥ আজ্ঞা কর প্রসন্ন যে হয়েন মহেশ। এত বলি গ্রহপতি কাশীতে প্রবেশ ॥ বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ পূজা অগ্রেতে করয়। দেখিলেন লিঙ্গ যে কেবল খ্যাতিময় ॥ এই লিঙ্গ অর্চ্চনা করয়ে নিরন্তরে। অবশ্য হইবে সিদ্ধি কামনা যে করে ॥ গ্রহপতি ঘোর-

তর কঠোর করিল। এই রূপে শতেক বৎসর গত হইল॥ তার পরে ইন্দ্রদেব আসিয়া তথায়। বর লহ বলে তব যাহা ইচ্ছা হয়॥ গ্রহপতি বলে ইন্দ্র বরে নাহি কায। বরদাতা আমার শঙ্কর মহারাজ॥ গ্রহপতি দেবরাজে বিবাদ হইল। ইন্দ্র বজ্রত্যাগে গ্রহপতি মূর্চ্ছা গেল॥ হরগৌরী নিজ ভৃত্যে কাতর দেখিয়া। বৃষভ বাহনে দোঁহে তথায় আসিয়া॥ গাত্রে হস্ত বুলাইয়া করি অচেতন। শিব দেখি বালক উঠিল ততক্ষণ॥ শিবলিঙ্গে পরি শিব গৌরীর সহিত। স্তবকরে গ্রহপতি যথা যে উচিত॥ তুষ্ট হৈয়া মহাদেব কহেন সত্বর। স্বর্গে অগ্নিপতি হৈয়া থাক নিরন্তর॥ পিতা মাতা সমিভ্যারে তথায় যাইয়া। নানাভোগ কর অগ্নি পতি যে হইয়া॥ তোমার স্থাপিত শিব লিঙ্গ অগ্নীশ্বর। মণিকর্ণি পশ্চিমেতে ঘাটের উপর॥ এই লিঙ্গ ভক্তিভাবে যেজন পুজিবে। মনোনীত সিদ্ধি যে কামনা পূর্ণ হবে॥ শিবপদে গ্রহ পতি প্রণাম করিল। প্রভু আজ্ঞামতে পিতা মাতা স্থানে গেল॥ পিতা মাতা চরণেতে প্রণাম করিয়া। শিব আজ্ঞা যত কহিলেক বিস্তারিয়া॥ পিতা মাতা সহিতে আসিয়া অগ্নিপুরে। অগ্নিপতি হইয়া ভোগ করে নিরন্তরে॥ অগ্নীশ্বর শিবের অর্চ্চনা করে যেই। অবশ্য অগ্নির ধামে বাস করে সেই॥ অগ্নির সাধনা বিধিপুর্ব্বক করিবে। মন্দাগ্নি হইতে অগ্নি বৃদ্ধি যে হইবে॥ আছয়ে অনেক মতে অগ্নির সাধন। অগ্নিলোকে বাস তারা করে অনুক্ষণ॥ সমাপ্ত হইল একাদশ অধ্যায়ন। ভক্তিভাবে শুনে যেই পাপ বিমোচন॥ সীতানাথ বসুদাস অম্বিকা নিবাসী। ভাষা প্রকাশিল কাশীখণ্ড সুধারাশি॥

শিব-শর্ম্মার নৈঋত দেশ গমন।

পয়ার। তদন্তরে কহে শিবশর্ম্মা দ্বিজবর। ক্রমেতে নৈঋত বাস কহ অতঃপর॥ গণে কহে শুন শর্ম্মা প্রথম নৈঋতি। বিন্ধ্য পর্ব্বতে ছিল চণ্ডালপল্লিপতি॥ অতি ধর্ম্মশীল হয় অধর্ম্ম না করে। সর্ব্বদা লোকেরে দস্যু হস্তে রক্ষাকরে॥ আর যত লোক পল্লিপতি। গৌরবেতে। সেই পথে নিঃশঙ্কা হইয়া যায় পথে॥ এমনি গৌরব পল্লিপতির যে হয়। দস্যুস্থানে পল্লিপতি নামে নাহি ভয়॥ চণ্ডাল হইয়া মাত্র ধর্ম্ম আচরণ। এইরূপে বহুকাল করেন জাপন॥ একদিন বহুলোক যায় কাশীপুরী। নির্ভয়ে রহিল বিন্ধ্য পর্ব্বত উপরি॥ রাত্রি যোগে তাহার পিতৃভ্যো একজন চলিল যাত্রিক জনে করিতে নিধন॥ দেখিল সকল লোক সংহার নিশ্চয়

পল্লিপতি কোথা তুমি উচ্চৈঃস্বরে কয়॥ তব যশে বিশ্বাস করিয়া এইস্থানে দস্যুহস্তে মৃত্যু হৈল কাশী অদর্শনে॥ উচ্চৈঃস্বরে কহে সবে রোদন করিয়া। পল্লিপতি তথা গেল ক্রন্দন শুনিয়া॥ ভয় নাহি ভয় নাহি ডাকদিয়া কয়। দস্যু বলবান তথা যাইয়া দেখয়॥ পরউপকারে দস্যু সঙ্গে যুদ্ধ করে। উভয়ে বিবাদে ভাল হৈল সব নরে॥ দস্যু সব একযোগে মারে পল্লিপতি। কাশী যাত্রি প্রাণ রক্ষা হইল সংপ্রতি॥ এই পুণ্যে পল্লিপতি নৈর্ঋত ঈশ্বর। হীনজাতি যেবা করে পর উপকার॥ অনায়াসে এইস্থানে বাস হয় তার। বরুণ পুরির কথা শুন অতঃপর॥

অথ বরুণপুরি দর্শন।

পয়ার। কূপদীঘি পুষ্করিণী যে করে ধর্ম্মেতে। জলছত্র ধর্ম্ম ঘট ব্রত দিয়াছেতে॥ অশ্বত্থ রোপণ যেবা করয়ে পথেতে। বিশ্রামের ঘর দেয় পথের মধ্যেতে॥ ছায়ামণ্ড তাল পাখা আর দান করে। শীতল সামগ্রী মিষ্ট দেয় দ্বিজবরে॥ ভক্তি যত্ন করি বিপ্রে ভোজন করাবে। বৈশাখেতে দেবার্চ্চনা আর ধারা দিবে॥ তীর্থকের উপকার করে যেই নরে। তীর্থের দুর্গম পথে সুগম যে করে॥ ভয়ার্ত্ত জনেরে যেবা অভয় দেখায়। বিনিমূল্যে পারাপার নৌকাতে করয়॥ এইসব কর্ম্মকরে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া। বরুণ পুরির প্রাপ্তি ঝটিতি আসিয়া॥ তার পর শুন সখা বৃত্তান্ত অপার। বরুণ যেমতে অধিপতির সঞ্চার॥ কর্দ্দম মালির পুত্র শুচিমন্ত নাম। মুনিপুত্র সঙ্গে ক্রীড়া করে অবিশ্রাম॥ একদিন সকল বালক সঙ্গে জলে জলক্রীড়া করিয়া অশেষ মতে খেলে॥ ইতিমধ্যে শুশকে ধরিল শুচিমন্তে লইয়া যায় জল মধ্যে দেখানাহি অন্তে॥ তাবত বালক মেলি ক্রন্দন করিল শুচিমন্ত পিতা আগে সংবাদ করিল॥ জলক্রীড়া জন্য সবে গিয়াছি জলেতে। তব পুত্রে গ্রহণ করিল শুশকেতে॥ সমাধি যোগেতে মুনি ছিলেন তখন। যোগভঙ্গ না করিল মুনি তপোধন। তারপরে সমাধিতে দেখে মুনিবর। শুশকেতে পুত্রধরি জলের ভিতর। সমুদ্র নিকটে লইয়া দেয় সন্তানেরে। হেনকালে রুদ্ররূপে শূল ধরি করে॥ সমুদ্রকে কন রুদ্র শুন সাবধান। এই শুচিমন্ত পুত্র বরুণ আখ্যান॥ সমুদ্র বলেন প্রভু কিছুই না জানি। শুশকেতে ধরিয়া দিয়াছে মোরে আনি॥ শুশকে কাড়িয়া লবে পুত্র কৈল কোলে। স্বর্ণ অলঙ্কার দিল শঙ্করের বোলে॥ শুচিমন্তে সাজাইয়া রুদ্রপদে দিল। পরে রুদ্র কৈলাসে লইয়া তবে গেল॥

হরগৌরী দেখি পুত্র আনন্দ অন্তর। যাহ পুত্র হবে তুমি বরুণ ঈশ্বর॥ তৎপরে শুশক জন্ত বৃন্দনে থাকয়। শুচিমন্ত আইল মুনিবরের আলয়॥ সমাধিতে ভঙ্গ হৈয়া মুনি দেখি পুত্র। সন্তান কোলেতে করি জলে ভাসে নেত্র॥ তারপরে পুত্রের মস্তক ধরি করে। আশীর্ব্বাদ কৈল মুনি অনেক প্রকারে॥ কত দিন পরে শুচিমন্ত তবে বলে। ভজিব ঈশানে পিতা তুমি আজ্ঞা দিলে॥ শুচিমন্ত বচন শুনিয়া মুনিবর। আনন্দিত হৈয়া কহে ভজহ শঙ্কর॥ শুচিমন্ত পিতা আজ্ঞামতে কাশী গিয়া। বিশ্বেশ্বর নিকটেতে একাগ্র হইয়া॥ কঠোর তপস্যা করে হাজার বৎসর। প্রসন্ন হইয়া শিব কহেন সত্বর॥ বরুণেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করিয়া। লোকের বরুণের পতি যে হইয়া॥ বরুণেশ্বর লিঙ্গ যে জন পূজিবে। ঐশ্বর্য্যেতে সুখভোগ তাহার হইবে॥ বরুণের পুরী এই শুন বিবরণ। দ্বাদশ অধ্যায় তবে হৈল সমাপন॥ কাশীখণ্ড সুধাভাণ্ড অমৃত সমান। সীতা নাথ বসু কহে শুনে

অথ বায়ুপুর দর্শন।

পয়ার। গণে কহে শুন শিবশর্ম্মা মহাশয়। যে প্রকারে বায়ুপুরী হইল নির্ণয়॥ পুতাত্মা নামেতে হয় কশ্যপ তনয়। কাশীপুরী যাইয়া পুতাত্মা মহাশয়॥ বহু যে তপস্যা করে করিয়া কঠোর। এই রূপ গত হৈল অযুত বৎসর॥ পরেতে প্রমথনাথ প্রসন্ন হৃদয়। স্বরূপ ধারণে হইলেন যে উদয়॥ বর লহ যথা ইচ্ছা কশ্যপ তনয়। যোগে দেখে অন্তর্বাহ্য রূপ এক ময়॥ তদন্তরে স্তব করে পুতাত্মা যে মুনি। পরাৎপর স্বয়ং প্রভু দেবতা আপনি॥ নিরাকার সাকার আপনি হরি হর। ইচ্ছা শক্তি হৈতে সৃষ্টি পালন সংহার॥ শিবজ্ঞান শক্তি ইচ্ছা একত্র উদয়। জগৎ নিস্তার হেতু এইত নিশ্চয়॥ বায়ু রূপে হও প্রভু জীব জগতেতে। সূক্ষ্মরূপে জ্ঞান তুমি হও শরীরেতে॥ অন্তর্ব্বাহ্যে সর্ব্বত্রে সমাধি যোগ তুমি। তব সীমা নাহি হয় বর্ণিব কি আমি॥ চক্ষু নাহি দেখ তুমি সকল সংসার। কর্ণ নাহি শুন তুমি মহিমা অপার॥ পদ নাহি সর্ব্বত্রেতে করহ গমন। শরীর নাহিক মূর্ত্তি ভুবনমোহন॥ এইরূপে বহুবিধ স্তব করি কয়। অন্য বর কি আর ঐ পদে ভক্তি রয়॥ কহিলেন মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া। গন্ধবতী পতি তুমি ভোগ কর গিয়া॥ বায়ুর ঈশ্বর লিঙ্গ স্থাপিত তোমার

এই শিবলিঙ্গ যেই পূজে একবার॥ ঐহিকে ঐশ্বর্য্য অন্তে শিবপুরে বাস এই বাক্য বলি অন্তর্ধ্যান শ্রীনিবাস॥

অথ কুবেরের পুরী দর্শন।

পয়ার। কহিব কুবের পুরী শুন বিবরণ। শর্ম্মা কহে কহ সখা পুরীর বর্ণন॥ যজ্ঞদত্ত ব্রাহ্মণের গুণনিধি পুত্র। মাতার নিকটে থাকে সর্ব্বদা একত্র॥ লালন পালন করে মাতা বহু রূপ। পিতা সন্নিধানে পুত্র হয়ত বিরূপ॥ সর্ব্বদা যে যজ্ঞদত্ত পত্নীকে জিজ্ঞাসে। গুণনিধি আমার নিকটে নাহি আসে॥ কি করে কোথায় থাকে ত্রিকালে না দেখি। পত্নী কহে সদা বিদ্যা অভ্যাসেতে রাখি॥ দ্যুতকর্ম্মে কেবল পালন গুণনিধি। খেলায় সর্ব্বস্ব হারি রহে নিরবধি॥ সন্তানের এই রূপ হইল চরিত্র। পিতৃ সমিভ্যারে বাস না হয় একত্র॥ পরে যজ্ঞদত্ত পুত্র বিবাহ যে দিয়া। এই রূপে কিছু কাল যাপন করিয়া॥ কোন রূপে দ্বিজ পুত্র চরিত্র জানিল। ক্রোধভরে রমণীকে কহিতে লাগিল॥ তোমা স্থানে নবরত্ন আছয়ে আমার। এখনি আনিয়া দেহ প্রয়োজন তার॥ পতির এমন বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণী। স্বামীকে প্রবোধ করি বুঝান তখনি॥ ক্রোধ হৈয়া দ্বিজবর কহেন ভার্য্যাকে। বহুমতে প্রতারণা করিলে আমাকে॥ পুত্র আর তব মুখ না দেখিব কভু। দ্বিতীয় বিবাহ করে যজ্ঞদত্ত বিভু॥ ক্রন্দন করয়ে পত্নী স্বামীর লাগিয়া। গুণনিধি পরে আইল সম্বাদ শুনিয়া॥

ত্রিপদী। মাতার দেখিয়া খেদ, কি কহিব শুনি ভেদ, অরণ্যে চলিল গুণনিধি। দিবা হৈল অবসান, ক্ষুধায় আকুল প্রাণ, কিসে নিবারিব যে প্রবোধি। দিবস হইল ক্ষীণ, শিবরাত্র সেই দিন, শিব পূজা হেতু কেহ যায়। মিষ্টান্ন সুগন্ধ পায়, গুণনিধি হৃষ্ট তায়, সঙ্গে সঙ্গে চলিল তথায়॥ বন মধ্যে শিবলিঙ্গে, পূজিতেছে নানারঙ্গে, নিদ্রাগত হইল সবার। গুণনিধি ধিরে ধিরে, তথায় যাইয়া ফিরে, দেখে দীপ নির্ব্বাণ আকার॥ পরিধান বস্ত্র চিরি, সলিতা দিলেন করি, প্রজ্বলিত প্রদীপ হইল। যতেক মিষ্টান্ন ছিল, সকলি কাপড়ে নিল, গমনেতে নিদ্রিত জাগিল॥ চোর বলি সোর করি, উঠিয়া সকলে ঘেরি, মার মার বলিয়া চলিল। পথ মধ্যে ধরি কেশে, কেহ মারে কণ্ঠদেশে, গুণনিধি প্রাণ যে ত্যজিল॥ যমদূত আসি

ঘেরে, যাহে চিত্র দণ্ডকরে, বান্ধিয়া লইয়া যায় শেষে। হেনকালে শিবদূত শব্দ করে অদ্ভুত, ছাড় ছাড় [illegible] [illegible] কেশে॥ হব দণ্ডনীয় নহে, যম অধিকার হয়, কাল কহিব [illegible]। [illegible]দূত বলে ওহে, এবে অসম্ভব [illegible], পাপীজন তব যোগ্য কি [illegible]॥ বলে যমদূত হ[illegible], এই ব্যক্তি পুণ্যবান, কি কহিব ইহা বিশেষে। [illegible] সুসমীপে, প্রজ্বলিত ছিল দীপে, দীপ চায়া নিবারে মহেশে॥ আর [illegible] আছে শেষ, কি কব [illegible] বিশেষ, শিবরাত্র অনশন রহে। তার পরে দৈবক্রমে, ত্যজিল [illegible] ক্রমে, শিবভক্ত ইহাকে যে কহে। যমদূত [illegible] শুনি, বন্ধন ছাড়ে অমনি, গুণনিধি শিবভক্ত হয়। [illegible] ফেলিল [illegible] পূর্ণ কর [illegible] নিশ্চয়॥ তার [illegible] দেশ [illegible], যম[illegible] রাজ হৈল [illegible]। যম [illegible], হৈল [illegible] রাজেশ্বর, [illegible] বলে॥ শিবালয় আছে [illegible], যুক্ত দীপ [illegible], [illegible] না [illegible]। [illegible] অবশেষে যমরাজে, [illegible] [illegible] ইয়া, [illegible] কাশীপুরী [illegible] লক্ষ [illegible] তপ [illegible]। [illegible] অনেক [illegible], ব্যানিযে গে তনু শেষ, [illegible] শিব মনে গদা স্মরে॥ কাশীশ্বর অবশেষে, রাত্রে ফিরি বারাণসে, হর গৌরী একত্র হইয়া। কুবেরের দেখি যোগ, অতি অসম্ভব ভোগ, কৃপা করি হস্ত বুলাইয়া॥ কুবের চেতন পাইয়া, দেখি হর সঙ্গে প্রিয়া, গৌরী বাম কক্ষেতে হেরিল। দেখি গৌরী কোপমতি, থর থর কম্পবতি, ধনেশ্বর চক্ষুহত হৈল॥ লক্ষ [illegible] তদন্তর, [illegible] পর, তবে গৌরী শিবেরে কহেন। দেখ এই দুষ্টাচারে, আমারে [illegible] করে, একে দণ্ডকর পঞ্চানন॥ হাসিয়া কহেন ভব, শুন [illegible] তব, কোপ দৃষ্টি না হয় উচিত। [illegible] কাল তপ কৈল, একান্ত যে ভক্ত হৈল, দয়া কর ইহাকে বিহিত॥ কুবেরে করিয়া দয়া, কহিলেন মহামায়া, প্রার্থনা করহ মনোনীত। কহিলেন ধনেশ্বর, আর কিবা লব বর, তব পাদ পদ্মে রহে চিত॥ পরে তবে কৃপা হয়, করুণা প্রকাশ ময়, তুমি ভক্ত রূপে সখা মোর। সখারূপ হৈয়া তুমি যক্ষপুরে হও স্বামী, ধনেশ্বর হৈয়া বাস কর॥ কাশীতে তব স্থাপিত, শিব লিঙ্গ চমকিত, কুবের ঈশ্বর নাম হৈল। ভক্তিভাবে যে পূজিবে অতি ধনবন্ত হবে, বহু ভোগ করিবে সকল॥ অন্তে মম পুরে বাস কে করে খণ্ডন আশ, এই বাক্য আমার নিশ্চয়। তার পরে নিজস্থান, মহাদেব

অন্তর্ধানে, নিজপুরে কুবেরের স্থিত ॥ গণে কহে শুন সখা, চতুর্দ্দিগে পুরী দেখ, ঐ পুরী হয় রুদ্রগণ। শিব ভক্তি সতৎপর, শিব পূজা নিরন্তর, শিবব্রত করে সর্ব্ব ক্ষণ ॥ শিবভক্ত সঙ্গেরত, কাশীপুরী আসি যত, যথা তথা মরে কাশীস্থানে। তবে এই স্থানে বাস, করয়ে সুখ বিলাস, শিব ভক্ত শিব পরায়ণে ॥ শিব পাদ পদ্ম বন্দ, ত্রিপদী করিয়া ছন্দ, সীতা-নাথ বসুদাসে ভাবে। কহিলেন বিরচিয়া, মূলগ্রন্থ বিস্তারিয়া, ভাষা করি পাঁচালী প্রকাশে।

পয়ার। শিবশর্ম্মা কহে সখা করি নিবেদন। কি কর্ম্ম করেন যত শূলধারীগণ ॥ গণে কহে শুন দ্বিজ ইহার বর্ণন। জটা যে মকুট মাথে শ্বেত যে বরণ। শূল হস্তে একাদশ একত্র গমন। নিজ ভক্ত রক্ষা করি করয়ে ভ্রমণ ॥ সদাকাল কাশীনাথে অর্চনা যে করে। দেবগণ রক্ষা আর ভক্তগণ পরে ॥ ইহারা কাশীতে বিশ্বেশ্বর স্তব করি। শিব পদে লিপ্ত হয় রুদ্র মূর্ত্তি ধরি ॥ কাশীপুরী রুদ্রেশ্বরে পূজে যেই নরে। এই স্থানে অবশেষে সদা বাস করে ॥ সমাপ্ত হইল ত্রয়োদশ অধ্যায়ন। শুনিলে লভয়ে মুক্তি ব্যাসের বচন ॥

অথ চন্দ্রপুরী দর্শন।

ভাব কিরে মূঢ় মন আর কি তোর ভাল হবে। দিনে দিনে মায়াজাল তাহে মুগ্ধ হয়ে রবে ॥ বাল্যকালে ক্রীড়াছলে কাটাইলে কুতূহলে, যৌবনে মদন জ্বালে, ক্রমে ক্রমে মন্দ হবে। আইল বার্দ্ধক্য দশা, এখন করিছ আশা, কহে রামচন্দ্র ভাষ, চল কাশী শেষে রবে ॥ ধ্রু ॥

পয়ার। গণ সঙ্গে শিবশর্ম্মা চন্দ্রপুরী যান। ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠি পায় চন্দ্রস্থান ॥ সুপ্রকাশ সুশীতল স্নিগ্ধ যে করণ। গণে কহে শুন সখা কহি বিবরণ ॥ চন্দ্র যে প্রকারে হৈল কহিব বিস্তার। ব্রহ্মার মানস পুত্র অত্রি মুনিবর ॥ ঘোরতর তপস্যা করিল মুনিবরে। অনোত্তম নামে নিরন্তর তপ করে ॥ নাভি ঊর্দ্ধে সূর্য্যস্থান হয় তেজোরাশি। ত্রয়ার চন্দ্রমা স্থান সুতেজ প্রকাশি ॥ চক্ষুদ্বয় হৈতে তার বাহির হইল। সর্ব্বদিগ স্নিগ্ধ রস

প্রকাশ করিল ॥ সোমরূপ বহু তেজ হইল বিস্তর। দিক সব গ্রহণ করিল তার পর ॥ ধারণে অশক্ত হৈয়া ফেলিল ভূতলে। মহৌষধি হৈল সোম পৃথিবীমণ্ডলে ॥ তার পর ব্রহ্মা সোমে রথে করি লয়। ব্রহ্মলোকে যথাসুখে গমন করয় ॥ রথ যে অশক্ত হৈল সোম ধারণেতে। সমুদ্রে পড়িয়া তেজ রহিল নিশ্চিতে ॥ সমুদ্র-মন্থনকালে সোম উপজিল। পরে সোম রাজা হয়ে বাজপেয় কৈল ॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল দক্ষিণা দিয়া দান। অবশেষে কাশীপুরী করিয়া পয়ান ॥ মণিকর্ণি পশ্চিমেতে লিঙ্গ যোগেশ্বরে। যে স্থানেতে সপ্ত কোটি প্রাপ্ত লিঙ্গবরে ॥ সাবধানে সাধিল একান্ত চিত্ত হৈয়া। সোমেশ্বর শিবলিঙ্গ তথাতে স্থাপিয়া ॥ তাহার সম্মুখে কুণ্ড করি সোমরাজ। ঘোরতর তপস্যা সাধি নিজ কায ॥ অনন্তরে হরগৌরী প্রসন্না হইয়ে। সোমরাজে কহিলেন সন্তুষ্ট হৃদয়ে ॥ তোমার স্তবেতে তুষ্টি হইল আমার। যেই বর চাহ মনোনীত যে তোমার ॥ সোমরাজ তপভঙ্গে দেখে বিশ্বেশ্বরে। বহুবিধ স্তব করি কহিল সত্বরে ॥ তব পাদপদ্মে প্রভু করি নিবেদন। অচলা ভক্তিতে যেন না হয় খণ্ডন ॥ সোমে তুষ্ট মহাদেব হৈয়া তার পরে। চন্দ্রলোকে রাজা তুমি হও নিরন্তরে ॥ তুমি মোর বড় ভক্ত তাহার কারণ। ললাটেতে এক কলা করিব ধারণ ॥ তব তপস্যার স্থানের ফল কি কহিব। ঐ কুণ্ডে স্নান তর্পণাদি যে করিব ॥ নিজ পিতৃ দেবঋণে সে হইয়া মুক্ত। তব পুরে বাস সদা হইবে নিযুক্ত ॥ আর শুন শিবলিঙ্গ তোমার স্থাপিত। পূজিবে যে এই লিঙ্গ হৈয়া আনন্দিত ॥ কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী সংযম করিয়া। চতুর্দ্দশী দিনে উপবাসেতে থাকিয়া ॥ অমাবস্যা দিনে চন্দ্র কুণ্ডে স্নান করি। দান শ্রাদ্ধ তর্পণাদি শিবপূজা সারি ॥ এইরূপে বিধিমতে সকল সাধিবে। তারপরে অবশেষে পারণ করিবে ॥ ঐশ্বর্য্যান্বিত হৈয়া নানা ভোগ করে। শরীরান্তে তার বাস হবে তব পুরে ॥ এতেক বলিয়া শিব হৈল অন্তর্দ্ধান। তদন্তরে চন্দ্র দেব নিজপুরে যান ॥ দ্বিজবর ক্রমাগত রথেতে গমন। চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইল সমাপন ॥

অথ নক্ষত্র পুরী দর্শন।

পয়ার। লোপামুদ্রা নিকটে অগস্ত্য মুনি কন। শুন প্রিয়া নক্ষত্র পুরীর বিবরণ ॥ তার পরে শিবশর্ম্মা গণে জিজ্ঞাসয়। অতি যে আশ্চর্য্য

পুরী কোন স্থান হয় ॥ গণে কহে নক্ষত্র এ পুরী চমৎকার। সুস্থির হইয়া শুন বৃত্তান্ত ইহার ॥ ব্রহ্মার দক্ষিণ হস্ত অঙ্গুলি হইতে। দক্ষ প্রজাপতি নাম হৈল প্রকাশিতে ॥ তাহার মানস কন্যা ষষ্ঠি জন হয়। নক্ষত্র মধ্যেতে শ্রেষ্ঠ গণনা করয় ॥ ঐ তারাগণ সব কাশীতে যাইয়া। বরুণা গঙ্গার জলে সুস্নান করিয়া ॥ সেই স্থানে শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপন। পুরুষাইত নামে তপ কৈল আরাধন। ষষ্ঠী জনে এক ভাব পতিচন্দ্র হয়। বহুদিন এইরূপে তপস্যা করয় ॥ তার পরে সদাশিব সদয় হইয়া। নক্ষত্রাদি কন্যাগণ নিকটে আসিয়া ॥ বর লহ মনের মানস যাহা হয়। যোড়হাতে দাঁড়াইয়া সব কন্যা কয় ॥ যদি বর দিবে প্রভু হইয়া সদয়। চন্দ্র পতি হইবেন অন্যথা না হয় ॥ তথাস্তু বলিয়া শিব কহিলেন পরে। মনোরথ সিদ্ধ হবে যাহ চলি ঘরে ॥ নক্ষত্রের শিবলিঙ্গ পুজিবেক যেই। তব পুরে বাস সদা করিবেক সেই ॥ নারী যদি ঐ শিবলিঙ্গ পূজা করে। পতির সৌভাগ্য অন্তে বাস তব পুরে ॥ এই বাক্য কহি শম্ভু হৈল অন্তর্ধ্যান। নক্ষত্রাদি কন্যা সব গেল নিজ স্থান ॥

অথ বুধলোক দর্শন।

পয়ার। শিবশর্ম্মা বুধলোক দেখি অবশেষে। চন্দ্রপুর তেজ ন্যায় তাদৃশ প্রকাশে ॥ পুনর্ব্বার শিবশর্ম্মা গণে জিজ্ঞাসয়। বর্ণনা করহ সখা কোন স্থান হয় ॥ গণে কহে শুন দ্বিজবর মহাশয়। আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ পুরী বুধলোক কয় ॥ যে প্রকারে বুধ গ্রহ হইল বিস্তার। বিশেষ করিয়া কহি শুন দ্বিজ তার ॥ গুরুপত্নী হরিতে চন্দ্রের মতি হৈল। দেবতা সকলে মিলি চন্দ্রে নিষেধিল ॥ গুরুপত্নী তারা সব গুরু মধ্যে হয়। হরণ করিলে পাপ হবে অতিশয় ॥ দেবতার বাক্য চন্দ্র হেলন করিয়া। অবহেলে গুরুপত্নী লইল হরিয়া ॥ নিজস্থানে চন্দ্রদেব তারা লইয়া গেল। দেবগুরু বৃহস্পতি খেদিত হইল ॥ পরে রুদ্রগণ সব খেদিত কারণ। চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ অনেক বর্ণন ॥ বিপর্য্যয় দেখি ব্রহ্মা মধ্যস্থ হৈয়া। যুদ্ধ নিবারণ পরে তারাকে লইয়া ॥ বৃহস্পতি স্থানে আনি তারাকে যে দিল। তারা দেখি দেবগুরু স্থিরচিত্ত কৈল ॥ তার পরে তারাকে দেখিয়া গর্ব্ভবতী। ঈষিক অস্ত্রেতে গর্ব্ভ ত্যাগে শীঘ্রগতি ॥ দেবতার তেজ কভু ব্যর্থ নাহি হয়। বুধগ্রহ জন্ম লইয়া ঐ স্থানে রয় ॥ এবড় আশ্চর্য্য যে সকল দেব কয়।

চন্দ্রে হরে গুরুপত্নী আশ্চর্য্য না হয় ।। ইচ্ছারূপ মায়া জিনি সর্ব্বদা ব্যাপক। সূর্য্য তেজ দীপ জ্যোতি না হয় পাবক ।। কাম ক্রোধ আদি করি ছয় রিপু হয়। ইহারা সর্ব্বদা জীবে আছয়ে নিশ্চয় ।। এই ছয় নিবারণ যে পারে করিতে। সেইজন হয় জ্ঞানি জানিবে বেদেতে ।। চন্দ্র দ্বিজরাজ হৈল এইসে কারণ। অতএব চন্দ্র হৈতে পাবক জনম ।। বিধির নাহিক দোষ কর্ম্মেতে ঘটায়। নির্ম্মল চন্দ্রের কুলে সকলঙ্ক হয় ।। তার পরে তারাকে বলেন দেবগণ। বুধের জনক কেবা করিব শ্রবণ ।। এই বাক্য শুনি তারা লজ্জিত হইল। অধোমুখে বসি দেবী নিঃশব্দে রহিল ।। মৌন দেখি কার্ত্তিকেয় কুপিত অন্তর। দেব বাক্য তারা তুমি গ্রাহ্য নাহি কর ।। কোপাবিষ্ট কার্ত্তিকেয় দেখি ব্রহ্মা কয়। যথার্থ কহিবে তারা পুত্র কার হয় ।। চন্দ্রপুত্র বুধ দেবী কন অধোমুখে। শুনি দেবগণ গেল নিজালয় সুখে ।। বুধদেব পিতাস্থানে অনুজ্ঞা লইয়া। তপস্যা করিতে কাশী গেলেন চলিয়া ।। বুধেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া। কঠোর তপস্যা যোগ করেন বসিয়া ।। ঐ লিঙ্গে মহাদেব হইয়া উদয়। বুধ তুমি বর লহ যাহা ইচ্ছা হয় ।। বুধদেব যোগভঙ্গে দেখিয়া শঙ্করে। বিনয় পূর্ব্বকে স্তব নানাবিধ করে ।। তুমি সূক্ষ্ম স্থূল হও কৃপার সাগর। মায়ার দ্বারায় সৃষ্টি পালন সংহার ।। তোমার মহিমা দেব কে কহিতে পারে। বলি ইন্দ্র হৈল পূজি যে পিণাকেশ্বরে ।। ধূর্জ্জটে নীলকণ্ঠ নহ শ্মশানের পতি। আনন্দ কানন হৈয়া জীবে কর গতি ।। তব পদে মতি মোর থাকে অনুক্ষণ। স্তব শুনি মহাদেব বলেন তখন ।। তুমি যে হইবে অধিপতি বুধপুরে। বুধগ্রহ তব নাম দ্বাদশ চক্ররে ।। সকলের পূজনীয় হইবে সম্ভব। বুধপুরে সুখভোগ কর নিরন্তর ।। আর এই বুধেশ্বর লিঙ্গ যে পূজিবে। বুদ্ধিমন্ত সুখভোগ অনায়াসে হবে ।। অন্তে তব পুরে বাস ইথে নাহি আন। এতেক কহিয়া মহাদেব অন্তর্দ্ধান ।। পঞ্চদশ অধ্যায় হইল সমাপণ। শুনিলে অন্তরে মুক্তি পাপ বিমোচন ।।

অথ শুক্রপুর দর্শন।

পয়ার। তদন্তরে শুক্রপুরী হৈল দরশন। গণে কহে শুন সখা কহি বিবরণ ।। সহস্র বৎসর ভৃগু তপস্যা করিল। ভক্ষণ গোধূম রেণু নিয়মে রহিল ।। অতিশয় ঘোরতর তপস্যা করয়। তাহা দেখি ভূতনাথ হইয়া সদয় ।। মৃত সঞ্জিবনী মন্ত্র ভৃগুকে দিলেন। হরগৌরী কার্ত্তিক গণেশ না জানেন ।। অন্য কেহ ঐ মন্ত্র না জানে ভুবনে। হেনমন্ত্র মহাদেব দিলেন

ভৃগুস্থানে ॥ ভৃগুদেব অসুর কুলের গুরুজন। সঞ্জিবনী মন্ত্র পাইয়া সদা হর্ষ মন ॥ অসুর নিঃশঙ্কে সব থাকে গুরু বলে। তার পরে অন্ধক অসুর কোন কালে ॥ শিবগণ সঙ্গে যুদ্ধ ঘোরতর কৈল। একদিন অনেক অসুর নষ্ট হৈল ॥ অন্ধক যে ভৃগুস্থানে নিবেদন করে। তব কৃপা হৈতে আছি নির্ভয় শরীরে ॥ অদ্যকার যুদ্ধেতে অনেক দৈত্য মরে। তুমি রক্ষা না করিলে কেবা রক্ষা করে ॥ এই বাক্য শুনি শুক্রাচার্য্য বিচক্ষণে। তব সৈন্য রক্ষাকর দেখ বিদ্যমানে ॥ শুক্রাচার্য্য মন্ত্রপূত করিয়া তখন। প্রত্যেকেকে নাম ধরি করিল স্মরণ ॥ তবে যত মৃতাসুর বাঁচিল সত্বরে। শিবগণে মার মার ঘোর শব্দ করে ॥ শিবগণ সঙ্গেতে যে মহাযুদ্ধ কৈল। না পারিয়া শিবগণ পরাজয় হৈল ॥ তদন্তরে শিব সৈন্য নন্দিকে লইয়া। শিবেরনিকটে সবকহিল আসিয়া ॥ শুক্রাচার্য্য অসুরের হইয়া সহায়। মৃত দৈত্যগণে অবহেলেতে বাঁচায় ॥ মহাদেব শুনিয়া নন্দিকে আজ্ঞা হয়। শুক্রাচার্য্যে ধরি তুমি আনহ নিশ্চয় ॥ আজ্ঞামাত্র যায় নন্দী মহাহর্ষ হৈয়া। শিব অগ্রে ভার্গবেরে আনিল ধরিয়া। শুক্রাচার্য্যে দেখি শিব উদরে রাখিল। সম্বৎসর শুক্রদেব উদরে রহিল ॥ বিশ্বরূপ দরশন করে সর্ব্বক্ষণ। বাহির হইতে নাহি পায় নিদর্শন ॥ লিঙ্গদ্বার দিয়া শুক্র বাহির হইল। স্তব স্তুতি মহাদেবে অনেক করিল ॥ তুষ্ট হৈয়া মহাদেব বরদিলা তারে। যাহ তুমি শুক্র গ্রহ হইবে অচিরে ॥ অবশেষে দেবতা অসুরে যুদ্ধ হয়। দৈত্যগণ না পারিয়া হৈল পরাজয় ॥ শুক্রাচার্য্য আনন্দ কাননে গিয়া পরে। লিঙ্গ যে স্থাপনা করি পুজয়ে শঙ্করে ॥ পুষ্প আদি বিল্বপত্র সমিধ বভেক। পঞ্চহাজার বৎসর অর্চ্চনা অনেক ॥ ইহাতে যে কৃপা না হইল মহেশ্বরে। আহার গোধূলি রেণু করে তার পরে ॥ এই মত হাজার বৎসর তপ করে। তুষ্ট হৈয়া মহাদেব বলে ভার্গবেরে ॥ বর লহ শুক্রাচার্য্য তব মনোনীত। প্রভু দেখি শুক্রাচার্য্য হৈল আনন্দিত ॥ বহুবিধ স্তব করে পরম ভক্তিতে। সূর্য্য সোম আদি করি অষ্টম মূর্ত্তিতে ॥ তার পরে শুক্রাচার্য্য কহে মহাদেবে। শুক্রপুর অধিপতি তুমি যে হইবে ॥ আর কহি তোমার স্থাপিত শুক্রেশ্বরে। শুক্রবার অষ্টমীতে পুজে যেই নরে ॥ সুখভোগ করি অন্তে তবপুরে যায়। বর দিয়া অন্তর্দ্ধান হইল দয়াময় ॥ ষোড়ষ অধ্যায় যে অমৃত বিবরণ। কতদূরে মঙ্গলের পুরী দরশন ॥ সীতানাথ বসু দাস অম্বিকা নিবাসী। কাশীখণ্ড সুধাভাণ্ড ভাষাতে প্রকাশি ॥

অথ মঙ্গললোক দর্শন।

পয়ার। গণে কহে শিবশর্ম্মা তুমি ধীরবর। মঙ্গল পুরীর কথা শুনহ সত্বর॥ ব্রহ্মার মানস পুত্র সপ্তঋষি খ্যাত। সৃষ্টির প্রথমে হয় অগ্রে ঋষি সাত॥ সপ্তমধ্যে অঙ্গীরার পুত্র অঙ্গারক। দ্বিতীয় মঙ্গল নাম জানে সর্ব্বলোক॥ অঙ্গারক কাশীপুরী গিয়া তার পরে। সর্ব্ব তীর্থ ক্রমে ক্রমে দরশনান্তরে॥ শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিয়া কুণ্ড কৈল। সহস্রবৎসর ঘোর তপস্যা করিল॥ তার পরে প্রসন্ন হৃদয়ে গঙ্গাধর। মুনি অঙ্গারকে শিব দিলেন যে বর॥ অঙ্গারকপুরে বাস তোমার হইবে। তব শিবলিঙ্গ ভৌমেশ্বর যে ঘুষিবে॥ ভৌমবারে চতুর্থীতে যে পুজে একান্তে। মন দিয়া শুন কহি ফল যেই প্রান্তে॥ তব পুরে বাস হয় মুক্তি পদ পায়। আর ফল কহি শুন দ্বিজ মহাশয়॥ ঐ স্থানে ঐ দিনে শ্রাদ্ধ যেই করে। সম্বৎসরের শ্রাদ্ধফল প্রাপ্তি হয় তারে॥ পরে শিবপুরের শুনহ বিবরণ। গণে কহে শিবশর্ম্মা করি নিবেদন॥ বৃহস্পতি বারাণসীপুরীতে যাইয়া নিজ নামে শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিয়া॥ সম্মুখেতে কুণ্ড করি তপ আরম্ভিল। সহস্রবৎসর অনাত্রস্তেতে রহিল॥ তারপরে চিন্তামণি প্রসন্ন হইয়া। লিঙ্গহতে তেজোময় রূপ প্রকাশিয়া॥ শিব দেখি বৃহস্পতি স্তব করি কয়। তুমি হও মুক্তিদাতা জ্ঞানের বিষয়॥ অষ্টম শ্লোকেতে স্তব করি এই মতে। মহাদেব তুষ্ট হয়ে কহিলা সাক্ষাতে॥ বৃহস্পতিপুরে তব বাস যে হইবে। তোমার স্থাপিত লিঙ্গ ভক্তিতে পুজিবে॥ তব পুরে বাস তার অবশ্য হইবে। অন্তে মোক্ষ সুখভোগ ঐহিকে করিবে॥ আর যদি বৃহস্পতিবারে পুজে হর। পূজা কৈলে এই দিনে স্থিরবুদ্ধ রয়॥ অধিকন্তু মহাদেব ব্রহ্মাকে আনিল। আজ্ঞাদিলে দেবগুরু বৃহস্পতি হৈল॥ তোমরা সকলে আচরিবে বিধিমতে। তদুপরে ব্রহ্মাদি দেবতা ভাবতে॥ যথাবিধ বৃহস্পতি পূজা সবে করে। অবশেষে সকলে গেলেন দেবপুরে॥ তদন্তরে মহাদেব হৈল অন্তর্ধ্যান। বৃহস্পতি সত্বরে আইলা নিজস্থান॥

অথ শনিপুরীর বৃত্তান্ত।

পয়ার। অতঃপর শনিগ্রহ পুরীর বৃত্তান্ত। ব্রহ্মার মানস পুত্র মরীচি মূর্ত্তিমন্ত॥ তার পুত্র কশ্যপ দক্ষকন্যা বিভা কৈল। তার গর্ব্ভে সূর্য্যদেব উদয় যে হৈল॥ প্রজাপতি কন্যা ত্বষ্টা সূর্য্যের রমণী। বৈবস্বতান্তরে হৈল

তনয় নন্দিনী।। যমুনা হইল কন্যা পুত্র হৈল যম। পরে তষ্টা সূর্য্যতেজ ধারণে অক্ষম।। কি করিব ইহার যে উপায় চিন্তিল। তারপরে স্বরূপাকে নিজে প্রকাশিল।। স্বরূপাকে কহে তষ্টা গোপন বচন। সূর্য্যতেজ আমায় অসহ্য যে ধারণ।। গোপন হইব আমি কিছু কাল তরে। তুমি এই বৃত্তান্ত না কহিবে সূর্য্যেরে।। স্বরূপা কহেন দেবী অবশ্য রাখিব। যে পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব শাপ না করিব।। ইহা কহি তষ্টাদেবী পিতাস্থানে যায়। পিতা দেখি কন্যা পুনঃ করিল বিদায়। স্বামীস্থানে যাহ দেবী বিলম্ব না হয়। এইবাক্য পিতাস্থানে শুনিয়া তনয়।। চিন্তা করি তদন্তরে অশ্বিনী হইল। গহনকাননে গিয়া তপস্যা করিল।। শুষ্ক পত্র আহার কেবল করি রয়। সূর্য্যতেজ ধারণ অন্তরে সদা তয়।। শেষেতে স্বরূপা গর্ভে সন্তান জন্মায়। সাবর্ণক মুনি শনি কন্যা তদ্রা তায়।। নিজ সন্তানের পক্ষে স্নেহ অতিশয়। মনু বৈবস্বত জানে বৃত্তান্ত নিশ্চয়।। আপন আশয় যম নাহিক জানায়। ক্রোধ করি নিজপদ মাতারে দেখায়।। সপত্নীর পুত্র বলি স্বরূপা কহিল। তব পদ ক্ষয় হবে নিশ্চয় বলিল।। শাপের বৃত্তান্ত কথা পিতাকে জানায়। সূর্য্যের সংশয় জন্মে কিছু স্বরূপায়।। শনিকে স্বরূপা কহে শাপ নাহি যায়। কিঞ্চিৎ পদের মাংস পড়িয়া অভয়।। তার পরে সূর্য্যদেব স্বরূপা অনায়। নিরীক্ষণ করি সূর্য্য স্বরূপাকে কয়।। সত্য কহিবেন দেবী বৃত্তান্ত ইহার। নতুবা শাপিব আমি কহিলাম সার।। স্বরূপা বৃত্তান্ত ভয়ে কহিলেন পরে। তদন্তরে সূর্য্য জান তষ্টা পিতৃঘরে।। কোপদৃষ্টে সূর্য্যদেব দেখি প্রতি পতি। কন্যার বৃত্তান্ত সব কহিলেন অতি।। তদন্তরে সূর্য্যদেব অশ্বরূপ হৈয়া। অশ্বিনীর রূপে [illegible] তথায় যাইয়া।। অশ্বদেখি তষ্টাদেবী দ্রুতগতি চলে। পাছে পাছে সূর্য্যদেব ভ্রমণ করিলে।। সূর্য্যের ভ্রমণে তেজ হইল পতিত। অশ্বিনী কুমার তাতে হইল উদিত।। অতঃপর শনি গ্রহ কাশীতে যাইয়া।। শিবলিঙ্গ স্থাপনাদি তপ আরম্ভিয়া।। আদিনাথ সন্তুষ্ট হইয়া শনিপ্রতি। শনিপুরে বাস তব হইবে সম্প্রতি।। শনিবারে শনীশ্বরে যে জন পুজিবে। শনিপুরে বাস তার অচিরে হইবে।। অষ্টাদশে সপ্তঋষি পুরীপরে দেখি। গণে জিজ্ঞাসিল দ্বিজচিত্তে হৈয়া সুখী।। গণে কহে শিবশর্ম্মা তব ভক্তি মন। ক্রেমে কর সপ্তঋষি পুরী দরশন।। ব্রহ্মার মানস পুত্র সপ্ত ঋষি হয়। পৌলস্ত্য পৌলহ ক্রেতু অত্রি মরিচয়।। অঙ্গিরা বশিষ্ঠ এই সব প্রজাপতি। সৃষ্টির কারণে হয় ব্রহ্মা অবস্থিতি।। কাশীখণ্ড সুধা তায অমৃত সমান। সপ্তদশ অধ্যায় হইল সমাধান।।

অথ সপ্তঋষির বৃত্তান্ত কথন।

পয়ার। অনসূয়া ক্ষেমা শ্রুতি সঙ্গত শর্ম্মাদি। স্মৃতি লজ্জা এই সপ্ত সতী অবস্থিতি॥ মরিচি আদির প্রতি ক্রমে সপ্ত সতী। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উত্তম যে হয় অরুন্ধতী॥ বৈকুণ্ঠেতে লক্ষীর সহিত ভগবান। প্রশংসা সভেক অরুন্ধতীর আখ্যান॥ তারপরে সপ্তঋষি বারাণসী গিয়া। স্নানেতে শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিয়া॥ শম্ভুনাথ প্রসন্নেতে সৃষ্টিকর্ত্তা হয়। এই সপ্ত পুরী পুণ্যবন্ত অতিশয়॥ সপ্ত ঋষির সংস্থাপিত লিঙ্গ কাশীপুরে। ভক্তি ভাবে যেজন পুজিবে লিঙ্গবরে॥ ভানু তুল্য তেজঃপুঞ্জ তাহারা হইয়া। এইস্থানে বাসকরে স্বকর্ম্মে থাকিয়া॥ অষ্টাদশ অধ্যায় যে হইল বর্ণন। শুনিলে লভয়ে মুক্তি শিবের বচন॥ সীতানাথ বসুদাস অম্বিকা নিবাস। শিব পদে ভক্তি থাকে এই অভিলাষ॥

অথ ধ্রুবোপাখ্যান।

পয়ার। শিবশর্ম্মা ধ্রুবপুরী দেখি চমৎকার।
প্রসন্ন হইয়া কহ বৃত্তান্ত ইহার॥

ত্রিপদী। দ্বিজ কহে শুন সখা, কি আশ্চর্য্য হৈল দেখা, একপদে ভ্রমণ করয়। যেন মেরুদণ্ড কায়, পুণ্য প্রজ্জলিত হয়, তেজেতে ধৈরয না ধরয়॥ চন্দ্র ভানু একত্তরে, কিবা কান্তি শোভা করে, কি কহিব বর্ণনা অপার। একি অপরূপ সখা, কভু নাহি চক্ষে দেখা, এই পুরী হয়ত কাহার॥ শুন সখা গণে কয়, নাম ধ্রুব মহাশয়, বিস্তার শুনহ মহামতি। স্বয়ম্ভু-মনুর পুত্র, উত্তানচরণ চিত্র, তস্য পত্নী সুরুচি সুনীতি॥ সুরুচি হয়েন শ্রেষ্ঠ, রাজ পাটেশ্বরী জ্যেষ্ঠ, তার গর্ব্বে উত্তম তনয়। সুনীতির গর্ব্বে ধ্রুব, উত্তম লক্ষণ সব, দুই পুত্র উত্তানের হয়॥ সুনীতি দুঃখিতা অতি, বিভিন্ন স্থানে বসতি, ধ্রুব লইয়া রহে নিরন্তর। একদিন ধ্রুব মাতা, রাজার সন্নিধি যথা, পুত্রকে পাঠান অতঃপর॥ কি কব দুঃখের শেষ, বালকের বান্ধি কেশ, দুঃখি বলি নাহি আভরণ। ধ্রুবের দেখিয়া ভাব, সুনীতির বাড়ে তাপ, বিধাতা আমাকে বিড়ম্বন॥ প্রাতঃসূর্য্য তেজ যেন, মণিময় দীপ্ত হেন, ইহার যে নাহিক তুলনা। ধ্রুব মাতৃ আজ্ঞা লইয়া, চলিলেন

হর্ষ হৈয়া, পিতৃপদে প্রণাম কামনা ॥ অন্য অন্য শিশুসঙ্গে, চলে ধ্রুব অতি রঙ্গে, যথা বৈসে পিতা সিংহাসনে। রাজ-সিংহাসনে বসি, কোলে পুত্র মৃদু হাসি, উত্তম লইয়া হর্ষ মনে ॥ শিশুসঙ্গে কুতুহলে, ধ্রুব যান হেন কালে, সিংহাসনে উঠিতে উদ্যত। সুরুচি দেখিয়া ধ্রুবে, ক্রোধকরি বলে তবে, নহ সিংহাসন যোগ্যবত ॥ উত্তম পুত্র আমার, সিংহাসনে বসি যার, দুঃখিপুত্র বসিবে কেমনে। বিমাতার কটুবাণী, শুনি ধ্রুব অভিমানী, অপমানে ফিরিল তখনে ॥ সুরুচি ক্রোধেতে রহে, রাজা কিছু নাহি কহে, দুঃখমনে ভাবি অতিশয়। দেখিয়া যে মহারাজ, ধ্রুবের মলিন সাজ, মনোদুঃখ মনোমধ্যে রয় ॥ ধ্রুব বালকের সঙ্গে, ফিরে যান মান-ভঙ্গে, সিংহে যেন হস্তী অপমানী। এমতি বালক ধ্রুব, মনে করি অসম্ভব, মাতা স্থানে চলিল আপনি ॥ অপমানে মুণ্ডছেদ মনে মনে থাকে খেদ, মলিন বদন হৈল কেন। পুত্রের দেখিয়া মুখ, সুনীতির কাটে বুক, ধ্রুবে কোলে করিয়া ভাবেন ॥ মস্তকের ঘ্রাণ লয়, মুখে ঘর্ম্ম অতিশয়, অঞ্চলেতে মুখ মুছি কয়। রাজা হৈয়া বুদ্ধিহত, তোমাকে না হৈল রত, তব সমাদর না করয় ॥ ধ্রুব কহে শুন মাতা, একি বিপরীত কথা, এইরূপ কিসের কারণ। সুরুচি যেমত রাণী, তেমতি নহ আপনি, রাজা ভাবে ভিন্ন দেখি কেন ॥ সুনীতি কহেন ধ্রুব, আপনার কর্ম্ম সব, বিধাতা সকল মূল হয়। মাতৃবাক্য শুনি ধ্রুব, মনে দুঃখ অসম্ভব, মাতাকে বিনয় করি কয় ॥ শুন করি নিবেদন না করিবে অন্য মন, তপস্যা করিতে যাব বনে। তব পদ করি শিরে, দুঃখ না ভাবি অন্তরে, তুমি চিন্তা না করিবে মনে ॥ হেনবাক্য শুনি মাতা, একি অসম্ভব কথা, তপস্যার কাল তব নয়। কহি পুত্র তব কাছে, সময় অপেক্ষা আছে, হেনবাক্য না কহ আমায় ॥ খেলিবারে যাহ তুমি, পথ নিরক্ষিয়া আমি, ঘরে আইসে পরাণ জুড়ায়। বিলম্ব দেখিলে হয়, স্তনে-দুগ্ধ ধারাবয়, আসিলে যে দুঃখ নিবারয় ॥ তুমি দরিদ্রের ধন, জীবনের যে জীবন, যেমতি অন্ধের যষ্টি বল। ধ্রুব কহে শুন মাতা, কহিলে মূল বিধাতা, তবে কেন গত কর কাল ॥ মাতা জানিল নিশ্চিত, বিধিমোরে বিড়ম্বিত, যাহা ইচ্ছা আচরণ কর। সেই কালে আজ্ঞা পায়, ধ্রুব প্রণমিয়া মায়, চলে শিশু নির্ভয় শরীর ॥ পথে যাইবার কালে, বায়ু পথে দৃষ্টিচলে, অরণ্যেতে করিল প্রবেশ। অতি ঘোরতর বন, চলে ধ্রুব অনুক্ষণ, মহিষ ব্যাঘ্র দেখয়ে অশেষ ॥ সপ্ত ঋষি হেন কালে, তাহার অদৃষ্ট ভালে, প্রণাম করিয়া নিবেদয়। বিধি সানুকূল হৈল, তব দরশন পাইল, কহ

উপদেশ মহাশয় ॥ মরিচ্যাদি সপ্তঋষি, বালক দেখিয়া হাসি, কি আশ্চর্য্য বচন ইহার। কে তুমি কাহার পুত্র, কহ শুনি সব সূত্র, সপ্তঋষি কহিলা সত্বর ॥ শুন প্রভু ধ্রুব কয়, উত্তান রাজতনয়, সপ্তদ্বীপ অধিকার যার। পিতৃ রাজ্য নাহি চাহি, উচ্চপদ দিতে কহি, যেন ঐ পদে হয় অমর ॥ এই উপদশ দেহ, তত্ত্বজ্ঞান মোরে কহ, অনায়াসে বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়। ধ্রুবে সপ্তঋষি কয়, মুকুন্দ কেশবময়, নারায়ণ হৃষীকেশ কয় ॥ বিষ্ণু কৃষ্ণ দামোদর, মাধব মুরলীধর, বাসুদেব শ্রীরাম রাঘব। এইরূপ স্তব করি, সপ্তঋষি বলে হরি, দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র দিব ॥ মুনি বলে কহি আমি, স্নান করি আইস তুমি, উপদেশ করাব তোমায়। শুনি ধ্রুব শীঘ্রগতি, স্নান করি শুদ্ধমতি, মুনি পদে প্রণাম করয় ॥ তার পরে ঋষি সবে, প্রসন্ন হইয়া ধ্রুবে, দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র দেয়। কৃতার্থ হইয়া ধ্রুব, মুখে জপে বাসুদেব, গুরু পদে প্রণাম করয় ॥ পরে ধ্রুব মহাশয়, মধুবনে চলি যায়, যথায় যমুনা বিরাজিত। দরশনে মধুবন, পুনর্জন্ম নাহি হন, কি কহিব বনের বর্ণিত ॥ মধুবন সঙ্গ হয়, মধুসুর বাস তায়, পূর্ব্বের আছয়ে নির্দ্ধারিত। একাগ্র করিয়া মন, তপ করে বিচক্ষণ, আত্মভাব সকলি বর্জ্জিত ॥ অশেষ ভক্তির পর, তবে ধ্রুব তদন্তর, হৃদে দেখে কৃষ্ণ দয়াময়। শুক্লবর্ণ সব হরি, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব গৌরী, স্থাবর জঙ্গম বিষ্ণু ময় ॥ অতি ঘোরতর তপ, দেবতা কম্পিত সব, উনপঞ্চাশ পবনের বিবরণ। ধ্রুবের দেখিয়া তপ, ভাবিত দেবতা সব, স্বস্ব পদে করেন ভাবন ॥

ত্রিপদী। বাস্ত ইন্দ্র দেবরাজ, নিজপদে কিবা কায, ধ্রুব তপে নাহিক রক্ষণ। ইন্দ্রদেব সদা ভাবে, কোথায় যাইব তবে, ধ্রুব তপ ভঙ্গের কারণ ॥ ইন্দ্রদেব তার পরে, অনেক বিচার করে, তপভঙ্গে পাঠায় যে দূত। মধুবনে ধ্রুব যথা, ভূতগণ যায় তথা, যাহাতে তপস্যা হয় হত ॥ পরে তবে ভূতচয়, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হয়, নানারূপে দর্শায় যে ভয়। মায়াতে ধ্রুবের মাতা, সন্নিকটে কহে কথা, অনেক বিলাপ করি কয় ॥ অতিশয় খেদ করে, পদাঘাত মারে শিরে, ধ্রুব বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। ক্ষণেকে ধ্রুবের মন, যোগভঙ্গ উচাটন, ভূতগণে অশেষ প্রকারে ॥ বিমাতার কটুবাক্য, স্মরণ করিয়া ঐক্য, বহুমত বিলাপ দেখায়। মুহূর্ত্তেকে ধ্রুব মুনি, নিঃশ্বাস ছাড়ে অমনি, পুনমন বাসুদেবে হয় ॥ তার পরে ভূতচয়, স্বস্থানেতে চলি যায়, দেবরাজ ভাবেন উপায়। সকল দেবতা সঙ্গে, ব্রহ্মা যথা

নিজ রঙ্গে, প্রণাম করিয়া সব কয় ।। কহি ব্রহ্মা দেবরাজে, ধ্রুব সাধে নিজ কাযে, তোমাদের নাহি ভয় তায় । বরং উপকার হবে, পশ্চাতে জানিবে সবে, শুনি দেব স্বস্থানে বিদায় ।। তদন্তরে বাসুদেব, যথা তপ করে ধ্রুব, সেইস্থানে দিল দরশন । সম্মুখেতে গদাধর, তপ ত্যজি ধ্রুববর, প্রভু দেখি প্রণামে তখন ।। বহু দিন অন্তে যেন, পিতা করি দরশন, বালক বিলাপ করি কান্দে । তেমতি যে ধ্রুববর, ক্রন্দনেতে উচ্চৈঃস্বর, ভূমি পড়ি স্থির নাহি বান্ধে ।। ধ্রুবের, ক্রন্দনে হরি, চক্ষুদ্বয়ে ধারাধরি, কোলে করে বালক বলিয়া । গাত্রে ধুলা ত্যাগ করি, চৈতন্য করিয়া হরি, করুণাতে বচন কহিয়া ।। দেখি ধ্রুব দয়াময়, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হয়, বিবিধ প্রকারে স্তব করে । তুমি ব্রহ্মা হর হরি, চন্দ্র সূর্য্য আদি করি, পুরুষোত্তম শ্রীকান্ত শ্রীহরে ।। পর্ব্বত সমুদ্র হয়, অগ্নি বায়ু তেজোময়, বরুণাদি পতি ধনেশ্বর । জীব জন্তু আদি যত, স্থাবরাদি আর কত, এক অংশে সর্ব্বত্রে বিস্তার ।। তুমি গুণ গুণাতীত, স্থূল সূক্ষ্ম হও চিত, বেদান্তেতে তুমি সারাৎ সার । সর্ব্ব স্থানে অধিষ্ঠাতা, অকারেতে বিষ্ণুগন্তা, তুমি সর্ব্বময় চরাচর ।। আর ঋষি মুনি যত, এক অংশে বিরাজিত, নারায়ণ বাসুদেব সার । আমি অল্প শিশু মতি, না জানি ভকতি স্তুতি, প্রভু তব মহিমা অপার ।। করে এইরূপে স্তব, বিভূতি যোগেতে সব, সর্ব্বত্র সমান দয়াময় । ভক্ত প্রেমে হৈয়া বশ, কহিছেন শ্রীনিবাস, ধ্রুব মোর পরম ভক্ত হয় ।। সকলের উচ্চ-স্থান, তোমার পুরী নির্ম্মাণ, হইয়াছে অতি মনোহর । সুনীতিরে সঙ্গে লবে, ঐ পুরী বাস হবে, এই বাক্য কহিলাম সার ।। অতি মনোহর স্থান, ধ্রুবপুরী সু আখ্যান, বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করয় । ধ্রুবে কহি নারায়ণ, বারাণসী বিচক্ষণ, শিব যথা সদা বিরাজয় ।। চন্দ্র সূর্য্য আদি যত, বায়ু বরুণ সতত, যাহাকে যে তপস্যা করয় । স্বপদে নিযুক্ত হয়, আরাধনা করি তায়, তাহার মহিমা কত কব ।। যাহার কৃপাতে আমি, হয়েছি বৈকুণ্ঠ স্বামী, শুন ধ্রুব তার বিবরণে । কাশী পুরীর মাহাত্ম্য, বর্ণনে না হয় সত্য, তুমি যে চলহ সেই স্থানে ।। কার্ত্তিক মাসেতে যেবা, কাশীনাথে করে সেবা, দান আদি সতত করয় । সেই নর মহাধন্য, কহনে না যায় পুণ্য, শিব তারে হয়েন সদয় ।। শিবলিঙ্গ সংস্থাপন, বাস করে করে দান, পুষ্করিণী কূপাদি যতেক । কার্ত্তিকেতে করে দান, সেই ব্যক্তি পুণ্যবান, সীমা তার ফলের নাহিক ।। গঙ্গা বহে উত্তরেতে, প্রবাহ শত গুণেতে, মণিকর্ণি বলি হয় স্থান । কার্ত্তিকেতে চতুর্দ্দশী, স্নান করে যেবা আসি,

তার পুণ্য কে করে বাখান ॥ আর কহি শুন ধ্রুব, কাশীপুরে তনুত্যাগ যে জীবের হয় ভাগ্যবশে। শিব গুরু জ্ঞানী হন, তারকব্রহ্ম মন্ত্র দেন, নির্ব্বাণ সে হয় অনায়াসে ॥ ধ্রুব শুন কহিলাম, তুলসী আর শালগ্রাম, শঙ্খ চক্র গোপী মাটি আর। এই পঞ্চ যার ঘরে, লক্ষ্মী স্থির হয় তারে, ঈশ্বর যে তার সাক্ষাৎকার ॥ যে গলে তুলসী মালা, তার দেহে নাহি মলা, হরিহর প্রসন্ন তাহায়। তার পরে নারায়ণ, গরুড়েতে আরোহণ, লইয়া কাশীপুরে চলি যায় ॥ মণিকর্ণিকাতে স্নান, পঞ্চক্রোশেতে ভ্রমণ, বিশ্বেশ্বরে করয়ে প্রণাম। ধ্রুব রহে কাশীপুরে, নারায়ণ তদন্তরে, স্বস্থানেতে করয়ে গমন ॥ পরে ধ্রুব মহাশয়, কাশীপুরে বাস হয়, শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপন। ঐ স্থানে কুণ্ড করে, তপকরে নিরন্তরে, কি কহিব তপের বাখান ॥ পরে ধ্রুবে কৃপা হয়, ধ্রুব পুরী চলি যায়, সেই স্থানে বাস নিরন্তর। পুজে সেবা ধ্রুবেশ্বরে, ধ্রুবলোকে বাসকরে, অনাথা যে নাহিক ইহার ॥ ধ্রুব চরিত্র আলাপ, শুনিলে যে খণ্ডে পাপ, পদে পদে অমৃত সমান। ভক্তি করি যেবা শুনে, অনায়াসে জ্ঞানাগুণে, সর্ব্বপাপ হয়ত দাহন ॥ শিবশর্ম্মা গণ সঙ্গে, মহর্লোক চলে রঙ্গে, সমাপন একুইশ অধ্যায়। কাশীখণ্ডে ধ্রুবকথা, হে নরে শুনে সর্ব্বদা, তার পুণ্য কহনে না যায় ॥ অবশেষে ধ্রুবপুরে, বাস তার নিরন্তরে, স্থির বাক্য জানিবে নিশ্চয়। ব্রহ্মানন্দ পদ আশে, সীতানাথ বস্তুভাষে, ভাষায় ভাষিল সমুদয় ॥

মহর্লোক কথন।

পয়ার। ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত যে সব লোক হয়। তার পরে মহর্লোক শিবশর্ম্মা যায় ॥ গণে কহে শুন পুণ্যবান দ্বিজবর। এই লোক দেখ যত নিষ্পাপের পর ॥ সুকৃতির সীমা নাই তপস্যা অনেক। এক কল্পেসুখ ভোগ হয় আবশ্যক ॥ সদা কাল বিষ্ণু প্রতি মনের ভাবন। দেবতা স্বরূপ মহাভোগ পুণ্যবান ॥ তদন্তরে জনলোক উপস্থিত হৈল। ব্রহ্মার মানস পুত্র সনকাদি ছিল ॥ তাবতের রেত যত ঊর্দ্ধগামী হয়। যোগেন্দ্র সকল ইন্দ্র দমন করি রয় ॥ তপোলোক রথবেগে গমন করয়। যাহার দিগের পাপে অর্জ্জিত হৃদয় ॥ বাসুদেবে মন আর বাসুদেব ধ্যান। কেবল গোবিন্দ চিত্ত অভিলাষ হন ॥ যাহারা এমত করে যোগ আচরণ। ঐ স্থানে সদাবাস হয় অনুক্ষণ ॥ শীর্ণ পর্ণ ভক্ষ আর পঞ্চ অগ্নিতপ। হেমন্ত শিশিরে

থাকে বর্ষা জলে জপ॥ কুশাগ্রেতে জলপান মাস অনশন। ঋতু অন্তে কভু হয় মাসেতে ভক্ষণ॥ সম্বৎসর যায় নিশি করে জাগরণ। শরীরেতে গুল্মলতা অস্থি চর্ম্মহীন॥ মাথায় জটাতে পক্ষবাস নিরন্তরে। বৃক্ষজ্ঞানে গাত্রে মৃগ ঘর্ষণ করে॥ এক পদে ঊর্দ্ধ বাহু নিরন্তর থাকে। উদয়াস্ত অর্দ্ধ চক্ষে সূর্য্যদেবে দেখে॥ এইরূপে বহুকাল তপস্যা যেকরে। অবশেষে শরীরান্তে আইসে এই পুরে॥ তার পরে শীঘ্র রথ সত্যপুরে গেল। দূরে রথ রাখি সবে ব্রহ্মা প্রণমিল॥ গণে সব বৃত্তান্ত কহেন বিধাতাকে। ব্রহ্মা কহে শিবশর্ম্মা তুমি ধন্যলোকে॥ বেদ অঙ্গ আর শাস্ত্র করিয়া অভ্যাস। ধর্ম্ম আচরণ আর সপ্তপুরী বাস॥ যথাবিধি সর্ব্বস্থানে আচরণ করি। তনুত্যাগ কৈলে তুমি হরি দ্বারাপুরী॥ তদন্তরে গণসঙ্গে চড়ি দিব্যরথে। সর্ব্বস্থানে দরশন করি ক্রমাগতে॥ প্রমাণতঃ তুমি দেখি বড় পুণ্যবান। অবশেষে অনায়াসে পাইবে নির্ব্বাণ। ওহে পুত্র দেখ তুমি ব্রহ্মাণ্ড যতেক। ক্রিয়া দ্বারা গতায়াত করে অতিরেক॥ চারি প্রকারেতে জীব যত হয় যায়। নিজ নিজ কর্ম্মফলে ভ্রমণ করায়॥ বিশেষত শুন শিবশর্ম্মা দ্বিজবর। পৃথিবীর মধ্যে কর্ম্ম ভূমি শ্রেষ্ঠতর॥ স্বর্গপুরী হৈতে উক্ত কহেন মুনিগণ। ক্রিয়াসঙ্গে হৈয়া পরে স্বর্গে আগমন॥ বিন্ধ্যগিরি উত্তরে দক্ষিণে হিমালয়। আর্য্যাবর্ত্ত সমদেশ আর নাহি হয়॥ পুরী মধ্যে কাশীপুরী লিঙ্গেতে মহেশ। আর যত কহি শুন বৃত্তান্ত অশেষ॥ নারদ স্থানেতে শুনিয়াছি একদিন। জম্বুদ্বীপ হৈতে শ্রেষ্ঠ রসাতল হন॥ চন্দ্র সূর্য্য তেজ যথা নাহিক প্রকাশ। ফণি মণি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত আভাষ॥ দানব নাগেতে যথা আছে বিপরীত। পর উপকারে সদা হয় আহ্লাদিত॥ সুখ রূপে সকলের প্রসন্ন হৃদয়। হাটকেশ শিবলিঙ্গ উদয় তথায়॥ এইমতে অশেষ বিশেষ রসাস্থান। সত্যলোক তুল্য স্থান হয়ত বর্ণন॥ সমাপ্ত হইল বাইশ অধ্যায় কাশীখণ্ড। শুনিলে যাহাতে সর্ব্ব পাপ হয় দণ্ড॥

পয়ার। কার্ত্তিক বলেন শুন মুনি তপোধন। তদন্তরে কহি কর্ম্ম ভূমির আখ্যান॥ ইহার বিশেষ আছে ভুগলে কথন। সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে সপ্তদ্বীপ হন॥ অন্য অন্য দ্বীপেতে যে দেবতা গমন। জম্বুদ্বীপ কর্ম্ম ভ্রমে করে আচরণ॥ সুমেরুর চতুর্দ্দিগে ইলাবৃত হয়। ইহার উত্তরে মেরু শাক হিরণ্ময়॥ উত্তর কুরু সমুদ্রে লগ্ন যে আছয়। দক্ষিণেতে হরিবর্ষ কিম

পুরুষ হয়॥ ভারতবর্ষ পূর্ব্ব ভদ্রাশ্ব তার পরে। কেতুমাল বিকিয়নব খণ্ড বিচারে॥ জম্বুদ্বীপ এইমত হয় নিয়মেতে। ভূগলেতে সর্ব্ব বর্ষ মেরু উত্তরেতে॥ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেতে মেরু এক বস্তু হয়। শরীরের মধ্যে মেরু এইমত কয়॥ এক চন্দ্র সূর্য্য জিনি সর্ব্বত্রে প্রকাশ। ভারতবর্ষের মধ্যে শুনহ বিশেষ॥ গঙ্গা যমুনার মধ্যে অন্তরে দিশার। ইহার অধিক নৈমিষারণ্য তীর্থ আর॥ তার পর প্রয়াগ যে সর্ব্ব তীর্থরাজ। যথা গেলে পাপধ্বংস নাহি কালব্যাজ॥ আর শুন তীর্থরাজে মহিমা অপার। ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্ব তীর্থ সার॥ অন্য তীর্থ কাম্য করি প্রাণত্যাগ করে। তাহার উদ্ধার নাই শাস্ত্রের বিচারে॥ তীর্থরাজে মৃত্যু কিম্বা সাগর সঙ্গমে। কাম্য করি যেই নর মরয়ে সঙ্গমে॥ অনায়াসে তার মুক্তি কে খণ্ডিতে পারে। আর শুন তীর্থরাজে মহিমা সত্বরে॥ জীবের পাতক থাকে মস্তকের কেশে। প্রয়াগে মুণ্ডন কৈলে সর্ব্বপাপ নাশে॥ এই তীর্থে স্নান দান শ্রাদ্ধ যেবা করে। কি কব তাহার ফল বাস সোমপুরে॥ তাহার অধিক কাশী সর্ব্ব তীর্থ সার। পৃথিবীতে কাশী নহে মহিমা অপার॥ ত্রিশূল অগ্রেতে বারাণসী স্থিতি হয়। প্রলয় কালেতে কাশী নাশ নাহি পায়॥ জলমগ্ন ভূমি সবে যে কালেতে হয়। কাশীপুরী ধ্বংস নাহি শুনহ নিশ্চয়॥ তৎকালেতে কাশী বাসি জ্ঞানানন্দে ভাসি। আনন্দ কানন হয় অবিমুক্ত কাশী॥ তরুগুল্ম জীব জন্তু সব জ্ঞান রাশি। পঞ্চ ক্রোশ মধ্যে যার হয় চিরবাসি॥ কৈলাস স্বরূপে স্থিত সদানন্দ বসি। জীবের নির্ব্বাণ দেন শিব অন্তে আসি॥ আর কহি শিবশর্ম্মা কাশীর মাহাত্ম্য। তথা যেবা পাপ করে না হয় নিবৃত্ত॥ তার দণ্ড করে কাল ভৈরব অপার। পরদার পর পীড়া দানলয় আর॥ পরের অনিষ্ট চিন্তা পরধন হরে। এইমত বহুবিধ পাপের বিস্তারে॥ কর্ম্ম দোষে পাপ ভোগ হয়ত নির্ব্বাস। নরক অধিক দণ্ড করে যে পিশাচ॥ রুদ্র পিশাচ হইয়া বহু জন্ম বাস। বিধিমতে যোগ তপ যে করে অভ্যাস॥ বহু কালক্রমে জ্ঞান হয় যে উদয়। কাশী প্রাণত্যাগ কর্ম্মফলে মুক্ত হয়॥ ব্রহ্মা কহে শিবশর্ম্মা শুনহ বচন। কাশীর মাহাত্ম্য সব না হয় বর্ণন॥ শিবশর্ম্মা বলে বিধি করি নিবেদন। সকলের পিতামহ টহ আপন॥ জিজ্ঞাসা করিতে কিছু মোর মনে লয়। না পারি বলিতে মোর মনে লাগে ভয়॥ ব্রহ্মা বলে যে কথা বলিতে মনে কর। সে সকল ক া আমি জানিনু অন্তর॥ তোমার নির্ব্বাণ বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে মন। বলি ক বিস্তারিয়া সব বিষ্ণুগণ॥ বিষ্ণু ভক্তজনে কিছু নাহি অ-

গোচর। ব্রহ্মাণ্ড গোলক যত দেখে নিরন্তর॥ এতবলি ব্রহ্মা সম্ভাষিল বিষ্ণুগণে। গণেশা প্রণাম করে ব্রহ্মার চরণে॥

—

অথ বৈকুণ্ঠ বর্ণন।

পয়ার। বিমানে চড়িয়া গণ বৈকুণ্ঠেতে যায়। শিবশর্ম্মা গণ প্রতি বলে পুনরায়॥ দ্বিজ বলে কত দূর আইনু আমরা। যাইতে হইবে আর কতদূর তারা॥ এ সকল আর যাহা জিজ্ঞাসা করিব। বিস্তারিয়া বল গণ বৃত্তান্ত সে সব॥ কাঞ্চি অবন্তিকা দ্বারা অযোধ্যা নগরী। কাশী মায়া মথুরা মুক্তিদা সপ্তপুরী॥ ছয় পুরী ছাড়িয়া কাশীতে মাত্র মুক্তি। প্রতিষ্ঠিত বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রে হেন উক্তি॥ তবে কি সম্প্রতি মম নাহি মুক্তি বার্ত্তা। বিস্তারিয়া কহ মোরে জগতের কর্ত্তা॥ এত শুনি সাদরে কহিছে বিষ্ণুগণ। যথার্থ কহিব তাহা শুনহে ব্রাহ্মণ॥ বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যতি কালত্রয়। বিষ্ণুর কৃপাতে জানি শুনেছি নিশ্চয়॥ চন্দ্র সূর্য্য কিরণে প্রকাশে যত স্থান। ভূনামে ভারত স্থান দেবের প্রমাণ॥ ভূমণ্ডল সম উর্দ্ধে গগন মণ্ডল। ভূমি হৈতে লক্ষ যোজনেতে ভানুস্থল॥ ভানু হৈতে লক্ষ যোজনেতে নিশাকর। তা হৈতে নক্ষত্র লক্ষ যোজন উপর॥ নক্ষত্র হইতে বুধ দ্বিলক্ষ উপরে। বুধ হৈতে দুই লক্ষে শুক্র বাস করে॥ শুক্র হৈতে দুই লক্ষে মঙ্গলের বাস। দ্বিলক্ষ মঙ্গল হৈতে গুরুর প্রকাশ॥ গুরু হৈতে দুই লক্ষ উপরেতে শনি। সপ্তর্ষি মণ্ডল শনি হৈতে লক্ষ গণি॥ সপ্তঋষি মণ্ডল হৈতে লক্ষ ধ্রুবস্থান। ভূর্ভুবস্ব তিন লোক হইল প্রমাণ॥ পাদগম্য বস্তু যত ধরণী মণ্ডলে। ভূর্লোক বলিয়া তাকে সর্ব্বলোক বলে॥ ভূর্লোক হইতে ভানু মণ্ডল যাবত। ভুবর্লোক হেন খ্যাত জানহ তাবত॥ মহর্লোক ক্ষিতি হৈতে কোটি যোজনেতে। জনলোক দ্বিকোটি যোজন ভূমি হৈতে॥ চতুঃকোটি ভূমে হৈতে তপলোক জান। ক্ষিতি হৈতে অষ্ট কোটি সত্যলোক স্থান॥ সত্যলোক হৈতে উর্দ্ধ বৈকুণ্ঠনগর। ভূর্লোক হইতে কোটি যোজন প্রসর॥ যেখানে বসতি করে শ্রীপতি সাক্ষাত॥ সকল অভয় দানে আছে উর্দ্ধ হাত॥ বত্রিশ কোটি যোজনেতে কৈলাস পুরি হয়। যথা বিশ্বনাথ বামে গৌরী বিরাজয়॥ সহ গণপতি লোকে সম্মুখে নন্দীশ্বরে। জটাভারে গঙ্গা কল কলধ্বনি করে॥ অর্দ্ধচন্দ্র শোভা করে ত্রিনেত্র বিশাল। ওষ্ঠ লাল মৃদুহাস প্রকাশ অনল॥ গলে গলে সর্পহার

ফণি ভূষা আর। হস্তেতে ডম্বুর আর ভস্মমালা সার॥ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান বৃষভ বাহন। লম্বোদর অতি সুললিত দরশন॥ পাদপদ্মে কিবা শোভা বর্ণনা অপার। ব্রহ্মা আদি দেবে অন্ত না পায় যাহার॥ সকলের সার বেদে চকিতে না পায়। লীলার কারণ মাত্র শরীর ধরয়॥ জগতের এক বস্তু সাধনে না পায়। হৃদয়ে থাকিয়া সব প্রকাশিত হয়॥ সকল দমন কর্ত্তা সর্ব্ব গুণাতীত। সত্ত্ব রজ তমঃ তিন গুণে বিরাজিত॥ গুণক্রমে সৃষ্টিপালে সংহার করয়। সর্ব্ব কর্ত্তা সেচ্ছা বিনে সব প্রকাশয়॥ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মাত্র কিছুতেই নয়। অমূর্ত্তি পরম ব্রহ্ম সদা শ্রুতিকয়॥ ব্যাপ্ত ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ সর্ব্ব বিপর্য্যয়। সকল কারণ কর্ত্তা পরাৎপর হয়॥ আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম হয় নিরাময়। সমাধি যোগেতে যাতে নিবৃত্তি আশ্রয়॥ ঈশ্বর পরম জ্যোতি হৃদয়স্থ রহে। যোগগম্য এক বস্তু নানা মূর্ত্তি কহে॥ সর্ব্ব গোপনীয় চিত্ত আনন্দ অপার। বেদ বিধি সর্ব্ব শাস্ত্রে হয় সারাৎসার॥ মহা প্রলয়েতে তিনি অন্ধকার ময়। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তেজ উদিত করয়॥ কৈলাসেতে পঞ্চবক্ত্র ত্রিনেত্র ধরয়। শক্তিকে ত্যজিয়া শক্তি ভাবাতীত হয়। তারপর মহাদেব বৈকুণ্ঠ আসিয়া। ব্রহ্মা আদি তাবত দেবতা জানাইয়া॥ আপন ঐশ্বর্য্য সব নারায়ণে দিল। সর্ব্ব কর্ত্তা করি রাজ্য অভিষিক্ত কৈল॥ দেবলোক গন্ধর্ব্ব অপ্সরা আদি যত। মঙ্গলাচরণ করে বিধি বিধানত॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের এক কর্ত্তা স্থূল। জগত কারণ সেই সকলের মূল॥ সর্ব্বৈশ্বর্য্য মহাদেব হরিতে অর্পিয়া। আনন্দে অপার প্রেমানন্দেতে ভাষিয়া॥ যথা বিধ নমস্কার শিবকে করিল। তার পরে ব্রহ্মাদি হরিকে প্রণমিল॥ শঙ্কর সারঙ্গ ধনু দিল গদাধরে। একাত্মক এক অঙ্গ হৈল হরি হরে॥ নারায়ণ প্রতি বর দিলেন শঙ্কর। আমাকে যুদ্ধেতে জয়ী হইবে সত্বর॥ ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি সবে। বিষ্ণুর মায়াতে মুগ্ধ জগত হইবে॥ তব ভক্তজনে আমি মুক্তিপদ দিব। নারায়ণ প্রতি এই বর দিল শিব॥ তার পর বাসুদেব করি আলিঙ্গন। কৈলাসেতে সদাশিব করিল গমন॥ নিত্যানন্দ সুখময় আনন্দে ভাসিল। হর্ষযুক্ত সর্ব্ব দেব স্ব স্ব স্থানে গেল॥ বৈকুণ্ঠনাথের রাজ্য অভিষেক কথা। যেবা শুনে যেবা পাঠ রয়ে সর্ব্বথা॥ ইহকালে সুখভোগ অন্তে স্বর্গবাস। শিব বাক্য এই স্থির ও।নিহ নির্ব্বাস॥ এই অধ্যা যত্ন করি গৃহেতে রাখয়। তার গৃহে লক্ষ্মীপতি স.া। বিরাজয়॥ সকল আপদ শান্তি ঐশ্বর্য্য যে বাড়ে। ধর্ম্ম

অথ অগস্ত্য কার্ত্তিকের সংবাদ।

পয়ার। ব্যাস বলে শুন সুত অগস্ত্যের কথা। যে কথা শুনিলে পাপ নাশয়ে সর্ব্বথা॥ প্রদক্ষিণ করিলেক শ্রীশৈল শিখর। কার্ত্তিকের রম্য স্থান দেখে মুনিবর॥ সুফল সুপুষ্প তরু লতাতে শোভিত। নানা পশু পক্ষী তথা অতি সুচরিত॥ কূপ বাপি তড়াগের নাহিক গণন। লোহিত নামেতে গিরি অপূর্ব্ব দর্শন॥ কৈলাসের সম স্থান অতি চমৎকার। সেখানে দেখিল মুনি বসেছে কুমার॥ পত্নীর সহিত দণ্ডবতে প্রণমিল। যোড় করে নানাবিধ স্তবন করিল॥ স্তুতিতে হইয়া তুষ্ট দেব ষড়ানন। মুনিকে বসিতে দিল উত্তম আসন॥ কুশল জিজ্ঞাসা করি কহে মুনিবরে। অবিমুক্ত ক্ষেত্রের কুশল কহ মোরে॥ ত্রিজগত মধ্যে কাশী সম পুরী নাই। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুবর্গ চাই॥ পার্ব্বতীর নিকটে কহিল পঞ্চানন। এ তিন উপায় হয় নির্ব্বাণ কারণ॥ পশুপত যোগ আর তীর্থ সিতাসিত। বারাণসী নগরি মুক্তির অধিষ্ঠিত॥ শ্রীপর্ব্বত হিমালয় আদি যত গিরি। যত যত আয়োজন আছে দিব্য পুরী॥ ত্রিদণ্ড ধারণ সর্ব্ব কর্ম্মের সন্ন্যাস। তপস্যা নিয়ম যত ব্রত উপবাস॥ সিন্ধুর সঙ্গম আর অরণ্য বিস্তর। মানস পার্থিব ধারা তীর্থ মনোহর॥ উসরাদ্বিবিধ পীঠ আন্নায় পঠন। মন্ত্রের যপন আর অগ্নিতে হবন॥ নানা দান যজ্ঞ দেবতার আরাধন। ত্রিরাত্রাদি সাঙ্খ্য যোগ বিষ্ণু উপাসন॥ মুক্তির উপায় এই সব নিরূপণ। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতে আছয়ে গণন॥ আর সপ্ত মুক্তি পুরী সর্ব্বত প্রধান। মুক্তির সাধন এই সব মুক্তি স্থান॥ কিন্তু এই যত তীর্থ কাশী প্রাপ্তিকর। কাশী পাইয়া মুক্ত হয় জঙ্গম স্থাবর॥ অতএব কাশীক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বর প্রিয়। কাশীক্ষেত্র কুশল প্রশ্নের হেতু হয়॥ কাশী হৈতে আসিয়াছে দেহ আলিঙ্গন। কাশীবাসি স্পর্শে পাপ সঞ্চয় নাশন॥ উত্তরের বায়ু যদি করে আগমন॥ কাশীর সম্পর্কে তাকে করি আলিঙ্গন॥ তুমি কাশীবাসি মহাঋষি পুণ্যবান। পাকিছে মাথার কেশ করি গঙ্গাস্নান॥ অগস্ত্যের সমীপে অগস্তি ও তব। স্নান দান দেব পিতৃ কর্ম্ম করি সব॥ কৃতকৃত্য হয়ে জীব কাশী ল পায়। কার্ত্তিকের হস্ত দিল অগস্ত্যের গায়॥ অতি সুখী হৈল গুহ প য়া ঋষি। নয়ন মুদ্রিত হৈয়া ধ্যান করে বসি॥ ধ্যানের বিরামে দেখি ব ক্য অবসর। কার্ত্তিকে যে তবে জিজ্ঞাসিল মুনিবর॥ পূর্ব্বে ভগবতী তে র দেব ভগবান। যে রূপে কাশীর গুণ করিছে বাখান॥ বসিয়া মায়ের কোলে করেছ

শ্রবণ। সেই রূপে কহ মোরে কাশীর বিবরণ॥ কার্ত্তিক বলেন শুন অগস্ত্য তাপস। বলেছি কাশীর কথা অমৃত সরস॥ অবিমুক্ত ক্ষেত্র অতি গুপ্ত ত্রিজগতে। যথা নিত্য সিদ্ধি সঙ্গে বসে সিদ্ধিনাথে॥ আদেহ পতন যেবা করে কাশীবাস। তাহাতে বিরাজ লক্ষ্মী করয়ে নিবাস॥ অনায়াসে ভক্তি মুক্তি কাশী বাসে পায়। জানিয়া কাশীর গুণ না ছাড়িবে তায়॥ অবিমুক্ত গুণ হয় মুখে কব কত। সহস্র বদনে তাতে হয় পরাভূত॥ সীতা নাথ বসু দাস মনোদুঃখে গায়। কাশীখণ্ড ভাষে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়॥

অর্থ অবিমুক্ত কথন।

আরে মন আমার। তবু তোরে করি সাধবান। দেখিয়া দেখনা আয়ু হৈল অবসান॥ করিছ কি সুখ ভোগ, শরীরে অখিল রোগ, না করিতে পাবে যোগ, চল মন কুতুহলে, সীতানাথ বসু বলে, পাইবে নির্ব্বাণ॥ ধ্রু॥

পয়ার। অগস্ত্য বলেন স্কন্দ করি নিবেদন। প্রসন্ন হইয়া কহ কাশী বিবরণ॥ কি রূপে হইল কাশী অবিমুক্ত নাম। কোন রূপে হইলেক মহালক্ষ্মী ধাম॥ ত্রিলোক পুজিতা মণিকর্ণি কেন হয়। যখনে না ছিল গঙ্গা তথাতে উদয়॥ কি ছিল তখনে তথা কহ ভগবান। বারাণসী কাশী রুদ্র বাস কেন নাম॥ কেনবা হইল মহাশ্মশান আখ্যাত। এ সকল কথা মোরে কহ জগন্নাথ॥ কার্ত্তিক বলেন পূর্ব্বে এই প্রশ্ন তার। জিজ্ঞাসিল শিবা শিবা অতি চমৎকার॥ জগত জননী তবে শিবের উত্তর। শুনেছি যেরূপ সব শুন মুনিবর॥ না ছিল প্রলয় কালে স্থাবর জঙ্গম। চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ তারা সকলি বিগম॥ না ছিল অনল জল সলিল ধরণী। না ছিল গগণ কিবা দিবস রজনী॥ প্রধান রহিত মহা অন্ধকার ময়। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কেহ নাহি [illegible]॥ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ বিবর্জ্জিত। দিগ্বিদিগে নাহি ছিল অতি চমকিত। কেবল তৎ সৎ ব্রহ্ম শ্রুতির বিদিত। বচন মনের অগোচর গুপ্ত রচিত॥ রূপ নাম বর্ণ হীন নহে সূক্ষ্ম স্থূল। হ্রস্ব দীর্ঘ লঘু গুরু হন সর্ব্ব মূল॥ উপচয় নাহি তার নাহি অপচয়। সচকিতে শ্রুতি যারে আছে বলি কয়॥ সৎ জ্ঞান অনন্ত আনন্দ তেজোময়। প্রমাণের বাহ্য যার নাহিক

সংসার ॥ বিকল্প রহিত মায়া নাহিক যাহার। বেদশাস্ত্রে সীমা নাই মহিমা তাহার ॥ দ্বিতীয় রহিত তেঁহ সদা বিহারয়। দ্বিতীয় ইচ্ছায় তাতে হইল উদয় ॥ অমূর্ত্তি হইয়া মূর্ত্তি করিল কল্পনা। সকল ঐশ্বর্য্য গুণ রূপ সম্ভাবনা ॥ সর্ব্ব জ্ঞানময়ী সর্ব্ব গতা সর্ব্বরূপা। সকল কারিণী সর্ব্ব সৃষ্টি সর্ব্ব রূপা ॥ সকলের এক সন্ধ্যা সকলের আদি। সকল দায়িনী সর্ব্বা সকল সংহতি ॥ অমনি ঈশ্বর মূর্ত্তি করিয়া কল্পন। অন্তর্ধ্যান হইলেন ব্রহ্ম সনাতন পরাখ্য অমূর্ত্তি তিনি তার মূর্ত্তি আমি। সর্ব্বাচিন প্রাচীন ঈশ্বর নামে নামি একক পুরুষ আমি সকল বিহারি। নিজ দেহ হৈতে দেবী তোমা সৃষ্টিকারী। প্রধান প্রকৃতি তুমি মায়া গুণবতী। বুদ্ধি তত্ব জননী পরম নির্ব্বিকৃতি ॥ আমি আদ্য পুরুষ মানসে করি ধ্যান। ক্ষেত্রের সহিত করি তোমার নির্ম্মাণ ॥ কার্ত্তিক বলেন শুন লোপামুদ্রা সতী। যে পুরুষ ঈশ্বর সে শক্তি সে প্রকৃতি ॥ পরম আনন্দ রূপ সেই দুই জন। সে আনন্দ ধাম সদা করয়ে রমণ ॥ প্রলয় কালীন সেই ক্ষেত্র কদাচন। শিব শিবা দোঁহে নাহি ছাড়য়ে সঙ্গন ॥ যেখানে না ছিল জল জলধি উদয়। শিব শিবা প্রেয়ক্ষেত্র সেই কালে হয় ॥ ক্ষেত্রের রহস্য এই কেহ নাহি জানে। অবক্তব্য অজ্ঞান নাস্তিক ভক্তি হীনে। শিবভক্ত শান্ত মূর্ত্তি ইচ্ছা আছে যার। ক্ষেত্রের রহস্য তারে করিবে প্রচার ॥ সে অবধি অবিমুক্ত ক্ষেত্র একে কয়। শিব শিবা শয়ন পর্য্যন্ত সুখময় ॥ শিব শিবা সম্ভাবেতে ক্ষেত্রের সম্ভাব। শিব শিবা অসম্ভাবে ক্ষেত্রে অসম্ভাব ॥ না পুজে মহেশ কাশী নাহি যদি পায়। জানিবে নির্ব্বাণ যাত্রা নাহি আছে তার ॥ আনন্দ ধামের নাম আনন্দ কানন। রাখিল আনন্দ বন নাম ত্রিলোচন ॥ আনন্দ কাননে লিঙ্গ আনন্দের মূল। আনন্দের জীব সেই আনন্দ অতুল ॥ এই মতে ক্ষেত্র অবিমুক্ত খ্যাত হয়। শুনহ ব্রাহ্মণ মণিকর্ণির উদয় ॥ আনন্দ কাননে শিব শিবা দুই জন। শরত সতত আছে হইয়া মিলন ॥ ইচ্ছা করিলেন সৃষ্টি করিতে অপর। তাতে সর্ব্বভার রাখি হবে শৈবচর ॥ তবে দোঁহে বামভাগে সুধাদৃষ্টি করে। অপূর্ব্ব পুরুষ এক জন্মিল সত্বরে ॥

অথ মহাবিষ্ণু আরাধনা মণিকর্ণি কথন।

পয়ার। সর্ব্ব গুণধাম নিলমণি দ্যুতিধর। পরিধান পীত সুপুরুষ প্রবর ॥ চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধারী। বিরাট পুরুষ দেখি ... ল ত্রিপুরারী

মহাবিষ্ণু নাম তব পুরুষ প্রধান। তোমার নিঃশ্বাসে বেদ হবে আগুয়ান॥ বেদ হৈতে সকল জানিবে মহাশয়। বেদ দৃষ্ট পথে সৃষ্টি করহ উদয়॥ বুদ্ধি তত্ত্ব স্বরূপ বিষ্ণুকে হেন বলি। শিব শিবা আনন্দ কাননে সে মিলিল মহাবিষ্ণু সেই আজ্ঞা ধরিয়া মস্তকে। তপস্যা করিব হেন ভাবিল কৌতুকে॥ পুষ্করণী খনন করিয়া চক্রধরে। নিজদেহ ঘর্ম্ম বারি দিয়া তাহা ভরে॥ পঞ্চাশ হাজার বর্ষ উগ্রতপ করে। চক্র পুষ্করিণী তীরে সুস্থির শরীরে॥ মৃড়ানীর সঙ্গে মৃড় করয়ে বিহার। দেখিল তপস্যা বিষ্ণু করে চমৎকার। মৌলি আন্দোলিয়া শিব প্রসংশা বচনে। কহিলেন বর লহ সেই নরায়ণে॥ দুই তিন বার হেন কহিল শঙ্কর। চক্ষু মেলি উঠিয়া বলিছে গদাধর॥ প্রসন্ন হইয়া থাক দেহ এই বর। ভবানী সহিত তোমা দেখি নিরন্তর॥ তোমার চরণ পদ্মে চিত্ত মধুকর। মধুপানে মত্ত হৈয়া রহে যে তৎপর॥ এবমস্তু বলি শিব বরদান করি। শুন বিষ্ণু এই সব বরের বিস্তারি বিষ্ণুর তপস্যা দেখি হেলাইল মাথা। শ্রবণ ভূষণ অহি মণি পড়ে তথা॥ এই হেতু চক্র পুষ্করিণী মনোহরে। মণিকর্ণি নামে খ্যাত হইবে সংসারে॥ বিষ্ণু বলে প্রভু তব কুণ্ডল তপনে। মুক্তিক্ষেত্র শুভ তীর্থ হউক এখানে॥ চক্র পুষ্করিণী তীর্থ মহাজ্যোতির্ম্ময়। প্রকাশ এখানে কাশী নাম এতে হয়॥

অথ কাশীর মাহাত্ম্য কথন।

পয়ার। আর এক বর দেহ না কর বিচার। পর উপকার তরে প্রার্থনা আমার॥ আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত জন্তু সংজ্ঞা যার। চারি ভূত গ্রামক্ষেত্রে মুক্তি হয় তার॥ স্নান সন্ধ্যা জপ হোম বেদ অধ্যয়ন। সন্তর্পণ পিণ্ডদান দেবতা পুজন॥ গো ভূতল স্বর্ণ অশ্ব আর বিভূষণ। দীপ অন্ন বস্ত্র কন্যা আদি দান ধন॥ বৃষোৎ স্বর্গ ব্রতোৎ স্বর্গ লিঙ্গাদি স্থাপন। এই ক্ষেত্রে যে করেছে নির্ব্বাণ ভাজন॥ আর আর শুভ কর্ম্ম আদি করি যত। সেলি যে মুক্তি যে [illegible] শাস্ত্রেতে বিদিত॥ সাঙ্খ্যযোগ জ্ঞান দৃষ্টি ব্রত তপ দান। বিনা কাশীপুরে হউক জন্তুর নির্ব্বাণ॥ শশক মসক কীট সরল উরগ। পতঙ্গ কাশীতে মৃত সংসারি পরাগ॥ কাশী নাম মাত্রে সদা হবে পাপ ক্ষয়। কাশীপুরে সদা সত্য যুগের উদয়॥ সদা উত্তা-

কর্ম্ম পবিত্র সকল। কাশীপুরে করিলে হইবে মহাফল॥ বিষ্ণু বাক্য হেন শুনি দেব ত্রিলোচন। বিহিত বিবিধ সৃষ্টি কর নারায়ণ॥ সর্ব্ব পিতৃ সম ভুত করহ পালন। দুষ্ট নিষ্ঠা চেষ্টা সদা করিবে আপন॥ বলে মর্ত্তে যেবা তোমায় অবিজ্ঞা করয়। তাহার সংহার আমি করিব নিশ্চয়॥ পঞ্চক্রোশী কাশীক্ষেত্র মম রাজধানী। এখানে আমার আজ্ঞা সকলেতে মানি॥ কাশী বাসি শাসিতে আমার অধিকার। কাশীতে কখন আজ্ঞা নাহিক কাহার॥ কাশী দরশন করি মরে অন্য দেশে। পরজন্মে কাশী মরি মুক্ত হবে শেষে॥ বিষ্ণু বলে প্রভু ক্ষেত্র মহিমা না জানে। ভক্তি হীন কাশী মরে কি গতি সে জনে॥ মহাদেব বলে বিষ্ণু কর অবধান। অন্যত্র করিয়া পাপ অভক্ত অজ্ঞান॥ কাশীতে মরিলে কাশী মহিমার গুণে। যা গতি হইবে তাহা কহ শ্রবণে॥ কাশীতে প্রবেশ করিবার কালে পাপ। কাশীর বাহিরে থাকে ভাবিয়া সন্তাপ॥ মণিকর্ণিকায় স্নান দেখে বিশ্বেশ্বর। অনায়াসে হয় সেই রুদ্রতনু ধর॥ অন্যত্রে করিয়া পাপ কাশী যদি মরে। কাশীর প্রসাদে সেই ভবসিন্ধু তরে॥ মিথ্যাবাদী ভক্তিহীন অবিমুক্তে মরে। প্রসন্ন হইয়া কাশী মুক্তি দেন তারে॥ সূর্য্য বিনা দিনকর্ত্তা নহে অন্য জন। কাশী বিনে কেবা করে মুক্তি বিতরণ॥ প্রাকৃত পাশেতে বদ্ধ ব্রহ্মা আদি যত। ত্রিগুণ চব্বিশ পাশ ত্রিগুণে জড়িত॥ হেন দৃঢ় পাশে বদ্ধ এ তিন সংসার। কাশী বিনা পাশ কাটে কেবা আছে আর॥ বহু ক্লেশ সাধ্য যোগ বহুল ব্যাঘাত। যোগ হৈতে ভ্রষ্ট হৈয়া গর্ভবাস তাত॥ কাশীতে করিয়া পাপ কাশী যদি মরে। সে রুদ্র পিশাচ হৈয়া মুক্তি হয় পরে॥ কাশীতে মরিলে পাপী নরক না হয়। ভৈরব যাতনা তার শাস্তি মাত্র যায়॥ সতত মা পায় কায় গর্ভ দুঃখ স্মরি। ত্যজিয়া পরম রাজ্য শেষে কাশীপুরী॥ কখন যমের দুতে লয় যমপুরী। কখন বিষ্ণুর দুতে লয় স্বর্গপুরী॥ এই ভয়ে কাশী সেবা করিবে সত্বরে। পাপ যম গর্ভবাস এই তিন ডরে॥ কাশীতে নাহিক কাশী করিলে আশ্রয়। অদ্য কল্য পরশ্ব বা মরণ নিশ্চয়॥ তাবত বিলম্ব কাশী করিবে আশ্রয়। সাবধানে করবাস পাপনাহি হয়॥ মরিলে জনম [illegible] জন্মিলে মরণ। কাশীতে মরিলে জন্ম হয় নিবারণ॥ পুত্র ক্ষেত্র ক[illegible]ত্র বৈষ্ণবী মায়া যত। ত্যজিয়া জীবেতে হবে কাশীবাসে রত॥ মরণ দু[illegible]তে আছ অরা নহি আমি। হৃদয়ে এমতি জ্ঞান না করিবে তুমি॥ যমের মহিষগণে ঘণ্টার ঠন ঠনি। সচকিতে থাকিবেক ক্ষণে যেন শুনি॥ ত[illegible]জিয়া যত্নেক ইতি কাশীতে আশ্রয়। যেই জনে করিবেক সেই সাধু হয়॥ ব্যাস কহে

শুন সুত অগস্ত্যের তরে। কহিয়া এসব কথা আর কহি পারে॥ মল্লিক আখ্যান সীতানাথ দীন হীনে। হরিহর কৃপা কাশীখণ্ড ভাষা ভনে॥ ব্রহ্মানন্দ সঙ্গাশ্রয়ে ভাষে সমুদয়। ভাষিল সুগম ভাষা ছাত্রিংশ অধ্যায়॥

কাশী নির্ম্মাণ কথন ও গঙ্গার মাহাত্ম্য।

পয়ার। আনন্দকানন যেই প্রকারে হইল। বিস্তারিয়া অগস্ত্যকে কার্ত্তিক কহিল॥ বিষ্ণু জিজ্ঞাসিল মহাদেবের সাক্ষাতে। অবিমুক্ত বারাণসী আখ্যান কি মতে॥ শিব কহে শুনহে ত্রিজগত ঈশ্বর। নারায়ণ বিষ্ণুরূপে সর্ব্ব পরাৎপর॥ সূর্য্য বংশে সগর রাজার পুত্র সব। অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভিল অসম্ভব॥ দৈবযোগে অশ্বমেধ পূর্ণ নাহি হয়। কপিল মুনির শাপে বংশ ধ্বংস পায়॥ নিজ পিতামহ কুল উদ্ধার লাগিয়া। ঘোর তপ আরম্ভিল হেমন্তে যোগিয়া॥ গঙ্গাদেবী অভিব্যাপ্ত নিজরূপে হয়। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোকেতে আলয়॥ ব্রহ্মাণ্ডেতে ধারারূপে প্রকৃতির পর। আনন্দ স্বরূপা হন সর্ব্ব সারাৎসার॥ ত্রিলোক জননী সর্ব্ব কারণের সার। জ্ঞান শক্তি ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছাশক্তি আর॥ শুদ্ধবিদ্যা শুদ্ধ বর্ম্ম রূপাত্মিকা কায়। ব্রহ্মা মহর্ষি শুদ্ধচিত্ত শক্তিময়॥ বিশ্বের নিস্তার লাগি আগমন হয়। যত্ন করি আমি তারে মস্তকে ধরয়॥ ত্রৈলোক্যেতে অন্য যে সকল তীর্থ শত। পুণ্যক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র যজ্ঞ আছে যত॥ তুমি আমি ব্রহ্মা দেবগণ আদি সব। তপ আর চারিবেদে পুরুষস্থ ভাব॥ ব্রহ্মাণ্ডেতে যত শক্তি আছেন বিস্তার। গঙ্গাদেবী সূক্ষ্মরূপে সম্ভব অক্ষর॥ দূরস্থ থাকিয়া গঙ্গা বলি ডাকে যেবা। স্নান যে মনন আর ভক্তি ভাবে সেবা॥ তাহার ফলের কথা শুন গদাধরে। শরীরান্তে স্বর্গভোগ বহুকাল তরে॥ অনেক তপস্যা পূর্ব্বে করে যেই জীবে। তার পরে সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিবে॥ অচিরাতে গঙ্গাতীরে সদা বাস করি। দেহান্তে বৈকুণ্ঠ পুরী অবশ্য তাহারি॥ স্নান দান ৩ ন যে শ্রাদ্ধ আদি আর। যেই নরে সদা করে অক্ষয় স্বর্গ তার॥ তবব্রত র্ব তীর্থ যজ্ঞ সমুদয়। যেই নরে গঙ্গা সেবে প্রাপ্ত যোগ্য হয়॥ বহুকাল । বা পাপ আচরণ করে। গঙ্গা দরশন মাত্র মুক্ত কলেবরে॥ সত্যযুগে স র্ব তীর্থ পুষ্কর ত্রেতায়। কুরুক্ষেত্র দ্বাপরে কলিতে গঙ্গা হয়॥ মুক্তি হেতু ।তোজ্ঞান ত্রেতা তপ কয়। কলিতে কেবল গঙ্গা মুক্তিহেতু

। চ ী

হয়॥ যজ্ঞদান ধ্যান যোগ তপস্যাদি যত। সহস্রাংশে তুল্য নহে গঙ্গা সেবার মত॥ গঙ্গাবাসে ব্রহ্মজ্ঞান হয় যেই নরে। অষ্টাদশ যোগ আদি কি করিতে পারে॥ শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রদ্ধাজ্ঞান শ্রদ্ধা স্বর্গ হয়। গঙ্গাতে যে শ্রাদ্ধ করে সর্ব্বফল পায়॥ গঙ্গাস্নান বিনে মিথ্যা শরীর কেবল। অন্য অন্য যত ক্রিয়া বৃথা সে সকল॥ গঙ্গাতীরে শিব লিঙ্গ যেবা পূজা করে। অনন্তরে কোটি অংশে তার গুণ ধরে॥ যেবা গঙ্গাতীরে পিতৃ শ্রাদ্ধ আদি করে। তার তুল্য পুণ্যবান নাহিক সংসারে॥ অন্যস্থান হৈতে যেবা গঙ্গা-স্নানে যায়। চিন্তাকুল পাপ সব রোদন করয়॥ কিসে বিঘ্ন করিবেক পদে পদে ফিরে। শ্রাদ্ধ করি গঙ্গা দরশন যেবা করে। সকল পাপেতে মুক্ত সেই নর হয়। অনায়াসে কৃতার্থ সে জানিবে নিশ্চয়॥ কোন প্রস-ঙ্গেতে কিম্বা বাণিজ্যেতে যায়। ইহাতেও গঙ্গালাভ স্বর্গগতি পায়॥ অগ্নির যেমন শক্তি দাহন করয়। অনিচ্ছাতে গঙ্গালাভ হয় পাপক্ষয়॥ গঙ্গাস্নানে যেই নরে গমন করয়। পথমধ্যে মৃত্যু হৈলে মুক্তিপদ পায়॥ জন্মান্তরে বহু পুণ্য করে যেই নরে। ইহজন্মে গঙ্গাপ্রাপ্তি অনায়াসে তরে॥ কর্ম্ম বশে পাপেতে মোহিত পূর্ব্বাপরে। যেই নর গঙ্গাপ্রতি নদীজ্ঞান করে॥ শিব কন শুন হরি গঙ্গার মাহাত্ম্য। ভক্তি ভাবে যেবা সেবে সেই নরে মুক্ত॥ নিষ্পাপী হইয়া জীব স্বর্গভোগ করে। ইন্দ্রলোক সিদ্ধলোক বিষ্ণুলোক পরে॥ কোটি সূর্য্য সমতেজ গঙ্গাকে যে দেখি। সেই জীব স্বর্গ ভোগি অচিরাতে সুখি॥ হরিহর একাত্মক ভিন্ন বস্তু নয়। গৌরীতে গঙ্গাতে সতি অভেদ নিশ্চয়॥ এই চারি এক বস্তু অদ্বৈত যে মর্ম্ম। ইহাতে যে ভেদজ্ঞান অধোগতি হয়॥ গঙ্গাতীরে সবৎসা গো যেবা করে দান। শিবলোকে গোলোকেতে তার অবিষ্ঠান॥ জন্মাবধি যেই নরে গঙ্গাস্নান করে। জীবন্মুক্ত সেই নরে মুক্তি দেহান্তরে॥ গঙ্গাস্নানে পুণ্য তিথি বি-চার না করে। স্মরণেতে যেই নামে সর্ব্ব পাপ হরে॥ গঙ্গাতীরে বাস করে সেইত পণ্ডিত। সালোক্য হইবে মুক্ত শুনহ নিশ্চিত॥ গঙ্গার মহিমা যেই শুনে নিরন্তর। গঙ্গাস্নান ফল ভাগি হয় সেই নর॥ জল দুগ্ধ মধু ঘৃত দধি কুশা আর। করবী রক্ত চন্দন এই অষ্ট সার॥ সূর্য্যদেবে অর্ঘ্য দেয় যতন করিয়া। সূর্য্যলোকে বাস করে হর্ষচিত্ত হৈয়া॥ গঙ্গাতীরে দেবালয় যেই নর করে। পুষ্করিণী দীর্ঘী দানে সেই ফল ধরে॥ গঙ্গা দরশনে সেই পুণ্য হয় নরে। তাহার মহিমা কেবা বর্ণিবারে পারে॥ শাস্ত্রে নিয়মিত মত আছে উক্ত দানে। গঙ্গাতীরে কোটি অংশে না হয় সমানে॥ জন্ম

নক্ষত্রেতে যেবা গঙ্গাস্নান করে। অবহেলে যত পাপ সকলি সংহারে॥ বৈশাখ কার্ত্তিক মাসে স্নানে যত গুণ। সংক্রান্তিতে সহস্র গ্রহণে লক্ষ পুণ্য॥ ব্যতীপাতে অনন্তর বিষুবে অযুত। অয়নেতে স্নান দানে ফলেতে নিযুত॥ দুগ্ধবতী ধেনুদান করে যেই নরে। গোলোক সংখ্যাতে যুগ স্বর্গবাস করে। গঙ্গাতীরে ভূমি দান যে জন করয়। তাহার ফলের কথা শুনহ নিশ্চয়॥ দুই শত দশহাত দীর্ঘে প্রস্থে রীত। পাঁচ বিঘা পাঁচ কাঠা হয় পরিমিত॥ সেই ভূমি ক্ষুদ্ররেণু যুগ পরিমাণ। ইন্দ্র চন্দ্র সেই লোকে হয় ভোগবান॥ পরে সপ্তদ্বীপে রাজা ধর্ম্মজ্ঞানী হয়। নরকস্থ পিতৃলোকের উদ্ধার করয়॥ তদন্তরে পিতৃলোক স্বর্গবাসী হৈয়া। অবশেষে মুক্তি আর প্রাপ্তি করাইয়া॥ পরে জ্ঞান অস্ত্রে অজ্ঞানেরে বিনাশিয়া। পরম আরোগ্য যোগে প্রাপ্তি যে হইয়া॥ কিম্বা নর ভক্তি করি বারাণসী যায়। অনায়াসে নির্ব্বাণ মুক্তি সেই নরে পায়॥ আর মতে মুক্তি উক্ত আছয়ে লিখন। তাহার কারণ এই শুনহ বর্ণন॥ শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া যেবা ভূমিদান করে। এই জন্মে তার মুক্তি কে খণ্ডিতে পারে॥ চিত্ত শুদ্ধি না হইয়া করে ভূমি দান। স্বর্গভোগ করে কাশী প্রাপ্তিতে নির্ব্বাণ॥ নিরন্তর মাসাবধি গঙ্গাস্নান করে। ইন্দ্রপুরী বাস হয় শক্র তেজ ধরে॥ পুষ্করিণী কূপাদি দানে যে যে ফল হয়। গঙ্গা দরশনে সেই ফল নরে পায়॥ অশ্বত্থাদি বৃক্ষ সব করিয়া রোপণ। পুষ্পের কানন আদি করে যেই জন॥ ইহার অধিক ফল গঙ্গাস্পর্শে হয়। গঙ্গার মাহাত্ম্য কত কহনে না যায়॥ গাভী অশ্ব কন্যাদানে যেই ফল জান। গঙ্গাজল পান মাত্র ফল শত গুণ॥ সহস্রেক চান্দ্রায়ণ করে যেই নর। গঙ্গাজল পান মাত্র নিষ্পাপ অন্তর॥ ভক্তি করি গঙ্গাস্নান করে যেই নরে। অক্ষয় যে স্বর্গ তার শুনহ মুরারে॥ গঙ্গাস্নানে রতজনে দেখি যম ভূত। সিংহ দেখি মৃগ যেন হয় জ্ঞানচ্যুত॥ আশী রতি স্বর্ণ দান করে গঙ্গা তটে। মহাসুখী হৈয়া স্বর্গভোগ তার ঘটে॥ তার পরে জম্বুদ্বীপে রাজা যে হইয়া। শেষে প্রাপ্তি অবিমুক্ত নির্ব্বাণ পাইয়া॥ চন্দ্র গ্রহণ সোমবারে যদিস্যাৎ ঘটে। রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ হৈলে প বটে॥ চূড়ামণি যোগ এই শাস্ত্রমতে হয়। গঙ্গাস্নান করে যেবা বহু ফলো য়॥ ব্রহ্ম হত্যাদি পাপ না রহে গঙ্গাস্নানে। গঙ্গার মহিমা সব না হয় ব নে॥ কৃমি কীট বৃক্ষাদি পড়িলে গঙ্গাজলে। গঙ্গার প্রভাবে তারা স্বর্গ রী চলে॥ জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে দশমী যে তিথি। তাহাতে

নক্ষত্র হস্তা হয় উপস্থিতি ॥ তাতে নিশি জাগরণ করে যেই নরে। গঙ্গা পূজা দশবিধ দ্রব্য উপহারে ॥ দশ নৈবেদ্য আর শাস্ত্রমত মন্ত্র। শিব বিষ্ণু ব্রহ্মা ভগীরথ হেমবস্ত্র ॥ তিলমিশ্র দশ নাড়ু দ্বিজবরে দিবে। আর দশ ঘৃত দীপ তথাতে জ্বালিবে ॥ অনেক প্রকার দ্রব্য আছে বিধিমত। গঙ্গাপূজা দিয়া স্নান করে নর যত ॥ তদন্তরে দশবিধ স্তবে করি স্তুতি। তাহা পাঠ করিবেক করিয়া ভকতি ॥ সেই নর দশজন্ম পাপক্ষয় করে। পাপের বিশেষ কহি শুন গদাধরে ॥ বিনা দানে দ্রব্য যেবা উপদান করে। বিধি বিনা হিংসা যেই সেবে নিরন্তরে ॥ পরস্ত্রী ব্যবহার কায়িক এই তিন কটু বাক্য আর মিথ্যা কথা সর্ব্বক্ষণ ॥ পরের উত্তমে দ্বেষ কার্য্য বিনে কথা। বাক্যময় এই চারি আচরিত যথা ॥ পরদ্রব্য মন আর অনিষ্ট চিন্তন মিথ্যা কর্ম্মে মনে অভিলাষ সর্ব্বক্ষণ ॥ এ তিন হয়ত পাপ মনের মানস। এইমত দশজন্মার্জ্জিত পাপ দশ ॥ ক্ষয় করি অচিরে বৈকুণ্ঠে নর যায়। পরে বারাণসে আসি মুক্ত পদ পায় ॥ সপ্তবংশতি অধ্যায় সমাপ্ত হইল। শিব সম্ভাষিয়া শিবা পুনর্জিজ্ঞাসিল ॥

পয়ার। গঙ্গার প্রসঙ্গ কথা শুনিয়া পার্ব্বতী। সানন্দ হইয়া জিজ্ঞাসেন শিব প্রতি ॥ চক্র কুণ্ডে বিষ্ণু তপ করিলা যখন। ভগীরথ ভাগিরথী না ছিল তখন ॥ তবে কি প্রকারে দেব কহ হেন কথা। চক্র কুণ্ড সহ যে গঙ্গার মিলনতা ॥ শঙ্কর কহেন শুন স্থির করি মন। শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বশাস্ত্র আছে নিরূপণ ॥ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যাহা হয়। ঐ সব নিত্য বস্তু আছয়ে উদয় ॥ আমি যাহা কহি তাহা শুন বরাননে। ইহাতে যে অবিশ্বাস না হবে কখনে ॥ অগস্ত্য জিজ্ঞাসে পুনঃ পার্ব্বতী নন্দনে। গঙ্গার মাহাত্ম্য আর শুনিব শ্রবণে ॥ গঙ্গার মাহাত্ম্য দেব কি আশ্চর্য্য কথা। কৃপা করি কহ দেব শুনিব সর্ব্বথা ॥ ষড়ানন বলেন শুন কুম্ভক নন্দন। শঙ্কর কহেন শুনে শ্রীমধুসূদন। গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ আর যে করে তর্পণ। সতিল করিয়া কর্ম্ম করে সমর্পণ। তিলসঙ্খ্যা পিতৃলোক হয় স্বর্গবাস। অবা যে মুক্ত হয় শুনহ নির্ব্বাণ ॥ আর কহি শুন কিছু মহিমা গঙ্গার। ইতি স পুরাণেতে আছয়ে বিস্তার ॥ বাল্মীক নামেতে দ্বিজ হইল উদয় সন্ধ্যাহীন লবণাদি করয়ে বিক্রয় ॥ জন্মাবধি কোন সংস্কার না হইল পাপাচারে দিনে দিনে পাপ বৃদ্ধি পাইল ॥ পরদারা লইয়া সর্ব্বদা ব্যবহার। এক

দিন অরণ্যেতে ভ্রমণ অন্তর ॥ দৈবযোগে ব্যাঘ্র নষ্ট করিল কুমার। নিজ কর্ম্মবশে সপমৃত্যু হইল তার ॥ যম দূত সতত প্রহার করে আসি। মৃতব্যক্তি লইয়া গেল যথা যম বসি ॥ চিত্রগুপ্ত লইয়া বিচারে ধর্ম্মরাজ। কোন কোন পাপ ইহার কহত অব্যাজ ॥ শুন মহারাজ চিত্রগুপ্ত সব কয়। কোন অংশে পাপ ইহার বাকী নাহি রয় ॥ তার পরে যথা উক্ত নরকেতে ফেলি। নানা রূপে শাস্তি দেয় কান্দিয়া ব্যাকুলি ॥ হেনকালে দৈবে এক আশ্চর্য্য হইল। দ্বিজে ব্যাঘ্র খায় অবশিষ্ট মাংস ছিল ॥ গৃধিনীতে ঐ মাংস নখে করি লয়। শূন্যমার্গে অন্য যে গৃধিনী দেখে তায় ॥ দুই জনে বিবাদ হইল অতিশয়। নখে হৈতে দ্বিজ অস্থি গঙ্গাতে পড়য় ॥ সেই কালে দ্বিজ সুত মুক্ত যে হইল। স্বর্গজাত স্বর্ণরথে চড়িয়া চলিল ॥ দিব্য মূর্ত্তি ধরে দ্বিজ দিব্য আভরণ। অপ্সরা সঘনে করে চামর ব্যজন ॥ সুখে স্বর্গবাস দ্বিজ করিলা সত্বর। গঙ্গাসম তীর্থ নাহি শুন গদাধর ॥ গঙ্গাতীরে বাস ফল বর্ণনে অপার। গঙ্গা নাম কীর্ত্তন দর্শন স্পর্শ আর ॥ পানাবগাহন করে জল যেই নরে। ক্রমাগত দশান্তরা পুণ্য বৃদ্ধি করে ॥ অন্য তীর্থে বিধিমত তিন বৎসর রয়। গঙ্গাতীরে নিমিষার্দ্ধে সেই ফল পায় ॥ সমাপ্ত হইল অষ্টবিংশতি অধ্যায়। শুনিলে লভয়ে মুক্তি শিবের আজ্ঞায় ॥

পয়ার। পার্ব্বতী নন্দনকে অগস্ত্য মুনি কয়। পঙ্গু কিম্বা দূরস্থর যেই নর হয় ॥ আর কোন মতে বা আশক্ত কলেবর। স্নানে অপারক কহ কি উপায় তার ॥ কার্ত্তিক বলেন তবে শুন মুনিবর। অন্য তীর্থ হৈতে গঙ্গা কোটি অংশান্তর ॥ সকলের সার শিব মস্তকেতে ধরে। হেন তীর্থ নাহি আর পৃথিবী ভিতরে। যেই জন গঙ্গাতীরে আসিতে না পারে। তাহার উপায় কহি শুন মুনিবরে ॥ গঙ্গার সহস্র নাম গুহ্যতর অতি। তাহা যেবা পাঠ করে করিয়া ভকতি ॥ জিহ্বামধ্যে সহস্র নাম পাঠ যে করিবে। যে মত নিয়মে মন্ত্র উচ্চারণ হবে ॥ সেই মত গঙ্গানাম পাঠ করে সবে। যথা তথা ২ কে গঙ্গাস্নান ফল লভে ॥ অমৃতা আনন্দরূপা ইন্দীরা ঈশ্বরী। উত্তমা ে দগা ঋদ্ধি ঋকারণ হরি। ৯ কারো ৯ কার রূপা এক মোক্ষ করি ঐরাবত ঙ্গা ওজশিনী ওড়ম্বরী ॥ বিন্দুরূপা বিন্দু যে রূপিণী কাদম্বিনী খলরূপাঙ্গ ঘনাক্ষর রূপিণী ॥ চিচ্ছপসি ছরিকা জাহ্নবীঝঙ্কারিণী। এঞকার রূপিণী টঙ্ক র বিহারিণী ॥ বিশ্বরূপা ভাগিরথী মুক্তি বিতারিণী। যন্ত্রণা নাশিনী ...

মাতা মকার রূপিণী তরঙ্গিণী ॥ খকার বিগ্রহা দুর্গা ধর্ম্ম শহিরিণী। নানা রূপা পাতক নাশিনী ফুৎকারিণী ॥ শিবেসি গোড়শী সিন্ধু তরঙ্গ বর্দ্ধিনী। হরশির বিহারিণী ক্ষিতীশ জয়নী ॥ ইহার বিংশতি গুণ নামেতে গণিত। গঙ্গার সহস্র নাম স্তব সুললিত ॥ উনবিংশতি অধ্যায় গঙ্গার মাহাত্ম্য। সমাপ্ত হইল কাশীখণ্ড বস্তু নিত্য ॥ অমৃত আস্বাদ কথা শুনে যেই নরে। চতুর্বর্গ ফল তার লভয়ে সত্বরে ॥

পয়ার। স্কন্দ বলে শুন মিত্রা বরুণ নন্দন। ভগীরথ রাজা করি শিব করি আরাধন ॥ ব্রহ্ম শাপে দগ্ধ পিতৃলোক উদ্ধারিতে। তপস্যা করিয়া গঙ্গা আনি পৃথিবীতে ॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোক হিত তরে। আনিয়া মিশায় গঙ্গা মণিকর্ণী নীরে ॥ চক্র যে পুষ্করিণী আর আনন্দকানন। পরম ব্রহ্মের ধাম পরম পাবন ॥ অগ্রগামী ভগীরথ গঙ্গা পৃষ্ঠ চারি। আসিয়া মিলিল বিশ্বেশ্বরের নগরী ॥ নির্ব্বাণ প্রকাশ কাশী হইলেক নাম। শিবে মুক্তিমহেকভু অভিমুক্ত ধাম ॥ কাশীতে অনাদিসিদ্ধি মুক্তির বিলাস। গঙ্গা আগমনে হৈল অধিক প্রকাশ ॥ কাশীধাম সুবর্ণ গঙ্গার নীর হীরা। দোঁহের আভাবে ভাসে অতি মনোহরা ॥ আনন্দকানন মণিকর্ণী ভাগিরথী। দেবের দুর্লভ ধাম তিনের সংহতি ॥ পুণ্যপাপ পরিহরি কাশীবাসি জন। নির্ব্বাণ লভয়ে ঘুচে ভবের বন্ধন ॥ অযত্নে প্রযত্নে কিবা কাশীপুরে মরে। তারকের উপদেশ ভবসিন্ধু তরে ॥ মহাদান তপ হোম কাশীতে মরণ। কাশীতে মরিলে লাভ মোক্ষ ততক্ষণ ॥ মাহেন্দ্র প্রভৃতি যত দেবতার গণ। নিযুক্ত আছিল পুরী করিতে রক্ষণ ॥ কাশীর দক্ষিণে আসি নদী সৃষ্টিকরে দুষ্টলোক পার হৈয়া আসিতে না পারে ॥ বরুণা নামেতে নদী সৃজিল উত্তরে। পাপীর প্রবেশ হৈতে পুরী রক্ষা করে ॥ দুই দিগে দুই নদী করিয়া সংস্থিতি। কর্ম্ম হৈতে দেবতারা পাইল নিস্কৃতি ॥ পশ্চিমে দেহলি নামে আপনি গণেশ। রহিল রক্ষার তরে মহেশ আদেশ ॥ পূর্ব্বদিগে ভাগীরথী উত্তরে বরুণা। পশ্চিমে দেহলি নামে গণেশ স্থাপনা দক্ষিণাংশে আসি সীমা চারিদিগে চারি। মধ্যে বিশ্বেশ্বর রাজধানী কাশীপুরী সীমাচার ভূত যত পুরী রক্ষা করে। শিব আজ্ঞা বিনা কেহ বেশিতে নারে ॥ ভাগ্যে বিশ্বেশ্বর আজ্ঞা হয় যার তরে। সেই সে যা হৈতে পারে অন্য নাহি পারে ॥ এ বিষয়ে কহি শুন কথা ইতিহাস। য হৈতে হইলে কাশী ভক্তির প্রকাশ ॥

অথ ধনঞ্জয় বণিকের উপখ্যান।

পয়ার। অগস্ত্যের তরে গুহ কহে বিবরণ। দক্ষিণ সমুদ্র তটে যে রূপে ঘটন॥ সেতুবন্ধ নিকটে বণিক ধনঞ্জয়॥ মাতৃ ভক্ত ভাগ্যবন্ত বসতি করয়॥ বিকি কিনি করিয়া ধর্ম্মেতে সৃজে ধন। সতত ভিক্ষুকে ভিক্ষা করে সমর্পণ॥ ভক্তিভাবে সেবে সদা যশোদা কুমার। হইয়া সম্পূর্ণ তেঁহ বিনতা কঙ্কর॥ ধনঞ্জয় গুণগ্রাম বর্ণন না যায়। ধর্ম্ম মূর্ত্তি সাক্ষাতে সৃজিল বিধাতায়॥ চিরকাল গৃহ ধর্ম্ম করে আচরণ। কালেতে হইল তার মায়ের মরণ॥ অতি পাপিয়সী তার মাতা দুষ্ট মনা। যৌবনে করিয়াছিল পতিরে বঞ্চনা॥ যৌবন সঞ্চার জান দিন দুই চারি। যৌবনের গর্ব্বে পতি বঞ্চে যেই নারী॥ অঘোর নরকে বাস ঘটয়ে তাহার। শীল ভঙ্গ নরকেতে পতন ভর্ত্তার॥ শীলভঙ্গ নরকেতে নারী কন্যা রয়। তার পরে গ্রাম্য শূকরেতে জন্ম হয়॥ বাদুরী হইয়া নিজ পুরীষ ভক্ষয়॥ পেচা হৈয়া অন্ধ বৃক্ষ কোঠরেতে রয়॥ পর পুরুষের করস্পর্শ সুখ হৈতে॥ বাঁচাইয়া তনুলতা যুবতী যতনেতে॥ পতি তরে করিয়া শরীর সমর্পণ। সতীর আজ্ঞায় চন্দ্র সূর্য্যের স্তম্ভন॥ অত্রি পত্নী অনুসূয়া পতি সেবা বলে। ত্রিগুণ ত্রিমূর্ত্তি গর্ব্বে ধরে কুতূহলে॥ সোমদত্তাত্রেয় দুর্ব্বা সাতিল তনয়। ব্রহ্মাবিষ্ণু শিব তিন অংশে জন্ম হয়॥ ইহলোকে কীর্ত্তি পরকালে স্বর্গবাস॥ পতিব্রতা ফলে ঘটে লক্ষ্মী সঙ্গ বাস॥ ভাগ্যে শিব যোগী সঙ্গ পায় ধনঞ্জয়। ধর্ম্ম আলাপনে হৈল তত্ত্বের উদয়॥ করিব যে মাতৃ অস্থি গঙ্গাতে অর্পণ। করিল সঙ্কল্প হেন বণিক নন্দন॥ মাতৃ অস্থি আনি পঞ্চ গব্যে ধৌত করে। পঞ্চামৃতে ধৌত করি শুধিল সত্বরে॥ ধূপ দীপ আদি করি নানা উপহারে চন্দনে লেপন করি পুষ্পে পুজা করে॥ শ্বেত বস্ত্রে সেই অস্থি করিয়া বেষ্ঠন। যতনেতে পট্ট বস্ত্রে করে আবরণ॥ উপরে মৃত্তিকা দিয়া করিল লেপন। তাম্র সম্পুটে রাখে করিয়া যতন॥ গঙ্গা যাত্রা করিয়া চলিল ধনঞ্জয় পথে চলে হীন জাতি স্পর্শ না করয়॥ সতত পবিত্র অতি শুদ্ধিলে শ..ন। সদা সাবধানে চলে বণিক নন্দন॥ পথ মধ্যে জ্বর তার হইল উদয়। ভাবি অতি ধীরে ধীরে চলে ধনঞ্জয়॥ ক্রমে ক্রমে আসিলেক কাশীর সীমায়। ভার রাখি ভারি সঙ্গে বসিল তথায়॥ পরে ভারি রাখিয়া তারের যেরক্ষণ। খাদ্য দ্রব্য জন্য বৈশ্য বাজারেতে জান॥ অন্তরা পাইয়া ভারি তার .. সাইল। তাম্রের সম্পুট তাতে [illegible]

ধন এতে ভাবিলেক মনে। তাহা লৈয়া পলাইয়া গেল নিজ স্থানে॥ ধনঞ্জয় আসি তথা ভারি না দেখিয়া। ভার খুলি বস্তু যত দেখে বিস্তারিয়া দেখিল সকল আছে সম্পুটক নাই। ধনঞ্জয়ে উড়িলেক ধনঞ্জয় বাই॥ হাহাকার করে মাথে করি করাঘাত। চারিদিগে বিচারয়ে হইয়া অনাথ॥ গঙ্গাস্নান না করে না দেখে বিশ্বনাথ। চলিল ভারির ঘরে ভাবিয়া প্রমাদ বহুদূরে গিয়া ভারি খসাইয়া তায়। সম্পুটকে অস্থি মাত্র দেখিবারে পায়॥ বিষণ্ণ হইয়া ছাড়ি সুদীর্ঘ নিশ্বাস। বনে অস্থি ফেলাইয়া আইসে নিজবাস॥ পাছে পাছে ধনঞ্জয় আইসে তার ঘরে। শুষ্ক কণ্ঠ ওষ্ঠ মুখে বাক্য নাহি সরে॥ দেখিল বস্ত্রের কানি ভারি নাহি ঘরে। আশ্বাসিয়া কহে তার গৃহিণীর তরে॥ সত্য করি কহ মোরে না ভাবিহ ভয়। যথার্থ কহিবে ধন দিব অতিশয়॥ কোথা গেল পতি তোর আনহ ডাকিয়া। মোর জননীর অস্থি দেউক আনিয়া। না জানিয়া লোভে অতি সম্পুটক আনে। এতে তার দোষ নাহি লয় মোর মনে॥ মোর মন্দভাগ্য হেন ঘটিল বিপাকে। না করহ ভয় ডাকি আনহ তাহাকে॥ এত শুনি চলিল নিজ পতিকে ডাকিল। লাজে হেটমাথা করি সত্বরে আসিল॥ পথে ফেলিয়াছি অস্থি তাহাকে কহিল ধনঞ্জয়ে সঙ্গে করি বনমধ্যে গেল॥ যেখানে ফেলায় অস্থি হৈল বিস্মরণ। দিগভ্রম হইয়া ভ্রমে সকল কানন কোনখানে অস্থির না হৈল নিরূপণ। কি করিব উপায় যে ভাবে মনে মন॥ ভ্রমিয়া সকল দিন হইল হুতাশ। পথহৈতে পলাইল চোর মতি-নাশ॥ হুতাশ হইয়া ভাবে দুই তিন দিন। ক্ষুধা নিদ্রা শোকে তনু হই-লেক ক্ষীণ॥ নিরাশা হইয়া মনে ভাবি অতি দুঃখ। পুনঃ কাশী আসি-লেক করি ম্লান মুখ॥ গয়া কাশী প্রয়াগ করিয়া ধনঞ্জয়। আপনার নিজ স্থানে গেল মহাশয়॥ ধনঞ্জয় মাতৃ অস্থি কাশীতে প্রবেশ। পাইয়া যে না পাইল দেখহ বিশেষ॥ বিশ্বেশ্বর আজ্ঞা বিনে কাহার শকতি। কাশী-পুরী প্রবেশিতে পারে মূঢ়মতি॥ অসি বরুণার মধ্যে পুরী বারাণসী। সঙ্গম পাইয়া পরে নাম হৈল কাশী॥

ত্রিপদী। বারাণসী দিব্য মূর্ত্তি, কৃপাময়ী পরাশক্তি, যথ ছাড়িয়া যত জীব। বিশ্বের নয়নানলে, পাপ পুণ্য সব জলে, আপনি হইয়া যায় শিব॥ তবে জীব শুন মর্ম্ম, নানা তীর্থে মৃত্যু জন্ম, পাইয়া সে না পাইল শান্তি। বলে হেন বারাণসী, আনাতে মরহ আসি, একেবারে ঘুচিবেক

ভ্রান্তি ॥ অন্য তীর্থে দ্বিজবর, মরণ হইলে পর, দেবত্ব পাইয়া স্বর্গে যায়। কাশীতে আশ্চর্য্য বড়, মরিয়া চণ্ডাল নর, পরম কৈবল্য ধাম পায় ॥ কাশী অতি চমৎকার, সংসার সাগর পার, করিবারে যথা ত্রিপুরারি। আপনি বসতি করে, মহাসিদ্ধি দেন তারে, যাহাতে সংসার ভার তরি ॥ তীর্থান্তরে করি স্নান, অথবা ছাড়িয়া প্রাণ, দেবপুরে দেবতা সে হয়। বারাণসী পরিসরে, প্রাণ ত্যাগে যেই নরে, দেহ দশা পাইতে সংশয় ॥ কাশীপুরে তনু শেষে, তারকের উপদেশে, পুনর্জ্জন্ম করয়ে খণ্ডন। ইষ্টপদে অভিলাষে, কাশীবাস করি শেষে, শরীর ছাড়য়ে যত জন ॥ দূরে থাকে লাভ তার, মূলে হয় ছারখার, যাহা লাভ মূলে শূন্য করে। তাহা কাশীবাসি জন, হারাইয়া দেহ ধন, হইলা নিধন একেবারে ॥ বারাণসী পুরী নাম, অশেষ গুণের ধাম, শিব মহিমাতে যত জন। অশেষ পাপের পাপী, পাপেতে হইয়া তাপী, কাশী বাসে পাপ বিমোচন ॥ চরম সময়ে তেঁহ, তালে অক্ষি ধরে দেহ, বামার্দ্ধে বনিতা ফণি গলে। অতনু হইয়া শেষে, আপনে আপনি ভাসে, শরীর না হয় কোন কালে ॥ আনন্দ কানন কাশী, চক্র তীর্থ পুণ্য রাশি, তাহে ভাগিরথীর সঞ্চার। বিশ্বেশ্বর প্রিয় স্থান, তাহাতে ছাড়িয়া প্রাণ, ভব বন্ধ নাহি ঘুচে কার ॥ একে পুরী বারাণসী, তাহাতে বরুণা আসি, ভাগিরথী উত্তর বাহিনী। মুক্তির প্রধান স্থান, তাহা ছাড়ি হেন ধাম, মূঢ় জন্তু পাইতেছে গ্লানি ॥ গর্ভ বাসে দুঃখ যত, যমের প্রহার মত, সে সব হইল বিস্মরণ। বিশ্বেশ্বর কৃপা বলে, পায়ে বারাণসী স্থলে, কেন ত্যাগ কর মূঢ় জন ॥ তীর্থান্তরে পাপ নাশ, ধর্ম্মলাভ স্বর্গবাস, স্নান পান প্রাণত্যাগ ঘটে। বারাণসী পুর বাসে, এক কালে মূল নাশে, বেদ শাস্ত্রে হেন কথা রটে ॥ কাশীপুরী পরিসরে, মণিকর্ণিকার তীরে, তনু ছাড়ি তনু যদি পায়। নীলকণ্ঠ মণি গলে, বামে বধূ আঁখি ভালে, ক্ষণে হয় ক্ষণেকেতে যায় ॥ মণিকর্ণিকার এই, মহিমা জানিয়া যেই, অশুচি পার্থিব দেহ ছাড়ে। নিজ আত্মা বোধময়, তখনি একত্র হয়, পৃথক না হয় কালান্তরে ॥ অপার মহিমা কাশী, মুক্তিপুরী বারাণসী, মলিন হৃদয় যেই জন। কল্পে অন্য তীর্থ সম, মহাপাপী যেই জন, তার সঙ্গ না কর ভাগ ॥ মূঢ় মন শুন বাণী, কাশী শিব রাজধানী, কেন ছাড়ি যাহ অন্য পুর। ত্যজিয়া মনের ছদ্ম, ভজ শিব পাদপদ্ম, মন অন্ধকার হবে দূর ॥ ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ যাই, স্থির মোক্ষ লক্ষ্মী পাই, কমলা চঞ্চলা অতিশয়।

বিদ্যাধর গৃহ দার, ভৃত্য অশ্ব গজ আর, গন্ধ মাল্য ঐশ্বর্য্যাদি হেন ॥ স্বর্গেতে যাইতে পারে, যে জন উদ্যম করে, কাশী মাত্র উদ্যমে না পায়। তুলনা করিয়া তারে, বিধাতা তুলেতে ধরে, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি কাশী কায় ॥ বৈকুণ্ঠাদি লঘু তায়, সকলি উপরে যায়, গুর্ব্বি উর্ব্বি তলে কাশী পুরী। পুরুষার্থ চতুষ্টয়, তারে কাশী নীচে হয়, স্বর্গ সব উঠিল উপরি ॥ স্থাবর জঙ্গম যত, কাশীপুরে অবস্থিত, রুদ্র রূপি সকলি জানিবে। নানা উপসর্গ যত, পাপ পুণ্য আদি শত, ছাড়ি সব পরম মিলিবে ॥ অবশ্য অপার কায়, জন্ম মৃত্যু ক্লেশ তায়, বারাণসী পুরে পরিহরি। দেহ নিত্য জ্যোতির্ম্ময়, পরিগ্রহ না করয়, কিবা মূঢ় লোক আহা মরি ॥ ক্ষিতিতে থাকিতে কাশী, কেন লোক শোক বাসী, সহিতেছে বিপদের ভার। যেখানে নিধনে হরে, উপদেশ মুক্তি করে, হেন কাশী না করে সঞ্চার ॥ দুই তিনবার খায়, যথেষ্ট আচার তায়, বারাণসী বাসি এক জন। আর এক বর্ণাশ্রমি, জিতেন্দ্রিয় নহে তুমি, করে মাত্র শুনির ভোজন ॥ ইতি মধ্যে কাশীবাসি, পুণ্যবন্ত বলে ভাষি, শ্রেষ্ঠ হয় মুনির ভাজন। হেন কাশীপুরী বাসে, নাহি কর মন আশে, বৃথা জন্ম হইল গণন ॥ দুষ্কৃতি সুকৃতি কিবা, যে করে কাশীর সেবা, গতি অন্তে লভয়ে সমান। হরের নয়নানল, দহে কর্ম্ম নিজ ফল, অঙ্কুর না হয় কাশী স্থান ॥ শশক মশক পূকা, বক কল বিল্ব বৃক্ষ, ভুরগ উরগ বনচর। শৃগাল কুক্কুর আদি, অবিমুক্তে মরে যদি, তাহারা না লভে কলেবর ॥ ভূষণ রুদ্রাক্ষ সর্প, করেতে ত্রিশূল খর্প, ভালে অর্দ্ধ চন্দ্র কোঁটা ধরে। কাশী বাস করে যেই, মোর পারিষদ সেই, শিব কহে পার্ব্বতীর তরে ॥ কাশীবাসে হৈয়ে রত, জল স্থল চর যত, মৎস্য আদি অম্বুক অবধি। মহাদেব অনুগ্রহ, সে সকল রুদ্র দেহ, অবসানে লভে মুক্তি বিধি ॥ আম্বকাতে নিজ ধাম, সীতানাথ বসু নাম, ব্রহ্মানন্দে আনন্দিত মন। পরম অমৃত ভাণ্ড, ভাষা করি কাশীখণ্ড, ত্রিপদী করিল বিরচন ॥

পয়ার। বর্গের সকল রুদ্র আছে কাশীপুরে। অন্তরীক্ষে রুদ্র যত সেহ নহে দূরে ॥ পৃথিবীতে অন্য সব আছে রুদ্রগণ। উর্দ্ধে অধে দশ দশ রুদ্রের গণন ॥ উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে গণিত। দশ দশ রুদ্র হেন বেদের বিহিত ॥ ভূতলে অসংখ্য রুদ্র হাজারে হাজার। তাহার অধিক রুদ্র জন্ত কাশীকার ॥ অতএব হৈল কাশী রুদ্র বাস নাম। স্বর্গ

মর্ত্ত্য পাতালে নাহিক হেন ধাম ॥ কাশীতে নাহিক জাতি অজাতি বিচার। কাশী বাসি পূজে রুদ্র পূজা ফল তার ॥ শ্মশব্দের অর্থ সব মানসে শয়ন শরশয্যা শ্মশান শব্দের অর্থ হন ॥ মহাভূত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন জন। প্রলয়ে হইয়ে সব তথায় শয়ন ॥ নাম মহাশ্মশান হইল এই তরে। অবিমুক্ত সম ধাম নাহিক সংসারে ॥ পৃথিবীর মধ্যে লয় জল মধ্যে হয়। অগ্নিতে জলের লয় আছয়ে নিশ্চয় ॥ বায়ু মধ্যে লয় হয় তেজ ইতি যত। আকাশে বায়ুর লয় আছয়ে নিয়ত ॥ অহঙ্কার মধ্যে আকাশেতে হয় লয়। অহঙ্কার ষোড়শ বিকার যুক্ত হয়। বুদ্ধিমান মহত্তত্ত্বে অহঙ্কার লয় ॥ প্রকৃতি মধ্যেতে মহত্তত্ত্বের সঞ্চয় ॥ ত্রিগুণা প্রকৃতি লয় নির্গুণ পুরুষে। যে পঞ্চবিংশতি তম গণ্য তব শেষে ॥ দেহ গেল পতি জীব সেই পরতর। প্রকৃতি প্রলয় এই কহে ধীরবর ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র কেহ না রহে তখন। কাল মূর্ত্তি সে পুরুষ করয়ে ভক্ষণ ॥ তাহাকেই মহাবিষ্ণু বলে বুধ জন। মহাদেব বলি তাহে করহ স্তবন ॥ আদি অন্ত মধ্য শূন্য শিব মহামতি। লক্ষ্মীপতি যেই সেই পার্ব্বতীর পতি ॥ দৈত্য রূপে প্রলয়ে আপনি ত্রিপুরারি। ত্রিশূল অস্ত্রেতে করি রাখি কাশীপুরী ॥ অতএব কলিকালে প্রভাব রহিত। বারাণসী পুরী বেদ শাস্ত্রে নিরূপিত ॥ স্কন্দ বলে ঋষিবর এই সে কারণ। বারাণসী কাশী নাম আনন্দ কানন ॥ নাম মহাশ্মশান যে তার রুদ্রবাস। পার্ব্বতী সাক্ষাতে শিব করিল প্রকাশ ॥ বিষ্ণুর সাক্ষাতে পূর্ব্বে যে রূপে কথন। শিব মুখে হেন আমি করিয়ে শ্রবণ ॥ কাশীর মাহাত্ম্য এই কহিনু তোমাতে। যে পঠে অধ্যায় এই পরম ভক্তিতে ॥ সাধুকে শুনায় যেই এইত অধ্যায়। পরম পূজিত হৈয়া শিব লোক পায় ॥ কহ মুনিবর ইহ শুনিবে কি আর। বড় তুষ্টি কাশী কথা কহিতে আমার ॥ গঙ্গাতীরে বর্দ্ধমানে অম্বিকা নগর। তথাতে বসতি সীতানাথ বসুবর ॥ ব্রহ্মানন্দ রত সত নিস্তার উপায়। কাশীখণ্ড সমাপন ত্রিশ অধ্যায় ॥

অথ কালভৈরব উপাখ্যান।

পয়ার। তারপর শুনহ বৃত্তান্ত সর্ব্ব নর। প্রত্যেকে বর্ণনা কাশী মহিমা অপার ॥ অগস্ত্যকে ষড়ানন কহেন সত্বর। কাশীর ঈশ্বর শিব অচিন্ত্য অন্তর ॥ যাহাকে ধ্যানেতে আর মনে নাহি পায়। অব্যক্ত সম্ভাবনীয় নীরাময় হয় ॥ যোগীগণ সমাধিতে বস্তু নাহি পায়। ইচ্ছারূপে

কালক্রমে প্রকাশ অব্যয় ॥ সচ্চিৎ আনন্দময় কেবল অদ্বয়। গুণাতীত শুদ্ধ সত্ত্ব হৃদয়স্থ রয় ॥ এই রূপ অনেক কহিল বিপ্রবরে। পরে মুনি জিজ্ঞাসিল পার্ব্বতী কুমারে ॥ অব্যয় অচিন্ত্য সদা শিব যদি হয়। ইহার বিশেষ কহ হইয়া সদয় ॥ ষড়ানন কহেন শুনহ মুনিবর। এক দিন ঋষিগণ সভায় ব্রাহ্মর ॥ জিজ্ঞাসিলা বিধি স্থানে শ্রেষ্ঠ কেবা হয়। ঋষি মুখে এই বাক্য শুনি ব্রহ্মা কয়। সকলের শ্রেষ্ঠ আমি সৃষ্টিকর্ত্তা হই। শিব বিষ্ণু আমার অধীন সকলেই ॥ হেন বাক্য শুনিয়া কুপিল নারায়ণ। ঋষিগণে কহে শুন আমার বচন ॥ বিষ্ণু যিনি সর্ব্বকর্ত্তা কহে সর্ব্ব মতে এই ব্রহ্মা নাভিপদ্মে হইলা উদিতে ॥ জগতের কর্ত্তা যে হয়েন নারায়ণ। যাহার প্রসাদে শিব আদি রক্ষা হন ॥ তদন্তরে চারি বেদ কহে পরস্পর। সকলের শ্রেষ্ঠ শিব কহিল সত্বর ॥ প্রণব কহেন শিব পরম ব্রহ্মময়। তাঁর পর বস্তু কিছু নাহি বেদে কয় ॥ হেনকালে আচম্বিতে মহাতেজ রাশি। উদয় হইল তথা প্রলয়ের অসি ॥ ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া তেজ প্রকাশ হইল। দেবতা তপস্বী যত কাঁপিতে লাগিল ॥ তার মধ্য রুদ্ররূপ হর ম-হাকাল। তেজ রাশি ঘোর মূর্ত্তি অতি সুনির্ম্মল ॥ শিব মূর্ত্তি দেখি ব্রহ্মা কহেন সত্বর। আমার কপাল হৈতে উদিত তোমার ॥ তবে রক্ষা করি তুমি হও অনুগত। এত শুনি মহাদেব হইলা কোপবত ॥ নিজ অঙ্গ হৈতে হয় এ কালভৈরব। শিব নিন্দা করে ব্রহ্মা শুনি অসম্ভব ॥ বিধির পঞ্চম মুখ নখেতে ছিড়িল। ব্রহ্মার মস্তক কাল হস্তেতে রহিল ॥ তারপর নারায়ণ অতি ভীত হৈয়া। শূলপাণি স্তব করে লজ্জিত হইয়া ॥ বর দিলা সদাশিব দেব নারায়ণে। জগতের কর্ত্তা হও বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥ ব্রহ্মা আদি দেব যত তোমার অধীন। তব কৃপা বিনা শুন চলে কোন দিন ॥ অবশেষে শম্ভু নাথে ব্রহ্মা স্তব কৈল। আশুতোষ মহেশ ব্রহ্মাকে বর দিল ॥ তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা দেবতার পর। তোমা বিনে সৃষ্টিকর্ত্তা নাহি স্বতন্তর ॥ তদন্তরে মহাদেব অন্তরে ভাবিয়া। অঙ্গ হৈতে এক কন্যা উৎপত্তি ক-রিয়া ॥ ব্রহ্মহত্যা নামে কন্যা মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর। দরশন মাত্র অঙ্গ কম্পে থর থর ॥ কন্যা প্রতি মহাদেব ডাক দিয়া কয়। ব্রহ্মহত্যা পাপ কালভৈরবের হয় ॥ যাহ তুমি অতিশীঘ্র ভৈরবের অঙ্গে। যথা তথা যায় কাল থাক তার সঙ্গে ॥ যদবধি ভৈরব না যায় কাশীপুরী। তদবধি ভ্রমিবেক হইয়া ভ্রমরী। এতবলি সদাশিব হইল অন্তর্দ্ধান। ব্রহ্মহৈতে যায় কাল-ভৈরবের প্রাণ ॥ সে কালভৈরব ব্রহ্মা মুণ্ড হস্তে করি। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল

ভ্রমণ করে ফিরি ॥ সত্বরেতে নারায়ণ পুরেতে আসিয়া। বহুবিধ বিষ্ণু সঙ্গে আলাপ করিয়া ॥ বহু কালান্তে কালভৈরব কাশী যায়। ব্রহ্মহৈতে কন্যা ত্যাগ ভৈরবের পায় ॥ তদন্তরে মহাদেব মনেতে বিচারি। বারাণসে রাজা কালভৈরবেরে করি ॥ কালভৈরবের প্রতি কহেন বচন। তব কৃপা বিনে নহে কাশী দরশন ॥ যেবা অগ্রে তব পূজা নাহি আচরিবে। কাশীবাসে তার পাপ কভু নাহি যাবে ॥ মাঘ মাসে সীতপক্ষ অষ্টমী রবিবার। চতুর্দ্দশী কুজবার শুন সারোদ্ধার ॥ কালভৈরবের পূজা ভক্তিভাবে করে। যথা সাধ্য বিধিমতে দ্রব্য উপহারে ॥ যে জীবের হয় কাশী মৃত্যু অবশেষে। অবহেলে নির্ব্বাণ জানিবে শিব শেষে ॥ একত্রিংশ অধ্যায় হইল সমাপন। অগস্ত্যের নিকটে কহেন ষড়ানন ॥

অথ দণ্ডপাণি উপাখ্যান।

পয়ার। কার্ত্তিক কহেন শুন অগস্ত্য মুনিবর। যে প্রকারে দণ্ডপাণি হইলা সত্বর ॥ গন্ধমাদনেতে পুণ্য ভদ্রনামে যক্ষ। পুত্র না হওনে তার মনে বড় দুঃখ ॥ এক দিন পত্নী সঙ্গে পুণ্য ভদ্র কয়। সংসার বিফল যার পুত্র নাহি হয় ॥ অনেক বিলাপ করে পত্নীর সহিতে। তার পরে চিন্তে পুত্র হইবে কি মতে ॥ শিব আরাধনা করা এইত নিশ্চয়। অনায়াসে পুত্র হবে নাহিক সংশয় ॥ পুণ্য ভদ্র পুত্র কামে শিব পূজা করে। সন্তুষ্ট হইয়া মৃড় বর দিল তারে ॥ তব পুত্র মম প্রিয় হবে অতিশয়। বর দিয়া সদাশিব অন্তর্দ্ধান হয় ॥ তদন্তরে যক্ষরাজ সন্তান হইল। হরিকেশ নাম তার আখ্যান করিল ॥ দিনে দিনে বাড়ে পুত্র যেন চন্দ্রকলা। অতিশয় তেজোময় শরীর নির্ম্মলা ॥ পুণ্যভদ্রা পত্নী সানন্দ অন্তরে। পুত্রকে সুনীত দেন অশেষ প্রকারে ॥ একদিন হরিকেশ চিন্তিলা অন্তরে। মনন করিয়া শিব আরাধনা করে ॥ কাশীপুরে হরিকেশ যাইয়া সত্বর। ঘোরতর তপস্যা করিল যক্ষবর ॥ তার পরে প্রসন্না হইয়া গৌরী হর। বৃষতে আইলা হরিকেশের গোচর ॥ বর দিলা দণ্ডপাণি কাশীতে হইবে। দণ্ডপাণি নাম তব আখ্যান করিবে ॥ বারাণসী রক্ষা কর ধর্ম্মশীল জনে। পাপাচারে দণ্ড তুমি কর দণ্ডপাণে ॥ মম সম ভূষা তুমি করিবে ধারণে। ফণিভূষা দিবে তুমি কাশী মৃত জনে ॥ তব পূজা বিনে কাশী বাসেতে বিফল। তব নিন্দা-জনের কাশীতে নাহি স্থল ॥ ষড়ানন কহেন অগস্ত্য

সন্নিধান। শিব আজ্ঞা শাসনের কি কব বিধান॥ দণ্ডপাণি ভৃত্য বলি মোর ক্লেশ হৈল। তেকারণে কাশী ছাড়ি বাস যে শ্রীশৈল॥ বত্রিশ অধ্যায় দণ্ডপাণির বর্ণন। সমাপ্ত হইল অধ্যা অতি সুশোভন॥

অথ জ্ঞানবাপীর মাহাত্ম্য।

পয়ার। অগস্ত্য কহেন দেব শুন ষড়ানন। জ্ঞানবাপীর মাহাত্ম্য যে করিব শ্রবণ॥ স্কন্দ কহে শুনহ কুম্ভক মুনিবর। জ্ঞানবাপীর বৃত্তান্তেতে পাপের অন্তর॥ যে কালেতে জলের সঞ্চার নাহি রয়। জল রসে জীবের ধারণ শক্তি হয়॥ অবিমুক্ত মহাদেব আইল হেন কালে। মহারুদ্র রূপ ধরি হস্তেতে ত্রিশূলে॥ যথা ব্রহ্মা বিষ্ণু লিঙ্গ আছে প্রকাশিত। তথা আসি মহারুদ্র হৈলা উপনীত॥ মনেতে ভাবিলা দেব জল কোথা পাব। সুশীতল জলে লিঙ্গে স্নান করাইব॥ এত চিন্তি সেই স্থানে ত্রিশূল ঘাতয়। ত্রিশূল ঘাতনে হৈল জলের উদয়॥ সুশীতল জল দেখি শিব তুষ্ট হৈল। ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই লিঙ্গে অভিষেক কৈল॥ সেই কুণ্ড জ্ঞানবাপী আখ্যান করিল। তদবধি জ্ঞানবাপী উদয় হইল॥ জ্ঞানবাপীতে যেবা স্নানাদি করয়। তাহার ফলের কথা কহনে না হয়॥ সর্ব্ব পাপ মুক্ত হৈয়া সেই সব নর। অনায়াসে মুক্তিপদ লভয়ে সত্বর॥ আর কহি শুন মুনি মাহাত্ম্য অপার। শুক্লপক্ষ অষ্টমীতে বৃহস্পতি বার॥ পুষ্যা নক্ষত্রেতে ব্যতীপাত যোগ হয়। যেই নর জ্ঞানবাপী জলে শ্রাদ্ধ করয়॥ কোটি গয়া শ্রাদ্ধ ফল অবশ্য তাহার। পিতৃলোক স্বর্গে যায় হয়ত নিস্তার॥ অষ্টমী কি চতুর্দ্দশী তিথির ভ্যান্তরে। উপবাস করি যেবা প্রতি স্নান করে॥ তার পরে জ্ঞানবাপী জল পান করে। শিব লিঙ্গময় হয় কে খণ্ডিতে পারে॥ উপবাস একাদশী তিথিতে করিয়া। ত্রিগণ্ডূষ জল ঐ তীর্থের খাইয়া॥ তার হৃদে ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গের প্রকাশ। অহিকেতে সদা সুখ অন্তে স্বর্গবাস॥ জ্ঞানবাপী আর হয় শিব তীর্থ নাম। জ্ঞান তীর্থ তারক তীর্থ নির্ব্বাণের ধাম॥ দরশনে কত ফল না যায় বাখান। যাহার কণিকাস্পর্শে অবশ্য নির্ব্বাণ॥

অথ সুলোচনার উপাখ্যান।

পয়ার। আর এক ইতিহাস শুন মুনিবর। হরিশর্ম্ম নামে এক কাশী-পুরে ঘর॥ তার এক কন্যা হৈল পরমা সুন্দরী। রূপের বর্ণনা তার করিতে না পারি॥ আশ্চর্য্য যে রূপ কি কহিব তব স্থানে। তাহার তুলনা দিতে নাহি ত্রিভুবনে॥ স্বরেতে কোকিল দূরে করে পলায়ন। দেবকন্যা আসি সব নিন্দয়ে আপন॥ সূর্য্য ভয়ে অন্ধকার কেশেতে লুকায়। রাহু ভয়ে চন্দ্রদেব বদনে মিশায়॥ উর্দ্ধে অধো শ্রেণী যেন ক্রমেতে থাকয়। তেনতম ভুরুর ভঙ্গিমা সবে কয়॥ শরদে খঞ্জন যেন চঞ্চল ভ্রমর। চক্ষুদ্বয় অহর্নিশি তেমতি করয়॥ জবা পুষ্পে মুক্তাশ্রেণী যেন আচ্ছাদয়। দন্ত পংক্তি ওষ্ঠাধর তেমতি শোভয়॥ কণ্ঠদেশে তিন রেখা দিয়া কাম কয়। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে এমন নাহি হয়॥ অমূল্য রতন যেন বসনে ঢাকয়। কুচদ্বয় সেই রূপে বসনে উদয়॥ নাভি উর্দ্ধে লোম শ্রেণী অতি সুশোভয়। অধো উর্দ্ধ রোম সূক্ষ্ম যেন যষ্টি ন্যায়॥ গুরু স্তম্ভ পাদদ্বয় উপমা না হয়। গমনেতে হংসন্যায় ক্রমে পাদ রয়॥ সুলোচনা দেখে যেবা নয়নের কোণে। নিমিষে রহিত হৈয়া থাকে স্তব্ধ মনে॥ শুভক্ষণে সুলোচনা জন্মে দ্বিজ ঘরে। অন্য লোক মুখ নাহি নয়নেতে হেরে॥ নিত্য নিত্য জ্ঞানব্যাপী প্রাতঃস্নান করি। জ্ঞানবাপী শিবলিঙ্গ মন্দিরেতে ফিরি॥ ভক্তি করি পাদামৃত পান করি পরে। মন্দির মার্জ্জনা করি শেষে যায় ঘরে॥ এইরূপে বহুকাল করিয়া জাপনা। রাত্রিযোগে নিদ্রাতে আছেন সুলোচনা॥ হেনকালে গন্ধর্ব্ব আসিয়া কাশীপুরী। কন্যাকে হরিয়া লয়্যা যায় ত্বরাকরি॥ পথ মধ্যে বিদ্যুন্মালী রাক্ষস আছিল। গন্ধর্ব্ব সহিত যুদ্ধ অনেক করিল॥ পরস্পর মুষ্ট্যাঘাতে হইয়া কাতরে। গন্ধর্ব্ব রাক্ষস দুই প্রাণ ত্যাগ করে॥ গন্ধর্ব্বের মৃত্যু হৈল দেখি সুলোচনা। অত্যন্ত কাতর হৈয়া করয়ে করুণা।

ত্রিপদী। শিব ভক্ত সুলোচনা, সদাচিত্তে শিবার্চ্চনা, গন্ধর্ব্বকে স্বামী জ্ঞান করি। অশেষ করুণা করে, শিব শিব বলি স্মরে, প্রাণত্যাগ করিল সুন্দরী॥ গন্ধর্ব্ব রণেতে মৈল, আর শিব ভক্ত ছিল, সেই পুণ্যবলে হৈল রাজা। মলয়া কেতুর পুত্র, মাল্যকেতু নাম সূত্র, রাজ্যভোগ করে মহাতেজা॥ সুলোচনা তার পরে, কর্ণাট রাজার ঘরে, রাজকন্যা হইল সুন্দরী।

কন্যা দেখি রাজা সুখী, কলাবতী নাম রাখি, পালন করেন পাটেশ্বরী ॥ দিনে দিনে বাড়ে কন্যা, রূপে গুণে হৈল ধন্যা, বিবাহের কাল উপস্থিত পূর্ব্বজন্ম সংস্কারে, মাল্যকেতু বিভা করে, উভয়ে পরম আহ্লাদিত ॥ দোঁহে দোঁহা অনুগত, নানাসুখ ভোগ রত রাজা রাণী পরম সন্তোষে। রাজ্যের সাশিত অতি, পুত্রসম প্রজাপাতি; রাজ্যে লোক থাকয়ে হরিষে ॥ রাজা রাণী দুই জন, সদা আনন্দিত মন; ক্রমে ক্রমে তিন পুত্র হৈল। পুত্রের দেখিয়া মুখ, হইল পরম সুখ, নানা সুখে বহুকাল গেল ॥ সুলোচনা শিব ভক্ত, আভরণে হৈয়া ত্যাক্ত, রুদ্রাক্ষ যে করয়ে ধারণ। ভস্ম অঙ্গে সদা মাখে, শিব শিব সদা মুখে, অন্তরেতে সদা-শিব ধ্যান ॥ তেত্রিশ অধ্যায় সাঙ্গ তার পর শুন রঙ্গ, অতি চমৎকার হয় আর। রাজা সদা থাকে রঙ্গে, নিত্য নিত্য ভুরুভঙ্গে, দিন গত করে নিরন্তর ॥

ত্রিপদী। মাল্যকেতু এক দিনে, বসি রাজ সিংহাসনে, চিত্রকরে চিত্র পট আনে। নরপতি দেখি তুষ্ট, কলাবতী হবে হৃষ্ট, পাঠাইলা রাণী সন্নিধানে ॥ চিত্রপট দেখি রাণী, শিরে করাঘাত হানি, মূর্চ্ছিত হইলা কলাবতী। তার পরে জ্ঞান হয়, চিত্রপটে দৃষ্টি রয়, তর্জ্জনীতে নেহারয়ে সতী ॥ বারাণসী অন্তরীক্ষ, পুত্তলে করিল লক্ষ, শ্রীকেশব বরুণা সঙ্গম। স্বর্গোদ্ধার মণিকর্ণি, গঙ্গা যথা উত্তরিণী, যম যিনি তৃণ তুল্য হয় ॥ তিন রূপে তিনধার, বহিতেছে নিরন্তর, মোক্ষ বিধায়িনী সর্ব্বসার। জ্ঞানরূপ শিব যথা, শিবা নিজরূপ তথা, মহিমা বর্ণিতে শক্তি কার ॥ হরিশ্চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত, প্রবলাক্ষ তথাস্থিত, কপালে মোচন তীর্থ সার। মৎস্যোদরী ত্রিলোচন, কাশীতে পাপ মোচন, স্কন্দেশ্বর যজ্ঞেশ্বর আর ॥ দেখে বিনায়কেশ্বর, তথা শুক্রেশ্বর হর, ভৃঙ্গীশ্বর পার্ব্বতীশ্বরাদি। দেখে চতুর্ব্বেদেশ্বর, পুরাণে ঈশ্বর বর, ধর্ম্মেশ্বর বিবিধ সমাধি। সারস্বত শিবলিঙ্গ তীর্থেশ্বর নন্দী ভৃঙ্গ, মনোরঙ্গে হেরে শৈলেশ্বর। হেরে রাণী সপ্তেশ্বর, সপ্ত সাগরেশীশ্বর, ত্রিপুরেশ লিঙ্গ গঙ্গাধর ॥ তারাগ্রে খলিত খণ্ড, বাণেশ্বর ভবখণ্ড, বিরোচনেশ্বর সর্ব্বসার। সকল দেখয়ে রাণী, ক্ষণে মূর্চ্ছা ক্ষণে জ্ঞানী, দেখে পঞ্চ পাণ্ডবেশ্বর আর ॥ দেখিয়া প্রহ্লাদেশ্বর নারদ স্থাপিত হর, অনাদি কেশবেশ্বর শিব। দেখিল বলি কেশব, আর কত শম্ভুব, গঙ্গাধর উদ্ধারেন জীব ॥ দেখয়ে আদি কেশব, তদন্তে

বিন্ধ্যমাধব, বামন কেশব রাণী দেখি। বরাহ কেশব বুক্ত, হেরে তথা হয় মুক্ত, শঙ্খ মাধব দেখে আঁখি ॥ লক্ষ্মী নৃসিংহ মাধব, আর ভৃগু শ্রীকেশব, নৃসিংহের হেরিল প্রসাদ। হেরে গোপ গোপীশ্বর, খর্ব্ব বিনায়ক কর, শেষ মাধব দেখিয়া আহ্লাদ ॥ সারস্বত গঙ্গা বার, সরস্বতী সর্ব্বসার, পঞ্চানন তীর্থ মন্দাকিনী। ময়ুখা আদিত্য গঙ্গ, আর দেখে রুদ্র লিঙ্গ, অতঃপর ভাবে রাণী৷৷ কালেশ্বর কর্পদীশ, শিব চরণে অধীশ, বিশ্বের যে নিতম্ব উদিত। নাভি হয়ে মধ্য অংশ, শ্রুতীশ্বর শিব ত্রংশ, চন্দ্রাস্ত হৃদয়ে অবস্থিত ॥ বীরেশ্বরে আত্মাময়, লিঙ্গ কেদারের হয়, শুক্র কেশেশ্বর অবস্থিতি। নখ লোম অলঙ্কার, অন্য সর্ব্ব লিঙ্গ তার, দক্ষিণ হস্তেতে হয় মুক্তি ॥ চিত্রপটে শিবরূপ, বিনায়ক ধর্ম্ম কূপ, বিশ্বভুজা দশাশ্বমেধক। ক্রমে ক্রমে যত দেখে, আনন্দ অপার সুখে, কি তাহার বর্ণিব অধিক ॥ জ্ঞানবাপী দেখি রামা, ক্রন্দন করয়ে বামা, পরে অচেতন কলাবতী। যতেক সখীতে মেলি, একি একি একি বলি, কেন হেন হইলা গো সতী ॥ কেহ কহে দেখ সখী, আচম্বিতে হৈল এ কি, বুঝিতে না পারি সে কারণ। কেহ বলে অন্য ভাব, মনেতে জন্মিল লাভ, সেকারণে হইল এমন ॥ আর সখী কহে ওগো, তুমি যে কাহার মাগো, সত্য বটে মোর মনে লয়। অন্য রামা কহে শুন, মনে আছে আর কোন, বুঝিতে না পারি গো নিশ্চয় ॥ কোন সখী বলে হেন, মিথ্যা চিন্তা কর কেন, চল যাই রাজার নিকটে। কেহ কেহ শীঘ্র চলো, ভূমিত কহিলা ভালো, রাণী মূর্চ্ছা দেখি চিত্র পটে ॥ চিত্ররেখা তার পরে, সযতনে সান্ত্বনা করে, কলাবতী নিকটেতে যায়। শুনিয়া সে সব কথা, মনে বিচারিল তথা, অনুমান করিয়া বুঝায় ॥ পূর্ব্বকালে কোন ভাব, চিত্রপটে হৈল লাভ, বহুদিনে তাহারে দেখিল। ভাবে অঙ্গ পুলকিত, ইহাতে হলো স্তম্ভিত, কলাবতী চেতন রহিল ॥ চিত্ররেখা এই মনে, স্থির করি অনুমানে, চিত্রপট ছোঁয়ায় শরীরে। পটস্পর্শে কলাবতী, সুস্থির হইল মতি, মনে হৈল কথা জন্মান্তরে ॥ সব সখী সন্নিধানে, পূর্ব্বে যত বিবরণে, সুলোচনা আছিল যে কালে। নৃপতির আগমন, রাজা দেখি ব্যস্ত মন, ভীত হৈয়া জিজ্ঞাসে সকলে ॥ রাণী সকরুণে কয়, নিবেদন মহাশয়, যদি কৃপা করহ অধীনে। এই ভিক্ষা দেহ মোরে, যাব আমি কাশীপুরে, কলহীন স্বামী আজ্ঞা বিনে ॥ মাল্যকেতু শুনি বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, কহিয়াছ বহু উপ-

দেশ। দোঁহে মেলি কাশী যাব, অনায়াসে মুক্তি পাব, এই কথা কহিল বিশেষ॥ রাজা ব্যাজ না করিয়া, পুত্রকে রাজত্ব দিয়া, কিছু ধন ভিক্ষা করি লয়। শুভক্ষণে দিন পাইয়া, কলাবতী সঙ্গে লইয়া, মাল্যকেতু কাশী চলি যায়। যথা অবিমুক্তপুরী, তথা যাইয়া উত্তরি, অগ্রে মণিকর্ণি স্নান কৈল। অপরেতে বিশ্বেশ্বর, দরশন করি পর, ক্রমে ক্রমে সব দেখাইল॥ কলাবতী পূর্ব্ব কথা, তাহে নাহি অন্যথা, মনে পড়ে সব বিবরণ। তীর্থ সব আছে তথা, স্বামী লইয়া যথা তথা, অগ্রে পথ করি নিরীক্ষণ॥ জ্ঞান-বাপী অগ্রে চলে, কলাবতী কুতূহলে, স্বামীকে সকল নিবেদিল। পতি পত্নী দুই জনে, অতি আনন্দিত মনে, সেই স্থানে ঘোর তপ কৈল॥ তবে বহু দিনান্তরে, হর গৌরী আসি পরে, দুই জনে প্রসন্ন হইল। রাজা রাণী দুই জনে, করে তপ ঐক্য মনে, হর গৌরী সম্মুখে দাঁড়াইল॥ কলাবতী মাল্যকেতু, শিব কহে তুষ্ট হেতু, বর লহ যাহা ইচ্ছা হয়। পত্নী পতি আনন্দিত, শির শিরা উপস্থিত, বহু বিধ স্তব করি কয়॥ অন্য বর নাহি চাই, সদা ঐ পদ পাই, কঠোর যন্ত্রণা নাহি হয়। পতি পত্নী ভক্তি দেখি, মহাদেব হৈলা সুখি, নিজ দেহে করিলেন লয়॥ সীতানাথ বসু দীনা, ব্রহ্মানন্দ কৃপা বিনা, কাতর হইয়া নিবেদয়। আমি ভক্তি হীন জ্ঞানে, দিবানিশি এই মনে, অন্তে যেন গুরু কৃপা হয়॥

ইতি শ্রীকার্ত্তিক অগস্ত্য সংবাদে চৌত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ধনঞ্জয় বণিকের বিবরণ ও কাশীতে গঙ্গার মাহাত্ম্য
জ্ঞানবাপী তীর্থাখ্যান ও কলাবতী মাল্যকেতু
নির্ব্বাণ নামো তৃতীয়ঃ স্বর্গঃ।

অথ সদাচার কথন।

পয়ার। অগস্ত্য কহেন শুন প্রভু ষড়ানন। অবিমুক্ত মহাক্ষেত্র নির্ব্বাণ কারণ। অবিমুক্ত কথা যত অমৃত শিখর। শুনিয়া না হয় তৃপ্ত আমার অন্তর॥ জ্ঞানবাপী কথা শুনি মোর মনে হয়। ত্রিভুবনে তীর্থ যত কাশী সম নয়॥ কাশী বিশ্বেশ্বর গঙ্গা তিন দীপ্তমান। যেখানে সেখানে আছে অবশ্য নির্ব্বাণ॥ কলিকালে চঞ্চল ইন্দ্রিয় যত নর। কিরূপে পাইবে কাশী গঙ্গা বিশ্বেশ্বর॥ কলিতে তপস্যা দান ব্রত অতি ক্ষীণ। কিরূপে হইবে মুক্তি কারণে বিহীন॥ ব্রত দান বিনে কাশীপুরে মুক্তি হয়। হেন কথা আপনি কহিলে মহাশয়॥ কি কি আচরণে কাশী পাইবারে পারে। মোর মনে লয় কাশী পায় সদাচারে॥ আচার পরম ধর্ম্ম তপস্যা আচার। আচারেতে আয়ু বৃদ্ধি পাপের সংহার॥ প্রথমতঃ সদাচার কহ মোর স্থানে। তোমাকে যে রূপে বলিয়াছে ত্রিলোচনে॥ কার্ত্তিক বলেন মুনি শুন সদাচার। আচরিয়া যে আচরে লভয়ে নিস্তার॥ স্থাবর জঙ্গম কৃমি আদি জলচর। পশু পক্ষী নরক্রমে ধর্ম্ম কলেবর॥ এসকল হৈতে দেব বহু জন্ম ধর। সহস্র ভাগেতে পূর্ব্বহইতে উত্তর॥ উদ্ভিজ্জস্বেদজজরায়ুজ অণ্ডজাত সকলে উত্তম প্রাণী জানিবে নিয়ত॥ প্রাণীতে উত্তম বুদ্ধিমন্ত যত জীব। বুদ্ধিমন্ত মধ্যে শ্রেষ্ঠ জানিবে ভূদেব॥ ব্রাহ্মণেতে শ্রেষ্ঠ দেখে যে হয় বিদ্বান। বিদ্বান হইতে কৃত বুদ্ধি যে প্রধান॥ কৃতবুদ্ধি হৈতে কর্ত্তা শ্রেষ্ঠ নিরন্তর। কর্ত্তা হৈতে শ্রেষ্ঠ জান ব্রহ্মতে তৎপর॥ সৃজিল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা প্রাণীর ঈশ্বর। সকল জগত বন্দ্য যত বিপ্রবর॥ সদাচারে থাকিলে সকলে অধিকার। অধিকার হীন হয় হৈলে দুরাচার॥ অতএব ব্রাহ্মণে করিবে সদাচার। তথাপি শতেক বর্ষ জীবন তাহার॥ পরাধীন কর্ম্ম যত করিবেক ত্যাগ। দুঃখি পরাধীন ভোর সেও সুখভোগ॥ যে কর্ম্ম করিলে অন্তরাত্মা তুষ্ট হয়। করিবেক সেই কর্ম্ম বিপরীত নয়॥ প্রথমতঃধর্ম্ম মূল নিয়ম সংযম। করিবে তাহাতে যত্ন এই জান ক্রম॥ সত্য ক্ষমা ঋজুতা প্রসাদ অহিংসন। অপিশুন ধ্যান দম করিবে গণন॥ মাধুর্য্যতা মৃদু এই যম-নাম দশ। করিবে যতন এতে হইয়া সরস॥ শৌচদান তপঃ স্নান ব্রত অধ্যয়ন। মৌন হয়ে উপোসন উপস্থ দণ্ডন॥ এই দশ নিয়ম বলিয়া শাস্ত্রে কয়। যতন করিবে এতে অবশ্য নিশ্চয়॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যতা। এইছয় বৈরীবর্গ জানিবে সর্ব্বথা॥ ক্রমে ক্রমে করিবেক ধ-

র্ম্মের সঞ্চয়। বল্মীকের শৃঙ্গ যেন ক্রমশঃ বাড়য়॥ পরকাল ধর্ম্ম মাত্র হইবে সহায়। জানিয়া ধর্ম্মেতে সদা করিবে উপায়॥ পিতা মাতা দারা সুত ভ্রাতৃ বন্ধুজন। পরকালে কেহ সঙ্গে না করে গমন॥ জন্মিয়ে একক প্রাণী একক মরয়। সুকৃতি দুষ্কৃতি কর্ম্ম একক ভোগয়॥ পঞ্চত্ব পাইলে দেহ তেয়াগিয়া দূরে। বান্ধবেরা বিমুখ হইয়া যায় পুরে॥ কর্ম্ম মাত্র পাছে পাছে করয়ে গমন। অতএব করিবেক ধর্ম্মের যতন॥ উত্তম উত্তম কুলে সম্বন্ধ করিবে। অধম ত্যজিয়া কুল উৎকৃষ্ট হইবে॥ দ্বিজ অধ্যয়ন হীন সদাচার হীন। অলস দুরন্ন ভোজি যমের অধীন॥ রাত্রিশেষে চারি দণ্ড ব্রহ্মকাল নাম। উঠিয়া সে কালে স্মরিবেক ইষ্ট নাম॥ গজানন ঈশান ঈশানী লক্ষ্মী হরি। ব্রহ্মাণী সহিতে ব্রহ্মা প্রথমেতে স্মরি॥ ইন্দ্র আদি দেব যত বশিষ্ঠাদি মুনি। গঙ্গা আদি নদী গিরি শ্রীশৈলাদি গুণি॥ সমুদ্র ক্ষীরোদ আদি মানসাদি সব। নন্দনাদি বন যত স্মরিবে অন্তর॥ কাম দুঘা আদি ধেনু করিবে স্মরণ। কল্প বৃক্ষ আদি বৃক্ষ করিবে মনন॥ কাঞ্চন প্রভৃতি ধাতু উর্ব্বশীরগণ। গরুড় প্রভৃতি পক্ষ করিবে স্মরণ॥ অনন্তাদি নাগ গজ ঐরাবত আদি। উচ্চৈঃশ্রবা আদি অশ্ব মণি কৌস্তুভাদি॥ অরুন্ধতী আদি পতিব্রতা যত নারী। নৈমিষাদি অরণ্য বারাণসী আদি পুরী॥ লিঙ্গ বিশ্বেশ্বর আদি ঋক্ আদি শ্রুতি। সনকাদি যোগী বীজ প্রণব প্রভৃতি॥ বৈষ্ণব নারদ আদি শৈববাণ আদি। প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৃঢ়ব্রত দধিচাদি॥ বদান্য স্মরিবে হরিশ্চন্দ্র আদি রাজা। জননীর চরণ স্মরিবে মহাতেজা॥ পিতাকে স্মরিয়া গুরু করিবেক ধ্যান। করিবে তৎপরে আবশ্যক অনুষ্ঠান॥ গ্রামের নৈঋত কোণে কিছু দূরে যাবে। তৃণে ভূমি আচ্ছাদিয়া মলাদি ত্যজিবে॥ বস্ত্রে আচ্ছাদিবে শিরকর্ণে উপবীত। সন্ধ্যাদ্বয়ে দিনে তেঁহ বসিবে নিশ্চিত॥ উদঙ্মুখ রাত্রেতে দক্ষিণ মুখ হবে। মৌন হৈয়া মল মূত্র সতত ত্যজিবে॥ দাঁড়াইলা জলে কিম্বা গবাদি সম্মুখে। লাঙ্গলে আকৃষ্ট ভূমে হইবে বিমুখে॥ মৃত্তিকা লইবে জন্তু কঙ্কর বর্জ্জিত। করিবে মৃত্তিকা শৌচ যেমত বিহিত॥ একবার লিঙ্গে দিবে গুহ্যে পঞ্চবার। দশ বার বাম হস্তে নিয়ম তাহার॥ দুই হাতে সপ্তবার এক এক পদে। দুই হস্তে তিন বার শুধিবেক মৃদে॥ এইরূপে গৃহীশৌচ করিবে প্রচুর। তাবত শুধিবে যাবত গন্ধ যায় দূর॥ ক্রমশঃ দ্বিগুণ ব্রহ্মচারি আদি তিনে। দিবা হৈতে রাত্রে অর্দ্ধ শৌচের বিধানে॥ তদর্দ্ধ পথিকে শৌচ আছয়ে বিধান। চৌরাদি সাধিতে শৌচ তদর্দ্ধ প্রমাণ॥ স্ত্রীলোকেতে তদর্দ্ধ বিধি

শাস্ত্রের বিহিত। সুস্থকালে স্নান না করিবে কদাচিত॥ সকল নদীর জলে মৃত্তিকা পর্ব্বতে। গোময়ের পুঞ্জে কিবা শৌচ করি সতে॥ নানামতে শৌচ বিধি করি আচরণ। কখন না হয় শুদ্ধ ভাব দুষ্ট জন॥ শৌচে আর্দ্র ধাত্রি ফলবান মৃত্তিকার। এই মনে আহুতি ব্রতের গ্রাসে তার॥ শৌচ করি পরে করিবেক আচমন। তার পরে করিবেক দন্তের ধাবন॥ অমাবস্যা প্রতিপদ ষষ্ঠী নবমীতে। আর রবিবারে কাষ্ঠ না দিবে দন্তেতে॥ নিষিদ্ধ দিবস কিম্বা কাষ্ঠের অভাবে। দ্বাদশ গণ্ডূষে মুখ শোধন করিবে॥ দ্বাদশ অঙ্গুল দন্ত কাষ্ঠের প্রমাণ। হীনবর্ণে এক এক হীনের বিধান॥ আম্র আম্রাতক আদি কাষ্ঠের নিয়ম। বেদমন্ত্রে দন্তধাবনের উপক্রম॥ দন্ত কাষ্ঠ গন্ধ বস্ত্র পুষ্প অলঙ্কার। উপবাস দিনে না করিবে ব্যবহার॥ তবে প্রাতঃস্নান করি সন্ধ্যার বন্দন। করিয়া রাত্রের পাপ হইবে মোচন॥ সন্ধ্যা হীনে নাহি কোন কার্য্যে অধিকার। করিলেহ কর্ম্মজাত ফল নাহি তার॥ অঘ মর্ষণের পর রবি উপাসন। তার পরে বিধিমতে করিবে তর্পণ॥ অগ্নি কার্য্য করি করে বেদ অধ্যয়ন। পরে উদরের তরে ভিক্ষা পর্য্যটন॥ এই মতে প্রাতঃকার্য্য করি সমাপন। মধ্যাহ্ন সময়ে স্নান করি আচরণ॥ মধ্যাহ্নেতে সন্ধ্যা করি যথা বিধি মতে। বলিবস্তু আদি কর্ম্ম করি সাবহিতে॥ অতিথির সাবকাশ দেখি কিছুকাল। ভোজন গৃহেতে যাবে শুদ্ধ হৈয়া কাল॥ যথা বিধি ভোজন করিয়া শিশু সঙ্গে। দিবসে কাটাবে কাল পুরাণাদি রঙ্গে॥ স্বায়ং কালে স্বায়ং সন্ধ্যা করিয়া বন্দন। প্রতীক্ষা করিবে অতিথির আগমন॥ আসিলে অতিথি তাকে দিবেক ভোজন। আপনার শক্তিমত করিবে তোষণ॥ ভোজন করিয়া পরে করিবে শয়ন। নিত্যকর্ম্ম এইমতে আছে নিরূপণ॥ এইমতে নিত্যকর্ম্ম যে করে আচার। অবসাদ কখন না ঘটয়ে তাহার॥ ব্রহ্মানন্দে ভাবিয়া ভাবিল সুভাহার। কাশীখণ্ড পূর্ণ পঞ্চত্রিংশত অধ্যায়॥

পয়ার। স্কন্দ বলে শুন মুনি বিশেষ বিধান। সদাচার তবে কিছু করিব বাখান॥ যে কথা শুনিলে পাপ বিনাশে অশেষ। অজ্ঞান তিমির ঘোরে না হয় প্রবেশ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য দ্বিজ তিন বর্ণ। মাতৃগর্ভে জন্ম উপনয়নে দ্বিজন্ম॥ এসব্বার নিশেকাদি শয়নান্ত কর্ম্ম। বেদের বিধান মতে আচরণ কর্ম্ম॥ সত্যকালে গর্ভাধান মঘা মূলা ছাড়ি। স্পন্দনের পূর্ব্ব পুংসবন কর্ম্মকরি॥ সীমন্তোন্নয়ন বর্ষ্ণে অষ্টমে বা মাসে। জন্মিলে

করিবে কর্ম্ম জাত সবিশেষে। একাদশ দিনে নাম কর্ম্ম আচরণ। গৃহ হৈতে চতুর্থ মাসেতে নিষ্ক্রমণ॥ ষষ্ঠ মাসে করিবেক অন্ন যে প্রাশন। যথা কুল কালে চূড়া কর্ম্ম আচরণ॥ এ সকল কর্ম্মে গর্ভ পাতক সংক্ষয়। ক্রমশঃ এ সব কর্ম্মে অধিকার হয়॥ সপ্তম অষ্টম বর্ষে সাবিত্রী গ্রহণ। উপনয়নের যজ্ঞে হইবে ব্রাহ্মণ॥ একাদশ বৎসরের ক্ষত্রিয় উপনয়। দ্বাদশ বৎসরের বৈশ্য কাল উক্ত হয়॥ কামনা বিশেষ আছে কালের বিশেষ। পঞ্চম বৎসরে ষষ্ঠে অষ্টমে আদেশ॥ বিধির বিধানে করি সাবিত্রী গ্রহণ। ব্রহ্মচারি আশ্রমী হইবে যেই জন॥ সদাচার পরে গুরু আরাধনে রত। যথাবিধি বেদ শাস্ত্র পঠিবে নিয়ত॥ ধরিবে মেখলা দণ্ড পৈতা কৃষ্ণাজিন। যথাবিধি ভিক্ষা আচরিবে প্রতিদিন ব্রহ্মচারী আশ্রমের যেই সব ধর্ম্ম। সাবধানে করিবেক সেই সব কর্ম্ম॥ করিয়া স্নাতক ব্রত ব্রহ্মচর্য্য শেষে। ছাড়িয়া গৃহস্থ ধর্ম্ম লইবে বিশেষে॥ আশ্রমের হিত ক্ষণকাল না রহিবে। জপ হোম করিলে সকলি মিথ্যা হবে॥ মেখলা অজিন দণ্ড ব্রহ্মচারী চিহ্ন। গৃহস্থের বেদ যজ্ঞ আদি কর্ম্ম ভিন্ন॥ বনচারী চিহ্ন নখ লোমাদি ধারণ। দণ্ড কমণ্ডলু আদি যতীর লক্ষণ॥ এমন লক্ষণ হীন হইলে আশ্রমী। দিনে দিনে হইবেক প্রায়শ্চিত্ত গামী॥ জিন কমণ্ডলু আদি জলেতে ফেলিয়া। গ্রহণ করিবে অন্ন বিংশতি করিয়া॥ সদাকাল করিবেক বেদ অধ্যয়ন। সাবিত্রী জপিবে আর সূর্য্য আরাধন॥ ব্রাহ্মণের বেদাভ্যাস তপস্যা পরম। বেদ পাঠ করি দ্বিজ হইবে উত্তম॥ উপনয় দিয়া সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন। যেজনে করয়ে সেই আচার্য্য আপন॥ বেদাষ্টম পাক যজ্ঞ অগ্নির আধান। বৃত্তি হৈয়া যে করে সে ঋত্বিগ আখ্যান॥ উপধ্যায় দশ সম আচার্য্য জানিবে। আ-চার্য্যের শত সম পিতাকে মানিবে॥ পিতার সহস্র মাতা গৌরবেতে হয়। বেদ পুরাণেতে হেন আছয়ে নিশ্চয়॥ ব্রাহ্মণেতে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রি বলবান। ধনে ধান্যে বৈশ্য জ্যেষ্ঠ শূদ্র জন্মমান॥ কাষ্ঠময় হস্তী যেন মৃগচর্ম্ম ময়। অধ্যয়নে হীন দ্বিজ তেমতি গণয়॥ গুরুর নিকটে না করিবে দুষ্ট মন। না করিবে মুখে গুরু নাম উচ্চারণ॥ গুরু নিন্দা করে কিম্বা অপবাদ কয়। কাণে হস্ত দিয়া কিম্বা স্থানান্তর হয়॥ গুরুপত্নী যু-বতী স্পর্শিয়া নমস্কার। না করিবে কদাচন নিয়ম ইহার॥ মাতা পিতা গুরু তিন করিয়া সেবন। ত্রিলোক জয়ী হয় শাস্ত্রে নিরূপণ॥ ব্রহ্মচর্য্য এই মতে করি আচরণ। হইবেক বিশ্বেশ্বর কৃপার ভাজন॥ বিশ্বেশ্বর অ-

অনুগ্রহে কাশীলাভ হয়। কাশী পাইয়া জ্ঞানাজ্ঞানে নির্ব্বাণ লভয়॥ নির্ব্বাণের তরে আচরিবে সদাচার। অনায়াসে গৃহস্থের হইবে নিস্তার॥ পড়িয়া সকল বিদ্যা করি উপক্রম। আশ্রম করিবে পরে গৃহস্থ আশ্রম॥ গৃহস্থ আশ্রম হৈতে শ্রেষ্ঠ আর নাই। পত্নী প্রিয়ম্বদা যদি ঘটায় গোসাঞি॥ গৃহিণী গৃহস্থ দোঁহে থাকে অনুকূল। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ মূল॥ নরকে বিফল যদি হয় প্রতিকূল। গৃহস্থ আশ্রমে সর্ব্ব সুখের ভার্য্যা মূল॥ দুরাচার নারী হৈলে ত্রিবর্গ নাশয়। গুণে গুণবতী চতুর্ব্বর্গের উদয়॥ ব্রহ্মচর্য্য শেষে গুরু অনুমতি কন। স্নান করি ব্রত বেদ করি সমাপন॥

অথ নারীর লক্ষণ।

পয়ার। বিবাহ করিবে কন্যা সুবর্ণা সুন্দরী। পিতার সপিণ্ড গোত্র কন্যা পরিহরি॥ মাতামহ সপিণ্ড গোত্রের পরিত্যাগ। বিবাহের যোগ্য কন্যা কহে মহাভাগ॥ অপস্মারি ক্ষয়ী শ্বেত্রী কুল তেয়াগিবে। বয়েসে কনিষ্ঠ হৈলে বিবাহ করিবে॥ পর্ব্বত নক্ষত্র বৃক্ষ নদী সর্পনামা। পক্ষী পুষ্প নামা কিম্বা ত্যজিবেক রামা॥ অধিকাঙ্গী হীনাদি দীর্ঘাঙ্গী ত্যজিবে। অতি কৃশাঙ্গীরে কভু বিভা না করিবে॥ অতি লোম যার অঙ্গে কিম্বা লোম নাই। স্থূল রুক্ষ কেশ যার প্রশস্ত না পাই॥ মোহে কুলহীন কন্যা যদি বিভা করে। নিকৃষ্ট সন্তান জন্ম হয় তার ঘরে॥ প্রথমতঃ কন্যার লক্ষণ পরীক্ষণ। করিয়া করিবে পরে কথা নির্ব্বন্ধন॥ সুলক্ষণ সদাচার যাহার দেখয়। বিবাহ করিতে তাকে হেন শাস্ত্রে কয়॥ স্কন্দ বলে শুন মুনি কহিলাম এই। ব্রহ্মচারী সদাচার শাস্ত্র উক্ত যেই॥ প্রসঙ্গত কহি শুন কন্যার লক্ষণ। ভাল মন্দ যাহাতে হইবে নিরূপণ॥ ব্রহ্মানন্দ আশা ব্রহ্মানন্দের আশয়। কাশীখণ্ড ভাষা ভাবে ছত্রিশ অধ্যায়॥

পয়ার। স্কন্দ বলে শুন মিত্রা বরুণ তনয়। স্ত্রীলক্ষণাবতী হৈলে গৃহী সুখী হয়॥ অতএব সুখ প্রয়োজন যেই জন। পরীক্ষা করিবে পূর্ব্বে নারীর লক্ষণ॥ শরীর আবর্ত্ত গন্ধ ছায়া সত্ত্ব স্বর। পতিবর্ণ এই অষ্ট লক্ষণে সুন্দর॥ পাদতল অবধি যাবত শিরে কেশ। শুভাশুভ বলিব লক্ষণের বিশেষ॥ প্রথমতঃ পাদতল রেখা তার পরে। অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি নখ পায়ের উপরে॥ গুল্ফ পার্ষ্ণি জংঘা লোম জানু উরুদ্বয়। জঘন নিতম্ব কোটি

মধ্য বলিত্রয়।। মধ্য স্থানপরে নাভী আর কুক্ষীদ্বয়। পার্শ্ব তনুরুহ আর উদর হৃদয়।। আর যে বক্ষজ বক্ষ শত্রু স্কন্ধদ্বয়। অংশ কক্ষ বাহু মণিবন্ধ করদ্বয়। পাণিপৃষ্ঠ পাণিতল পাণি তলরেখা। অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি নখ পৃষ্ঠক কাটিকা।। চিবুক কপোল কণ্ঠ হনু বক্ত্র জিহ্বা। দশন অধরওষ্ঠ জিত্তা অদন্তুকা।। তালু হাস্য নাসা ভ্রূ অক্ষি পক্ষ ক্ষত। কর্ণ ভাল সীমন্ত মৌলিক মৌলি জাত।। নারী অঙ্গ লক্ষণের ছয়ষষ্টি স্থান। বেদ পুরাণেতে হেন আছয়ে বাখান।। মৃদুল মাংসল স্নিগ্ধ সম পাদতল। অরুণ অস্বেদ ওষ্ঠ বহু ভোগ ফল।। রুক্ষতা বিবর্ণ খণ্ড রেখা পদতল। সর্পাকার হইলে ঘটয়ে অমঙ্গল।। শঙ্খ চক্র ধ্বজ আদি রেখা পাদ তলে। ক্ষিতি পতি পত্নী হয় ঘটয়ে মঙ্গলে।। মূষিক পন্নগ আদি পদতলে রেখা। দুর্ভাগা বৈধব্য দুঃখ দারিদ্র সূচিকা।। অঙ্গুষ্ঠ বর্তুল ভাল অঙ্গুলি ঘনাবৃত। তাম্রবর্ণ নখ ভাল জানিবে নিয়ত।। পাদপৃষ্ঠ সমুন্নত প্রশংসিত হয়। বর্তুল হইলে গুল্ফ সুখ অতিশয়।। সমপাষ্ণি শুভ জঙ্ঘা বর্তুল সুন্দর। জানু ভাল সুবৃত্ত দেখিতে মনোহর।। হস্তী শুণ্ডাকার উরু ঘন প্রশংসিত প্রশস্ত বিশাল কটিহস্ত পরিমিত।। নিতম্ব উন্নত স্থূল অতি ভোগকর। স্ফিকের নির্ম্মাণ মৃদু মাংসল সুন্দর।। বস্তি প্রশস্ত মৃদু উন্নত কিঞ্চিৎ। গভীর দক্ষিণাবর্ত্ত নাভী প্রশংসিত।। স্থূল কুক্ষি মৃদু পাশ সুখভোগ করে অতি সুখভোগ করে কম্পিত উদরে।। মধ্য ক্ষীণ হইলে ভোগেতে আঢ্য হয়। অতি ভাগ্য বতী যার মধ্যে বলিত্রয়।। ঋজু সূক্ষ্ম রোমাবলি মঙ্গল সূচয়। ঐশ্বর্য্য লভয়ে যার সমান হৃদয়।। ঘনবৃত্ত দৃঢ় পীন শীত পয়োধর। শ্যামবর্ণ সুবর্ত্তুল হৃদয় সুন্দর।। পিবর স্কন্ধের সন্ধি ধন ধান্য করে। স্থূল দীর্ঘ স্কন্ধের ভোগ ভোগয়ে বিস্তরে।। অংশ সুসংবৃত শুভ কক্ষ সূক্ষ্ম রোমা গূঢ় অস্থি গ্রন্থি বাহু নাহিক উপমা।। কদম্ব কলিকাকার হস্তের নির্ম্মাণ। অতিশয় সুখ ভোগ সম্পদের স্থান।। পাণিতল মৃদু রক্তবর্ণ প্রশংসিত। প্রশংসিত পাণি পৃষ্ঠে উন্নত কিঞ্চিৎ।। রক্তব্যক্ত গভীর প্রশস্ত করে রেখা মৎস্বস্তিক আদি প্রশস্ত সূচিকা।। সরল অঙ্গুষ্ঠ স্বস্ত অতি শোভা স্থান। অঙ্গুলি সুপর্ব্ব দীর্ঘ অতি সুনির্ম্মাণ।। অরুণ নখের অঙ্গ প্রশংসিত অতি। নিমজ্জিত মেরুদণ্ড পৃষ্ঠে ভাগ্যবতী।। সমুন্নত ঋজু কৃকাটিকা সুলক্ষণ। ত্রিরেখা অঙ্কিত গ্রীবা প্রশংস গণন।। হৃদয় দ্ব্যঙ্গুল স্বস্ত হনু ঘনতর। কপোল প্রশস্ত সমুন্নত সুপিবর।। সমান স[illegible]শ সবর্ত্তুল সুবদন। পিতা মাতা মুখ প্রায় অতি সুলক্ষণ।। সুরক্ত বর্ত্তুল ভিন্ন প্রশস্ত অধর। পক্

বিম্বফল যেন ওষ্ঠ মনোহর ॥ দুগ্ধবর্ণ বত্রিশ দশন প্রশংসিত। মৃদু রক্ত শুভ জিহ্বা শোভাতে গণিত ॥ স্নিগ্ধ কোকনদাভাষ প্রশস্ত তালুকা। ক্রমে তীক্ষ্ণ রক্তলম্ব প্রশস্ত ঘণ্টিকা ॥ অলক্ষিত দশন হসন সুস্থ অতি। সমবৃত্ত পটু নাসা বহু ভাগ্যবতী ॥ দুই তিন খুত দীর্ঘ শুভ এককালে। নয়ন প্রশস্ত রক্ত কোন সুবিশালে ॥ সুঘন অক্ষির পর স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম লোম। কার্ম্মুক আকৃতি ভ্রূ প্রশস্ত কপাল ॥ প্রশস্ত লম্বিত শুভাবর্ত্ত কর্ণ জ্ঞান। অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ত্র্যঙ্গুলে ভাল স্থান ॥ সীমন্ত সরল সুস্থ মৌলি সমুন্নত। অলি কুল ছায়া প্রায় কেশ প্রশংসিত ॥ ভ্রূমধ্যে ভালে কিবা থাকয়ে মূনক। বাম কপালেতে কিম্বা হৃদয়ে তিলক। প্রশস্ত লক্ষণ এই করে নিরূপণ। হৃদয়ে লাঞ্ছন যেন অতি সুলক্ষণ ॥ দক্ষিণ বক্ষ যে রক্ত তিলক লাঞ্ছন। চারি কন্যা তিন পুত্র করে প্রসবন। তিলক লাঞ্ছন রক্ত আর কুচে হয়। এক পুত্র প্রসবিয়া বৈধব্য লভয় ॥ কুচের দক্ষিণ ভাগে তিলক থাকয়। রাজপত্নী হয় কিম্বা রাজা প্রসবয় ॥ নাসাগ্রে মশক রক্তবর্ণ যার রয়। রাজার মহিষী প্রিয় আবশ্যক হয় ॥ কৃষ্ণবর্ণ হৈলে পতি স্থানে দুষ্টা হয়। নাভী অধে তিলক সকল শুভময় ॥ মশক তিলক চিহ্ন গুহ্যে দারিদ্র্য। নাভী অধে লাঞ্ছন করয়ে পতিব্রতা ॥ করে কর্ণে কপালে কণ্ঠেতে কিবা হয়। মশক তিলক কিবা লাঞ্ছন উদয় ॥ প্রথম গর্ভেতে পুত্র অবশ্য প্রসব। কপোল ত্রিশূল অঙ্কে ঠাকুরাণী হয় ॥ শয়নে দর্শনে কিটিমিটি কুলক্ষণ। কিঞ্চিৎ করয়ে কিবা প্রলাপ বচন ॥ শ্রুতি নাভী কর পৃষ্ঠে বংশের দক্ষিণে। দক্ষিণ আবর্ত্ত অতি প্রশস্ত লক্ষণে ॥ পৃষ্ঠ মধ্যে আবর্ত্তন নাভীর আকার। বহু ধন বহু সুত জন্ময়ে তাহার ॥ উদর বেধিনে পূর্ণাবর্ত্ত কুলক্ষণ। একে পতি নষেদ্ধয়ে কুলের পতন ॥ কণ্ঠগ দক্ষিণাবর্ত্তে সীমন্তে ললাটে। বৈধব্য বিবিধ দুঃখ সেই জনে ঘটে ॥ ঘাড়েতে আবর্ত্ত যার লোমের থাকয়। অবশ্য বর্ষের মধ্যে পতি নষ্ট হয় ॥ মস্তকে আবর্ত্ত প্রদক্ষিণ কিবা বাম। দশ দিন মধ্যে পতি যায় যম ধাম ॥ কটিদেশ আবর্ত্তনে কুলটা করয়। নাভীতে আবর্ত্ত পতিব্রতা পরিচয় ॥ পৃষ্ঠাবর্ত্তে পতি বধে কুলটা সে হয়। কন্যার লক্ষণ এই কহিল নিশ্চয় ॥ কার্ত্তিক কহেন শুন কলস নন্দন। সুশীলা হইলে কুলক্ষণে সুলক্ষণ ॥ সুশীলা হইলে কুলক্ষণে সুলক্ষণ। নিয়ত এমতি আছে শাস্ত্রের লিখন ॥ সুলক্ষণা সুশীলা সাবিত্রী পতিব্রতা। বিশ্বেশ্বর অনুগ্রহে লভয়েবনিতা॥ পূর্ব্বজন্মে শূলপাণি পূজিয়াছে যারা। সুরূপী

সুন্দরী পতিব্রতা হয় তারা ॥ তীর্থে স্নান করে কিম্বা শরীর ছাড়য়। লাবণ্যের তরঙ্গিণী সুলক্ষণা হয় ॥ জগতের জননী ভবানী পূজা করি। সুচরিত্র স্বাধীনা ভর্ত্তৃকা হয নারী ॥ সুশীলা সাধিকা সুপাচিকা যদি হয়। ইহকালে স্বর্গ অপবর্গের আলয় ॥ সুলক্ষণা সুচরিত্রা নারীর সাধনে। অল্প আয়ু পতি দীর্ঘ আয়ু পায় প্রাণে ॥ প্রথমে লক্ষণ পরক্ষিয়া কুলক্ষণা। পরে সুলক্ষণা বিভা করি বিচক্ষণা ॥ কহিল লক্ষণ এই গুণশ্রথ তরে। বলিব বিবাহ ভেদ শুন হে সাদরে ॥ সমাপ্ত হইল তবে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। কাশীখণ্ড সুধাভাণ্ড রচিল ভাষায় ॥

অথ বিবাহ নির্ণয়।

পয়ার। স্কন্দ বলে শুন মুনি বিবাহ প্রভেদ। ব্রাহ্ম্য দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য পনিচ্ছেদ ॥ আসুরি গান্ধর্ব্ব আর রাক্ষস পিশাচে। এই অষ্ট প্রকার বিবাহ শাস্ত্রে আছে ॥ আহ্বান করিয়া বরে কন্যা করে দান। যথা শক্তি অলঙ্কারে ব্রাহ্ম্য তার নাম ॥ যজ্ঞস্থ ঋত্বিশে কন্যা দান দৈব হয়। আর্ষ কন্যা দিয়া বরে দুটি গরু লয় ॥ কন্যা দিয়া বলে ধর্ম্মাচার দুই জন। অর্থী জনে প্রাজাপত্য ইহার গণন ॥ এই চারি বিবাহ ধর্ম্মত শুদ্ধ হয়। পিতৃলোকে নিস্তারয়ে ইহার তনয় ॥ ধনে ক্রয় করি কন্যা বিবাহ করয়। আসুর তাহার নাম অধমে গণয় ॥ কন্যা বর পরস্পর প্রতিজ্ঞা করয়। গন্ধর্ব্ব বিবাহ নাম তাহার নিশ্চয় ॥ বলাৎকারে কন্যা হরি বিবাহ রাক্ষস। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের উক্ত অন্যের অযশ ॥ অষ্টম পৈশাচ পাপীষ্ঠের সম্ভাবনা। বিবাহ সম্ভেদ এই করিল গণনা ॥ সবর্ণার বিবাহের গ্রহণ করে কর। উত্তম বিবাহে ক্ষত্রি কন্যা লভে শর। বৈশ্য কন্যা দণ্ড লভে শূদ্রে বস্ত্রদশা। অসবর্ণা বিবাহের জানএই দিশা ॥ যদ্যপিকিঞ্চিৎ কন্যা দিয়া লয়পণ। কন্যার বিক্রয় পাপ পায় সেই জন ॥ অপত্য বিক্রয়ী কল্প নরককেতে বাস। অতএব না করিবে কন্যা ধনে আশ ॥

অথ গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম।

পয়ার। বাণিজ্যানৃপতি যেবা বেদ পাঠ হীন। কুবিবাহে ক্রিয়াকুলের পতন ॥ বিবাহের বহ্নিতে করিবে গৃহ কর্ম্ম। পঞ্চযজ্ঞ ক্রিয়া

নিত্য পাবকাদি ধর্ম্ম ॥ ব্রহ্ম যজ্ঞ বেদ পাঠ তর্পণ পিতৃযজ্ঞ। দেব যজ্ঞ হোম বলিদান ভুত যজ্ঞ ॥ নৃযজ্ঞ অতিথি সেবা এই পঞ্চ যজ্ঞ। প্রত্যহ করহ শ্রাদ্ধ গৃহাশ্রমে বিজ্ঞ ॥ ভিক্ষুক আইলে ভিক্ষা করিবে প্রদান। গৃহস্থ এ সব কর্ম্ম করি পাবে মান ॥ সতত অতিথি সেবা করিবে যতনে। অতিথি বৈমুখ হৈলে নরকে পতনে ॥ মন্থ্যানিক বৈশ্য দেব আপনি করিবে। সায়ংকালে বলিদান পত্নী আচরিবে ॥ বলি বৈশ্য কর্ম্ম নাহি করে যে ব্রাহ্মণ। দারিদ্র হইবে কাক যোনিতে গমন ॥ বেদোদিত কর্ম্ম চিরকাল আচরিবে। এই রূপে গৃহে থাকি শুভগতি লভে ॥ ষষ্ঠী অষ্টমীতে তৈল মাংসের বর্জ্জন। পঞ্চদশী চতুর্দ্দশী করিবে পালন ॥ এই সব দিনে না করিবে ক্ষৌর কর্ম্ম। স্ত্রী আর করিবে ত্যাগ এই বেদ ধর্ম্ম ॥ উদয়াস্তমধ্যে সূর্য্যে কভু না দেখিবে। জলমধ্যে নিজরূপ কভু না হেরিবে ॥ বস্ত্র তন্তু উল্লঙ্ঘন না হয় উচিত। নগ্ন হৈয়ে জলে কভু না হবে মাজ্জিত ॥ দেবতা ব্রাহ্মণ ধেনু আদি পূজ্যগণ। প্রদক্ষিণ রাখি সদা করিবে গমন ॥ রজস্বলা সেবা না করিবে কদাচিত। গর্হিত আসনে বসি ভোজন নিন্দিত ॥ নবান্ন পক্বান্ন মাংস ভোজন করয়। দেব পিতৃ না পূজিয়া পাপ অতিশয় ॥ গোস্থান বল্মীক ভস্মে মূত্র না ছাড়িবে। গোবিপ্র সম্মুখে কভু সূচনা করিবে অগ্নি না জ্বালিবে মুখে পাপ কর্ম্ম অতি। প্রাণী হিংসা পাপ না করিবে শুভমতি ॥ স্নান না করিবে গাত্রের মার্জ্জন। আসন না করিবেক পদে আকর্ষণ ॥ নখ লোম দন্তেনা করিবে উৎপাটন। অশুভ যেসব কর্ম্ম করিবে বর্জ্জন ॥ নিরন্তর শ্রুতি জপ শৌচাচার করে। অদ্রহ হইলে বুদ্ধি পূর্ব্বজন্ম স্মরে ॥ দেবতা ব্রাহ্মণ নিন্দা না হয় উচিত। মনুষ্যের স্তুতি না করিবে কদাচিত ॥ যথা বিধি ধর্ম্ম কর্ম্ম করি আচরণ। দেব ঋষি পিতৃ ঋণ করিবা মোচন ॥ শ্রুতির যতেক কর্ম্ম করি পরিত্যাগ। মধ্যস্থ আশ্রয়ে জ্ঞান শিক্ষা মহাভাগ ॥ তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি লাভ কিম্বা কাশীপুরে। তত্ত্বজ্ঞান এক জন্মে হইতে না পারে ॥ কাশীতে মরিলে মুক্তি আছয়ে নিশ্চিত। অতএব কাশীতে আশ্রয় সে উচিত ॥ সেই কাশী সদাচার বিনে নাহি পায়। সদাচারে না লঙ্ঘিবে কখন তাহায় ॥ এসকল কথা শুনি মুনি কহে পুনঃ। কহ ষড়ানন কাশীকথা আর শুণ ॥ কাশীস্থানে কোন কোন লিঙ্গ জ্ঞান দাতা। বিস্তারিয়া কহ শুনি সেই সব কথা ॥ কাশী বিনে প্রিয় ভূমি নাহিক আমার কাশী দ্বিঅক্ষর নাম অমৃত ভাণ্ডার ॥ অগস্ত্যের হেন বাক্য শুনি ষড়ানন। মুনিকে কহেন শুহ কাশীর বর্ণন ॥ সীতানাথ মল্লিক অম্বিকা ধামে বাস ॥

কাশীখণ্ড সুধাভাষে করিল প্রকাশ॥ ব্রহ্মানন্দ ধ্যানে ব্রহ্মানন্দের আ-শায়। সমাপ্ত হইল তাতে অষ্টত্রিংশ অধ্যায়॥

অথ মহাদেবের মন্দর পর্ব্বতে গমন।

পয়ার। অগস্ত্য জিজ্ঞাসা করে পার্ব্বতী নন্দনে। আর কাশীমাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা মনে॥ স্কন্দ বলে শুন মুনি অপূর্ব্ব আখ্যান। শিব হয় অব্যয় অচিন্ত্য ভগবান॥ স্থূল সূক্ষ্ম নহে তেঁহ বস্তু এক হয়। ধ্যান মননতে যার না পায় নির্ণয়॥ নিষ্প্রপঞ্চ নিরাত্মক আর নিরাকার। এমতি পরম ব্রহ্ম শুনহ বিস্তার॥ অবিমুক্ত ব্রহ্মক্ষেত্র শুন বিবরণে। সকল জীবের মুক্ত হয় যেই স্থানে॥ অবিমুক্তে অনায়াসে মুক্তি দেন শিব। অন্য স্থানে মহাযোগে মহাদানে সব॥ তপস্যাদি ক্রিয়াতে অন্যত্রে পরিত্রাণ। বিনা দানে বিনা যোগে কাশীতে নির্ব্বাণ॥ পত্র পুষ্প ফল জল নিয়মে যে দেয়। মহাদান অন্যত্রের সেই ফল পায়॥ মহাতীর্থ গঙ্গা তথা স্নান যেবা করে। অন্যত্রের মহাতপ সম নাহি পরে॥ শ্রদ্ধাক্রমে যেবা ভিক্ষা দেয় সেই স্থানে। অন্যত্রে তুলা পুরুষ না হয় সমানে॥ দেবের দক্ষিণ দিগে যেবা জপ করে। তাহাদের মহাযোগ শুনহ সত্বরে॥ ইন্দ্রিয় সকল যেবা দমন করিয়া। অবিমুক্তে সদা থাকে নির্ব্বাণ ভাবিয়া॥ মহা উগ্রযোগ এই শুনহ নিশ্চয়। অবিমুক্তে নক্তব্রত যে জন করয়॥ অন্যস্থানে চান্দ্রায়ন মাসে মাসে করে। ইহার সমান ফল জানিবে সত্বরে॥ অনন্ত মহিমা কাশী বর্ণিতে কে পারে। জীব মৃত্যুকালে শিব কর্ণে জপ করে॥ মুক্ত হৈয়া সেই জীব মুক্তি গতি পায়। অগস্ত্য কহেন দেব শুনহ নিশ্চয়॥ গঙ্গাধর সর্ব্বপক্ষে সম দয়াময়। কি কারণে মোরে কাশী ত্যাগ যে করয়॥ কার্ত্তিক কহেন শুন মুনি মহাশয়। না করিবে খেদ কিছু দয়াদ্র হৃদয়॥ পরউপকার জন্য তব কাশীত্যাগ। অতএব উপকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগ॥ অগস্ত্য কহেন প্রভু করি নিবেদন। কাশীনাথ কাশীত্যাগ আশ্চর্য্য কথন॥ ইহার বৃত্তান্ত প্রভু কহ ষড়ানন। কিরূপে হইল ত্যাগ আনন্দ কানন॥ বিশ্বেশ্বর কাশী ত্যাগ কৈল যে কারণে। কার্ত্তিক কহেন সব মুনি সন্নিধানে॥ পদ্ম-কল্পে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারে। অনাবৃষ্টি হৈল ষষ্টিসহস্র বৎসরে॥ জীব জন্তু আদি যত ব্যাকুল হৃদয়। সমস্ত পর্য্যন্ত শুষ্ক গৃহ উত্তাপয়॥ শস্য

আদি তৃণ পত্র কিছু নাহি রয়। মহামাংস পরস্পর ভক্ষণ করয়॥ এই মত অনাবৃষ্টি হৈয়া সৃষ্টি যায়। ব্রহ্মার নিকটে সব ঋষিতে জানায়॥ সৃষ্টিকর্ত্তা ধ্যানস্থ হইয়া অবশেষে। সৃষ্টিরক্ষা কিসে হবে চিন্তেন বিশেষে॥ ক্ষণেক ভাবিয়া বিধি দেখেন উপায়। মনুবংশে রাজঋষি হয় রিপুঞ্জয়॥ ঘোর তর তপ করে বসিয়া কাশীতে। সবে তুষ্ট হবে তার রাজ শাসনেতে॥ অনাবৃষ্টি পরিত্যাগ হইবে সত্বর। সকলের আপদ যাইবে নিরন্তর॥ তার পর সৃষ্টিকর্ত্তা কাশীপুরে আসি। যথা দিবদাস রাজা তপস্যাতে বসি॥ ঘোরতর তপস্যা দেখিয়া ব্রহ্মা কয়। দিবদাস নরপতি শুনহ নিশ্চয়॥ এক ভিক্ষা দেহ রাজা দেবতার প্রতি। তব রক্ষা বিনা সৃষ্টি যায় অধোগতি অনাবৃষ্টি কারণেতে যায় ভূমণ্ডল। তুমি রাজা হৈয়া রক্ষা করহ সকল॥ দিবদাস বলে প্রভু করি নিবেদন। বিপরীত কথা মোরে কহ কি কারণ॥ তপস্যা করিব আমি মুক্তির কারণ। তপস্বী হইতে সৃষ্টি রক্ষা পাবে কেন ব্রহ্মা বলে শুন সত্য রিপুঞ্জয় রাজা। তব রাজ্য শাসনেতে রক্ষা পাবে প্রজা॥ তার পরে দিবদাস ব্রহ্মাকে কহিল। তবে রাজ্যশাসি আমি এই বাক্য বল॥ দেবলোক স্বর্গে যায় ভুজঙ্গ পাতালে। কাশীতে বসিয়া রাজ্য শাসিব কুশলে॥ যে কথা কহিলাম প্রভু তোমার চরণে। ইহা হৈলে করি আমি রাজ্যের শাসনে॥ ব্রহ্মা বলে শুন দিবদাস নৃপবরে। দেব নাগ স্বস্বস্থানে যাইবে সত্বরে॥ তুমি রাজ্য রক্ষা কর কাশীর ভিতরে। দিবদাস প্রতি ব্রহ্মা দিল এই বরে॥ বর দিয়া ব্রহ্মা তবে ভাবিতে লাগিল কাশীনাথ কাশী ত্যাগ অসম্ভব হৈল॥ এসব ভাবিয়া ব্রহ্মা চলিল কৈলাস। ধ্যানস্থ হইয়া আছেন যথা কৃত্তিবাস॥ ব্রহ্মা তথা যাইয়া প্রণমে গঙ্গাধরে দিবদাস বৃত্তান্ত কহিলেন সত্বরে॥ শিব কহে জানি আগমনের কারণ। চল যাই মন্দর পর্ব্বত নিকেতন॥ আমার কারণে বহুকাল তপ করে। পর্ব্বতেরে দিব আমি মনোনীত বরে॥ শিব দুর্গা ব্রহ্মা সঙ্গে নন্দি ভৃঙ্গি-গণ। একত্র হইয়া সবে করিলা গমন॥ স্বস্ব যানে চড়ি যান মন্দর প পর্ব্বতে। যথা ঘোর তপ করে সমাধি যোগেতে॥ শিব দেখি যোগভঙ্গ করিল পর্ব্বত। অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি স্তব বহুমত॥ সন্তুষ্ট প্রমথনাথ হ-ইলা মন্দরে। মনোনীত বর লহ দিবহে তোমারে॥ মন্দর কহেন প্রভু বর যদি দিবে। কাশী ত্যাগ করি প্রভু মন্দরে আসিবে॥ প্রর্থনা শুনিয়া শিব চিন্তাকুল মন। এত দিনে ত্যাগ হৈল আনন্দ কানন॥ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসে শিব কি করি উপায়। কাশী ত্যাগ করিতে মন্দর বর চায়॥ বিধি

কহে দেব দেব হও কৃপাময়। ভক্ত অভিলাষ পূর্ণ করিবারে হয়॥ ব্রহ্মার মনের কথা বুঝিয়া শঙ্কর। মন্দরপর্ব্বতে বর দিলেন সত্বর॥ তব পুরে বাস মোর হবে নিরন্তর। মন্দরের প্রতি শিব দিলা এই বর॥ বর দিয়া চিন্তাকুল হইলা শঙ্কর। বারাণসী কি হইবে ভাবেন অন্তর॥ ব্রহ্মাদি দেবতা অগোচরে ত্রিলোচন। অবিমুক্ত শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপন॥ ব্রহ্মার মানসপূর্ণ সৃষ্টি রক্ষা আর। ভক্ত মন রক্ষা হয় পর উপকার॥ কাশী ত্যাগি মন্দরেতে বাস করি শিব। দেবতারা কাশী ছাড়ি চলিলেন দিব॥ দিবদাস রাজ্য শাসে অনাবৃষ্টি গেল। পৃথিবীর সব জীব অকণ্টক হৈল॥ মন্দরপর্ব্বত হয় কাশীক্ষেত্র তুল্য। দুইস্থানে প্রাপ্তি হৈলে সমাপনকৈবল্য বিশেষতঃ অবিমুক্ত ফল গুণ আর। মাঘে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী পূজা করে তার অবিমুক্ত হৈতে যদি সেই নর যায়। তথাপিহ অন্যত্রে মরিলে মোক্ষ হয়॥ ঊনচাল্লিস অধ্যায় সব সমাপ্ত হইল। শুনিলেই মুক্তিবাস দেব যে কহিল॥

ইতি সদাচার স্ত্রী লক্ষণ ও মহাদেবের কাশী ত্যাগ মন্দরপর্ব্বতে গমননামো চতুর্থঃ স্বর্গঃ।

অবিমুক্ত কথন। ভক্ষ্যাভক্ষণ বিধি।

পয়ার। স্কন্দ বলে শুন মিত্রাবরুণ নন্দন। কাশীর মাহাত্ম্য এই করিবে বর্ণন॥ আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয় মহাশয়। বিস্তারিয়া তোমাকে কহিব সে নিশ্চয়॥ অগস্ত্য বলেন শুন পার্ব্বতী নন্দন। কাশীর মাহাত্ম্য শুনি ক্ষান্ত নহে মন॥ অবিমুক্ত ক্ষেত্র লিঙ্গ অবিমুক্তেশ্বর। এ দোঁহাকে কি রূপে পাইতে পারে নর॥ কার্ত্তিক বলেন শুন লোপামুদ্রা পতি। অবিমুক্ত যেই রূপে পায় মহামতি॥ পুণ্যভারে সমীহিত অর্থের সাধন। শ্রুতি স্মৃত বর্ত্ম সেবি পুণ্যের ঘটন॥ বিহিত না করি করে নিষিদ্ধ সেবন। দুরাচার পতিত জানিবে সেই জন॥ অতএব বলি শুন নিষিদ্ধ বিধান। এসব বর্জ্জিবে সবে হৈয়া সাবধান॥ পলাণ্ডু বরাহ গ্রাম্য লশুন গৃঞ্জন। রাত্রে দধি দিবা নিদ্রা করিবে বর্জ্জন॥ টিটিভ চটক হংস চক্রবাক বক। শারস কুক্কুট শুক পলল ভক্ষক॥ বর্জ্জিবে সকল মাংস বর্জ্জিবেক মীন। খাবে হব্য গোব্য মত্ত রোহিত পাঠিন॥ মাংসাশী হইলে খাবে পঞ্চ পঞ্চ নখ। কচ্ছপ গণ্ডক গোধা সশক সল্লক॥ জাত মৃগ পক্ষী খাবে করিয়া বিচার। বৃদ্ধ পরম্পর যার আছে ব্যবহার॥ আয়ুস্কাম স্বর্গকাম মাংস না খাইবে। বিনা যজ্ঞে বৃথা পশু হিংসা না করিবে॥ সিদ্ধ পক্ব পর্য্যুষিত করিবে বর্জ্জন। বেদ শাস্ত্রে এই রূপ আছে নিরূপণ॥ শ্রাদ্ধ যজ্ঞ ঔষধে ব্রাহ্মণ কামনাতে। বিনা লোভ নহে দোষ মাংস ভক্ষণেতে॥ পশু বৃক্ষ ঔষধি সৃজিল বিধাতায়। যজ্ঞের কারণে এতে না দোষে হিংসায়॥ মধুপর্ক পিতৃদেব যজ্ঞে হিংসা উক্তি। হিংসা ও অহিংসা তাতে বেদে আছে যুক্তি॥ উদরের তরে হিংসা করে দুরাচার। ইহকালে পরকালে গতি নাহি তার॥ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে যেই জন। তাহৈতে বিশেষ মাংস করয়ে বর্জ্জন॥ আপনার সুখ দুঃখ আপনি যেমন। পর সুখ দুঃখ পরে জানিবে তেমন॥ নাহি ধর্ম্ম সম বন্ধু এতিন সংসারে। অতএব ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে সত্বরে॥ ন্যায়াগত ধন দেশ কাল পাত্রে দান। করিবেক বিধিমতে হৈয়া সাবধান॥ অপাত্রে করিলে দান নরকে গমন। করিবেক দান ধর্ম্ম বুঝিয়া সজ্জন॥ অনাথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞোপবীত বিবাহ। দাহাদি সংস্কার করে করি অনুগ্রহ॥ সেই জন সম পুণ্যবন্ত কেহ নয়। ইহকালে সুখ ভোগী পরে স্বর্গ হয়॥ পিতৃগৃহে কন্যা যদি ঋতুবতী হয়। বিবাহ না হৈলে তাকে বৃষলী বলয়॥ সংঘাতী পিতা তাকে বিবাহ যে

করে। যে জন বৃষলীপতি বেদশাস্ত্রে ধরে॥ তার সঙ্গে না করিবে সংসর্গ সম্ভাষ। দুর্জ্জন পতির সেই লভে উপহাস॥ বর কন্যা দোঁহার দোষের পরীক্ষণ। করিবে প্রথমে পরে সম্বন্ধ রচন॥ সতত পবিত্র নারী দুষ্যা নাহি হয়। প্রতি মাসে রজযোগে দুস্কৃত হরয়॥ ঋতু পূর্ব্বকালে কন্যা ভোগে হুতাশন। প্রকাশ উদরে শশী ভোগে অনুক্ষণ॥ স্তনের উদ্ভিদেশে গন্ধর্ব্বে অধিকার। করিবেক কন্যা দান পূর্ব্বেতে ইহার॥ শয়ন অশন জানু নারীর বদন। কুশযুক্ত পাত্র দুস্য নহে কদাচন॥ অম্লযোগে তাম্র শুদ্ধি কাংস্য ভস্মযোগে। রজোযোগে নারী শুদ্ধ নদী শুদ্ধ বেগে॥ যে নারী কদাচ অন্য পুরুষ চিন্তন। না করে সে উমালোকে করয়ে গমন॥ জন্মাবধি শিশু অষ্ট বৎসর যাবৎ। ভক্ষ্যাভক্ষ্য দোষ নাহি জানিবে তাবৎ॥ গৃহস্থের ধর্ম্ম পুষ্যবর্গের পোষণ। পিতা মাতা গুরু পত্নী আশ্রিত যে জন॥ অভ্যাগত অতিথি অপত্য হুতাশন। এই নব পোষ্যবর্গ করিয়া গণন॥ স্নান সন্ধ্যা জপ হোম স্বাধ্যায় তর্পণ। বৈশ্য দেব আতিথ্য নবমে দেবার্চ্চন॥ গৃহস্থের এই নব আবশ্যক কর্ম্ম। আর আর আছে যত গৃহস্থের ধর্ম্ম॥ শাস্ত্র অনুসারে ধর্ম্ম যে করে পালন। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লভে সেই জন॥ ক্ষমাশীল জনে মোক্ষ করতলে রয়। ক্ষমা গুণ সম কোন গুণ নাহি হয়॥ এক দোষ ক্ষমা শীলে দ্বিতীয় না হয়। অশক্ত বলিয়া লোকে কেবল বলয়॥ শব্দ শাস্ত্রে অবিরত নাহি মোক্ষ ঘটে। সুরম্য বসতি প্রিয় মোক্ষ নাহি রটে॥ ভোজন বসনে কিবা হইয়া তৎপর। কখন না হয় মুক্তি অতি দূরতর॥ সতত একান্ত শীল হয় যেই জন। ইন্দ্রিয়ের প্রতি যেবা করে নিবারণ॥ যোগপথে যার চিন্তা হৈয়াছে প্রবেশ। অহিংসক জনে মোক্ষ ঘটয়ে বিশেষ॥ একান্ত শীলতা পুরুষের কোথা হয়। ইন্দ্রিয় নিবৃত্তি যোগে মুক্তি না ঘটয়॥ দেবতা পূজন আদি কষ্ট অতিশয়। সহজে কাশীতে মুক্তি মরণেতে হয়॥ জানিবে ষড়ঙ্গযোগ বিশ্বেশ্বর সেবা। কাশী পুরী বাস মাত্র তপস্যা জানিবা॥ ব্রত আদি নিয়ম যম ব্রত আদি ধ্যান। জানিবা উত্তর বাহিনীতে মাত্র স্নান॥ ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠা ন্যায়াগত ধনার্জ্জন। যে জন সতত করে অতিথি তর্পণ॥ শ্রাদ্ধকর্ত্তা সত্যবাদী শুদ্ধ চিত্ত হয়। গৃহেতে ও হেন জনে মুক্তির উদয়॥ দীন অন্ধ কুটুম্বতে করি অন্নদান। যথোক্ত গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকে সাবধান॥ সেই জনে কাশীপতি করুণা করয়। কাশীনাথ করুণাতে কাশী প্রাপ্তি হয়॥ কাশীপ্রাপ্তি হইলে অবশ্য মুক্তি পায়। অনায়াসে কাশী মাত্র মুক্তির উপায়॥ সর্ব্ব তীর্থ স্নান

সর্ব্ব যজ্ঞেতে দীক্ষিত। দত্ত সর্ব্ব দান কাশী যে করে আশ্রিত ॥ অম্বিকা নিবাসী বসু সীতানাথ নাম। কাশীখণ্ড ভাষাতে রচিল অনুপাম ॥ ব্রহ্মানন্দ যোগেতে ব্রহ্মানন্দের আশ্রয়। সমাপ্ত হইল তাতে চল্লিশ অধ্যায় ॥

অথ বাণপ্রস্থ আশ্রম কথন।

ধুয়া। চলহে নিবৃত্তিদেশে প্রবৃত্তিরে করে দূর। লহ ধ্যান ধারণাদি আনন্দ হবে প্রচুর ॥ মায়া নাহি ছাড় যদি, কহি শুন আরো বিধি, বাস কর নিরবধি, কাশীনাথের কাশীপুর। সীতানাথ বসু কয়, অনায়াসে মোক্ষ হয়, হেন পথ করাশ্রয়, পাপ তাপ যাবে দূর ॥

পয়ার। স্কন্দ বলে শুন মুনি মত্তম নন্দন। হেনমতে গৃহে বাস করি গৃহিজন ॥ বলিতে পলিতে হৈয়া দ্বিতীয় আশ্রমে। তৃতীয় আশ্রম আশ্রাইবেক সম্ভ্রমে ॥ পুত্র পৌত্র দেখি গ্রাম্য আহার ত্যজিয়া। পুত্রে পত্নী রাখি কিম্বা পত্নী সঙ্গে লৈয়া ॥ চর্ম্মক কিবা বল্কল করিয়া পরিধান। সাগ্নিক হইয়া বনে করিবে পয়ান ॥ শাক মূল ফলে পঞ্চ যজ্ঞ আচরিবে। সায়ংপ্রাতঃস্নান তবে নিয়মে করিবে। শ্মশ্রুলোম নখ জটা করিবে ধারণ। জল ফুল মূলে ভিক্ষু অতিথী পূজন ॥ অপ্রতিগ্রহীতা দাতা দান্ত সন্ধ্যায় তৎপর। বৈকালিক অগ্নিহোত্র বিধান সত্বর ॥ আপনে করিবে মুনি অন্ন আহরণ। করিবেক পুরোডাস অংশ নির্ব্বাপণ ॥ স্বয়ংকৃত লবণ খাইবে অনুদিন। ফলোদ্ভব স্নেহ পান করিবে প্রবীণ ॥ সেন্মুপ্র করক পলল মধু ত্যাগ। মূল্যান্ন আশ্বিনমাসে ত্যজ মহাভাগ ॥ পূর্ব্বের সঞ্চিত অন্ন করিবে বর্জ্জন। গ্রাম ফল মূল ফলে অন্ন নিবারণ ॥ দন্তোলূখলিক অশ্ম কুট্টক হইবে। সদ্য প্রক্ষালক মাস সঞ্চয় করিবে ॥ তিন মাস কিম্বা ছয়মাস উপযুক্ত। দ্বাদশ মাসের কিবা অন্ন পরিমিত। ফল মূল আদি বস্তু সংগ্রহ করিবে। নক্তভোজি কিবা একান্ত রাশি হইবে ॥ ষষ্ঠকাল ভোজন নিয়ম কিবা করে। চান্দ্রায়ণব্রত কিবা নিয়ম আচরে ॥ পক্ষভোজি মাংসভোজি বৈখানক গতি। ফল মূল ভোজন করয়ে নিত্য নিতি ॥ তপস্যা নিয়মে দেহ করয়ে পোষণ। নিত্য পিতৃ আর দেব করিবে তর্পণ ॥ অগ্নির সাধন

আপনাতে নিয়োজন। গৃহবাস ছাড়ি সদা করি বিরচন ॥ বনবাসী তপস্বীর স্থানে ভিক্ষা করে। মহীতলে বিহরিয়া প্রাণমাত্র ধরে ॥ গ্রাম হৈতে আনাইয়া খাইবে অষ্টগ্রাস। দিবা রাত্রি নিয়মে করিবে বনবাস ॥ এই মতে বনাশ্রমী হইলে ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মলোকে পূজিত হইবে সর্ব্বক্ষণ ॥ আয়ুর তৃতীয় ভাগ থাকিয়া কাননে। চরমে ছাড়িয়া সঙ্গ করিবে ভ্রমণে ॥ ঋণত্রয় না শোধিয়া পুত্র না জন্মাইয়া। মোক্ষ ইচ্ছা বৃথা যায় যজ্ঞ না করিয়া ॥ প্রাণীমাত্র যাহা হৈতে নাহি হয় ভয়। সর্ব্বপ্রাণী তাহাকে অভয় দাতা হয় ॥ একাকী চরিবে অগ্নি গৃহ ত্যাগ করি। মোক্ষ কাম গ্রামে অন্ন খাবে ভিক্ষা করি॥ জীবনে মরণে কিম্বা বাঞ্ছা না করিবে। ভৃত্যকে নিদেশ যেন কাল প্রতিক্ষীবে ॥ সর্ব্বত্রে মমতা শূন্য সমতা আশ্রয়। বৃক্ষমূলবাসী মুক্তি ইচ্ছা প্রশংসয় ॥ ধ্যান শৌচ ভিক্ষা নিত্য একান্ত শীলতা। এই চারি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে সর্ব্বথা ॥ বার্ষিক চতুর মাস নাহি বিহারিবে। বীজাঙ্কুর জন্তু হিংসা তাহাতে হইবে ॥ গমন করিবে জন্তু করি পরিহার। বারি পান করিবেক বস্ত্র পরিষ্কার ॥ অনুদ্বেগ কর বাক্য কহিবে সদায়। অক্রোধন নিরক্ষেপ হবে নিরাশ্রয় ॥ অধ্যাত্মনি নীরবত কেশ নখ বাসি। কুণ্ডত্রু দশন দণ্ডধারী ভিক্ষা আশি ॥ অলাবু মৃত্তিকা কাষ্ঠ বংশ পাত্রধারী। সর্জ্জিবে তৈজস পাত্র ভিক্ষুক সাদরি ॥ কপর্দ্দক গ্রহণে গোসহস্র হত্যায়। স্ত্রীসঙ্গ করিলে কুম্ভিপাকেতে সে যায় ॥ এককালে ভিক্ষা করিবেক অল্পান্তর। নিয়মিত সতত করিবে অতি ত্বর ॥ অল্পাহার বহিঃস্থায়ী ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। রাগ দ্বেষ হীন ভিক্ষু মোক্ষ পরিগ্রহ। যাহার আশ্রমে যত মুহূর্ত্ত থাকিয়া। কৃত কৃত্য সেই জন জান মহাশয় ॥ আজন্ম সঞ্চিত যত গৃহস্থের তাপ। একরাত্র স্থির যদি দহে সর্ব্ব পাপ ॥ অনিত্য শরীর জরারোগ অভিভূত। জন্ম মৃত্যু ক্লেশ সদা আছে যে নিয়ত। নানাযোনি ভ্রমণ বিয়োগ প্রিয়জনে। অপ্রিয় সহিতে সঙ্গ ঘটে অনুক্ষণে ॥ অধর্ম্ম হইতে দুঃখ সমুদ্ভব হয় ॥ নরকে নিবাস নানা যাতনা ঘটয় ॥ নিজ কর্ম্ম দোষ হৈতে নানামত গতি। মনুষ্যের হইতেছে সদা কাল অতি ॥ শরীর অনিত্য জানি আত্মার নিত্যতা। সতত মুক্তির যত্ন করিবে সর্ব্বথা ॥

অথ আত্মযোগ কথন।

পয়ার। ভিক্ষাপাত্রে পরিত্যাগ কর পাত্রীখ্যাতি। শতগুণ পুণ্য

প্রাপ্তি হয়ে মহামতি ॥ চতুর্থ আশ্রমে ক্রমে সেবিয়া পণ্ডিত। নির্দ্বন্দ হইয়া ব্রহ্ম হইবে নিশ্চিত ॥ বন্ধু হেতু কুবুদ্ধির আত্মা অসংযত। শ্রীমন্ত সহিতে সঙ্গ করিবে নিয়ত ॥ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ উপনিষদাদি। শ্লোক সূত্র ভাষ্য আর যত শাস্ত্র বিধি ॥ বেদার্থ বচন জানি ব্রহ্মচর্য্য ক্রম। তপোদম শ্রদ্ধা উপবাস পরিশ্রম ॥ আত্মজ্ঞান হেতু স্বতন্ত্রেতে গৃহী যত। আশ্রমে থাকিয়া আত্মজ্ঞানে ইচ্ছা রত ॥ শ্রোতব্য মন্তব্য দৃষ্টব্য আত্ম বিশেষ। আত্মজ্ঞান হৈতে মুক্তি আছয়ে নির্দ্দেশ ॥ যোগাভ্যাস বিনে আত্মজ্ঞান নাহি হয়। চিরকাল সাধিলে সে যোগসিদ্ধ পায় ॥ অরণ্য আশ্রম কিম্বা গৃহস্থ আলোকন। ব্রত দান তপ যজ্ঞ কিবা পদ্মাসন ॥ মৃগাগ্র দর্শন শৌচ মৌন মন্ত্র জপ। এ সকল হৈতে যোগ না হয় সম্ভব ॥ অভিযোগ সদাভ্যাস তাহাতে নিশ্চয়। পুনঃ২ ধ্যানযোগ যোগ সিদ্ধ হয় ॥ আত্মাতে মিথুন সদা আত্মাতে ক্রীড়ন। আত্মাতে সুতৃপ্ত জনে যোগ নিরূপণ ॥ আত্মা বিনে দ্বিতীয় না দেখে যেইজনে। আত্মারাম সে যোগীন্দ্র ব্রহ্ম পরায়ণে ॥ যোগ নামে আত্মা মন দোঁহার মিলন। প্রাণা প্রাণযোগে যোগ বলে কোন জন ॥ বিষয় ইন্দ্রিয়যোগ যোগ কেহ বলে। বিষয়ীর যোগসিদ্ধি নাহি কোনকালে ॥ দুর্নিবারে মনোবৃত্তি যাবৎ না কাটে। যোগের সংবাদ বার্ত্তা তাবৎ না ঘটে। বৃত্তি হীন করি মন ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার। একত্র হইলে হৈল যোগসিদ্ধ তার ॥ বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় অন্তর মুখ করি। মনেতে নিযুক্ত সদা করিবে সাদরি ॥ হেন মন আত্মাতে করিয়া নিয়োজন। ভাব হীন ক্ষেত্রজ্ঞের ক্ষেত্রেতে স্থাপন ॥ এই ধ্যান এই জ্ঞান অন্য শেষ আর। সে কেবল অবিবেক গৃহস্থের বিস্তার। যে বস্তু নাহিক তাকে আছে লোক বলে। হেন বাক্য প্রত্যয় কাহার নাহি ফলে ॥ আপনাকে আপনি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম হয় ॥ কুমারী নারীর যেন স্ত্রীসুখ প্রত্যয় ॥ অযোগী কখন তাহা জানিতে না পারে। জন্ম অন্ধে যেন দীপবর্ত্তি না নেহারে ॥ অনিশ অভ্যাসে সে আপনি বেদ্য হয়। সূক্ষ্মহেতু নির্দ্দেশ করিতে না পারয় ॥ বাতাঘাতে যেন ক্ষণ স্থির নহে নীর। পবনের যোগ তেঁহ চিত্ত নহে স্থির ॥ চিত্ত স্থৈর্য্য হেতু বায়ু করিবে বন্ধন। সেই হেতু ষড়ঙ্গ যোগের আদরণ ॥ আসন ধারণা প্রত্যাহার প্রাণায়াম। ধ্যান সমাধি এই ছয় যোগাঙ্গপ্রমাণ ॥ আসনে ভেদ চতুরাশি লক্ষ হয়। ইহারি বিশেষ জানে শিব মহাশয় ॥ চৌরাশি আসন তাতে শিব সংগ্রহিত। তাহাতে আসনদ্বয় আছে উদাহৃত সিংহাসন এক আর কোমল আসন। অতি শীঘ্র এই দুই সিদ্ধির সাধন ॥

বামপদ পার্ষ্ণিভাগ গুহ্যতলে দিয়া। দক্ষিণ চরণ বাম উরুতে রাখিয়া। এই সিদ্ধাসন শীঘ্র যোগসিদ্ধ কর। ইহার অভ্যাস দেহ দৃঢ় অতিতর॥ দক্ষিণ চরণ বাম উরুতে রাখিবে। বামপদ দক্ষিণ উরুতে উঠাইবে॥ পৃষ্ঠগত দুই করে অঙ্গুষ্ঠ ধারণ। দৃঢ় দেহ হৈয়া অভ্যাসিবে পদ্মাসন॥ অথবা যে আসনেতে সুখ হয় যার। স্বস্তিক প্রভৃতি আসনের অঙ্গীকার॥ যোগের সাধনে স্থান এ সব বর্জ্জিবে। জল বহ্নি নিকটেতে যোগ না সাধিবে॥ জীর্ণগোষ্ঠ অরণ্যবর্জ্জিবে সাবধানে। মশকদংশকআদি আছে যেই স্থানে॥ চৈত্য বৃক্ষতলে কিবা আর যে চত্বরে। কেশতুষ তুষাঙ্গার কিকসাদি ধরে॥ দুর্গন্ধস্থানেতে যোগ না হয় সাধন। জলেতে ব্যাপিত স্থান করিবে বর্জ্জন॥ উদ্বেগ রহিত স্থলে ইন্দ্রিয় সুখদে। মন সে প্রসন্ন যথা ধূপের আমদে॥ অতি তৃপ্ত না হইবে না হবে ক্ষুধিত। মল মূত্রে বাধিত না হবে সাবহিত॥ পথশ্রান্ত না হইবে না হবে চিন্তিত। সুস্থ হৈয়া যোগযুক্ত হবে যোগবিত॥ উরস্থ উত্তান পদ সব্যে ন্যস্ত কর। কিঞ্চিৎ উন্নত বক্ত্র হৃদয় উপর॥ মুদিত নয়ন দন্তে নহে দন্তযোগ। তালুস্থ অচল জিহ্বা মুদিবেক মুখ॥ ইন্দ্রিয় সকল করিবে নিয়মন। নাভী উচ্চ নাভী নীচ ত্যজিবে আসন॥ হেন মত সভ্যশীল করিবে নিয়ম। উত্তম মধ্যম প্রাণায়াম উপক্রম॥ অনিল অচল হৈলে সকলি অচল। অনিল নিশ্চল হৈলে সকলি নিশ্চল॥ অনিল করিয়া বদ্ধ যোগী স্থাণু হয়। যাবত দেহেতে প্রাণ তাবত জীবয়॥ পবন নির্গমে মৃত্যু আছয়ে নিয়ম। প্রাণ নিরোধনে তাতে করিবেক ক্রম॥ যাবতশরীরে বদ্ধথাকয়েপবন। ভ্রূমধ্যেদৃষ্টিনিরাশ্রয়থাকে মন তাবত শমন ভয় না থাকে তাহারে। কাল ভয়ে ব্রহ্মা সদা প্রাণায়াম করে যোগী যোগসিদ্ধ হয়ে প্রাণ নিযন্ত্রণে। প্রাণায়াম করিবার এইত সন্ধানে লঘু অক্ষরের মাত্রা জানহ আখ্যান। অধম দ্বাদশ মাত্রা প্রাণায়াম মান॥ চতুর্ব্বিংশ মাত্রা হৈল মধ্যমে গণন। উত্তম ছত্রিশ মাত্রা প্রাণ নিরোধন॥ স্বেদ কম্প বিষাদ জন্মায় প্রাণায়ামে। অধমে জন্মায় ঘর্ম্ম কম্পন মধ্যমে॥ উত্তমে বিষাদ জন্মে যোগী সিদ্ধি প্রাণ। যথা ইচ্ছা লয় তথা ক্রমে সেব্যমান॥ হটাৎকারে প্রাণ যদি করয়ে রোধন। রোমকূপ পথে প্রাণ করে নির্গমন। শরীর বিদরে কুষ্ঠ রোগাদি জন্মায়। বনহস্তী পর প্রাণ স্ববশে করয়॥ বন্য গজ সিংহ কিবা ক্রমে মৃদু হয়। করিবে শাস্ত্রের নিয়মেতে লঙ্ঘ্য নয়॥ হৃদয় সংস্থিত প্রাণ যোগী ক্রমে ক্রমে। গ্রহণ করিবে সেবা করিবে নিয়মে॥ ছত্রিশ অঙ্গুল বাহ্যে হংসের গমন। প্রয়াণ দক্ষিণ বামে

ক্ষরে অনুক্ষণ॥ অতএব প্রাণ নাম হইল ইহার। নাড়ীচক্র শুদ্ধ যবে হয়েত তাহার॥ প্রাণ নিবন্ধন মোক্ষ তবে যোগী হয়। প্রাণায়াম ক্রম এই কহিল নিশ্চয়॥ দৃঢ়াশন যথা শক্তি প্রাণের রেচন। করিবেক বাম ঘ্রাণে দক্ষিণ পুরণ॥ পীযূষ বর্ষণ চন্দ্র মনে করে ধ্যান। হেন প্রাণায়ামে যোগী সুখ ক্ষণে পান॥ সূর্য্যপথে করিবেক প্রাণ আকর্ষণ। উদর গর্ত্তে তাতে করিবে পুরণ॥ কুম্ভক করিয়া ক্রমে চন্দ্রেতে রেচন। হৃদয়ে সহস্র রশ্মি করিবে শীলন॥ এই যাম্যাসনে যোগী কুশলে থাকয়। হেন রূপে তিন মাস অভ্যাস করয়। উভয় নিয়মে সেবা করিয়া নিশ্চয়। শুদ্ধ নাড়ীগণ যোগী সিদ্ধ প্রাণ হয়॥ নাড়ীগণ শুদ্ধ হৈলে হেন শক্তি হয়। যথেষ্ট ধারণ বায়ু করিতে পারয়॥ নাদ অভিব্যক্তি অনলের প্রদীপণ। আরোগিতা উদিত হইবে গুণগণ॥ প্রাণায়াম দেহ মধ্যগত সে পবন। আয়াম নামেতে জান তার নির্ব্বন্ধন॥ একশ্বাস নয়মাত্রা প্রাণায়াম কয়। অধমেতে ঘর্ম্ম মধ্যমেতে কম্প হয়॥ উত্তম শহিতে পদ্মাসন ঊর্দ্ধে উঠে। তিন প্রাণায়াম হৈতে তিন রূপে ঘটে॥ প্রাণায়ামে দোষ নাশে শাস্ত্রের লিখিত। প্রত্যাহার যোগে হয় পাপ বিনাশিত॥ ধারণেতে মন স্থির ধ্যানে দরশন। সমাধিতে মোক্ষ শুভাশুভ বিনাশন॥ আসনেতে দৃঢ় দেহ অতিশয় হয়। ষড়ঙ্গের ছয় ফল কহিল নিশ্চয়॥ প্রাণায়াম দ্বাদশেতে প্রত্যাহার হয়। প্রত্যাহার দ্বাদশধারণা তাকে কয়॥ দ্বাদশ ধারণা ধ্যান ঈশ্বর দর্শন। দ্বাদশ ধ্যানেতে সমাধির নিরূপণ॥ সমাধির পরে জ্যোতি অনন্ত প্রকাশ। তাহার দর্শনে যাতায়াতের নিরাশ॥ বায়ু ব্যোম প্রাপ্ত হৈলে ঘণ্টাদির ধ্বনি। উদয় হইবে সিদ্ধি অদূরেতে শুনি॥ যুক্ত প্রাণায়াম হয় ব্যাধির সংশয়। অযুক্ত অভ্যাস যোগে ব্যাধির উদয়॥ হিক্কাশ শ্বাস শির চক্ষু কর্ণ ব্যথা। পবনের ব্যতিক্রমে ঘটয়ে সর্ব্বথা॥ ত্যজে যুক্ত যুক্ত বায়ু যুক্তং পুরে। যুক্তং বন্ধ করিবেক যোগীবরে॥ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের আহরণ। প্রত্যাহার ইহার আখ্যান নিরূপণ॥ কূর্ম্ম যেন অঙ্গ সব করে অকিঞ্চন। তেন ইন্দ্রিয়ের যেবা করে আহরণ॥ নিষ্পাপ হইয়া সেই সিদ্ধ যোগ হয়। প্রত্যাহার বিধানের এইত নিশ্চয়॥ নাভি দেশে ভানু তালু দেশে শশধর। অধোমুখ বর্ত্তে চন্দ্র গ্রাসে দিবাকর॥ যেমতে মলয়ে সুধা করিবে সে কায। তবে যোগী সিদ্ধ হবে হইয়া নির্ব্যাজ॥ ঊর্দ্ধে নাভি অধে তালু ঊর্দ্ধে ভানু হয়। অধে শশী বিপরীত করণ নির্ণয়॥ কাক চঞ্চু মুখে সুধা করিবেক পান। নির্জ্জর হইবে যোগী সিদ্ধ হবে প্রাণ॥ তালুরন্ধ্রে রসনা রাখিয়া

সুধা পিবে। ছয় মাস অভ্যাসেতে নির্জ্জর হইবে ॥ ঊর্দ্ধ জিহ্বা স্থির সম পান করে যেই। পঞ্চদশ দিনে মৃত্যুঞ্জয় হবে সেই ॥ রাজদন্ত বিবরে রসনা অগ্রভাগ। ছয় মাসে করি হয় সাধি মহাভাগ ॥ অমৃতে পুরিত দেহ যোগী মহাশয়। দুই তিন বর্ষ পরে ঊর্দ্ধরেতা হয় ॥ ষোলকলা পূর্ণ দেহ নিত্য যার হয়। তক্ষকে দংশিলে তাকে বিষ না লাগয় ॥ সিদ্ধাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার যোগী। ধারণা অভ্যাসে তবে হবে অনুরাগী ॥ ভিন্ন পঞ্চভূত হৃদয়ে ধারণ। ধারণা ইহাকে বলি সুনিশ্চয় মন ॥ হরিতাল বর্ণ ভূমি নানা অলঙ্কৃতা। চতুষ্কোণ ধ্যান করে বিধির সহিতা ॥ বলে ক্ষিতি ধারণা ইহার অনুষ্ঠান। কণ্ঠে জল তত্ত্ব অর্দ্ধচন্দ্র ভাসমান ॥ কুন্দা ভাবাকার বীজ বিষ্ণুর সহিত। ধ্যান করি লয়ে জল ধারণা সঙ্গীত ॥ তালুতলে ইন্দ্র গোপ মণি জ্যোতির্ম্ময়। ত্রিকোণ রেফেতে যুক্ত রুদ্রের আলয় ॥ মহাতেজ ধ্যানে এই দহন ধারণ। বায়ু তত্ত্ব ভ্রূ মধ্যে আছে নিরূপণ ॥ অঞ্জন সন্নিভ তেঁহ মণ্ডল আকার। যবীজ ঈশের ধ্যান বায়ু ধারণার ॥ ব্রহ্মরন্ধ্র স্থিত ব্যোম মরীচ প্রকাশ। নাথ সদাশিব যাতে বসয়ে নির্য্যাস ॥ শপর হকারাক্ষর বীজ যাতে হয়। চিত্তের সহিত প্রাণ তাহাতে ধারয় ॥ মোক্ষদ্বার কপাট পাটন পটু ইনি। গগণ ধারণা নাম ইহাকে বাখানি ॥ স্তম্ভ নিপ্লবনী আর দহনি ভ্রামণি। ভূতের ধারণ পঞ্চ পঞ্চম সমনী ॥ বৈধাতুর অর্থ চিন্তা শাস্ত্র বিনির্ণয়। নিশ্চল তত্ত্বের চিন্তা ধ্যান নাম হয় ॥ সগুণনির্গুণ দুই ধ্যানের প্রভেদ। বর্ণভেদেসগুণ নির্গুণ নাস্তিভেদ ॥ সমন্ত্র সগুণ ধ্যান অমন্ত্র নির্গুণ। ধ্যানের সম্ভেদ এই কহিলেন পুনঃ ॥ সুখাসনে বসি বাহ্য দৃষ্টি অন্তর্দ্ধান। শরীর সমতা ধ্যান মুদ্রার কথন ॥ অশ্বমেধে রাজসূয়ে যেই পুণ্যালয়। স্থিরাসনে ধ্যান যোগে সেই পুণ্য হয় ॥ শব্দ আদি পঞ্চমাত্রা শ্রুতিতে যাবৎ। ধ্যানেতে অবধি এই জানিবে তাবৎ ॥ তার পরে সমাধি জানিবে বিনির্ণয়। সমাধিযোগেতে যোগী হয় ব্রহ্মময় ॥ পঞ্চ নাড়ী ধারণা ষষ্টিক নাড়ী ধ্যান। দ্বাদশ ধ্যানেতে সমাধির পরিমাণ ॥ জল লবণের যোগে সাম্য যেন হয়। আত্মা মনে ঐক্য সেই সমাধি নির্ণয় ॥ প্রাণের সংক্ষয় যবে মানসের লয়। সেই সম রস তবে সমাধি সে হয় ॥ জীবাত্মা পরমাত্মা দোঁহার সমতা। নির্ব্বিকল্প সমাধির কহিলেন যথা ॥ আত্মপর শীত উষ্ণ কিছু না জানায়। সমাধি সময়ে সুখ দুঃখ অনুদয় ॥ কল্পান্ত কালেতে নহে কর্ম্মেতে লেপন। যুক্ত সমাধিতে অস্ত্রে না হয় ভেদন ॥ যুক্ত আহার বিহার যোগী করে। কর্ম্মে তেঁহ যুক্ত চেষ্টা যে যোগী

আদরে ॥ বুক্তং নিদ্রা অবরোধ যেই জনে। তত্ত্ব সন্দর্শনে তার হয় বিজ্ঞামে ॥ বিজ্ঞান আনন্দ তত্ত্ব দৃষ্টান্ত রহিত। বাক্যমন অগোচর কারণ রহিত ॥ ব্রহ্মবস্তু হেন ব্রহ্মবাদী নিরূপণ। ষড়ঙ্গ যোগেতে যোগী ব্রহ্মেতে মিলন ॥ ঘৃতে ঘৃত ফেলিলে সে ঘৃত মাত্র হয়। ক্ষীরে ক্ষীর মিলে যেন হয় ক্ষীরময় ॥ যোগী ব্রহ্মে লীন হৈয়া ব্রহ্মময় হয়। লয় বিধি নিরূপণ করিল নির্ণয় ॥ ঘর্ম্ম জলে করিবেক অঙ্গের মার্জ্জন। কটু অম্ল লবণ না করিবে ভক্ষণ ॥ ক্ষীর ভোজি ব্রহ্মচারী জিতক্রোধ হবে। লোভ আদি সকল শত্রুরে তেয়াগিবে ॥ সম্বৎসর হেনমত করিয়া অভ্যাস। হইবে পরম যোগী সতত প্রকাশ ॥ মহামুদ্রা নভমুদ্রা মুদ্রা উড্ডিয়ান। জলন্ধর মুদ্রা মূলবন্ধ মুদ্রা জান যোগীর হবে সেই যোগসিদ্ধি ভজে। নাড়ীজাল শোধন ঘটন চন্দ্র সূর্য্যে ॥ সর্ব্বদা রসের শোষে মহামুদ্রা নাম। মহামুদ্রা সাধি লভে পরংব্রহ্ম ধাম ॥ গুহ্যে বাম পাদ দিয়া হন বক্ষঃস্থলে। প্রশস্ত দোঁহাতে দক্ষ পদে দৃঢ় ধরে ॥ কাক্ষ পুরীবেক প্রাণে রেচিবেক ক্রমে। এই মহামুদ্রা মহাপাপ বিধ্বংসনে বামে অভ্যাসিয়া পুনঃ সূর্য্যে অভ্যাসিবে। তুল্য সংখ্যা হইবে সে মুদ্রা বিসর্জ্জিবে ॥ নাহি রহে পথ্যাপথ্য সরস নিরস। বিষপান করিলেহ অমৃতের রস ॥ ক্ষয় কুষ্ঠ গুহ্যাবর্ত্ত গুল্ম রোগ আদি। মহামুদ্রা অভ্যাসে করয়ে নাশ বিধি ॥ কপাল কুহরে জিহ্বা প্রবেশ করিবে। ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিবে ॥ খেচরী নামক মুদ্রা অভ্যাস করিলে। রোগ নষ্ট হয় ভয় নাহি কোন কালে ॥ খেতে মানস জিহ্বা খেচর থাকয়। অতএব খেচরী মুদ্রার নাম হয় ॥ শরীর যাবত বিন্দু স্থিরতর হয়। তাবত না থাকে যমরাজ হৈতে ভয় ॥ নভমুদ্রার যাবত বন্ধন দেহে থাকে। বিন্দুর নির্গম হৈতে নাহি পারে তাকে ॥ দিবা রাত্র হংস পক্ষী উড্ডিন করয়। অতএব উড্ডিয়মান তার নাম হয় ॥ বন্ধ উক্ত আছে এই শাস্ত্রে নিরূপণ। বামজানু জঠরেতে করিবে ধারণ ॥ উড্ডীয়ান বন্ধ এই মুদ্রা অভ্যাসিবে। মৃত্যুভয় সেই যোগী কভু না লভিবে ॥ কণ্ঠে নাড়ীজাল অধোগতি নভজল। মহাদুঃখ নাশন বন্ধন জালন্ধর ॥ জালন্ধর বন্ধে কণ্ঠ সঙ্কুচিত হয়। বায়ু স্থির অগ্নিতে পীযূষ না পড়য় ॥ গুহ্য ভাগে পাদপার্ষ্ণি গুহ্য আকুঞ্চিত। ঊর্দ্ধ স্ব আপনি মূল বন্ধন বিহিত ॥ আকুঞ্চিত কণ্ঠ হৃদয়েতে হন রাখে। ইহা জালন্ধর বন্ধ জানয় কারকে ॥ অধোগতি আপন বলেতে ঊর্দ্ধ করে। বার বার ঊর্দ্ধশ্বাস গমন সমীরে ॥ প্রাণাপান নাদ বিন্দুমূল বন্ধ আর। একতা হইয়া সিদ্ধি লাভ হয় তার ॥ আপন প্রাণের ঐক্য মলমূত্র ক্ষয়। মূল বন্ধ অভ্যাসনে বৃদ্ধ যুবা হয়

প্রাণপাণ সবে জীব উর্দ্ধে অধে ধায় ॥ সব্যাসব্যে সদা চলে স্থিতি নাহি পায়॥ গুণবদ্ধ পক্ষী যেন শক্ত নাহি হয়। গুণবদ্ধ জীব প্রাণাপ্রাণে আকর্ষয় ॥ অপানে কর্ষয় প্রাণ প্রাণ আপনাবে। উর্দ্ধ অধোস্থিত দুই যোগী যুক্ত করে॥ হকারে বাহিরে যায় সকারে প্রবেশি। হংস হংস মন্ত্র জীব জপে দিবানিশি॥ একবংশ সহস্র আর যেবা হয় শত। অজপা গায়ত্রী জীব জপয়ে সতত॥ অজপা শঙ্কলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়। যোগের বিহিত বিধি কহিল নির্ণয়॥ নানা অন্তরায় এতে উপস্থিত হয়। যোগ হানি করে যোগী জনের নিশ্চয়। দূর কথা শুনে দূর বস্তু দৃষ্টি হয়। যোজন শতেক গতি ক্ষণেকে করয়॥ অচিন্তিত শাস্ত্র কণ্ঠে পাঠ হয় তার। বড়ই ধারণ শক্তি লঘু বড় আর॥ ক্ষণে কৃশ ক্ষণে স্থূল ক্ষণে অল্প হয়। ক্ষণে বড় পরকায় প্রবেশ করয়॥ পশু পক্ষী ভষা বোধ অনায়াসে হয়। দিব্য গন্ধ দিব্য বাণী সহজে উদয়॥ দিব্য কন্যা প্রার্থনা করয়ে অতিশয়। দিব্য দেহ ধরে দিব্য পদ লাভ হয়॥ যোগ সিদ্ধি সূচক এসব অন্তরায়। হইবে উদয় তার ক্ষতির উপায়॥ এ সকলে যদি স্নেহ চিতে নাহি ক্ষিপে। তবে প্রাপ্ত হয় পরে ব্রহ্মার স্বরূপে॥ যাকে প্রাপ্ত হৈলে পুনর্ব্বার রাগ নাই। ষড়ঙ্গ যোগেতে তাকে লভে যোগী ভাই॥ এক জন্ম হেন যোগ কিসে সিদ্ধি হয়। যোগ-সিদ্ধি না হইলে কভু মুক্তি নয়॥ নির্ব্বাণের দুই পথ আছয়ে নিশ্চিত। কাশী মৃত্যু কিবা যোগ সিদ্ধি সমুদিত॥ কলিতে কলুষ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় চঞ্চল অল্প আয়ু যোগ সিদ্ধি নহে যোগ ফল॥ অতএব কাশীপুরে বিশ্বেশ্বর স্থিতি, কৃপা করি লোকে দান করিলে মুকতি॥ কাশীপুরে সুখে যেন নির্ব্বাণতা হয়। যোগ আরাধনে মুক্তি তেমতি লভয়॥ কাশীতে শরীর যোগ মহাযোগ কয়। কাশীযোগে অবশ্যই শুভ মুক্তি হয়॥ বিশ্বেশ্বর বিশালক্ষী ঢুণ্ডি দণ্ডপাণি। কালরাজ গঙ্গা এই ষড়ঙ্গ বাখানি॥ কাশীতে ষড়ঙ্গ যোগ নিত্য অভ্যাসয়। দীর্ঘ নিদ্রা প্রাপ্ত হৈয়া অমৃত ভুঞ্জয়॥ প্রণব কেদার কৃত্তিবাস বীরেশ্বর। ত্রিপিষ্টক বিশ্বেশ্বর ষড়ঙ্গ অপর। বরুণা সঙ্গম আর অসীর সঙ্গম। জ্ঞানবাপি মণিকর্ণি অতি অনুপম॥ ব্রহ্মহ্রদ ধর্ম্ম কূপ ষড়ঙ্গ অপর। অভ্যাসিয়া কাশীতে নির্ব্বাণ লভে নর॥ গঙ্গাস্নান মহামুদ্রা পাতক নাশিনী। সেবিবা কাশীতে নর মুক্তি প্রদায়িনী॥ কাশীতে সঞ্চার মুদ্রা হয়ত খেচরী। খেচর হইবে জন্ত তার সেবা করি॥ দূরদেশ হইতে উড়ি কাশী আগমন। উড্ডীয়ান মহাবন্ধ এই নিরূপণ॥ বিশ্বেশ্বর মান্য বারী শিরেতে ধারণ। জালন্ধর বন্ধ এই মুক্তির কারণ। শত বিঘ্ন

পাতে কাশীপুরী না ছাড়য়। এই মূল বন্ধ মহাদুঃখ বিনাশয় ॥ নানা মতে যোগ বিধি উক্ত এই হয়। ষড়ঙ্গ সমুদ্র যোগ কহিল নির্ণয় ॥ উভয় যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাশীযোগ। কাশীযোগ অভ্যাসিয়া নাশে ভবরোগ ॥ যাবত ইন্দ্রিয় নাহি হইবে তৎপর। ব্যাধিতে বাধিত না হইবে কলেবর ॥ যাবত থাকয়কালবিলম্ব তাবত। যোগ যুত হইবেকছাড়ি নানামত ॥ আধি ব্যাধি সঙ্গি জরা মৃত্যুর লক্ষণ। নিকটে জানিয়া কাল কাশী আশ্রয়ণ ॥ কাশীনাথ আশ্রয়িলে নাহি কালভয়। ক্রুদ্ধ হৈলে কালে প্রাণ হরণকরয় ॥ কাশীপুরে মরণ মঙ্গল অতিশয়। অতএব কাশীপুরে নাহি কাল ভয় ॥ গৃহি যেন কালে অতিথিকে প্রতিক্ষয়। ভাগ্যবন্ত কাশীপুরে কাল নিরীক্ষয় ॥ কলিকাল কৃত কর্ম্ম ত্রিকণ্টক কহে। আনন্দ কাননে ত্রিকণ্টক ভয়নহে ॥ অকস্মাৎকাল আসি করিলেক গ্রাস। কাল ভয় ভীত আশ্রয়িবে কাশীবাস ॥ অম্বিকানিবাসী সীতানাথ বসুদাস। কাশীখণ্ড ভাষারচি করিল প্রকাশ ॥ ব্রহ্মানন্দ সমাগমে ব্রহ্মানন্দ পায়। সমাপ্ত হইল একচল্লিশ অধ্যায় ॥

অথ মৃত্যু লক্ষণ।

পয়ার। অগস্ত্য বলেন শুন পার্ব্বতী নন্দন। কিরূপে নিকটে কাল হয় নিরূপণ ॥ মরণের চিহ্ন কিছু কহ মোর স্থানে। এত শুনি কুমার কহেন হর্ষ মনে ॥ শুন কহি কাল চিহ্ন মরণ লক্ষণ। যাহাকে জানিলে মৃত্যু হয় নিরূপণ ॥ দক্ষিণ নাসাতে বায়ু বহে অখণ্ডিত। এক দিবা রাত্র তিনবৎসর জীবিত ॥ দুই তিন দিন যদি বহে সেই মত। অষ্টাদশ মাসে মৃত্যু তাহার নিয়ত ॥ নাসা পুট যোগে বায়ু বহে দশদিন। ছয়মাসে সেই হয় মৃত্যুর অধীন ॥ নাসাযোগে ছাড়ি বায়ু মুখে বহে যার। দ্বিতীয় দিবসে মৃত্যু জানিহ তাহার ॥ সপ্তম রাশিতে গত হয় দিবাকর। জন্ম নক্ষত্রেতে আর থাকে শশধর ॥ দক্ষিণ নাসাতে বায়ু বহে সে সময়। অকস্মাৎ সেই কালে মৃত্যু তার হয় ॥ পুরুষ পিঙ্গলকৃষ্ণ সে কালেদেখয়। দ্বিতীয় বৎসরে মৃত্যু তাহার নিশ্চয় ॥ বীর্য্য মল মূত্র কিবা ক্ষুত মূত্র মল। এক কালে হয় ভারবর্ষ আয়ু বল ॥ ইন্দ্রনীল নিভনাগ বৃন্দ আকাশেতে। দেখিয়াজানিবে মৃত্যু ছয়মাস গতে ॥ দোষ হীন দিনে মুখে লইবেক বারি। দিবাকর পৃষ্ঠে রাখি ফেলিবে ফুৎকারী ॥ তাকে যদি ইন্দ্রচাপ হয় দরশন। অবশ্যই ছয়মাসে তাহার মরণ ॥ অরুন্ধতি ধ্রুব বিষ্ণুপদত্রয় আর। না দেখে যে

হৃদে মাতৃ মণ্ডল সঞ্চার ॥ অতি নিকটেতে মৃত্যু তাহার নিশ্চয়। হইবেক সাবধান দেখি সে সময় ॥ অরুন্ধতি জিহ্বা ধ্রুব নাসা অগ্র স্থল। বিষ্ণুপদ ভ্রূমধ্যে নেত্র মাতৃমণ্ডল ॥ এককপে আর রূপ এক রসে আর। হইলে উদরে মৃত্যু নিকটে তাহার ॥ কণ্ঠ ওষ্ঠ রসনা দশন তালু শোষে। সতত জানিহ তার মৃত্যু ছয়মাসে ॥ নখ শুক্র নিতান্ত মলিন যার হয়। ছয় মাসে মৃত্যু তার অবশ্য করয় ॥ ব্যবায় সময় মধ্যে অস্তে থুত হয়। মরণ পঞ্চম মাসে জানিবে নিশ্চয় ॥ কৃকলাস শিরে যার করে আরোহণ। ছয়মাসে মৃত্যু তার আছে নিরূপণ ॥ সুস্নাত হৃদয় কর চরণ শোষণ। হইলে জানিবে তিন মাসেতে মরণ ॥ ধূলেতে কর্দ্দমে কিম্বা খণ্ড পদ রেখা। পঞ্চম মাসেতে মৃত্যু সঙ্গে হবে দেখা ॥ স্থির দেহ আছে ছায়া করয়ে কম্পন। চতুর্থমাসেতেতারঅবশ্যমরণ ॥ দর্পণেতে প্রতিবিম্ব মস্তকবিহীন। দেখিলে হইবে মাসে মৃত্যুর অধীন ॥ মতিভ্রংশ হয় তারবাক্যের স্খলন। আকাশে ইন্দ্রের ধনু হয় দরশন ॥ রাত্রেতুই চন্দ্র দিবাতুইদিবাকর। দিবাতে তারকা চক্র দেখে যেই নর ॥ রাত্রেতে আকাশ দেখে নক্ষত্র রহিত। চারিদিগে চক্র ধনু দেখে আচম্বিত ॥ বৃক্ষের উপরে কিবা পর্ব্বত শিখরে। গন্ধর্ব্ব নগালয় দেখে যেই নরে ॥ দিবাতে পিশাচ নৃত্য দেখে যেই জন। অবশ্য নিকটে তার ঘটয়ে মরণ ॥ এসকল চিহ্ন যদি এক চিহ্ন দেখে। প্রতিক্ষা করিবে একমাস মৃত্যু পক্ষে ॥ করে কর্ণ বন্ধ করি না শুনে যে ধ্বনি। কৃশ স্থূল হয় স্থূল কৃশ হয় পুনি ॥ অবশ্যই মাসমধ্যে তাহার মরণ। কাটাইবে সেই কাল করিয়া যতন ॥ আপন দেহের ছায়া দক্ষিণে দেখয়। পঞ্চম দিবসে তার মরণ ঘটয় ॥ ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস গৃধ্র খর। কুক্কুর শূকর আর শৃগাল বানর ॥সরভ সলভ সেন আর অশ্বতর। স্বপ্নেতে ইহার পৃষ্ঠে বহে যেই নর ॥ অথবা শরীর মাংস করয়ে ভক্ষণ। বৎসরান্তে অবশ্যই ঘটয়ে মরণ ॥ রক্তগন্ধে পুষ্প বস্ত্রে স্বতনু ভূষিত। দেখি স্বপ্নে অষ্ট মাসে মরণ নিশ্চিত ॥ গজদন্ত বল্মীক অথবা ধূলারাশি। স্বপ্নে আহরণে মৃত্যু ঘটে ষষ্ঠ মাসি ॥ মণ্ডিত মস্তক তৈল করি অভ্যঞ্জন। আরোহণ গন্ধর্ব্বে যে করয়ে গমন ॥ দেখয়ে স্বপনে আপনাকে যেই জন। ছয়মাস মধ্যে তার অবশ্য মরণ ॥ আপন মস্তকে কিম্বা শরীরে দেখয় ॥ স্বপ্নে তৃণ কাষ্ঠ ছয়মাসে মৃত্যু হয় ॥ কৃষ্ণবর্ণ দেহ কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান। লৌহদণ্ড হাতে মূর্ত্তি দেখে বিদ্যমান ॥ তিন মাসপার তার হইতে না পারে। অবশ্যই তিনমাস মধ্যে সেই মরে ॥ স্বপ্নে কাল কুমারী বান্ধয়ে বাহু পাশে। অব

শুাই মৃত্যু তার ঘটে সেই মাসে ॥ বানরে চড়িয়া স্বপ্নে পূর্ব্বদিগে যায়। পঞ্চম দিবসে যম দরশন পায় ॥ কৃপণের দান শক্তি অতিশয় হয়। দাতার কার্পণ্য গুণ হইলে উদয় ॥ প্রকৃতি বিকৃতি হৈলে নিকটে মরণ। আছয়ে অনেক আর মরণ লক্ষণ ॥ জানিয়া লক্ষণ যোগে নিযুক্ত হইবে। অথবা শিবের কাশী আশ্রয় করিবে ॥ কাল বঞ্চনের হেতু আর মৃত্যুঞ্জয়। জানিয়া বিশেষ কাশী করিবে আশ্রয় ॥ ক্রোধ করি যমতারে কি করিতে পারে। মৃত্যুঞ্জয় আপনি তাহাকে রক্ষা করে ॥ শিশুতা বিগত যেন রহিল কুমার। যৌবন বিগত দেখ বার্দ্ধক্য সঞ্চার ॥ এক দেহে চারি ভাব দেখি মহাশয়। সকল ত্যাগিয়া কাশী করিবে আশ্রয় ॥ অন্য অন্য মরণের চিহ্ন থাক দূরে। মৃত্যু পূর্ব্ব চিহ্ন জরা না দেখে বর্ব্বরে ॥ জরা পরাভবে পরাভব সব হৈতে। ধনহীন জন যেন তারুণ্য রহিতে ॥ পুত্রে বাক্য নাহি শুনে পত্নী প্রেম ছাড়ে। না মানে বান্ধব লোকে অবজ্ঞানকরে ॥ জরাতুর দেখিয়া পলায় পর নারী। পরাঙ্মুখী হয় নিত্য আপন সুন্দরী ॥ জরা সে বিষম ব্যাধি দুঃখের নিদান। মরণ হইতে জরা করে অপমান। যোগ তপস্যাতে কাল জিনিতে না পারে। কাশীবাসে অবহেলে কাল জয় করে ॥ যজ্ঞ দান ব্রত আদি পুণ্যের সঞ্চার। না থাকিলে কাশীবাস ঘটয়ে কাহার ॥ যোগ তপ ব্রত দান সব কাশীবাস। কলিকাল পাপ জরা সব হয় নাশ ॥ আশ্রয় করিয়া কাশী পূজে বিশ্বেশ্বর। পাইয়া তারক জ্ঞান মুক্ত হয় নর ॥ ঘটয়ে যে সুখ কাশী হইলে মরণ। সেই সুখ কখন না ঘটে ধনীজন ॥ শ্রেষ্ঠ কাশীবাস স্বর্গবাস তুচ্ছ হয়। দুঃখান্ত লভয়ে পূর্ব্বে পরে সুখ ক্ষয় ॥ মন্দর কন্দরে থাকি দেব বিশ্বেশ্বর। কাশী বিনে হৃষ্ট না হইল দিগম্বর ॥ আহা দিবদাস নরপতি পুণ্যবান। কাশীবাস সুখভোগে আছে অনুষ্ঠান ॥ ব্রহ্মানন্দ মতি ব্রহ্মানন্দের আশায়। সমাপ্ত হইল তাতে দ্বিচল্লিশ অধ্যায় ॥

দিবদাসের রাজ্য শাসন।

পয়ার। অগস্ত্য কহেন শুন দেব ষড়ানন। দিবদাস রাজ্য শাসনের বিবরণ ॥ মহাদেব মন্দরেতে গেলেন কি রূপেতে। বিবরিয়া কহ দেব শুনিব নিশ্চিতে ॥ কার্ত্তিক কহেন শুন মুনি তপোধন। যে রূপেতে মহাদেব মন্দরে গমন ॥ সঙ্গে করি ভূতনাথ আপনার গণ। কাশীহৈতে অতি শীঘ্র মন্দরে গমন ॥ অতি রম্য স্থান মন্দরের গুহা হয়। গৌরী সঙ্গে

সদানন্দ তথা বিরাজয় ॥ পৃথিবীতে বিষ্ণু অংশে যেখানে যে ছিল। আর আর দেব সব একত্র মিলিল ॥ ক্রমে ক্রমে সর্ব্বদেব মন্দরে আইল। পরম হরিষে সব একত্র হইল ॥ সকল দেবতাগণ পৃথিবী ছাড়িল। অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণ রহিল ॥ তার পরে পৃথিবীর রাজা দিবদাস। কাশীপুরে রাজধানী করিল প্রকাশ ॥ প্রজার পালন করে অতি চমৎকার। দুষ্টগণ প্রতি রাজা অতি ভয়ঙ্কর ॥ পৃথিবী সুফলা হৈল তাহা কিবা কব। ধন ধান্য মহা সুখে থাকে প্রজা সব ॥ সকলের গৃহে গৃহে ধর্ম্ম আচরণ। শিব পূজা রত সদা আছে সর্ব্বজন ॥ দেবলোকে চন্দ্রকলা ক্রমে হয় ক্ষয়। দিবদাস রাজ্যে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় ॥ সূর্য্যদেব তেজ হীন সদা শাম্য রয়। মলয়া পর্ব্বতে বায়ু নিত্য নিত্য বয়।

ত্রিপদী। স্বর্গে রাজা সুরপতি, নানা সুখ ভোগ অতি, দিবদাস তুল্য নাহি হয়। আর আর সুখ যত, তাহা বা কহিব কত, বর্ণনেতে কে করে নিশ্চয় ॥ দিবদাস এ প্রকার, বৎসর আশি হাজার, রাজত্ব করেন মহাসুখে। পরে সব দেবগণ, চিন্তাকুল সদা মন, দিবদাস করিতে বৈমুখে ॥ দেব গুরু বৃহস্পতি, সদাই সুস্থির মতি, দেবগণ তারে জিজ্ঞাসয়। দিবদাস কাশী রাজা, হইল যে মহাতেজা, কি রূপেতে রাজ্য ভ্রষ্ট হয় ॥ কাশী ছাড়ি দেবগণ, সর্ব্বদা দুঃখিত মন, কহ গুরো ইহার উপায়। গুরু কহে শুন যুক্তি, অন্তর বাহির শক্তি, অগ্নি দেব আসিলে হেথায় ॥ অগ্নি কাশী ছাড়ে যদি, রাজা প্রজা নিরবধি, সদা হবে কাতর অন্তর। অন্তর বাহির হৈতে, অগ্নি হৈলে বহির্ভূতে, তবে রাজা হইবে কাতর ॥ বৃহস্পতি বাক্য শুনি, সকল দেবতা গুণি, বিচার করেন তদন্তর। অগ্নি সর্ব্বব্যাপি হয়, বাহ্য অভ্যন্তরে রয়, যে রূপে না রহে পৃথ্বী পর ॥ পরে সব দেবগণ, অগ্নিকে ডাকিয়া কন, স্বর্গে আইস পৃথিবী ত্যজিয়া। দিবদাস রাজ্য হৈতে, অগ্নি গেল বহির্গতে, গেল অগ্নি স্বর্গেতে চলিয়া ॥

পয়ার। দিবদাস রাজ্য ত্যজি অগ্নি যে চলিল। অগ্নি বিনে রন্ধনাদি কিছু না হইল ॥ স্নান পূজা করি রাজা পাক স্থানে যায়। রাজা দেখি পাককর্ত্তা সম্মুখে দাণ্ডায় ॥ থর থর কম্পবান বচন না কয়। ইহা দেখি দিবদাস জিজ্ঞাসা করয় ॥ তার পরে পাককর্ত্তা করে নিবেদন। অগ্নি বিনা তব রাজ্যে না হয় রন্ধন ॥ তব ভয়ে সব দ্রব্য সূর্য্য পক্ব করি। রাখিয়াছি

আজ্ঞা হৈলে আনি দিতে পারি ॥ শুনিয়া এতেক বাক্য রিপুঞ্জয় রাজা। ধ্যান করি যোগাসনে দেখে মহাতেজা ॥ দেবতার চক্র এই রাজ্য নষ্ট করি। তেকারণে সর্ব্ব অগ্নি লৈয়াগেছে হরি ॥ ক্ষণেক পরেতে দেখে রাজ্য প্রজা যত। কাতর হইয়া সবে হৈল উপস্থিত ॥ রাজার অগ্রেতে সবে করে নিবেদন। অগ্নি বিনে প্রাণ যায় করহ রক্ষণ ॥ অকারণ দেখি রাজা প্রজা আশ্বাসিল। চিন্তা না করহ সবে প্রজাকে বলিল ॥ অগ্নি গেল বায়ু বরুণ কিছু নাহি চাই। নিজ তেজে করি অগ্নি রাখিব সদাই ॥ বায়ু বরুণ চন্দ্রদেব না রাখিব রাজ্যে। অপমান করে সব ত্যাগিব অব্যাজে ॥ যোগবলে ইহা আমি উদ্ভব করিব। নিজ রাজ্যে সূর্য্যদেবে অবশ্য রাখিব ॥ সূর্য্য কুলোদ্ভব আমি সেই সে কারণ। সূর্য্যদেব আদি পুরুষ আমার যে হন ॥ তদপরে দিবদাস যোগেতে বসিল। চন্দ্র অগ্নি বায়ু বরুণ স্বতন্ত্র করিল ॥ দিবদাস রাজা সব প্রজা আশ্বাসিয়া। যোগবলে রাজ্য রক্ষা সতত করিয়া ॥ অগ্নি চন্দ্র বায়ু বরুণ স্বর্গে শীঘ্র গেল। অপমান তত্ত্ব সব নিবেদন কৈল ॥ না করে অপেক্ষা কিছু দিবদাস রাজা। আপন শক্তিতে সব রক্ষা করে প্রজা ॥ তেতাল্লিশ অধ্যায় হইল সমাপন। অগস্ত্য নিকটে কহিলেন ষড়ানন ॥

পয়ার। মন্দরের গুহা হয় অতি রম্যস্থল। মরকত মণি আদি করে ঝলমল ॥ রজত গিরির আভা দেব মৃত্যুঞ্জয়। বামে গৌরী সদানন্দে তথা বিরাজয় ॥ চতুর্দ্দিগে দেবগণ অতি সুশোভন। মন্দর বেষ্টিত যেন পটেতে লেখন ॥ কাশী ত্যাগে ষড়ানন তাপিত হৃদয়। সদানন্দে মনে দুঃখ কেহ না জানয় ॥ অতি ক্ষীণ বল হৈল কাশীর লাগিয়া। আপনার মনোমধ্যে তাপিত হইয়া ॥ কপালেতে চন্দ্র আছে অতি সুশীতল। অঙ্গ সন্তাপেতে চন্দ্র হৈল ক্ষীণ বল ॥ স্নিগ্ধ গঙ্গা বিরাজিত গঙ্গাধর শিরে। উত্তাপের ত্রাসে গঙ্গা থাকে জটোপরে ॥ সমুদ্র মন্থনে বিষ উদিত হইল। কণ্ঠে ধরি সদানন্দে নীলকণ্ঠ হৈল ॥ লজ্জিত হইয়া বিষ শোষে কলেবরে। সত্বগুণ বলি পদ্মনাল হস্তে ধরে ॥ পদ্মনাল বলয়া হইল ফণি বরে। হস্ত পাদে সর্ব্বাঙ্গেতে আভরণ করে ॥ শিব ভাব নাহি বুঝে সব দেবগণ। পার্ব্বতী কহেন প্রভো কহত কারণ ॥ কি কারণে কাশীনাথ দুঃখিত অন্তরে। কৃপা করি আদিনাথ কহত আমারে ॥ হেন বাক্য শুনি শিব গৌরীকে কহিল। কাশীপুরী অষ্টমূর্ত্তি উদয় হইল ॥ ভোলানাথ বাক্য ভাবে বুঝিয়া

ভবানী। কাশী বিচ্ছেদের জ্বালা না সহে পরাণী॥ হাহা কাশী কোথা তুমি দেখা দেহ আসি। তব স্থান ত্যাগি দুঃখ পাই অহর্নিশি॥ মণিকর্ণি কোথা তুমি যথা মন্দাকিনী। কত দিনে দৃষ্টিচর হইবে আপনি॥ হাহা কাশীবাসি সব কোথা যে তোমরা। কি মতে আছয়ে সবে কাশী হৈয়া হারা॥ এ রূপ অনেক খেদ করিয়া তারিণী। ভব নিন্দে ভবানী কহেন কিছু বাণী॥ কাশীর বিচ্ছেদ জ্বালা সহিতে না পারি। ইহার উপায় প্রভো কর ত্রিপুরারী॥ আনন্দ কানন শীঘ্র দেখহ শঙ্কর। নতুবা পিতার গৃহে পাঠাহ সত্বর॥ বরাণসী ত্যাগি আসি প্রাণ নাহি রয়। হেন খেদ শুনি ভব উমাকে বলয়॥ ত্বরিতে যাইব কাশীপুরেতে নিশ্চয়। এত কহি ভূতনাথ ভাবিত হৃদয়॥ কিসে অবিমুক্ত পুরী করিব গমন। চৌষট্টি যোগিনী ডাকিল ত্রিলোচন॥ ধর্ম্মশীল দিবদাস রাজ্যভোগ করে। তার রাজ্য পাপ জন্ম করহ সত্বরে॥ এই আজ্ঞা পাইয়া চৌষট্টি যে যোগিনী চৌয়াল্লিশ অধ্যা সাঙ্গ হইল কাহিনী॥

চতুঃষষ্টি যোগিনীর কাশী গমন।

পয়ার। কলস উদ্ভব কহে কার্ত্তিকেয় প্রতি। যোগিনীরে কি কহিল কহ মহামতি॥ ষড়ানন কহিছে অগস্ত্য মুনিবরে। যোগিনী পাইয়া আজ্ঞা চলিল সত্বরে॥ সকল যোগিনী মনে করেন ভাবনা। বহুদিন অন্তে হবে কাশী সন্দর্শনা॥ শ্লাঘ্যতা মানিয়া কাশী করিল গমন। দূরে হৈতে হৈল কাশীপুরী দরশন॥ পরস্পর কহে প্রভু কর্ম্মের সাধন। তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ হয় কাশীর দর্শন॥ কহিতে কহিতে গেল কাশী নিকটেতে। প্রবেশ করিল কাশী কপট বেশেতে॥ কেহ হয় নৃত্যকী কাহার ভাব দাসী। কেহ কামরূপী কেহ বাজাইছে বাঁশী॥ বেদিনীর ভাব কেহ কেহ গান করে। কেহ ভস্ম মাখিয়া যোগিনী বেশ ধরে॥ এ রূপ অনেক বেশ সকলে ধরিল প্রথমেতে পঞ্চক্রোশী ভ্রমণ করিল॥ তদন্তরে গৃহে গৃহে ভ্রমণ করয়। দিবদাসে কোন পাপ নাহিক দেখয়॥ হেন মতে এক বর্ষ অতীত হইল। যোগিনী হইতে কার্য্য সিদ্ধ না পাইল॥ সকল যোগিনীগণ চিন্তাকুল মনে শিবের নিকটে সবে যাইব কেমনে॥ সকলে মিলিয়া এক যুক্তি যে করিল কাশীপুরে বাস ইহা নিশ্চয় হইল॥ কৃতকার্য্য অপারক যেই জন হয়। মরণ উচিত হয় কহিল নিশ্চয়॥ এই হেতু কাশীবাস শ্রেয় কল্প হয়।

দেবতার ক্রোধ বর তুল্য শাস্ত্রে কয়॥ শেষেতে যোগিনী সব কাশীতে রহিল। আনন্দ কানন মধ্যে শিব তুল্য হৈল॥ দেবী পক্ষে শুক্ল প্রতিপদ তিথি আর। নবমী পর্য্যন্ত পূজা করিবেক সার॥ আর প্রতি চতুর্দ্দশী উভয় পক্ষেতে। যোগিনীর পূজা যেবা করে বিধিমতে। উপসর্গ দেবতা হইতে হবে মুক্ত। ইহাতে অন্যথা নাহি ব্যাসদেব উক্ত॥ অধিকন্তু সর্ব্ব বিঘ্ন নাশ তার হয়। নানাভোগ ঐশ্বর্য্য যে অনায়াসে পায়॥ পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ের কহিল আখ্যান। বহুদিন যোগিনী উদ্দেশ নাহি পান॥

ইতি শ্রীকাশীখণ্ডে শিবগীতা ও মনুষ্যের
মরণচিহ্ন ও মহাদেবের বিরহজ্বালা
নামো পঞ্চম সর্গঃ।

অথ সূর্য্যের কাশী গমন।

পয়ার। তদপরে শূলপাণি ভাবিত হৃদয়। কি করিব কি হইবে না দেখি উপায়॥ সূর্য্যদেবে ডাকাইয়া শঙ্কর কহিল। যাহ তুমি কাশীপুরী নিশ্চয় বলিল॥ দিবদাস রাজা সুধার্ম্মিক মহামতি। তার ছিদ্র চেষ্টা কর তথা কর গতি॥ অধর্ম্ম না হৈলে নরপতি দিবদাস। কাশী ত্যাগ কদাচিত নাহিক নৈরাশ॥ যাতে পাপ আচরণ করে নরপতি। তাহার অশেষ চেষ্টা কর শীঘ্রগতি॥ দিবদাস নিজ ইচ্ছায় কাশী না ছাড়িবে। অধর্ম্ম হইলে কাশী অবশ্য ত্যজিবে॥ পাপযুক্ত হৈলে কাশী না ছাড়ে যখন। তাহার উচিত দণ্ড করিব তখন॥ ধর্ম্মে মতি থাকিতে নাহিক পরাজয়। ইহাতে অন্যথা নাহি কহিনু নিশ্চয়॥ এই বাক্য অর্ক দেব শুনিয়া তখন। শিরোধার্য্য মানি তথা করিল গমন॥ কাশীপুরী সূর্য্যদেব দেখিয়া নয়নে। কৃতার্থ হইল বলি ভাবে মনে মনে॥ নিজ রূপ ত্যাগ করি হইল ব্রাহ্মণ। প্রবেশ করিলা নিত্য আনন্দকানন॥ ভ্রমণ করেন সদা নানা বেশ ধরি। কোন দোষ নাহি পাঁন দিবদাস পুরী॥ এরূপে বৎসর এক হইলেক গত। কশ্যপ তনয় বড় হইল চিন্তিত॥ কি বলিয়া যাব পশুপতি সন্নিহিতে। অক্ষম বলিয়া সবে ঘুষিবে জগতে॥ প্রভু আজ্ঞা কর্ম্ম যেবা করিতে না পারে। জীবন থাকিতে মৃত্যু সমান তাহারে॥ এত ভাবি অর্কদেব হৃদয়ে করিল। লোলার্ক্য ক্রমেতে মূর্ত্তি পরে প্রকাশিল॥ অসির নিকটে তীর্থ লোলার্ক্য হইল। বরুণার কাছে তত্র অর্কমূর্ত্তি কৈল॥ দ্বাদশ আদিত্য রূপ স্থানে২ হয়। কাশীক্ষেত্র শিবস্থান লোলার্ক্য উদয়॥ কাশী ছাড়ি সূর্য্যদেব না গেল মন্দরে। স্থানে২ সূর্য্য রূপে শিব ধ্যান করে॥ পৌষে ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী অর্কবারে। যে পূজে লোলার্ক্য সূর্য্যে ভক্তিভাব করে॥ সর্ব্ব ব্যাধি মুক্ত হয় সেই সব নর। অবশ্য যে কাশী মৃত্যু হইবে গোচর॥ সাঙ্গ ছয় চল্লিশ অধ্যায় কাশীখণ্ড। শুনিলে লভয়ে মুক্তি যায় ভবদণ্ড॥

অথ সুলক্ষণার উপাখ্যান।

লঘু-ত্রিপদী। কার্ত্তিক কহেন, অগস্ত্য শুনেন, উক্ত অক বিবরণ। দ্বিজ দত্তাত্রেয়, পত্নী সঙ্গে লয়, কাশী করেন গমন॥ কাশী করি বাস, অমুক তীর্থ পাশ, আশ্রম করিল তথা। দ্বিজ শান্ত অতি, পত্নী তার সতী শুদ্ধচিত্ত সে সর্ব্বথা॥ কিছুকাল পর, এক কন্যা তার, হৈল বড়ই সুন্দরী।

মূলা অগ্রভাগে, বৃহস্পতি কেন্দ্রে, জন্ম হইল তাহারি ॥ সুখি পিতা মাতা পালন সর্ব্বথা, বর্ণনা হয় অপার। বাড়ে দিনেদিনে, ধন্য রূপে গুণে, কি কব তার বিস্তার ॥ সুলক্ষণা নাম, বড় গুণধাম, উপমা নাহিক তায়। পিতা ভাবে মনে, বিবাহ কারণে, বরের নাহি উপায় ॥ কুল শীল ধনে, সুন্দর গঠনে, কোথা পাব হেন বর। দ্বিজত আকুল, পত্নীত বা কুল, দোঁহেতে বড় কাতর ॥ ভাবনাতে জ্বর, দ্বিজের অন্তর, দিনে দিনে হরে তাপ। দ্বিজ তার পর, বড়ই কাতর, মনে মনে ইষ্ট জপ ॥ পঞ্চত্ব সময়, দ্বিজ মহাশয়, মুখে শিব শিব বলে। ব্রাহ্মণ মরিল, সতী তা দেখিল, পতি সঙ্গে সতী চলে ॥ কন্যা খেদ করে, মম ভাগ্য পরে, পিতা মাতা হৈল হীনা। ক্রন্দন করয়, কি উপায় হয়, সুলক্ষণা তানে দীনা ॥ পরেতে সুন্দরী, অগ্নিকার্য্য করি, যথাবিধি দশা করে। ব্রাহ্মণ ভোজন, করি সমাপন, একেলা চিন্তিত পরে ॥

পয়ার। সুলক্ষণা বিলাপে যে আমি ভাগ্য হীন। পিতা মাতা ত্যজি গেলা একই কা[illegible]ন ॥ কি করিব কোথা যাব উপায় না দেখি। কুমারী বয়সে হৈল অতিশয় দুঃখী ॥ বিবাহ কি রূপে হবে চাহি জাতি শীল। কারে বা বরিব আমি ভাবিতে লাগিল ॥ পিতা মাতা আত্মগণে বিবাহ যে দেয়। সেই সে উত্তম তাহে নাহি বিপর্য্যয় ॥ হইল যৌবনকাল দেখি কাল সম। কখন কি হয় ইথে নাহি নিরূপণ ॥ বহু লোক আইসে যায় বিবাহ করিতে। সুলক্ষণা কোন বরে নাহি ধরে চিতে ॥ তদন্তরে সুলক্ষণা ভাবিয়া অন্তর। চিত্তে স্থির কৈল রামা পূজিব শঙ্কর ॥ তার পর সুলক্ষণা কন্যা মহামতি। মহাযোগ আরম্ভিল সুস্থির সুমতি ॥ এইরূপে বহুকাল তপস্যা করয়। অস্থি চর্ম্ম অবিশিষ্ট দেহ মাত্র রয় ॥ উক্ত অর্ককুণ্ড তটে তপস্যা করয়। কন্যার তপস্যা যোগে যোগী প্রশংসয় ॥ কথা এক অপূর্ব্ব শুনহ চমৎকার। শুভ্রছাগী প্রত্যহ আইসে অনিবার ॥ কুণ্ডে জল পান করি নিত্য নিত্য যায়। সুলক্ষণা সম্মুখেতে দাণ্ডাইয়া রয় ॥ সুলক্ষণা যোগ ভঙ্গে দেখেন তাহারে। একি চমৎকার বলি ভাবেন অন্তরে ॥ এক দিন হরগৌরী প্রসন্ন হৃদয়। সুলক্ষণা তপস্থানে উদয় যে হয় ॥ কঠোর তপস্যা গৌরী কুমারীর দেখি। চন্দ্রনাথে কহিলেন চিত্তে হৈয়া সুখি ॥ কৃপাকর দয়াময় বালিকার প্রতি। হেনবাক্য পার্ব্বতীর শুনি পশুপতি ॥

প্রসন্ন হইয়া শিব কহেন সত্বর। বর লহ সুলক্ষণা যাহা ইচ্ছা কর॥ যোগভঙ্গে সুলক্ষণা দেখি কষ্টমতি। হরগৌরী প্রণাম করিয়া করে স্তুতি॥ সুলক্ষণা চিত্তে ভাবে কি লইব বরে। হেনকালে ছাগী আসি জল পান করে॥ তার পর কুমারী বলেন ভূতনাথে। ছাগী অগ্রে মুক্ত কর শুন কাশী পতে॥ এই বাক্য শুনি হর গৌরীকে কহিল। সুলক্ষণা সম আঁখি কভু না দেখিল॥ পর উপকার অগ্রে চিন্তিত হৃদয়। অতএব ছাগীকে কি দিব বরচয়॥ ইহার উত্তর কিছু না করি শঙ্করী। কহিলেন শুন দেব নিবেদন করি॥ সুলক্ষণা মম সখী হইবে সত্বর। মম অগ্রে থাকি সদা ঢুলাবে চামর॥ তদন্তরে সুলক্ষণা প্রতি বলে শিব। তব বাক্যে ছাগীমুক্ত অবশ্য করিব॥ বিশেষে তোমারে কহি শুনহ বচন। অর্ককুণ্ডে ছাগী করে প্রত্যহ গমন॥ অনায়াসে অর্ককুণ্ডে জলপান কৈল। এই কর্ম্ম বশে ছাগী স্বর্গবাসী হৈল॥ তদন্তরে শিব কহে শুন সুলক্ষণা। তব তপযোগে আমি ছিলাম উন্মনা॥ তুমি গৌরী প্রিয়া হৈয়া নিকটে থাকিবে। অহর্নিশি দুর্গা অঙ্গে চামর ঢুলাবে॥ তদন্তরে শিব শিবা প্রকট হইল। সুলক্ষণা পার্ব্বতীর নিকটেতে গেল॥ অর্ককুণ্ড মাহাত্ম্যের কি কব বর্ণন। পৌষমাসে অর্কবারে যে করে অর্চ্চন॥ কাশীবাস লাভ তার কে করে খণ্ডন। অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ অর্ককুণ্ড বিবরণ॥ সীতানাথ বসু ভাবি শ্রীগুরুচরণ। সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় হৈল সমাপন॥

অথ শাম্বের অর্ক আরাধনা।

পয়ার। পার্ব্বতীনন্দন পরে বলে অগস্ত্যেরে। বিরাজিত নারায়ণ দ্বারিকানগরে॥ বিস্তারিয়া যদুবংশ কৈল নারায়ণ। পুত্র পৌত্র আদি হৈল সব অগণন। ক্রীড়া করে শিশু সব সদানন্দ মনে। উপনীত তথাতে নারদ তপোধনে॥ নারদে দেখিয়া যদুবংশ শিশুগণ। অস্তে ব্যস্তে প্রণাম করিল ততক্ষণ॥ তার মধ্যে শাম্ব হয় অতি রূপবান। মদগর্ব্বে নারদেরে না করে প্রণাম॥ তপস্যাতে নারদের শুষ্ক অঙ্গ হয়। বিশেষতঃ শরীরেতে ভস্মেতে মাখয়॥ তাহা দেখি শাম্ব হৈল সহাস্য বদন। হেন মতে যদুবংশ দেখি তপোধন॥ পরেতে নারদ ঋষি করিল গমন। উত্তরিল যথা বিরাজিত নারায়ণ॥ মুনি দেখি হর্ষ চিত্ত হৈল নারায়ণ। পাদ্য অর্ঘ দিয়া বসাইল সিংহাসন॥ নারায়ণ বলে মুনি কহত কারণ। বহু দিন অন্তে তুমি

করিলে গমন ॥ নানা কথা আলাপন মুনিবর সনে। অনন্তরে নারদ করেন নিবেদনে ॥ শাম্বর বৃত্তান্ত মুনি কহিলেন সব। নারায়ণ শুনি কথা ক্রোধ অসম্ভব ॥ শাম্বে ডাকাইয়া প্রভু ভৎর্সনা করিল। তদন্তরে তপোধন স্বস্থানেতে গেল। কতদিন পরেতে নারদ তপোধন। হরিগুণ গানে আইল দ্বারকা ভুবন ॥ নারায়ণ ক্রীড়া স্থলে আছেন নির্জ্জনে। মুনিবরে দেখি শাম্ব ভীত হৈল মনে ॥ অস্তেব্যস্তে অগ্রে আসি প্রণাম করিল। তার পরে শাম্ব প্রতি নারদ বলিল ॥ তুমি গিয়া প্রভু অগ্রে কর নিবেদন। দর্শন করিয়া শীঘ্র করিব গমন ॥ এত শুনি শাম্ব তবে ভাবে মনে মনে। যাইব কি রূপে পিতা আছেন নির্জ্জনে ॥ যদি নাহি যাই মুনি হইবে কুপিত। উভয় সঙ্কটে মোর হৈল বিপরীত ॥ যে হউক সে হউক পিতা নিকটে যাইব। পিতা ক্রোধ হৈলে মাত্র আমাকে পীড়িব ॥ মুনিবর ক্রোধ কৈলে নাহিক উপায়। ব্রহ্ম শাপে সবংশেতে পীড়িবে সদায় ॥ এত চিন্তি শাম্ব তথা করিল গমন। যথা ক্রীড়া স্থলেতে আছেন নারায়ণ ॥ শাম্বর পশ্চাতে মুনি তখনি চলিল। নারায়ণ ব্যস্ত হৈয়া মুনি সম্ভাষিল ॥ নারীগণ সকলেতে হইল লজ্জিত। বসন সম্বরি সবে হৈল এক ভিত ॥ সিংহাসনে মুনি বসাইয়া নারায়ণ। নানা কথা আলাপেতে কথোপকথন ॥ পূর্ব্ব রাগ শাম্ব-প্রতি মুনির আছিল। নারায়ণ প্রতি মুনি ইঙ্গীতে কহিল ॥ শাম্ব তব পুত্র প্রভু করি নিবেদন। নারীগণ শাম্ব দেখি বিচলিত মন ॥ হেন বাক্য যদুপতি শুনিয়া সত্বরে। বিনা অপরাধ পুত্র শাপিলা অন্তরে ॥ শাম্ব প্রতি মুনিবর ক্রোধযুক্ত মন। ইহা জানি শাম্বকে শাপেন নারায়ণ ॥ কুষ্ঠরোগ তোমার যে হইবে সত্বর। এত শুনি শাম্বের কম্পিত কলেবর ॥ নারদের মনোনীত হইল তখন। প্রভু সম্ভাষিয়া মুনি করিল গমন ॥ তদন্তরে শাম্ব হৈলা বড়ই কাতর। ক্রন্দন করিয়া খেদ করিল বিস্তর ॥ যোড় হাতে জগন্নাথ সম্মুখে দাণ্ডায়। বিনা অপরাধে প্রভু শাপিলে আমায় ॥ কিসে মুক্ত হব আমি কহ জগন্নাথ। এত বলি অষ্টাঙ্গে করয়ে প্রণিপাত ॥ গোবিন্দ বলেন পুত্র শুনহ উপায়। কাশীপুরে গেলে তব পাপ হবে ক্ষয় ॥ কাশী যায়ে সূর্য্যদেবে কর আরাধন। অনায়াসে ব্যাধিমুক্ত হইবে তখন ॥ পিতার আজ্ঞায় শাম্ব বারাণসী গেল। কুণ্ড করি অর্কদেবে বহু তপ কৈল ॥ প্রসন্ন হইয়া রবি বর দেন তারে। ব্যাধি মুক্ত হবে তুমি কহিনু তোমারে ॥ হেন কথা শুনি শাম্ব সূর্য্য প্রণমিল। পিতা আজ্ঞা পাইয়া শাম্ব স্বভবনে চলিল ॥ শাম্বাদিত্যে রবিবারে প্রাতঃস্নান করে। সকল ব্যাধিতে মুক্ত সেই

নর নরে ॥ চিত্তেতে সন্তাপ কভু না হইবে তার। অনায়াসে কাশী প্রাপ্ত অন্তেতে তাহার ॥ মাঘমাসে শুক্লসপ্তমী অর্কবারে। কাশীক্ষেত্রে শাম্বাদিত্য স্নান করে নরে ॥ কুরুক্ষেত্রে কোটি সূর্য্য গ্রহণের ফল। সেই ফল প্রাপ্তি হয় জানিবে সকল ॥ আর কহি শুন চৈত্রমাস রবিবারে। শাম্বাদিত্যে স্নান দান যেই নরে করে ॥ তাহার ফলের কথা বর্ণনা অপার। শোক দুঃখ আর দোষ না থাকে তাহার ॥ অষ্টচল্লিশ অধ্যায় শাম্বাদিত্য বিবরণ। সর্ব্ব ব্যাধি মুক্ত সেই যে করে শ্রবণ ॥ মূলেতে আছয়ে বড় অতি চমৎকার। শুনিলে খণ্ডয়ে যত পাতক সঞ্চার ॥

।খ দ্রৌপদার্ক কথন।

পয়ার। কার্ত্তিক কহেন পরে অগস্ত্যের প্রতি। দ্রৌপদার্ক বিবরণ শুন মহামতি ॥ যুধিষ্ঠির ভীম আদি পঞ্চ সহোদর। শিব অংশে জন্ম তাহাদিগের সবার ॥ ভগবতী অংশেতে দ্রৌপদী আবির্ভাব। দ্রুপদ রাজার যজ্ঞে হইল উদ্ভব ॥ কর্ম্মক্রমে পাণ্ডুগণ বনেতে [illegible]ল। দ্রৌপদীকে স্বয়ম্বরে অর্জ্জুন পাইল ॥ পঞ্চজন দ্রৌপদীর স্বামীত্ব হইল। এক সতী পঞ্চ স্বামী কিমতে রক্ষিল ॥ কাশীখণ্ড মতে হেন ভাবার্থ আনিল। পঞ্চমূর্ত্তি এক শিব ভাবকে ভাবিল ॥ তেকারণে এক শক্তি শিব এক হয়। পঞ্চজন মাত্র কেবল বস্তু ভিন্ন নয় ॥ তৎপরে দ্রুপদ কন্যা কাশীতে চলিল। দুঃখ নিবারণ জন্য সূর্য্য আরাধিল ॥ প্রসন্ন হইয়া সূর্য্য দ্রৌপদীকে কন। পাকস্থলি লহ এই শুনহ কারণ ॥ তুমি এই পাকপাত্রে করিবে রন্ধন। যতেক আসিবে সবে করিবে ভোজন ॥ কেবল নিয়ম মাত্র জানিবে ইহার। তব ভোজনান্তে ফল না দর্শিবে আর ॥ আর কহি দ্রৌপদার্ক মূর্ত্তির মাহাত্ম্য। রবিবারে পুজিবেক যেই সব ভক্ত ॥ শোক দুঃখ ভয় ব্যাধি তারে না পীড়িবে। অবশেষে কাশী প্রাপ্ত অবশ্য হইবে ॥ দ্রৌপদার্ক আখ্যান যে ভক্তিতে শুনিবে। সর্ব্ব ব্যাধি হৈতে সেই নিস্তার পাইবে ॥

ত্রিপদী। সূর্য্যদেব তারপরে, তপ করে ঘোরতরে, পঞ্চতীর্থ মঙ্গলা সমীপে। একান্তেতে ধ্যান করি, চিত্তে ভাবি হরগৌরী, লক্ষবর্ষ গত হৈল তপে ॥ অচল বৃক্ষের মত, দণ্ডমান অবিরত, চতুর্দ্দিগে তেজ প্রকাশয়। জগৎ বুঝি দীপ্তিমন্ত, তাতে ঘোর তপ শান্ত, অগ্নি যেন প্রলয় সময় ॥ স্বর্গ-

মার্গে জীব যত, আর দেবতা সতত, চলাচল রুদ্ধ যে প্রভাবে । কার শক্তি নাহি হয়, অর্ক তেজ সহ্য হায়, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে সবে ॥ সকলে বিপদে পুড়ে, ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ে, সূর্য্যতেজ সহিতে না পারে । তদপরে কাশীপতি, চলিলেন শীঘ্রগতি, অভিমুক্তে যথা দিবাকরে ॥ সূর্য্যদেব দণ্ড ন্যায়, সমাধি যোগেতে রয়, মহাদেব বলেন সত্বর । শুন দিবাকর তুমি, প্রসন্ন হইলাম আমি, যাহা ইচ্ছা চাহি লহ বর ॥ তাস্কর নাহিক শুনে, সদা আছে তপো মনে, শিব শিবা ভাবিয়া অন্তর । অবশেষে কৃপাময়, গাত্রে হস্ত দিয়া কয়, সদয় হইনু দিবাকর ॥ উন্মীলন করি আঁখি, সূর্য্য শিব শিবা দেখি, প্রণাম করিয়া স্তব করে । তোমার মহিমা প্রভু, বর্ণন না যায় কভু, বিধি বিষ্ণু কহিতে না পারে ॥ দেব দেব জগৎপতে, ভবচন্দ্রভূষণাতে, বিভো ভর্গ ভীম ভূতনাথ । ভব ভয় ত্রাণ কর, মৃড় চন্দ্রচূড় হর, ধূর্জ্জটাখ্য আর বিশ্বনাথ ॥ দক্ষ স্বতন্ত্রশাতন, শিব বিরূপ লোচন, শম্ভু শিবাপতে বিশ্ব আর । সর্ব্ব সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, দেব বেদ্য হয় পর, সর্ব্বরূপী সহিত বিশ্বনর ॥ ভব বামদেব আর, সুচন্দ্র ভূষণ যার, ব্যোমকেশ ফণীন্দ্র ভূষণ । শীতিকণ্ঠ শূলভৃত, বিধি বিষ্ণু সংস্তুত, ত্র্যম্বক আর ত্রিপুর সূদন ॥ পশুপাশ বিনাশন ত্রাণ কৃত ত্রিনয়ন, ঈশ্বর অন্তক কৃপাময় । ত্রিলোচন শাশ্বত, নিন্দিতাখিল ইঙ্গীত, কালকূটদগান্তক হয় ॥ স্বর্গ মার্গ সুখপ্রদ, উপাখ্য অপবর্গদ, মহেশ্বর পশুপতে । অন্ধক অসুর রিপো, কল্পদ্রুম ভক্ত প্রভো, বাঞ্ছিত বিষয় হরপতে ॥ চন্দ্রশেখর কামশ্রুতি, ভুরগ গিরিজা পতি, বিশ্বনাথ জন্ম নাশ রহিতি । অখিলের নয় কর্ত্তা, রূপ নাহি সর্ব্বভর্ত্তা, এই নামে সূর্য্য কৈলা স্তুতি ॥ ভগবতী স্তবপরে, করে রবি সমাদরে, নানা মত শাস্ত্রেতে বর্ণন । দেব দিবাকর প্রতি, তুষ্ট গৌরী পশুপতি, সূর্য্যদেবে কৈল বরদান হর গৌরী স্তব যেবা, নিত্য পাঠ করে সেবা, তার ফল বর্ণনা অন্তর । কাশী ক্ষেত্রে গঙ্গা তটে, কিবা স্নানান্তর সঠে, অনায়াসে মুক্ত সেই নর ॥ আরম্ভ মঙ্গলা গৌরী, পূজা করে নর নারী, অনায়াসে পাপক্ষয় হয় । তৃতীয়া শুক্লা চৈত্রে, অনশন করি রাত্রে, দিব্য অলঙ্কারেতে পুজয় ॥ পরদিন স্নান করি, আর দ্বাদশ কুমারী, পূজা যেবা করে বিধিমতে । ব্রাহ্মণ ভোজন করি, তাতে সুখী হয় গৌরী, সেই নর মুক্ত অচিরাতে ॥ কাশীখণ্ড কথামৃতে, ময়ুখ আদিত্য যাতে, বর্ণনা হইল মুনিবর । শুনিলে পরম জ্ঞান, হইবেক ভবে ত্রাণ, বিশেষ করিয়া শুন আর ॥ ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়, সমাপ্ত হইল

আর, অতি চমৎকার কথা হয়। শুনিলে পাপের ক্ষয়,অনায়াসে দুঃখ যায়, এই বাক্য জানিহ নিশ্চয় ॥

অথ গরুড়েশ্বর উপাখ্যান।

পয়ার। কার্ত্তিক কহেন যে অগস্ত্য মুনি প্রতি। কহিব অপূর্ব্ব কথা শুন মহামতি ॥ কশ্যপের পত্নী কদ্রু আরত বিনতা। কদ্রু গর্ভে সর্প সব তেজস্বী সুর্ব্বথা। বিনতার পুত্র তিন পেচক অরুণ। গরুড় হইল শেষে অসংখ্যক গুণ ॥ একদিন দুই ভগ্নী খেলে গৃহ মাঝে। কদ্রু বলে শুন ভগ্নী কহি তব কাছে ॥ রবির রথের অশ্ব কালো কিবা শ্বেত। পণ রাখি কহ ভগ্নী শুনহ নিশ্চিত ॥ বিনতা বলেন ভগ্নী পণে কার্য্য কিবা। অবশ্য বিবাদ ঘটে পণ করে যেবা ॥ বিনতা বলিল স্থির কর বিনা পণে। কদ্রু কহে আনন্দ না হইবে দুই জনে ॥ পূর্ব্বাপর এই রীত আছে ব্যবহার। বিনতা বলিল ভগ্নী ইচ্ছা যে তোমার ॥ তদপরে কদ্রু দেবী কহিল বচন। যার বাক্য সত্য হবে জিনে সেই জন ॥ যে হারিবে দাস্যবৃত্তি এইত নিশ্চয়। কদ্রু বলে কৃষ্ণ বর্ণ সূর্য্য অশ্ব হয় ॥ বিনতা বলিল শুন অশ্ব শ্বেতময়। পরস্পর কহি তবে গেলা নিজালয় ॥ গৃহে গিয়া কদ্রু দেবী ডাকি পুত্রগণ। বিনতার সঙ্গে পণ কহে বিবরণ ॥ যাহ পুত্র যথা সূর্য্য বিরাজিত হয়। রথ অশ্ব দংশনে করহ কৃষ্ণময়। ফণী সব বলে মাতা কহ বিপরীত। কেমনে হইবে হেন শুন চমকিত ॥ খেলা স্থানে থাক মাতা আজ্ঞা পাই তব। মিষ্টান্ন পাইব হেন হৈল অনুভব ॥ দূরে থাকুক ভোজন বাক্য বল অসম্ভব পুত্র দিগে হেন কথা কদ্রু শুনি রব ॥ ক্রোধ করি পুত্র গণে শাপ যে করিল। গরুড়ের দাস হবে আর হীনবল ॥ জননীর হেন বাণী শুনি ফণিগণে। পাতালে অনেক গেল ভয় পাইয়া মনে ॥ আর সব সর্পগণ স্বর্গেতে উঠিল সূর্য্য অশ্ব সবেরোত দংশন করিল ॥ ছিল অশ্ব শ্বেতবর্ণ হৈল কৃষ্ণ বর্ণ। মাতা স্থানে কৃতকার্য্য কহিল সম্পূর্ণ ॥ তার পরে কদ্রুদেবী বিনতাকে বলে। চল ভগ্নী অশ্ব দেখি আদিত্য মণ্ডলে ॥ পাখা বল আছে বিনতার হেমাঙ্গে। কদ্রু বলে শুন দিদি কহি যে তোমাতে ॥ মম শক্তি বিনে নাহি অশ্বের দর্শন। বিনতা বলিল পৃষ্ঠে কর আরোহণ ॥ বিনতা পৃষ্ঠেতে পরে কদ্রু যে বসিল। কদ্রুকে বিনতা লইয়া বেগেতে চলিল ॥ ক্রমে ক্রমে সূর্য্য তেজ হয় অতিশয়। বিনতাকে কদ্রু বলে তব ভিত হয় ॥ অসহ্য সূর্য্যের

তেজ সহিতে না পারি। আমার যে হারি হৈল চল যাই ফিরি ।। বিনতা চলিল আরো বেগে অতিশয়। কক্রু চিত্তে চিন্তে মম হইল প্রলয় ।। তার পরে কক্রু দেবী সূর্য্যে স্তব করে। সূর্য্যদেব কৃপা কর সদয় অন্তরে ।। পরে তেজ সহ্য হৈয়া উঠিল গগণে। সূর্য্য অশ্ব দেখি দোঁহে অসিত বরণে ।। কক্রু বলে বিনতা হইল মম জিত। প্রতিজ্ঞা আছয়ে যাহা করহ নিশ্চিত ।। বিনতা বলিল দেবী করি নিবেদন। তব দাস্যকর্ম্ম আমি করিব সাধন ।। গৃহে আসি বিনতা যে দাস্যকর্ম্ম করে। প্রতিদিন কক্রু গৃহে যাইয়া সত্বরে ।। দাস্যকর্ম্ম করি আইসে আপন আলয়। সতত বিনতা মনোদুঃখ অতিশয় ।। পক্ষীরাজ মাতাকে দেখিল একদিন। অতিশয় দুঃখান্বিতা মুখ যে মলিন ।। জিজ্ঞাসিল মাতা স্থানে করিয়া বিনয়। কি কারণে দুঃখ মাতা কহিবে নিশ্চয় ।। বিনতা বলিল পুত্র শুনহ বচন। দাস্য কর্ম্ম করি আমি পরের ভবন ।। বিশেষ করিয়া কহিলেন তারপরে। শুনি শেষে পক্ষীরাজ ক্রোধিত অন্তরে ।। বিনতা বলেন পুত্র ক্রোধ না করিবে। প্রতিজ্ঞা অন্যথা হৈলে অধর্ম্ম হইবে ।। গরুড় বলেন মাতা করি নিবেদন। কি প্রকার হবে তব দাসীত্ব মোচন ।। যাহাতে দাসীত্ব মুক্ত তোমার হইব। আজ্ঞা কর মাতা আমি অবশ্য করিব ।। শীঘ্র যাহ তুমি মাতা কক্রুর আলয়। কক্রু মাতা যাহা কহে করিব নিশ্চয় ।। পরদিন বিনতা যাইয়া কক্রু স্থানে। দাস্যকর্ম্ম হৈতে মুক্ত হইব কেমনে ।। কোন দ্রব্য দিলে ভগ্নী করহ মোচন। দাস্যকর্ম্ম শরীরেতে না হয় সহন ।। পরে ফণিগণে কক্রু ডাকিয়া সত্বর। বিনতা বৃত্তান্ত সব বলিল তৎপর ।। সর্পগণ বিবেচনা করিয়া দলয়। তব শাপে গরুড়েরে আছে মহা ভয় ।। অতএব অমৃত ভোজন যদি হয়। মৃত্যুভয় নাহি থাকে তবে কারে ভয় ।। এই স্থির করি সব কহে ফণিগণ। অমৃত পাইলে দাস্যকর্ম্মেতে মোচন ।। পুত্রগণ বাক্য কক্রু বিনতাকে কয়। অমৃত পাইলে তব দাসীত্ব মোচয় ।। বিনতা গৃহেতে আসি পক্ষীরাজে কহে। শুনিয়া গরুড় পক্ষী মৌনভাবে রহে ।। ক্ষণে স্থিরচিত্ত করি কহে মাতা স্থানে। আনিব অমৃত মাতা না ভাবিহ মনে ।। মাতা স্থানে গরুড় করেন নিবেদন। ক্ষুধাতে হৈয়াছে মাতা শরীর দহন ।। আহার পাইলে যাই অমৃত আনিতে। বিনতা বলিল পুত্র কহি যে তোমাতে ।। সমুদ্রের তীরে আছে চণ্ডালের গণ। অহর্নিশি মৎস্য ধরি করয়ে ভক্ষণ ।। সেই পাপিষ্ঠদিগে ভক্ষণ করিবে। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ যে বাছিয়া রাখিবে ।। পক্ষীরাজ বলে মাতা করি নিবেদন। কেমনে জানিব মাতা ব্রাহ্মণ সে জন ।। বিনতা

ধীবর পুত্র জানো এই মতে। তিলক ভালেতে যজ্ঞসূত্র যে গলেতে ॥ এই চিহ্ন ব্রাহ্মণ। হয় বিশেষ লক্ষণ। এরূপ দেখিলে তাবে না কর ভক্ষণ ॥ তদ-পরে খগেশ্বর মাতা স্থানে বলে। কি রূপে জানিব আমি ভক্ষণের কালে ॥ বিনতা কহেন শুন অন্য যে লক্ষণ। ব্রাহ্মণ খাইতে গলা হইবে দহন ॥ হেন কথা শুনিয়া গরুড় মহামতি। সমুদ্র নিকটে চলে অতি শীঘ্রগতি ॥ সমুদ্র তটেতে সব চণ্ডাল দেখিল। পাখার বাতেতে সব অন্ধকার কৈল ॥ মুখের বাদন করে অতি সে উচিতে। আপন ইচ্ছায় সব যায় উদরেতে ॥ তার মধ্যে এক দ্বিজবর যে আছিল। গলার মধ্যেতে গিয়া জ্বলিতে লাগিল ॥ চণ্ডাল ভক্ষণ করি উগারে দ্বিজেরে। তার পর খগেশ্বর কহেন সত্বরে ॥ কোন জাতি তুমি সত্য কহিবে নিশ্চিত। ভক্ষণ করিলে তবে হবে বিপ-রীত ॥ দ্বিজ কহে শুন পক্ষীরাজ মহাশয়। ব্রাহ্মণ হইত আমি কহিনু নিশ্চয় ॥ ব্রাহ্মণে করিল রক্ষা বিনতা নন্দন। চণ্ডাল যতেক ছিল করিল ভক্ষণ ॥ অবশেষে গরুড় উঠিল স্বর্গপথে। নির্ভয়েতে চলি যায় অমৃত যথাতে ॥ রক্ষক যতেক ছিল দেখি পক্ষরাজ। ভয়ে ইন্দ্র অগ্রে যায় নাহি করে ব্যাজ ॥ গরুড় দেখিয়া সব রক্ষক পলায়। প্রবেশ করিল গিয়া অমৃত যথায় ॥ অমৃত বেষ্টন করি কালচক্র ফিরে। অন্যের কি হবে কীট প্রবে-শিতে নারে ॥ হেন দেখি পক্ষরাজ ভাবিতে লাগিল। মায়া করি কীট হৈতে অতি ক্ষুদ্র হৈল। অবহেলে প্রবেশিল অমৃত আলয়। চক্র হৈতে গরুড়ের কিছু নাহি হয় ॥ পরেতে অমৃতভাণ্ড লইয়া ত্বরিত। বেগেতে চলিল পক্ষ হৈয়া আহ্লাদিত। সুধা গেল দেবগণ হইয়া কাতর। নারায়ণ কাছে গিয়া কহিল বিস্তর ॥ গরুড় অমৃতভাণ্ড হরি লইয়া যায়। কহ প্রভু দেবগণ করি কি উপায় ॥ দেবগণ প্রাণ রক্ষে অমৃত আছিল। বিনতার পুত্র লইয়া বেগেতে চলিল ॥ এত শুনি বিষ্ণু অতি ক্রোধিত হইল। গরু-ড়ের পাছে অতি বেগেতে চলিল ॥ কত দূরে গিয়া দেখা গরুড়ের সনে। ত্রিংশতি বৎসর যুদ্ধ হৈল দেবমানে ॥ নারায়ণ যুদ্ধে অতি হইয়া কাতর। গরুড়ের প্রতি প্রভু কহেন সত্বর ॥ তব প্রতি বড় তুষ্ট হৈল মম মন। তব মনোনীত বর দিবত এখন ॥ ক্রোধে খগেশ্বর বলে শুন গদাধর। যাচিঞা করহ তুমি দিব দুই বর ॥ নারায়ণ বলে দেহ এই এক বর। আমার বাহন তুমি হবে নিরন্তর ॥ আর বর দেহ তবে কার্য্য অবসানে। অমৃতের ভাণ্ড আনি দিবে দেবগণে ॥ এবমস্তু বলিয়া গরুড় গৃহে গেল। কদ্রুর সাক্ষাতে ইহা অমৃত যে দিল ॥ অমৃত পাইয়া কদ্রু বড় তুষ্ট হৈল। বিনতাকে

দাস্যকর্ম্ম হৈতে মুক্ত কৈল ॥ সর্প সব ডাকি কদ্রু বলে হৃষ্ট হৈয়া। সকলে অমর হও অমৃত খাইয়া ॥ সর্প সব চলিলেক অমৃত খাইতে। কদ্রু কহে স্নান করি আইসহ ত্বরিতে ॥ এত শুনি সর্প সব চলিলেক স্নানে। মায়াতে অমৃত হরি নিল দেবগণে ॥ বিনতা দাসীত্ব হৈতে হইয়া মোচন। গরুড়ে কহেন পুত্র শুনহ কারণ ॥ দাসীত্ব যে কর্ম্ম হয় পাপের ঘটনা। বারাণসী যাইতে পুত্র হৈয়াছে বাসনা ॥ তথা গেলে পাতকের হইবে বিনাশ। ইহা শুনি পক্ষীরাজ বড়ই উল্লাস ॥ গরুড় কহেন মাতা করি নিবেদন। তব সঙ্গে কাশী আমি করিব গমন ॥ তদপরে বিনতা গরুড় কাশী যায়। গরুড়েশ্বর শিব লিঙ্গ স্থাপিত করয় ॥ পক্ষীরাজ ঘোরতর তপ আরম্ভিল। ধূর্জ্জটি প্রসন্ন হৈয়া তথায় আইল ॥ খগেশ্বরে প্রসন্ন হইয়া পশুপতি। বর লহ পক্ষীরাজ যাহা মনোনীতি ॥ তার পর গরুড় দেখিয়া বিশ্বনাথে। প্রণাম করিয়া স্তব করে বিধিমতে ॥ তুষ্ট হৈয়া সদানন্দ বলে তার প্রতি। নারায়ণ বাহন হইবে মহামতি ॥ হরি হর একাত্মক সকল কারণ। সেবা করি নারায়ণ হইবে নির্ব্বাণ ॥ তব স্থাপিত লিঙ্গ যেবা পূজা করে। অনায়াসে মুক্ত সেই পাইবে সত্বরে ॥ হেন বাক্য বলি শিব হৈলা অন্তর্ধান। পরে শুন বিনতার তপের আখ্যান ॥ অবিমুক্তে খখোল্কার্ক করে আরাধন। অতিশয় তপস্যা করিল আচরণ ॥ বিনতার তপে তুষ্ট হৈল সূর্য্য দেবে। বর দিল জ্ঞানযোগ তোমার হইবে ॥ পরে শিব অনুকম্পায় নির্ব্বাণ তোমার। এই বাক্য আমি কহিলাম সারোদ্ধার ॥ আর এই খখোল্কার্ক পূজে রবিবারে। শোক দুঃখ কিছু তার নাহিক সংসারে ॥ এই বাক্য বলি সূর্য্য গেলেন সত্বরে। বিনতা গরুড় গেল আপনার ঘরে। অতি মনোহর খখোল্কার্ক বিবরণ। ইহাতে শুনিলে পাপ হইবে মোচন ॥ পঞ্চাশ অধ্যায় কাশীখণ্ড মনোহর। সমাপ্ত হইল অতিশয় যে বিস্তার ॥

অথ অরুণার্ক বিবরণ।

পয়ার। কার্ত্তিকেয় প্রতি তবে অগস্ত্য কহিল। বিনতার কয় পুত্র কিরূপে হইল ॥ বিনতা গরুড় পরে কি কর্ম্ম করিল। বিস্তার করিয়া ষড়ানন যে বলিল ॥ দক্ষ প্রজাপতি কন্যা দুই যে হইল। এই দুই কন্যাকে কশ্যপে বিভা দিল ॥ কদ্রুগর্ভে সর্প সব হইল প্রকাশ। বিনতার গর্ভে

তিন ডিম্বের আভাস॥ বিনতারে কশ্যপ যে বলিল বচন। অকালেতে ডিম্ব না করিহ প্রকাশন॥ এক দিন ফণিগণ গৃহেতে খেলায়। তাহা দেখি বিনতার খেদ অতিশয়॥ অকালেতে এক ডিম্ব বিনতা ভাঙ্গিল। কদাকার এক পুত্র পেচক হইল॥ পক্ষীগণ মধ্যে কেহ না করে গণন। দেখিয়া যে বিনতার দুঃখ বড় মন॥ মনোদুঃখে বিনতার বহু দিন যায়। অকা-লেতে ডিম্ব এক ভাঙ্গে পুনরায়॥ অরুণ নামেতে পুত্র তাহাতে হইল। অকালেতে ভঙ্গজন্য মাতাকে শাপিল॥ শুন মাতা আমি এই করি নিবেদন। অকালেতে ডিম্ব ভঙ্গ কৈলে কি কারণ॥ যেমত করিলে তার উচিত হইবে। পররদাস্য কর্ম্মে তুমি নিযুক্ত থাকিবে॥ এই বাক্য সন্তানের বিনতা শুনিয়া। অনেক বিলাপ করে চিন্তাযুক্ত হৈয়া॥ অরুণে কহেন মাতা হইয়া কাতর। শাপ মুক্ত কিসে হবে কহিবে সত্বর॥ তার পর অরুণ কহিল মাতা স্থানে। শেষ ডিম্ব পূর্ণ কালে ভাঙ্গিবে আপনে॥ তাহা হৈতে যে সন্তান হইবে উৎপত্তি। সেই তব দাস্যকর্ম্ম করিবেক মুক্তি॥ পূর্ণকালে গরুড় হইল তার পরে। প্রকাণ্ড শরীর পক্ষী মহাবল ধরে॥ মাতা দাস্য-কর্ম্ম হৈতে করিল মোচন। পরেতে শুনহ অরুণের বিবরণ॥ আনন্দ কাননে পক্ষী যাইয়া সত্বর। সূর্য্যদেবে আরাধনা করে তার পর॥ অতিশয় তুষ্ট হৈয়া আদিত্য আইল। অরুণের তপ দেখি কহিতে লাগিল॥ রথের সারথী মোর তুমিত হইবে। ভক্তি করি অরুণার্ক মূর্ত্তি যে পুজিবে॥ অনায়াসে সর্ব্ব ব্যাধি মুক্ত সেই নরে। পশ্চাতেতে কাশী প্রাপ্তি কে খণ্ডিতে পারে॥

অথ বৃদ্ধার্ক কথন।

পয়ার। কার্ত্তিক কহেন শুন মুনি তপোধন। আর এক কথা কহি শুন দিয়া মন॥ বৃদ্ধনামে এক দ্বিজ ছিল বৃদ্ধকায়। কুষ্ঠরোগে পীড়িত অনেক দুঃখ পায়॥ কাশীতে আসিয়া দ্বিজ সূর্য্য আরাধয়। সূর্য্য আরাধনা বিধি-পূর্ব্বক করয়॥ দ্বিজবর বৃদ্ধঅর্ক করিয়া স্থাপন। সেই স্থানে ঘোর তপ করে অনুক্ষণ॥ দিবাকর প্রসন্ন হইয়া দ্বিজে কয়। কুষ্ঠরোগে মুক্ত তুমি হইবে নিশ্চয়॥ আর শুন দ্বিজবর কহি তব স্থানে। অন্য বর যাহা চাহ দিব এইক্ষণে॥ বৃদ্ধ দ্বিজ বলে প্রভু করি নিবেদন। বয়েস অধিক হৈলে ॥ বালক জরাতে কিছু মাত্র নাহি ভেদ। অধিকন্তু জ্ঞান

হৈতে জন্মে বড় খেদ॥ অতএব তব স্থানে মাহি এই বর। যুবা হৈয়া নিরবধি পুজিব শঙ্কর॥ তুষ্ট হৈয়া সূর্য্যদেবে বৃদ্ধে দিল বর। নবীন বয়েস হইয়া পুজিবে শঙ্কর॥ আর কহি শুন বৃদ্ধ বিশেষ বচন। তোমার স্থাপিত বৃদ্ধাদিত্য বিবরণ॥ রবিবারে বৃদ্ধাদিত্য পুজিবে যে নরে। সর্ব্বরোগে শান্তি হৈয়া জ্ঞান হবে পরে॥ এত কহি সূর্য্যদেব অন্তর্ধান হৈল। ব্যাধি মুক্ত হৈয়া বৃদ্ধ যৌবন পাইল॥ বৃদ্ধরাজ কাশীতে থাকিল তার পরে। ঘোর তর তপ করি পুজিল শঙ্করে॥

অথ কেশব আদিত্য কথন।

ত্রিপদী। কার্ত্তিক বলেন শুন, অগস্ত্য যে তপোধন বিবরণ। আদি কেশব কাশীতে, চিত্তে হৈয়া হরষিতে, শিবলিঙ্গ পুজে অনুক্ষণ॥ একদিন দিবাকর, একচক্র রথোপর কাশীঊর্দ্ধে, করেন গমন। আদি কেশব কাশীতে, পুজেন লিঙ্গ স্থাপিতে, দেখি সূর্য্য খর্ব্বমান হন॥ তার পর দিবাকর, রথ ছাড়ি শূন্যোপর, কাশীপুরে আইলা ত্বরিত। যথা দেব নারায়ণ, শিব পুজা সদা মন, তথা সূর্য্য হৈল উপনীত॥ প্রদক্ষিণ নারায়ণে, প্রণাম একান্ত মনে, স্তব করে বিবিধ প্রকারে। তুমি সকলের মূল, তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল, তুমি কর্ত্তা সকল সংসারে॥ অনাদি অব্যক্ত প্রভো, চিদানন্দময় বিভো, সৃষ্টি স্থিতি পালন সকল। আর বা মহিমা কত, ব্রহ্মাণ্ড কারণ যত, তুমি সকলের বুঝি বল॥ কি কারণে প্রভু তবে, পুজিছেন মহাদেবে, বিশেষ বলহ দামোদর। জগন্নাথ এত শুনি, সূর্য্যকে নিষেধ বাণী, হেন মতে কি কারণে কর॥ যতেক দেখ সংসার, সকলের কর্ত্তা হর, কারণেতে কারণ শঙ্কর। ব্রহ্মা আদি দেব যত, সর্ব্ব কর্ত্তা ভুত-নাথ, বুদ্ধি ভ্রান্তি হৈয়াছে তোমার॥ শুন সূর্য্য আমি কহি, শিব বিনে আর নাহি, শিব হন সকলের সার। শিব মোরে কৃপা করি, দিলেন বৈকুণ্ঠ পুরী, তব অগ্রে কি কহিব আর॥ শিবলিঙ্গ পুজে যেথা, ভক্তি ভাবে করে সেবা, তার ফল কহনে অপার। শিবলিঙ্গ পুজামৃত, শিরে দিয়া হয় নত, সর্ব্বতীর্থ স্নান ফল তার॥ আর ফল কি কহিব, ভক্তে কৃপাময় শিব, তুমি লিঙ্গ করহ স্থাপন। পুজা কর ভক্তি করি, তুষ্ট হবে হর-গৌরী, এই মূল সকল সাধন॥ তদপরে দিবাকর, কেশবাদিত্য উত্তর, শিবলিঙ্গ কাশীতে স্থাপিল। পুজা করে দিবাকর, কেশব আদিত্য হর, শঙ্কর যে

অধিষ্ঠান হৈল ॥ তত্র পাদোদক তীর্থে, করিয়া কর্ম্ম সর্ব্বার্থে, কেশবাদিত্য কর দরশন। সেই নর নরোত্তম, পাপক্ষয় মুক্ত কাম, অবশেষ হয়ত নির্ব্বাণ যেই নর কাশীপুরে, সপ্তমী আদিত্য বারে, পাদোদক তীর্থে স্নান করে। পুজি আদিত্য কেশব, সেই নরে পাপ সব, রোদন করিয়া ত্যাগে তারে ॥ অধিকন্তু ফল আর, সপ্ত জন্ম পাপ তার, যত পাপ করেছে সাধন। তৎ-ক্ষণাৎ পাপ ক্ষয়, সর্ব্ব ব্যাধি মুক্ত হয়, অবশেষে মুক্তির ভাজন ॥

অথ বিমলার্ক বিবরণ।

ত্রিপদী। ষড়ানন তার পরে, কহে মুনি অগস্ত্যেরে, বিমলার্ক যত বিবরণে। বিমলার্কনাম ছিল, কুষ্ঠরোগী চিরকাল, অতিশয় চিন্তাকুল মনে ॥ বিমল জানিয়া সারে, বারাণসী আইলা পরে, সূর্য্যদেব করে আরাধন। করবী জবা তণ্ডুল, দুর্ব্বাদি বন্ধুক ফুল, রক্তোৎপল কিংশুক চন্দন ॥ অন্য দ্রব্য যত আর, ভক্তিভাবে নিরন্তর, আদিত্য অর্চ্চনা ঘোরতর। তদপরে দিবাকর, প্রসন্ন হৃদয় পর, বিমলার্ক কহেন সত্বর ॥ কুষ্ঠরোগে মুক্ত পাবে, পরে কাশী প্রাপ্তি হবে, ইহার অন্যথা নাহি হয়। বিমল আদিত্য নাম, হইল শুন আখ্যান, রবিবারে যে পুজে নিশ্চয় ॥ সর্ব্বরোগ সেই নর, মুক্ত হবে কলেবর, এত কহি সূর্য্যদেব যায়। বিমল তাহার পর, ব্যাধি মুক্ত কলেবর, হৃষ্ট চিত্তে যান নিজালয় ॥

অথ গঙ্গাদিত্য ও যমাদিত্য কথন।

ত্রিপদী। অতঃপর শুন মনে, গঙ্গাদিত্য আখ্যানে, ভগীরথ যবে গঙ্গা আনে। গঙ্গাদেবী কাশীপুরে, আদিত্যের পূজা করে, বিশ্বেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে ॥ যেই নর ভাগ্যধরে, গঙ্গাদিত্য পূজা করে, তার কথা কহনে না যায়। শুন মুনি তপোধন, তার পুণ্য অগণন, অবশেষ মুক্তিপদ পায় ॥ যমাদিত্য তার পরে, কহি শুন মুনিবরে, যমাদিত্য হৈল এপ্রকারে যমেশ্বর পঞ্চমীতে, যম পুজে আদিত্যেতে, যমাদিত্য হৈল এপ্রকারে ॥ চতুর্দ্দশী কার্ত্তিকেতে, ভরণী নক্ষত্র তাতে, বারেতে মঙ্গল যদি হয়। যমাদিত্যে যেই নরে, তর্পণ যে শ্রাদ্ধ করে, ভক্তিভাবে করিবে নিশ্চয় ॥ তার পিতৃলোক সবে, অনায়াসে মুক্তি হবে, নিজে সর্ব্ব পাপে মুক্ত

হয়। দ্বাদশ আদিত্য সবে, মহাত্মায় শুনে জীবে, সর্ব্ব ব্যাধি হৈতে মুক্তি পায়॥ কাশীপুরে যেই নরে, স্থানে স্থানে পূজা করে, স্তব করে দ্বাদশ রবিরে। তার পুণ্য কেবা কয়, নাহি থাকে ভব ভয়, কাশী প্রাপ্ত সেই সব নরে॥ এক পঞ্চাশ অধ্যায়, সীতানাথ বসু কয়, সাঙ্গ হৈল আদিত্য দ্বাদশ। ব্রহ্মানন্দ কাশীবাসী, কৃপাতে ভাষায় ভাষি, কাশীখণ্ড অমৃত সুরস।

ইতি শ্রীকাশীখণ্ডে মন্দর হইতে যোগিনী ও
সূর্য্যদেবের কাশীতে আগমন ও
দ্বাদশ আদিত্যের বিবরণ।
নামঃ ষষ্ঠঃ সর্গ।

ব্রহ্মার কাশী আগমন।

পয়ার। মন্দর শিখরে শিব ভাবিত হইল। কি হৈল কি হৈল বলি চিন্তিতে লাগিলা॥ যেই যায কাশীপুরী নাহি আইসে ফিরি। সম্বাদ না পাইয়া ভাবিত ত্রিপুরারী॥ অবশেষে ব্রহ্মাকে যে সম্বাদ করিল। ব্রহ্মা আসি কাশীনাথে প্রণাম করিল॥ ব্রহ্মাকে দেখিয়া শিব করিল সম্মান। তার পর ত্রিলোচন কহেন বচন॥ শুন ব্রহ্মা তুমি সব জানহ কারণ। কাশী ত্যাগ করিয়াছি স্থির নহে মন। বহুদিন হৈল কাশী করিতে গমন। কাশী কাশী করিয়া উৎকণ্ঠ সদা মন॥ কাশী বিচ্ছেদের জ্বালা না সহে অন্তরে। তুমি যাহ শীঘ্রগতি যথা কাশীপুরে॥ যত জনে পাঠাইলাম কেহ না আসিল। মুগ্ধহৈয়া সর্ব্বজন কাশীতেবহিল॥ দিবদাস স্বধর্ম্মেতেরাজ্য ভোগ করে। অধর্ম্ম দেখিলে রাজ্যচ্যুত নৃপবরে॥ দিবদাস রাজ্যচ্যুত যে প্রকারে হয়। ইহার উপায় তুমি করহ নিশ্চয়॥ এই বাক্য শুনি ব্রহ্মা ভাবে মনে ম না শিব কর্ম্ম সাধন আর কাশীর দর্শন॥ আপনাকে শ্লাঘ্য জ্ঞান করিয়া সত্বর। আনন্দ কাননে বিধি যায় শীঘ্রতর॥ ব্রহ্মা নিজ রূপ তবে করি সম্বরণ। অতি বৃদ্ধতম দ্বিজ হইল তখন॥ দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে কক্ষে খুঙ্গি পুঁথি। কপাল বেড়িয়া ফোঁটা ধীরে ধীরে গতি॥ বারাণসী প্রবেশিল হইয়া গোপন। স্থানে স্থানে সর্ব্ব তীর্থে করেন ভ্রমণ॥ তার পর দিবদাস রাজার সাক্ষেতে। ধীরে ধীরে বৃদ্ধ দ্বিজ হৈল উপনীতে॥ বৃদ্ধদ্বিজ দেখি দিবদাস মহাশয়। গাত্রোত্থান করি রাজা প্রণাম করয়॥ আসনেতে বসাইয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিল। স্তব করি অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল॥ কি কারণে দ্বিজ তবে হেথা আগমন। যাহা ইচ্ছা দিব দান চাহত এইক্ষণ॥ দ্বিজ বলে দিবদাস ধর্ম্মশীল তুমি। তব তুল্য রাজা আর নাহি দেখি আমি॥ তব স্থানে অন্য কিছু দান নাহি লব। দশ অশ্বমেধ আমি কাশীতে করিব ইহার সাহায্য রাজা করিবে আপনে। যজ্ঞে বিঘ্ন নাহি যেন করে দুষ্ট গণে॥ তদপরে দিবদাস দ্বিজে কহে বাণী। যথা সুখে যজ্ঞ সাঙ্গ করহ আপনি॥ যাচিঞা করিলে অর্থ অবশ্য যে দিব। যাহা কহ দ্বিজবর তখনি করিব॥ তদপরে দ্বিজবর বিদায় হইল। উপায় কি করি বলি ভাবিতে লাগিল॥ দিবদাস রাজ্যে আমি পাপ নাহি দেখি। কি প্রকারে রাজ্য হৈতে তারে করি দুঃখি॥ শিব কার্য্য সাধনা না হৈল আমা হৈতে। বিপরীত হৈল শিব অগ্রেতে যাইতে॥ কমল উদ্ভব তার চিন্তিলা অন্তরে।

কাশী সেবা করে যেবা শিব তুষ্ট তারে ॥ পুণ্যকর্ম্ম সাধনের শ্রেষ্ঠ কাশী সেবা। কাশীবাস হৈলে অন্য কর্ম্ম করে কেবা ॥ এতেক ভাবিয়া ব্রহ্মা থাকে কাশীপুরে। শিবলিঙ্গ স্থাপিয়া পুজেন বহুতরে ॥ ক্রমে২ দশ অশ্বমেধ যে করিল। আনন্দেতে বেদবেত্তা কাশীতে রহিল ॥ অগস্ত্যকে কহেন কার্ত্তিক মহাশয়। জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে দশমী যে হয় ॥ দশ অশ্বমেধ স্নান পুজা যেই করে। দশ জন্মার্জ্জিত তার সর্ব্বপাপ হরে ॥ শ্রাদ্ধাদি তর্পণ করে ফলের বিশেষ। তার পিতৃলোক মুক্ত কহেন মহেশ ॥ আর ফল আছে তীর্থে শুন মুনিবর। জ্যৈষ্ঠ মাস শুক্লপক্ষে তৃতীয়াতে আর ॥ ভক্তিভাবে যেই জন স্নান পূজা করে। সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই সবনরে ॥ অন্তে কাশী বাস তার অবশ্য যে হয়। শিবের বচন কেবা খণ্ডন করয় ॥ আর আর ফল শ্রুতি আছে বহু রূপে। দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সাঙ্গ হইল সঙ্ক্ষেপে ॥

অথ রুদ্রগণের কাশী গমন।

পয়ার। ষড়ানন বলে পুনঃ শুন মহামুনি। এই মতে কাশীতে রহিল পদ্মযোনি ॥ মন্দরেতে ভুতনাথ ভাবিত অন্তর। কি হইল বলি খেদ করেন শঙ্কর ॥ যাহাকে পাঠাই সবে কাশীতে রহিল। আছয়ে অন্যের কার্য্য ব্রহ্মা না ফিরিল ॥ আনন্দ কানন সেই কত মায়া জানে। সকলেরে মুগ্ধকরি রাখে নিজস্থানে ॥ তার পরে শিব কহে চৌষট্টি গণেরে। সকলেতে শীঘ্র গতি যাহ কাশীপুরে ॥ দিবদাস রাজ্যচ্যুত হয় যে প্রকার। সকলে মিলিয়া যুক্তি করিবে ইহার ॥ তদপর ক্রমে২ গণ সকলেতে। আনন্দ কাননে সব চলিল ত্বরিতে ॥ শঙ্খ কর্ণ মহাকাল আর মহোদর। ঘণ্টা কর্ণ মহোদর মহামোহ কর ॥ সোম নন্দী নন্দীসেন কালপিঙ্গ কায়। কুকুটাণ্ডোদর ময়ূরাখ্য যোনি হয় ॥ গোকর্ণ স্থূলকর্ণ বিকর্ণ আকর্ণ। ভূমিচণ্ড কপোদ্দীশ সুকেশ সত্বর ॥ বীরভদ্র কিরাতাখ্য চতুর্ম্মুখ হয়। বিকুম্ভ পঞ্চাক্ষ ভুতাক্ষ ক্ষতাক্ষ যে যায় ॥ এইমতে সকলে আনন্দপুরী যায়। দিবদাস নৃপ রাজ্য ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ কোন পাপ দিবদাস রাজ্যে না দেখিল। গণ সব পরস্পর চিন্তিত হইল ॥ প্রভুকার্য্য সাধনের না দেখি উপায়। শিব প্রিয়স্থান কাশীবাস যুক্তি হয় ॥ স্বস্বনামে শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপন। রহিলেন গণ সব আনন্দকানন ॥ গণ স্থাপিত শিবলিঙ্গ যেই পুজা করে। মহাঘোর নরকেতে মুক্ত সেই নরে ॥ অবশেষে কাশীপ্রাপ্ত না হয় খণ্ডন। ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় হইল সমাপন ॥

অথ কপর্দ্দীশ্বর কথন।

পয়ার। তদপরে মুনিবরে কার্ত্তিক কহিল। শিবগণ কাশীপুরী একান্তে রহিল॥ আর এক ইতিহাস শুন তপোধন। কহিব অপূর্ব্ব কথা পিশাচ মোচন॥ বাল্মীক নামেতে এক আছিল ব্রাহ্মণ। কাশীতে কপো-র্দ্দীশ্বর লিঙ্গের পূজন। ঐ স্থানে বিমলকুণ্ড আছে নিরন্তর। নিত্য নিত্য স্নান করি পুজেন শঙ্কর॥ এক দিন মধ্যাহ্ন কালেতে দ্বিজবরে। একান্তে বসিয়া তথা পুজেন শঙ্করে॥ হেনকালে পিশাচ এক আইল তথায়। অতি ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি ঘোরতর কায়॥ বাল্মীক জিজ্ঞাসা কৈল কৃপাকরি তারে। কোথা হৈতে আইলে তুমি কহিবে আমারে॥ এরূপ হইল কেন শরীর তোমার। কহিবে সকল কথা করিয়া বিস্তার॥ পিশাচ কহেন দ্বিজ কহি তব স্থান। গোদাবরী তটে প্রতিষ্ঠান নামে গ্রাম॥ পুর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ শরীর মম ছিল। তীর্থে প্রতিগ্রহ করি চিরকাল গেল॥ কোন পর্ব্বে দান আমি নাহি করি কভু। তেকারণে পিশাচত্ব হইলাম প্রভু॥ জলবৃক্ষ রহিত স্থানেতে মোর বাস। মরুভুমি সদা কাল ভোজনে নৈরাশ॥ ভ্রমণ করিয়া যদি জল কভু পাই। তৃষ্ণাতে পীড়িত হৈয়া খাইবারে যাই॥ জলের রক্ষক সব না দেয় খাইতে। চিরকাল পীড়িত যে আছিহে তৃষ্ণাতে॥ বহুদিন পরে এক ব্রাহ্মণ কুমার। সেই স্থানে উপনীত অতি দুরাচার॥ তাহারে দেখিয়া আমি চিন্তিয়া অন্তরে। নিজ ভোগ হেতু তার প্রবেশি শরীরে॥ দৈবযোগে এক মহাজন সঙ্গ পাইল। তাহার সহিত দ্বিজ কাশীতে আইল॥ তাহার শরীরে মহাপাপ আরআমি। কাশীর প্রান্তরভাগে বহিঃপথ গামী॥ বারাণসী প্রান্তরে প্রয়াগ তীর্থে আর। যাতায়াত করি মাত্র নাহিক আহার॥ কাশীর ত্রিপথ মধ্যে মিলে একজনে। আশ্রয় করিতে তারে হৈল মোর মনে॥ যাত্রীগণ শিব শিব বলে উচ্চৈঃস্বরে। এই শব্দ প্রবেশিল আমার অন্তরে॥ সেই কলে আমি হেথা আসি তবস্থানে। কৃপাকরি মুনি বর করহ বিধানে॥ শুনিয়া দুঃখের কথা দয়া উপজিল। বাল্মীক যে দ্বিজ বর পিশাচে কহিল॥ কপোর্দ্দি ঈশ্বর সম্মুখেতে সরোবর। স্নান মাত্রে হবে তব শুদ্ধ কলেবর॥ এত শুনি পিশাচ যে যান সরোবরে। জলের রক্ষক গণ নিষেধে তাহারে॥ তদপরে পিশাচ সে অতিদুঃখ মনে। দ্বিজবর নিকটেতে করে নিবেদনে॥ পিশাচ কহেন প্রভো নিবেদন করি। জলের রক্ষকগণ মোর হয় বৈরী॥ প্রভুর আজ্ঞায় যাই সরোবর তীরে। জলের

রক্ষক সব প্রহারে আমারে ॥ এই কথা শুনিয়া বাল্মীক দ্বিজবরে। বিভূতি দিলেন কিছু পিশাচের তরে ॥ পিশাচে কহেন দ্বিজ শুনহ বচন। কপালেতে কর তুমি বিভূতি লেপন। দ্বিজের আজ্ঞাতে প্রেত ধরেন বিভূতি। সরোবর তীরেতে চলিল শীঘ্রগতি ॥ বহু দিন অন্তে জল পিশাচে পাইল। স্নান করি উদর পুরিয়া জল খাইল ॥ দিব্য মূর্ত্তি পিশাচের হৈল ততক্ষণ। বিমানে চড়িয়া স্বর্গে করয়ে গমন ॥ দূর হৈতে দ্বিজবরে প্রণাম করিল। তব প্রসাদেতে মুক্তি আমার হইল ॥ নানামত স্তব করে দ্বিজবর প্রতি। তব প্রসাদেতে মোর হৈল অব্যাহতি ॥ পিশাচ মোচন কথা যে জন শুনয়। অনায়াসে সর্ব্বপাপ তার হয় ক্ষয় ॥ মার্গমাসে শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী তিথি। কপোর্দ্দীশ্বরেতে যে বার্ষিক যাত্রা অতি ॥ সেই সরোবরে যেই নর স্নান করে। তাহার উত্তম ফল কে খণ্ডিতে পারে ॥ চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় কথা অতি মনোহর। শুনিলে অপূর্ব্ব ফল পায় সেই নর ॥

অথ পিঙ্গলাক্ষাদিগণের লিঙ্গ কথন।

পয়ার। স্কন্দ বলে শুনি মুনি আমার বচন। যে সকল গণে লিঙ্গ করিল স্থাপন ॥ যে যে স্থানে যে যে গণে লিঙ্গ স্থাপিয়াছে। কাশীধামে সে সব বলেছি তব কাছে ॥ পিঙ্গলাক্ষগণে স্থাপে পিঙ্গলাক্ষেশ্বর। কপোর্দ্দীশ উত্তরে দর্শনে পাপ হয় ॥ বীরভদ্রে স্থাপিলেক বীরভদ্রেশ্বর। অবিমুক্তেশ্বরের পশ্চিমে মনোহর ॥ বীরভদ্র মূর্ত্তি তথা বিরাজে সাক্ষাতে। ভদ্রাভদ্র কালী দুই ভার্য্যার সহিতে। ভক্তিভাবে পুজি নর কাশীবাস ফল। লভিবেক দর্শনে সে পুণ্য অবিকল কিরাত স্থাপিত লিঙ্গ কিরাতেশ নাম। কেদার দক্ষিণে পূজা করি লভে জ্ঞান। চতুর্ম্মুখেশ্বর লিঙ্গ চতুর্ম্মুখের স্থাপিত। বৃদ্ধকাল নিকটে আছয়ে সুপূজিত ॥ কুবেরেশ্বরের পার্শ্বে নিকুম্ভ স্থাপিত। আছেন নিকুম্ভেশ্বর পুরায়ে বাঞ্ছিত ॥ মহাদেব দক্ষিণেতে পঞ্চাক্ষ স্থাপিত। পঞ্চাক্ষেশ নাম লিঙ্গ সকলে পুজিত ॥ তার ভুক্তেশ্বর লিঙ্গ ভারভূত স্থিত। শঙ্কুগৃহে উত্তর দ্বারে আছে চমকিত ॥ ত্র্যক্ষেশ্বর স্থাপিলেক ত্র্যক্ষ গণরাজ। ত্রিলোচন নিকটে বিরাজে পুণ্যভাজ ॥ ক্ষেমক নামেতে গণ বিশ্বেশ্বর স্থানে। দিবানিশি করে বাস বীরেশ্বর বামে ॥ ক্ষেমক পূজক সদা ক্ষেমেতে থাকয়।

সুখভোগ নিরন্তর মুক্তি পদ পায়॥ লাঙ্গলীশ নামে লিঙ্গ লাঙ্গলী স্থাপিত বিশ্বেশ্বর উত্তরে আছয়ে সুপুজিত॥ দণ্ডপাণি নৈঋতে বিরাধ প্রতিষ্ঠিত। আছয়ে বিরাধেশ্বর লিঙ্গ সুপূজিত॥ সুমুখ স্থাপিত সুমুখেশ্বর আখ্যান। পশ্চিমাভিমুখ লিঙ্গ পুজি লভে জ্ঞান॥ পিলিপ্পিলা তীর্থে স্নান করি নিয়মেতে। দেখিয়া সে সুখেশ্বর মুক্ত পাপহৈতে॥ আষাঢ়ী স্থাপিত লিঙ্গ আষাঢ়ীশ নাম। আষাঢ়ী পুর্ণিমায় পূজা করি অনুপাম॥ ভারভুতেশ্বরের উত্তরে মনোহর। সকল পাতক নাশি মহাপুণ্য কর॥ শুক্ল চতুর্দশী দিনে যাত্রা সম্বৎসরী। করিলে নিস্পাপী হৈয়া বাস কাশীপুরি। কার্ত্তিক বলেন মুনি কর অবধান। কাশীতে সকল গণ করিল প্রস্থান॥ নিজ নিজ নামে লিঙ্গ করিয়া স্থাপন। কাশীতে থাকিয়া করে বিশেষ চিন্তন॥ চিরকাল গেল কেহ ফিরে নাহি আইসে। পুনরপি চিন্তাযুক্ত হইলা মহেশে॥ কাহাকে পাঠালে কাশী প্রবৃত্তি জানিবে। কেবা হেন বন্ধু আছে কাশী বার্ত্তা দিবে। যোগিনী আদিত্য ব্রহ্মা আর যত গণ। বাহুড়িয়া না আসিল তারা কোন জন॥ কাশীতে প্রবেশে মোর উদরে প্রবেশ। বিনির্গত নাহি তারে কথন নিঃশেষ॥ কাশীতে সংস্থিতি আর লিঙ্গার্চ্চন পর। মমলিঙ্গ সাক্ষাতে জানহ সেই নর। কাশী কাশী সদা মুখে করে উচ্চারণ। তাহার সকল বিঘ্ন বিনাশে তৎক্ষণ॥ সংসারেতে যত আর শ্রমাতুর যারা। কাশীতে বিশ্রাম আসি করিবেক তারা॥ কাশী নাম সুধাপান করে নিরন্তর নির্ব্বাণ লভিয়া শিব হয় সেই নর॥ সকল সুলভ মাত্র দুর্ল্লভ কাশিকা। ত্রিজগতে সার মহাপাতক নাশিকা॥ কাশীর মহিমা গুণ জানিয়া নিশ্চয় যোগিনী প্রভৃতি সব কাশীপুরে রয়॥ অন্য আশে সব আমা ছাড়া নাহি হয়। কাশীর গৌরবে মোরে নাহি রাখে ভয়॥ যে সকলে কাশীপুরী করিল প্রবেশ। আমার স্বরূপ সেই সব সবিশেষ॥ কাশী থাকি তারা মোর করে আরাধন। জানিব বৃত্তান্ত পুনঃ প্রেরি আর জন॥ হেন ভাবি ডাকি তথা আনিল গণেশ। পাঠাইলা কাশীপুরী আপনে মহেশ॥ পিতৃ আজ্ঞা শিরে ধরি তবে লম্বোদর। চলিলেন কাশীপুরী স্মরি মহেশ্বর॥ অম্বিকানিবাসী সীতানাথ বসু দাস। কাশীখণ্ড ভাষাতে রচিল মনোভাব॥ ব্রহ্মানন্দ সমাগমে ব্রহ্মানন্দময়। পঞ্চপঞ্চ অধ্যায়েতে সমাপ্ত করয়॥

অথ গণেশের কাশী আগমন।

পয়ার। কার্ত্তিক কহেন শুন মুনি তপোধন। কহিব অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ॥ মূষিক বাহনে তবে দেব গজানন। ত্বরান্বিত হৈয়া তবে করিল গমন॥ কাশীর নিকটে যাইয়া দেব গণপতি। মায়াতে হইল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আকৃতি॥ প্রাতরর্ক সম তেজ ধরি স্থূলকায়। গজস্কন্ধ লম্বোদর সুশোভন গায়॥ মুখচন্দ্র চন্দ্রন্যায় গলে শোভে পাটা। পককেশ কপাল যুড়িয়া করি ফোঁটা॥ গণকের প্রায় হস্তে পঞ্জিকা লইল। কপটেতে কাশীপুরী প্রবেশ করিল॥ বহুদিন অন্তে কাশী করিয়া দর্শন। সর্ব্বস্থানে গণপতি করিয়া ভ্রমণ॥ আর পর নগর মধ্যেতে দ্বিজ যায়। গৃহস্থের বাটী সব ক্রমেতে বেড়ায়॥ কোন দিন নগরমধ্যেতে দ্বিজ যাইয়া। শুভাশুভ কহে কর কপাল দেখিয়া॥ কোষ্ঠী যে পঞ্জিকা দেখি গণনা করয়। কারে বা কহেন তব শুভগ্রহ হয়॥ কারে বা কহেন গ্রহ মন্দ অতিশয়। একত্র মঙ্গল শনি শুক্র যে আছয়॥ শনিগ্রহ অবিচারে বক্র যে আছেন। গণনা করিয়া দ্বিজ সকলে কহেন॥ মূষিক বাহনে দেব নানা মায়া জানে। রজনীতে সকলেরে দেখায় স্বপনে॥ পরদিন গৃহস্থের বাটী দ্বিজ যায়। খড়িপাতি স্বপ্ন কথা প্রত্যক্ষ জানায়॥ গৃহস্থের কর্ত্তারে কহেন দ্বিজবর। শেষ রাত্রে স্বপ্ন তুমি দেখ ঘোরতর॥ দীর্ঘ সরোবরে তুমি করিয়া গমন। জলমধ্যে বার বার হৈয়াছে পতন॥ বার বার কূলে উঠ প্রযত্ন করিয়া। তার পর পথমধ্যে পতন হইয়া॥ অমঙ্গল স্বপ্ন এই শুন মহামতি। জ্যোতিষেতে দেখিয়াছি আমি খড়ি পাতি॥ সত্য মিথ্যা তুমি সব জান অন্তরেতে। আমার অগ্রেতে তুমি কহিবে নিশ্চিতে॥ প্রত্যক্ষেতে রজনীর শুনি স্বপ্ন কথা। মনে মনে অসম্ভব ভাবে গৃহকর্ত্তা॥ দ্বিজবরে তবে ভক্তি হইল অতিশয়। নানা স্তুতি করি সবে বিদায় করয়॥ পুরবাসী অন্তঃপুরে গিয়া দ্বিজবরে। যার যেই মনোমত কহেন সত্বরে॥ মায়া করি খড়িপাতি মৌনভাবে রয়। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান দ্বিজ কয়॥ অন্য গৃহস্থের বাটী করিয়া গমন। পূর্ব্ব রাত্রের স্বপ্ন কথা করে আলাপন॥ তুমি কল্য রজনীতে দেখিলে স্বপন। তোমার গৃহেতে ধ্বজা হৈয়াছে পতন॥ খড়ীপাতি দেখিলাম স্বপ্ন ভাল নয়। অতিশয় অমঙ্গল কর্ত্তা প্রতি হয়॥ এই মত অশেষ প্রকার স্বপ্ন কথা। নগর বাসীকে ক্রমে জানায় সর্ব্বথা॥ কোন গৃহস্থের বাটী যাইয়া প্রভাতে। সকলেরে ডাকি দ্বিজবর খড়ীপাতে॥

কাহাকে কহেন তুমি কল্য রজনীতে। যত স্বপ্ন দেখিয়াছ কহিব সাক্ষাতে শেষ রাত্রে এক কন্যা হয় মুক্ত কেশ। বস্ত্রহীন অলঙ্কার মূর্ত্তিত বিশেষ॥ কাশীপুর হৈতে কন্যা রোদন করিতে। করিল গমন কাশী প্রান্তর ভাগেতে॥ ইহাতে কুস্বপ্ন হয় কি কব তোমায়। লক্ষ্মীদেবী কাশী ছাড়ি স্থানান্তরে যায়॥ আর কোন গৃহস্থের বাটীতে যাইয়া। স্বপ্নের যে কথা কহে পঞ্জিকা দেখিয়া॥ তুমি কল্য রজনীতে দেখেছ স্বপন। দেব মন্দিরের চূড়া হৈয়াছে পতন। ইহা অতি অমঙ্গল রাজাপ্রতি হয়। রাজ্য ভঙ্গ হইবেক কহিনু নিশ্চয়॥ রজনীতে ক্ষেত্রবাসী স্বপ্ন যে দেখিয়া। অনেক বসিল সবে একত্র হইয়া॥ তারপরে দ্বিজবরে ডাকিয়া আনিল। প্রণাম করিয়া দ্বিজে বসিবারে দিল॥ দ্বিজে কহে আমাদের শুনহ বচন। কহ দেখি কেবা কোন দেখেছি স্বপন॥ পঞ্জিকা দেখিয়া দ্বিজ সবার গোচরে স্বপ্নের যে কথা ক্রমে কহেন সত্বরে॥ কারে কহে তুমি স্বপ্নে মুক্তকেশ হৈয়া। রোদন করেছ রক্তবস্ত্র যে পরিয়া॥ কারে বা কহেন স্বপ্নে দেখ অসম্ভব। শুকিনী গৃধিনী ছিল গৃহে বেষ্টে সব॥ কারে বা কহেন তুমি শুনহ বচন। রজনীতে দেখিয়াছ সূর্য্যের গ্রহণ॥ তুমি দেখিয়াছ স্বপ্ন দ্বিজবর কয়। পূর্ব্বদিগ হইতে সূর্য্য পশ্চিমে উদয়॥ অন্য লোক প্রতি স্বপ্ন কহে দ্বিজবর। তুমি দেখিয়াছ চন্দ্র ভূমির উপর॥ দুই কেতু রজনীতে হইয়া উদয়। দুইজনে ঘোরতর যুদ্ধ যে করয়॥ বানরের স্কন্ধে কেহ করি আরোহণ। দক্ষিণ দিগেতে সেই করয়ে গমন॥ কারে বা কহেন স্বপ্নে দেখ ঘোরতর। লবণ সমুদ্রে জলে প্লাবিত নগর॥ এ সকল স্বপ্ন দেখা কভু ভাল নয়॥ স্থান ত্যাগ করিতে উচিত যুক্ত হয়॥ রজনীর স্বপ্ন কথা দ্বিজ মুখে জানি। অতি চমৎকার সবে অসম্ভব মানি॥ এইরূপে দ্বিজবর নগরে বেড়ায়। পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্ন কথা প্রভাতে জানায়॥ নগর নিবাসী স্ত্রী পুরুষ যত জন। অতিশয় বশ হৈল কি কব কথন॥ নানা স্তুতি ভক্তিতে প্রণতি সবে করে। অন্তঃপুরে যায় দ্বিজ অবারিত দ্বারে॥ যত লোক করিতেছে কাশীপুরী বাস। দ্বিজবরে অতিশয় হইল বিশ্বাস॥ এক অমঙ্গল স্বপ্ন দ্বিজের বচনে। অন্য স্থানে যায় কেহ হৈয়া উচাটনে॥ ইত্যাদি প্রকার বহু লোক ছাড়ে কাশী। উজাড় হইল রাজ্য হেন মনে বাসি॥ তার পর গণপতি চিত্ত উচাটনে। রাজ অন্তঃপুরে আমি যাইব কেমনে॥ মায়া করি দ্বিজবর চলিল সত্বরে। অন্তঃপুরে যাইতে কেহ নিষেধ না করে॥ অন্তঃপুরে গিয়া দ্বিজ হইল উপনীত। রাণীগণ ব্রাহ্মণ

দেখিয়া চমকিত ॥ বৃদ্ধ যে ব্রাহ্মণ রূপ করিয়া দর্শন। ভক্তি করি প্রণাম করিল সর্ব্বজন। বসিতে আসন দিল করিয়া যতন। আশীর্ব্বাদ করি দ্বিজ বসিল তৎক্ষণ ॥ আগমন কথা জানাইল দ্বিজবরে। তার পর দ্বিজবর কহেন সত্বরে ॥ মনোগত কথা আমি পারি যে কহিতে। যে হৈয়াছে যাহা হয় কহিব ত্বরিতে ॥ এত শুনি রাণীগণ সন্তোষ হইল। তদপরে দ্বিজবর কহিতে লাগিল ॥ রাণীগণ মধ্যে এক হয় পাট রাণী। তার প্রতি খড়ীপাতি কহে দ্বিজ বাণী ॥ তুমিত সুভাগা বট রাজার অগ্রেতে। অদ্য হৈতে পূর্ব্ব দেখ দিন পাঁচ সাতে ॥ রাজা নিজ গ্রীবা হৈতে খুলি কণ্ঠ হার যতন করিয়া দিল গলাতে তোমার ॥ অন্য এক রাণী প্রতি দ্বিজবর কয়। সপ্ত কম একশত পুত্র তব হয় ॥ তার মধ্যে এক পুত্র অশ্ব আরোহণে। দুই মাস অগ্রে পুত্র হৈয়াছে নিধনে ॥ অন্য কোন রাণী প্রতি কহেন সত্বরে কন্যা আছে শুন শুন তোমার উদরে ॥ আর এক রাণী প্রতি দ্বিজবর বলে। পূর্ব্বেতে সুভাগা তুমি রাজার আছিলে ॥ পুনর্ব্বার দিন কত গত হৈয়া পরে। তুমি বড় প্রিয় হবে রাজার গোচরে ॥ অন্তঃপুর নিবাসী যতেক নারীগণ। দ্বিজবর সকলের মনোগত কন ॥ সকলেতে তুষ্ট বড় হৈল দ্বিজবরে। বহুধন আনি দিল দ্বিজের গোচরে ॥ বৃদ্ধ দ্বিজ বলে শুন আমারি বচন। প্রতিগ্রহ আমি নাহি করিত কখন ॥ তোমাদের মঙ্গল হউক সর্ব্বদায়। আশীর্ব্বাদ করি দ্বিজ তথা হইতে যায় ॥ তদপরে নারীগণ মিলি সকলেতে। দ্বিজবর রূপ গুণ কহেন সভাতে ॥ লীলাবতী নামেতে রাজার প্রিয় রাণী। রাজ অগ্রে কহে দ্বিজবরের কাহিনী। বৃদ্ধ যে ব্রাহ্মণ আসি ছিল অন্তঃপুরে। প্রভাতে অরুণ জিনি দ্বিজ কলেবরে ॥ রূপে গুণে সর্ব্বমতে বৃদ্ধ সেই হয়। বিশেষ করিয়া রাণী রাজা প্রতি কয় ॥ এত শুনি রাজা আজ্ঞা করিল তৎক্ষণ। আমার অগ্রেতে দ্বিজ আন এইক্ষণ ॥ পরিচার এক জন নিকটে আছিল। ব্রাহ্মণে আনিতে আজ্ঞা রাজা যে করিল ॥ নগরমধ্যেতে যায় আজ্ঞা অনুসারে। লইয়া চলিল দ্বিজে রাজার গোচরে ॥ দূরেতে থাকিয়া রাজা দ্বিজবর দেখি। সন্তুষ্ট হইল বড় মনে হৈয়া সুখী ॥ ক্রমে ক্রমে দ্বিজবর নিকট হইল। দুই চারি পদ নৃপ অগ্রগামী গেল ॥ দণ্ড ন্যায় হৈয়া পড়ে পৃথিবী উপরে। প্রণাম করিয়া রাজা দ্বিজে স্তব করে ॥ দ্বিজবর বেদবাক্য উচ্চারি বচন। রাজা প্রতি আশীর্ব্বাদ করে হৃষ্ট মন ॥ মধুপর্ক ইত্যাদিতে দ্বিজেরে পূজিল। বিনয় করিয়া রাজা কহিতে লাগিল ॥ তোমার যে রূপ গুণ যতেক শুনিনু। তত্তোধিক হৈতে

আমি সাক্ষাতে দেখিনু॥ ভুতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যত কথা। কহিবারে শক্তি তব আছয়ে সর্ব্বথা॥ দ্বিজ বলে শুন নৃপ করি নিবেদন। জ্যোতিষ তন্ত্রেতে জানি তত্ত্ব বিবরণ॥ দিবদাস রাজা বলে দ্বিজের গোচরে। কোন কর্ম্ম করিয়াছি কহত আমারে॥ এক্ষণেবা কোন কর্ম্ম করিতেছি আমি। কৃপা করি সব কথা কহিবে যে তুমি॥ এত শুনি দ্বিজবর ভূমে খড়ী পাতি। বিশেষিয়া সব কথা কহে নৃপ প্রতি॥ শুন দিবদাস রাজা আমার বচন। তোমার সমান রাজা না দেখি কখন॥ যত রাজা হইয়াছে পৃথিবী মণ্ডলে। তব সম রাজা নাহি হয় কোনকালে॥ ধর্ম্ম পরায়ণ তুমি তেজে সূর্য্য সম। শিষ্টের পালন কর দুষ্ট প্রতি যম॥ চন্দ্র জিনি মুখ তব অমৃত বচন। তব বাক্য বোধ হয় অমৃত সেচন॥ পালন করিছ প্রজা পুত্রাধিক জানি। তোমার যশেতে রাজা পুরিত অবনি॥ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য জিনি তোমার বাখান। তব গৃহে কমলা আপনি অধিষ্ঠান॥ দান ধ্যান পুণ্য কথা তব অন্তরেতে। ইহা বহিঃ অন্য কথা নাহি তব চিতে॥ রাজরাণীর যত পুত্র কন্যা যত ছিল। প্রত্যক্ষেতে বিস্তারিত সকলি কহিল॥ ভুত ভবিষ্যৎ আর বলে বর্ত্তমানে। বহুতর কহে দ্বিজ রাজা সন্নিধানে॥ শুনিয়া যে নৃপবর বিস্ময় হইল। ভক্তি করি দ্বিজবরে প্রস্তাব করিল॥ শুন দ্বিজ আমি এক করি নিবেদন। নানা সুখভোগ আমি করি অনুক্ষণ॥ তথাপিহ চিত্ত মোর সদা উৎকণ্ঠিত। কহ দ্বিজবর তুমি একি বিপরীত॥ পঞ্জিকা দেখিয়া দ্বিজ কহেন সত্বর। অদ্য দিন হৈতে অষ্টাদশের ভিতর॥ উত্তর হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিবে। সেই সব বিবরণ তোমারে কহিবে॥ যে কহিবে তুমি তাহা করিবে সর্ব্বথা। কদাচিত তাহাতে না করিবে অন্যথা। দিবদাস রাজা দ্বিজ আজ্ঞা শিরেধরি। দ্বিজেরে দিলেন ধন বস্ত্র যত্ন করি॥ রাজা-রাণী সবে মেলি প্রণাম করিল। আশীর্ব্বাদ করি দ্বিজ বিদায় হইল॥ কাশীবাসী নগরেতে যত লোক ছিল। সমাদর করি দ্বিজবরে বসাইল। তার পর গণপতি আনন্দিত মন। পিতৃ আজ্ঞা কৃত কার্য্য হইল সাধন॥ দিবদাস রাজা নাহি ছিলেন যখনে। গণেশের প্রতিমূর্ত্তি ছিল যে যেস্থানে॥ সেই সব স্থানে দেব হইয়া উদিত। কাশীপুরী রহিলেন চিত্তে বড় প্রীত॥ দিবদাস রাজা চিত্তে হইল চিন্তিত। অষ্টাদশ দিন কবে হবে উপস্থিত॥ কাশীপুরে মায়া প্রকাশিল গজানন। ষষ্ঠপঞ্চ অধ্যায় কথা হৈল সমাপন॥

পয়ার। অগস্ত্য কহেন শুন দেব ষড়ানন। কোন২ মূর্ত্তি ধরে মূষিক বাহন॥ কি কারণে তিনি হইলেন বহুকায়। কাশীপুরী থাকি তিনি কি কার্য্য করয়॥ কোন২ নাম ধরি রহে কাশীপুরে। বিস্তারিত করি সব কহিবে আমারে॥ কার্ত্তিক কহেন পরে মুনিবর প্রতি। বিস্তারিয়া কহিব শুনহ মহামতি॥ ষষ্ঠ পঞ্চাশত মূর্ত্তি কাশীতে আছিল। সেই সব স্থানে দেব উদয় হইল॥ প্রথমেতে সদাশিব আসি কাশীপুরে। সকল গণেশে স্তব করে বহুতরে॥ গণেশের স্তবে উপস্থিত প্রসঙ্গেতে। কাশীপুরী আগমন কথা ভূতনাথে॥ মন্দর হইতে বিরূপাক্ষ সর্ব্বেশ্বর। কাশীপুরী গমনেতে হইল তৎপর॥ দিবদাস হইয়াছে কাশী উপভুক্ত। সে সকল বাসে বাস নহে উপযুক্ত॥ কাশীনাথ বিশ্বকর্ম্মা প্রতি আজ্ঞা করে। অতি শীঘ্র করি তুমি যাহ কাশীপুরে॥ যে সকল মন্দির আছয়ে স্থানে স্থান। তাহা ভাঙ্গি পুনর্ব্বার করহ নির্ম্মাণ॥ এতশুনি বিশ্বকর্ম্মা করিল গমন। কাশীতে যাইয়া সব করিল ভঞ্জন॥ পুনরপি সব পুরী নির্ম্মাণ করিল। পূর্ব্ব হৈতে কাশীপুরী উজ্জ্বল করিল॥ বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বনাথে সব নিবেদিয়া। স্বস্থানে প্রস্থান করে হর্ষযুক্ত হৈয়া॥ আনন্দ কাননে আইসে দেব পঞ্চানন। ভগবতী বিষ্ণু ব্রহ্মা আদি দেবগণ॥ ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য আদি কুবের বরুণ। আইলেন নন্দীভৃঙ্গি যত রুদ্রগণ॥ সনকাদি সর্ব্ব ঋষি মুনিগণ যত। ফণীন্দ্রাদি সিদ্ধাচর আর যার কত॥ গন্ধর্ব্ব অপ্সরাগণ বিদ্যাধর আদি। যতেক চলিল সঙ্গে নাহিক অবধি॥ সকলেরে সঙ্গে করি দেব ত্রিপুরারী। কাশীপুরী আসি অগ্রে গণেশেরে স্মরি॥ স্তব করে বিধিমতে গজেন্দ্র রাজেরে। তব সম প্রিয় পুত্র নাহিক সংসারে॥ অবিমুক্তে আসি আমি না ছিল উপায়। তব যোগে সর্ব্ব বিঘ্ন নাশয়ে নিশ্চয়॥ যেই পুত্রে পিতৃকার্য্য করেন উদ্ধার। তাহার সমান পুত্র নাহিক সংসার। বিধি বিষ্ণু দেবগণ কহে মৃত্যুঞ্জয়। গণেশের তুল্য নাহি কহিল নিশ্চয়॥ বিঘ্ননাশে মহাদেব করি আলিঙ্গন। পরে গণেশেরে প্রণমিল সর্ব্বজন॥ তদন্তরে জগন্নাথ কহেন সত্বর। ঢুণ্ডী তব নাম হৈল বিঘ্ননাশ কর॥ বারাণসী আসিবেক নর যে সকল। অগ্রে তব পূজা বিনে সকল বিফল॥ মিষ্ট লাড়ু পুষ্প মাল্য সুগন্ধি চন্দন। পূজিবেক ভক্তি করি অগ্রে তব স্থান॥ তার পর বিশ্বেশ্বর পূজিবেক প্রাণি। বিঘ্ননাশে পূজা বিনা সব মিথ্যা মানি॥ তদপরে ঢুণ্ডী দেবে শিব করে স্তব। স্বরূপ বর্ণনা করে দেবে শুনে সব॥

...িণী। তুমি সর্ব্ব বিঘ্ন কর্ত্তা, সকলের মূল বার্ত্তা, সকল মঙ্গলকর হয়। ...র্ব্বেশ্বর হও তুমি, জগতের বট স্বামী, গুণাতীত গুণ যুক্ত ময় ॥ আর ক... তব তত্ত্ব, সকল অন্তরে ব্যক্ত, যোগীগণে ধ্যানে নাহি পায়। অষ্টাঙ্গ ধ্যানের সার, প্রণব আত্মক পর, সৃষ্টি স্থিতি সংহার করয় ॥ তবাজ্ঞায় বিষ্ণু কর্ত্তা, ব্রহ্মা হয় বেদ বেত্তা, আমি তব মতে নাশ করি। পার্ব্বতী হৃদয়ানন্দ, সর্ব্ব জীবে তাপে বৃন্দ, সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশক তরি ॥ এইরূপে স্বয়ম্ভুব, স্তব করে স্তুতকর, বর্ণনে পুস্তক বৃদ্ধি হয়। কাশীপুর মাঝে বাস, যথা বিঘ্ন নাশ, গণপতি আছেন উদয় ॥ অবিমুক্ত অষ্ট দিগে, পঞ্চক্রোশী সর্ব্ব ভাগে, স্থানেং গণেশ বিস্তার। গণপতি পাশ পাণি, উত্তরে বিরাজ জানি, বিকট দন্ত গণপতি আর ॥ তদন্তরে বিঘ্নরাজ, দণ্ডহস্ত যুবরাজ, গজ বিনায়ক আর হয়। স্থূল জঙ্ঘ গণপতি, জ্ঞান বিনায়ক গতি, উত্তরেতে ক্রমে সপ্ত রয় ॥ নৈঋতে বরুণা গঙ্গা, ক্রমে গঙ্গা সুতরঙ্গা, কার্ত্তিক বলেন অতঃপর। অতি খর্ব্ব অগ্রগত, গণপতি রাজসুত, বরদ গণেশ তার পর ॥ পিচিণ্ডিল গজানন, কাল বিঘ্ন বিনাশন, মঙ্গল গণেশ বিবরণ। বিঘ্নেশ আখ্যান দ্বারে, পূর্ব্বে যম বলে যারে, প্রথমেতে সিদ্ধি গজানন ॥ প্রণব গণেশ পরে, মোদক প্রিয় অন্তরে, আরবাক্রমুণ্ডয়েগণেশ। নাগেশ গণেশরায়, মণিকর্ণি বিশ্বকায় অবিমুক্তগণেশবিশেষ ॥ অগ্নিকোণেক্রমাগত, অসীগঙ্গা বিরাজিত, সম্মুখেতে অর্ক বিনায়ক। লম্বোদর পর তার, বক্রতুণ্ড সর্ব্ব সার, অভয়দ গণেশ নায়ক ॥ স্থূল দন্ত গজপতি, আশা বিনায়ক স্থিতি, মোদক গণেশ চমৎকার। দক্ষিণেতে দুর্গ বিঘ্ন, কূটদন্ত অতি তীক্ষ্ণ, একদন্ত গণেশ সত্বর ॥ সিংহতুণ্ড বিঘ্ননাশ, কলিপ্রিয় পায় ভাষ, ঢুণ্ডীদেব বড়ই সুন্দর। প্রমদ গণেশ শুণ্ড, নৈঋতেতে ভীম চণ্ড, শানক্ষটগণেশ সত্বর ॥ ত্রিমুখ গণেশ বড়, কুলিতাক্ষ লম্বোদর, চতুর্দ্দন্ত যক্ষ বিনাশক। লম্বোদর গণেশ্বর, পশ্চিমে তাহার ঘর, দেহলিশ নাম সর্ব্বাত্মক ॥ কুষ্মাণ্ড গণেশ আর, পঞ্চ মুখে ধৃত যার, পরে ক্ষিপ্র প্রসন্ন গণেশ। দ্বিতুণ্ড গণেশ হয়, গজকর্ণ নাম কয়, শেষ সাক্ষী গণেশ বিশেষ ॥ বায়ুকোণে পরে তার, উর্দ্ধতুণ্ড গণেশ সার, শুণ্ড গণপতি সুপ্রকাশ। হেরম্ব গণেশ মূর্ত্তি, চিন্তা মুনিবর শক্তি, জ্যেষ্ঠ গণপতি শুভবাস ॥ চিত্র মুণ্ড নাম ধর, সিদ্ধি গণেশ্বর বর, এ রূপেতে ষট পঞ্চাশত। কাশী মধ্যে বিরাজয়, সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশয়, ভক্ত নামে গণেশ সতত ॥ ভগীরথ সংপূজিত, হরিশ্চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত, কপোর্দ্দীর যেই গণপতি। কাশীক্ষেত্রে বিরাজয়, দর্শনেতে বিঘ্ন ক্ষয়, ঢুণ্ডীরাজ মাহাত্ম্য যে অতি ॥

মঙ্গলে চতুর্থী তিথি, যেবা পুজে গণপতি, তার ফল সর্ব্ব বিঘ্ননাশে। চতুর্থীতে পুজে যেবা, তার ফল কহে কেবা, সদা সুখী হয় অবশেষে॥ মাঘে শুক্ল চতুর্থীতে, ব্রতী থাকে নক্ত ব্রতে, বার্ষীকাদি যাত্রা তার করে। শুক্ল তিল লাড়ু দেয়, শুক্ল তিলে হোম হয়, ঢুণ্ডী রাজ স্তব পাঠ করে॥ সপ্ত জন্ম পাপ যত, নাশ হয় বিশেষতঃ, সর্ব্ব সিদ্ধি অনায়াসে হয়। আর কহি শুন মুনি, বিঘ্ননাশ পুজে যিনি, তার মুক্তি অন্তেতে নিশ্চয়॥ সপ্ত পঞ্চাশ অধ্যায়, গণেশ মাহাত্ম্য তায়, সমাপ্ত হইল সমুদয়। পাঠ কিম্বা যেবা শুনে, বিঘ্ননাশ বিবরণে, সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধি তার হয়॥ গণেশের কৃত কার্য্য, আসি শিব কাশী রাজ্য, গণেশ বন্দনা অগ্রে করি। পরে বিষ্ণু ঋষি যুক্ত, আসিবেন শিব উক্ত, দিবদাস রাজ্য হরে হরি। অবশেষে হর-গৌরী, মন্দর হৈতে সত্বরি, কাশীপুরে আসিবেন পরে। সীতানাথ বসুদাসে, ব্রাহ্মণের পদ আশে, ভাষায়ভাষিল নিরন্তরে॥

অথ কাশীতে বিষ্ণুর আগমন।

পয়ার। অগস্ত্য কহেন শুন দেব ষড়ানন। তবপদে আমি যাহা করি নিবেদন॥ তব মুখ বাণী হয় অমৃত সেচন। শুনিতে সতত ইচ্ছা হয় মম মন॥ দেব গজানন রহিলেন কাশীপুরে। কি করিল পঞ্চানন থাকি অতি দূরে॥ কার্ত্তিক কহেন শুন মুনি তপোধন। মন্দরেতে সদাশিব উৎকণ্ঠিত মন॥ গণপতি কথা শিব জানিয়া অন্তরে। সম্মুখে ছিলেন বিষ্ণু দৃষ্টি হয় তাঁরে॥ সম্মানেতে বিষ্ণু প্রতি কহেন শঙ্কর। সকল বৃত্তান্ত তব আছয়ে গোচর॥ যোগিনী প্রভৃতি গণেশেরে পাঠাইল। কেহ ফিরে না আসিল কাশীতে রহিল॥ তুমি যদি মম কার্য্য করহ সাধন। তবে দেখি হৈতে পারে তাপ বিমোচন॥ এত শুনি নারায়ণ সম্মুখে দাণ্ডায়। তব কার্য্য সাধনের করিব উপায়॥ আর শুন জগন্নাথ করি নিবেদন। সকলের মূলপ্রভু আপনি যেমন॥ কর্ম্ম যারে কহে গতি শক্তি নাহি কভু। কর্ম্মকর্ত্তা কেহ নাহি তোমা বিনে প্রভু॥ করণ কারণ তুমি হও ভূতনাথ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়েতে তুমি সর্ব্ব নাথ॥ আমাকে করিলে কর কর্ম্মের সাধন। তব কৃপা না হইলে কে হয় ভাজন॥ যে জন তোমারে স্মরি যে যেস্থানে যায়। সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধি হৈয়া হস্ততলে পায়॥ এত কহি নারায়ণ লক্ষ্মী সঙ্গে করি।

গরুড়েতে আরোহণ করিয়া শ্রীহরি ॥ সর্ব্বারম্ভে সদানন্দে হৈয়া হৃষ্ট মন। পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিল নারায়ণ ॥ স্তব করি নারায়ণ ভূতনাথে কয়। তব কার্য্য সিদ্ধি যেন আমা হৈতে হয় ॥ আর নিবেদন করি শুন ত্রিলোচন। কাশী যাইবার দিন দেখহ আপন ॥ পুনর্ব্বার নারায়ণে কহেন মহেশ কাশী যাইবার দিন করিবে বিশেষ ॥ যে দিনে গমন করে সে দিন উত্তম। ভাল মন্দ দিন দেখ মানসের ভ্রম ॥ তদপরে নারায়ণ গমন ত্বরিত। কাশীপুরি মধ্যে প্রভু হৈল উপনীত ॥ আসি বরুণাতে গঙ্গা মিলিত যথায় সেই স্থানে চক্রপাণি হইল উদয় ॥ তথা হস্ত পদ বিষ্ণু ধৌত যে করিল। তদবধি পাদোদক তীর্থ নাম হৈল ॥ পাদোদক তীর্থে যেবা স্নান পুজা করি। তর্পণ করয়ে তিল মিশ্রিত যে বারি ॥ ভক্তিভাবে পিণ্ডদান যে জন করয়। তাহার ত্রিসপ্ত কুল সমুদ্ধার হয় ॥ পাদোদক তীর্থ জল গণ্ডুষেক খায়। শালগ্রামামৃত পান কলাধিক পায়। জরা ব্যাধি নাহি তার হয় কোনকালে। নানাসুখভোগী হৈয়া থাকেন কুশলে ॥ পরে মণিকর্ণি জলে সলক্ষ্মীক স্নান। পাষাণেতে নিজ মূর্ত্তি করিল নির্ম্মাণ ॥ বরুণা পশ্চিমভাগে কপিল স্থাপন। শ্রীআদি কেশব আখ্যা হইল তখন ॥ শ্বেতদ্বীপ খ্যাত তথা করি ভগবান। ক্ষীরোদসমুদ্রে কৈল বিরাজিত স্থান ॥ সেই স্থানে যেই জনে শ্রাদ্ধাদি করয়। পিতৃলোক সহ তার স্বর্গে বাস হয় ॥ ক্ষীরোদা দক্ষিণে শঙ্খ তীর্থ যে উত্তম। করয়ে তর্পণ যেবা করিয়া নিয়ম ॥ পিতৃলোকে অনায়াসে বিষ্ণুলোকে পায়। তাহার দক্ষিণে চক্রতীর্থ বিরাজয় ॥ কাশীপুরি বহু তীর্থ আছে এ প্রকারে। বনিয়া বৈষ্ণব তীর্থ যোজন সংহারে ॥ সেই সব তীর্থে ক্রমে অংশে নারায়ণ। কেশব নামেতে মূর্ত্তি করিল স্থাপন ॥ প্রত্যেকে তাহার সব বর্ণনা করিব। বিস্তার করিয়া তাহা পরেতে কহিব ॥

অথ বৌদ্ধমত প্রচার।

পয়ার। ধর্ম্মক্ষেত্রে বিষ্ণু লীলা প্রচার করিলা। বৌদ্ধ অবতার হৈয়া প্রকাশ হইলা ॥ কাশীপুরে এক পুরী করিয়া তৎক্ষণে। লক্ষ্মী সহ নারায়ণ রহে সেই স্থানে ॥ পুণ্য কীর্ত্তি নাম দেব ধারণ করিল। বিজ্ঞানকৌমুদী নাম লক্ষ্মীর হইল ॥ গরুড়ের হৈল তথা বিনয়কীর্ত্তি নাম। শিষ্যরূপে গরুড় সম্মুখে অধিষ্ঠান ॥ পুণ্য কীর্ত্তি গুরু হৈল স্বয়ং নারায়ণ। গুরু সম্মু

খেতে শিষ্য থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥ গুরুর নিকটে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। এসকল প্রকারে হইল ঘরে ঘরে॥ অনেক হইল শিষ্য শাস্ত্র অধ্যয়নে। বৌদ্ধমত শাস্ত্র কথা সদা আলাপনে॥ জিজ্ঞাসে বিনয় কীর্ত্তি পুণ্যকীর্ত্তি স্থানে। যে রূপেতে ধর্ম্ম হয় সংসার মোচনে॥ পুণ্যকীর্ত্তি বলে শিষ্য শুনহ বচন। বিশেষ করিয়া আমি কহি বিবরণ॥ সংসার অনাদি সিদ্ধি উপস্থিত হয়। আপনি মিলয় যোগ অপেক্ষা না হয়॥ বিধি আদি যত জীব ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেতে। আত্মা এক দুই নহে আছে বিচারেতে॥ ব্রহ্মা আদি কোটি সব কালে লয় হয়। বিচারেতে দেহি কিছু অধিক না হয়॥ আহার মৈথুন নিদ্রা ভয় সর্ব্বক্ষণ। দেহ মাত্র ধরে জীব সমান কারণ॥ কর্ম্ম মাঝে জীবহিংসা অকারণ হয়। অহিংসা পরম ধর্ম্ম শাস্ত্রমতে কয়॥ যদি কর্ম্ম বশে লোক হিংসা আচরয়। ভোগাভোগ দেহ বন্ধ মোচন না হয়॥ আশ্চর্য্য দেখহ এক অতি চমৎকার। ব্রহ্মার মুখেতে বিপ্র ক্ষত্র ভুজে আর॥ উরুতে বৈশ্যের জন্ম পদে শূদ্রে হয়। চারি পুত্র ভিন্ন২ ক্রমে হীন কায়॥ এমত উত্তম নহে দেখ বিচারেতে। একোদ্ভব চারি জন ন্যূন কোনমতে॥ ছোট বড় সব দেখ সর্ব্বত্র সমান। ইহা ভিন্ন ভাব নহে শাস্ত্রের প্রমাণ॥ এরূপে অনেক মতে কহেন গুরুড়ে। বৌদ্ধমত সতত যে আলাপন করে॥ যত শিষ্য এই শাস্ত্র করে আলাপন। সকলের বৌদ্ধমত হৈল আচরণ॥ মহামায়া লক্ষ্মী দেবী উদ্যোগ কারিণী। ভগবান কর্ম্মকর্ত্তা হয়েন আপনি লক্ষ্মীদেবী কাশীপুরে মায়া প্রকাশয়। নারীগণ আসি সব যথাতে মিলয়॥ বিজ্ঞানকৌমুদী বিস্তারিত করি কয়। নারীগণে বৌদ্ধমত নীতি শিক্ষা হয় স্নানদান তীর্থ যেবা করে পর্য্যটন। বৃথা জ্ঞান সে সকল দুঃখের কারণ॥ এক ধর্ম্ম আছে এই সর্ব্ব সারৎসার। কেবল জানিবে মাত্র পর উপকার॥ যে যাহা যাচিঞা করয়ে যার প্রতি। করিবেক উপকার যার যে শকতি॥ যদি কেহ শরীর যাচিঞা করি লয়। তাহারে অবশ্য দিবে এই ধর্ম্ম হয়॥ বিজ্ঞানকৌমুদী আকর্ষণ করি সব। বৌদ্ধমত কাশীতে করিল সমুদ্ভব। কাশীপুরী নিবাসী যতেক লোক ছিল। পূর্ব্ব হৈতে সকলের মতিভ্রষ্ট হৈল কাশীপুরী নিবাসীর অনীতি দেখিল। পরে দিবদাস চিত্ত মলিন হইল॥ রাজ্যভোগ কিবা সুখ সতত চিন্তিত। কিরূপেতে রাজ্যত্যাগ হইবে ত্বরিত॥ গণকে কহিয়াছিল অষ্টাদশ দিনে। সুবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এক আসিবে ভুবনে॥ দেখি তাহা গত হয় ভাবিত রাজন। কভু মিথ্যা নহে সেই ব্রাহ্মণ

বচন ॥ অন্তর্যামী ভগবান সকলি গোচর। রাজ্যত্যাগ দিবদাসের হইয়াছে অন্তর

অথ দিবাদের নির্ব্বাণ।

পয়ার। বৃদ্ধ যে ব্রাহ্মণ রূপ হৈয়া নারায়ণ। দিবদাস পুরী প্রতি করিল গমন ॥ বৃদ্ধ দ্বিজ দেখি রাজা আনন্দিত হৈল। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা বসিবারে দিল ॥ অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে যুড়ি দুই করে। গলাতে বসন দিয়া স্তব করে পরে ॥ তব মূর্ত্তি দেখি দ্বিজ হবে নারায়ণ। আমার মনের বাঞ্ছা করহ পূরণ ॥ শরীরাদি সুখদুঃখ সকল মায়ার। পুত্র পৌত্র কন্যাদি রাজ্য ভোগ আর ॥ তাবত ছায়ার ন্যায় যায় পুনঃ হয়। অতএব নিবেদন করি মহাশয় ॥ যাহাতে নিবৃত্ত দেহ হয় দ্বিজবর। হেন মোরে উপদেশ করহ সত্বর ॥ পূর্ব্বেতে গণক মুখে শুনেছি বচন। বৃদ্ধ দ্বিজ আসিয়া কহিবে বিবরণ ॥ অতএব প্রভু তব হৈল অধিষ্ঠান। কিরূপে নিস্তার হবে কহ বিদ্যমান ॥ দ্বিজবর কহে কথা রাজার গোচরে। তব সম পুণ্যশীল নাহিক সংসারে ॥ যে প্রকারে রাজ্যভোগ করিলে আপনি। তব তুল্য অন্য রাজা নাহি দেখি শুনি ॥ রঘুনাথ সম তব প্রজার পালন। রাজর্ষি গণন মধ্যে তোমার গণন ॥ আমি কিবা উপদেশ দিব তব স্থানে। সকল কহিলে তুমি শুনি বিদ্যমানে ॥ পণ্ডিত জনের যার জ্ঞান উপচয়। আপনে আপনা জানে সকল বিষয় ॥ পরে দ্বিজবর কহে শুন দিবদাস। অদ্যাবধি সপ্তদিনে জানিবে নির্য্যাস ॥ তব তপোনলে তুষ্ট আছে ভগবান। স্বশরীরে বিশ্বনাথে হইবে নির্ব্বাণ ॥ হেন বাক্য শুনি দিবদাস মহামতি। অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে দ্বিজবর প্রতি ॥ বাঞ্ছা যাহা ছিল মোর সংসার ভিতরে। কৃতার্থ হইলাম প্রভু তব কৃপাবরে ॥ অমূল্য যে বস্ত্র রত্ন দ্বিজবরে দিল। বিদায় করিয়া নৃপ চিন্তিত হইল ॥ পুরবাসী আত্মগণ আছিল যতেক। পঞ্চশত পুত্র আর পত্নী যে অনেক ॥ সকলেরে ডাকাইয়া আনিল রাজন। সপ্তদিন বৃত্তান্ত কহিল ততক্ষণ ॥ তদপরে যত ধন ছিল ভাণ্ডারেতে। কল্পতরু হৈয়া দান করিল ত্বরিতে ॥ দিবদাস রাজা পুত্র পত্নীগণ লৈয়া। দাক্ষায়ন রাজগৃহে উত্তরিল গিয়া ॥ জ্যেষ্ঠ পুত্রে সেই দেশে রাজত্ব করিল। আর সব পুত্রগণ তথাতে রাখিল ॥ পরে দিবদাস রাজা বারাণসী আসি। নিয়ম দিবসে মণিকর্ণিকাতে বসি ॥ বিষ্ণু উপদেশে দিবদাস মতিমান। স্বনামেতে

শিবলিঙ্গ করিল স্থাপন ॥ তদপরে দিবদাস মহাযোগ ধরি। বিশ্বেশ্বর ধ্যান করে চিত্ত শুদ্ধ করি॥ হেনকালে সেই স্থানে দিব্য রথ আইসে। রুদ্রগণ শিবমূর্ত্তি ধরিয়া বিশেষে॥ দেবকন্যা শত২ চামর হস্তেতে। অতি শীঘ্র আসি দিবদাসের সাক্ষাতে॥ স্বশরীরে দিবদাসে রথে তুলি লয়। তদন্তরে দিবদাস শিবমূর্ত্তি হয়॥ এইরূপে দিবদাস নির্ব্বাণ হইল। অতঃপরে মুনি শুন বৌদ্ধ যে করিল॥ দিবদাস বৃত্তান্ত যে শিব সন্নিধানে। গরুড়েরে কহি সব পাঠায় নারায়ণে॥ পরে পঞ্চনদ তীর্থে বাসুদেব যায়। সর্ব্বতীর্থ সার জানি বিরাজে তথায়॥ কাশীখণ্ড দিবদাস আখ্যান বিস্তারে সমুদ্র সদৃশ কেবা বর্ণিবারে পারে। সীতানাথ বসু দীন জ্ঞান হীন অতি। ইহার বর্ণনা কৈল আছয়ে যে শক্তি॥ ব্রহ্মানন্দ অনুকূল দীনপ্রতি হৈল। কিঞ্চিৎ রচনা তবে ভাষাতে করিল॥ এই অধ্যায় পাঠ যেবা করয়ে শ্রবণ। অনায়াসে মুক্ত হয় বেদের বচন॥ অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় যে সমাপ্ত হইল। এমতে সপ্তম সর্গ বর্ণনা করিল॥

ইতি শ্রীকাশীখণ্ডে দিবদাস রাজার বিবরণ
অষ্ট পঞ্চাশ অধ্যায় ও সপ্তম সর্গ
নামঃ সমাপ্তঃ।

অথ পঞ্চনদী তীর্থ কথন এবং সুলোচনা উপাখ্যান।

পয়ার। কার্ত্তিকের প্রতি কহে মুনি তপোধন। পঞ্চনদী তীর্থেতে রহিল নারায়ণ॥ বিশেষ করিয়া কহ প্রভু ষড়ানন। অমৃত অধিক স্বাদু তোমার বচন॥ গুহ কহে শুন কুম্ভ সুত মুনিবর। পঞ্চনদী সমতীর্থ না দেখি সত্বর॥ তীর্থরাজ প্রয়াগেতে কার্ত্তিক মাসেতে। স্নান করে যেই নরে বিধি বিধানেতে॥ সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় জানিহ নিশ্চয়। তীর্থরাজা আসি পঞ্চনদে মুক্ত হয়॥ ক্ষীরোদের তটে বেদশিরা মুনিবর। সমাধি যোগেতে তপ করে ঘোরতর॥ একদিন সেই পথে সুচি নামে অপ্সরা। ভ্রমণ করেন দেবী অতি মনোহরা॥ মুনির নিকটে দেবী হলে উপস্থিত। অপ্সরা দেখিয়া মুনি চিত্ত বিচলিত॥ দৈবাধীন মুনি শুক্র হইল পতন। তাহা দেখি অপ্সরা ভাবিত হৈল মন॥ যোড়হস্ত করি মুনি সম্মুখে দাণ্ডায়। অপরাধ ক্ষমা কর মুনি মহাকায়॥ অপ্সরা করুণা শুনি মুনি তপোধন। অপরাধ নাহি তব শুনহ বচন॥ উদ্যোগ করিয়া যেবা তপ ভঙ্গ করে। তাহাকে আমরা শাপি জানহ সত্বরে॥ অনায়াসে যোগস্থানে যদি কেহ আইসে। যোগ ভঙ্গে পাপ নাহি শুনহ বিশেষে॥ কিন্তু এক কথা কহি শুনহ নিশ্চয়। তপস্বীর অমোঘ তেজ ব্যর্থ নাহি হয়॥ এই তেজ তুমি শীঘ্র করহ গ্রহণ। কদাচ ইহাতে নাহি কর অন্য মন॥ মুনি বাক্য অপ্সরা যে করিয়া গ্রহণ। যে আজ্ঞা বলিয়া তেজ করিল ধারণ॥ দশমাস দশদিনে কন্যা প্রসবিল। অপ্সরা মুনির স্থানে সেই কন্যা দিল॥ স্বস্থানে অপ্সরা শেষে করিল গমন। মুনিবর কন্যা পাইয়া অতি হৃষ্ট মন॥ হরিণীর দুগ্ধ দিয়া পালন করয়। দিনে দিনে বাড়ে কন্যা মুনির আলয়॥ নাম রাখি সুলোচনা করেন আদর। বয়ঃক্রম হৈল তার অষ্টম বৎসর॥ মুনি দেখি বিবাহের কাল উপস্থিত। কারে কন্যা দিব বলি সর্ব্বদা চিন্তিত॥ একদিন কন্যাকে কহেন মুনিবর। কাহাকে করিব দান কহত সত্বর॥ কন্যা বলে শুন পিতা করি নিবেদন। সকলের শ্রেষ্ঠ হবে ধর্ম্ম পরায়ণ॥ এমত বরেরে দান করিবে আপনে। এইত প্রার্থনা পিতা কহি তব স্থানে॥ কন্যা বাক্য শুনি মুনি ধ্যান যে করয়। ধ্যানেতে জানিল মুনি ধর্ম্মবর হয়॥ তদপরে কন্যা প্রতি কহে তপোধন। যেই বরে ইচ্ছা তব হৈয়াছে মনন॥ রূপে গুণে এই বর নাহি পাওয়া যায়। এমত মনোজ্ঞ বর পাইবে কোথায়॥ তপস্যা থাকিলে ইহা মিলয়ে সত্বর। ইহা শুনি পরে কন্যা চিন্তিত অন্তর॥

পরে সুলোচনা পিতৃ আজ্ঞা যে লইয়া। তপস্যা করয়ে কন্যা কাশীতে যাইয়া॥ অতিশয় ঘোর তপ আরম্ভ করিল। পঞ্চতপা করি কন্যা স্বকর্ম্ম সাধিল॥ তদপরে কন্যা প্রতি ব্রহ্মা আসি কয়। প্রার্থনা করহ বর যাহা ইচ্ছা হয়॥ কন্যা বলে শুন প্রভু করি নিবেদন। অন্য বর প্রার্থনাতে নাহি মোর মন॥ ধর্ম্ম পরায়ণ হবে সকলের শ্রেষ্ঠ। এই বরে বিভা হয় এই মনো ভিষ্ট॥ পর উপকারী হবে কাশীপুরে বাস। ইহাত হইলে হয় মানস উল্লাস॥ তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা বিদায় হইল। কন্যা আসি পিতা স্থানে প্রণাম করিল॥ কত দিন পরে ধর্ম্ম কন্যা স্থানে আসি। আমাকে বরহ তুমি শুনহ রূপসী॥ তদপরে সুলোচনা কহিল সত্বর। পিতা স্থানে বলে তবে উচিত ইহার॥ পুনর্ধর্ম্মরাজ বলে শুনহ বচন। গন্ধর্ব্ব বিবাহ আছে মনের মিলন॥ হেন বাক্য শুনি কন্যা কোপাবিষ্ট হৈল। অকৃত্রিম কথা কেন পুনঃ২ বল॥ কন্যা দান করিবেন মানস পিতায়। ইহাতে অন্যথা করা শক্তি আছেকার॥ পুনর্ব্বার ধর্ম্ম কহে শুনহ বচন। গন্ধর্ব্ব বিবাহ মত কর আচরণ॥ এত শুনি কন্যার হইল ক্রোধ মন। ধর্ম্মরাজ প্রতি শাপ দিলেন তৎক্ষণ। জল হৈয়া সদা কাল করহ যাপন। কন্যা শাপ শুনি ধর্ম্ম ক্রুদ্ধ হৈল মন॥ ধর্ম্মরাজ কন্যা প্রতি কোপিত অন্তর। শীলা হয়ে কন্যা তুমি থাকিবে সত্বর॥ শাপ শুনি কন্যা তবে পিতা স্থানে যায়। রোদন করিয়া সব বৃত্তান্ত জানায়॥ বেদশিরা মুনিপরে ধ্যানেতে জানিল। ধর্ম্ম মহাশয় তথা আপনি আসিল॥ তদপরে কন্যাকে কহেন মুনিবর। চিন্তা নাহি চন্দ্রকান্ত হবে শিলাপর॥ চন্দ্রের রশ্মিতে দ্রব হইবে যে তুমি। কাশী ক্ষেত্রে ধর্ম্ম সহ মিলিবে আপনি॥ তব মনোনীত বর ধর্ম্মরাজ হন। ছলনাতে তব সঙ্গে হইবে দর্শন॥ অতএব বলি আমি শুনহ সত্বর। দুই জনে পূর্ব্বমত হবে কলেবর॥ ধর্ম্ম সহ নিজ রূপে হইবে মিলন। ইহাতে না হবে জ্ঞান শাপের মোচন॥ শাপের নিমিত্ত দ্রব হবে পুনর্ব্বার। কৃপা করি করিলাম নিয়ম ইহার॥ বেদশিরা পুনঃকহে কন্যার সাক্ষাতে। ধৌত পাপা কাশীক্ষেত্রে হইবে আখ্যাতে॥ অগস্ত্যকে কার্ত্তিক কহেন মহামতি। ধর্ম্মরাজ দ্রব হৈয়া কাশীপুরী স্থিতি॥ তাহাতে মিলন ধৌত পাপা সুলো চনা। সরস্বতী যমুনা জাহ্নবী তরঙ্গিণী॥ ক্রমেতে আসিয়া সব মিলিল তথায়। অতএব পঞ্চনদী মহাতীর্থ হয়॥ কাশীক্ষেত্রে পঞ্চনদী তীর্থ সারাৎসার। জলস্পর্শ মাত্র জীব হয়ত উদ্ধার॥ অবস্থিত হইল তথায় নারায়ণ। স্থানের মাহাত্ম্য কিবা কহিব কথন॥ পঞ্চনদী তীর্থে যেবা স্নান

দান করে। তাহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে। সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় সেই সব জীব। অভ্যন্তরে মুক্তি পদ দেন তারে শিব॥ কার্ত্তিক মাসেতে প্রাতঃ স্নান যেবাকরে। স্নানান্তরে মরিলেহ মুক্তি তার পরে॥ ঊনষষ্টি অধ্যায় কাশীখণ্ড মনোহর। শুনিলে সকল পাপে মুক্ত হয় নর॥

অথ বিন্দুমাধব উপাখ্যান।

পয়ার। কার্ত্তিক কহেন শুন মুনি তপোধন। শুনিলে যে পঞ্চনদী উৎপত্তি কারণ॥ মাধবের আবির্ভাব অপূর্ব্ব কথন। কহি তবে সর্ব্বমতে শুন দিয়া মন॥ মন্দর হইতে কাশী আসি নারায়ণ। পাদোদক তীর্থে করিলেন প্রকাশন। দিবদাস রাজাকে যে উচ্চাটন করি। কাশীর মাহাত্ম্য সব কহিল বিস্তারি॥ যত তীর্থ পৃথিবীতে আছে স্থানে২। সকল হইতে শ্রেষ্ঠ কাশীর আখ্যানে॥ এপ্রকার কাশীপুরী প্রশংসা করিয়া। পঞ্চনদী তীর্থে গেল হর্ষচিত্ত হৈয়া॥ পঞ্চনদী দেখি সুখী হৈল নারায়ণ। পঞ্চনদী প্রস্তি কহে করিয়া যতন॥ ত্রিজগৎ মধ্যে তুমি সর্ব্ব সারাৎসার। কি কব বর্ণনা তব মহিমা অপার॥ জীবের পাতক তীর্থে করিয়া গ্রহণ। পঞ্চনদী স্নানে করে পাপের মোচন॥ পঞ্চনদী তীর্থেতে থাকিয়া নারায়ণ। গরুড়ে ডাকিয়া পরে কহেন বচন॥ শুনহ গরুড় তুমি বড় বিচক্ষণ। মন্দর পর্ব্বতে শীঘ্র করহ গমন॥ মন্দর হইতে আসি আগমন করি। যে যে কর্ম্ম সাধন করিল কাশীপুরী॥ দিবদাস রাজারে করিল উচ্চাটন। কহিবে তাহার সব নির্ব্বাণ কথন॥ বিস্তারিত করিয়া কহিবে ত্রিলোচনে। এত শুনি পক্ষীরাজ করিল গমনে॥ পঞ্চ নদী তীর্থে অগ্নিবৃন্দ তপোধন। সদাকাল তপকরে হৈয়া হৃষ্টমন। তদপরে অগ্নিবৃন্দ দেখি নারায়ণে। দণ্ডন্যায় ভূমে পড়ি করয়ে প্রণামে॥ গলেতে বসন দিয়া অগ্রে দাণ্ডাইল। বহু বিধিমতে মুনি স্তব যে করিল॥ সকলের আত্মা তুমি প্রভু জগন্নাথ। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় সকল তব হাত॥ ব্রহ্মা আদি দেব যত তব আজ্ঞাকারী। তোমাছাড়া কিছুনহেশুনহে মুরারি॥ স্থূলসূক্ষ্ম তুমি প্রভু চিন্তামণি ময়। করণ কারণ তুমি সববেদে কয়॥ চন্দ্র সূর্য্য তব তেজ আছে যে নির্যাস। বেদ অগোচর তব মহিমা প্রকাশ॥ তোমাতে উৎপত্তি প্রভু তোমাতে মিলয়। নিশ্বাসেতে সৃষ্টি তব নিশ্বাসে প্রলয়॥ দীন হীন আমি তব কিজানি মহিমা। পঞ্চমুখ চতুর্ম্মুখ দিতেনারে সীমা॥ নাভী

পদ্ম হইতে তব ব্রহ্মার জনম। সকলের শ্রেষ্ঠ প্রভু সার কহিলাম॥ হরিহর এক আত্মা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। ইহার অন্যথা ভাবে নরকে পড়য়॥ তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। তুমিত অনন্ত প্রভু সর্ব্ব চরাচর॥ চক্রপাণি চতুর্ভুজ প্রভু জগন্নাথ। সর্ব্বতো ব্যাপিত দেব হও কৃপানাথ॥ কৃষ্ণ বিষ্ণু নারায়ণ শ্রীঅচ্যুত আর। শ্রীরাঘব জনার্দ্দন ত্রিবিক্রম সার॥ হংস হৃষীকেশ সত্য অনন্ত শ্রীহরি। যদু শ্রেষ্ঠ বরাহ বামন যে মুরারি॥ শ্রীধর গরুড়ধ্বজ নৃসিংহ মাধব। মধুসূদন পদ্মনাভ আর যে রাঘব॥ ইত্যাদি নামেতে স্তব করে তপোধন। তুষ্ট হৈয়া মুনি প্রতি কহে নারায়ণ॥ তোমা প্রতি আমি অতি হইলাম তুষ্ট। বরের প্রার্থনা কর তব মনোভিষ্ট॥ মুনি বলে শুন প্রভু কার নিবেদন। অন্য বর প্রার্থনাতে নাহি মম মন॥ পঞ্চনদী তীর্থে প্রভু থাক চিরদিনে। করিবে পাতকী মুক্ত যত পুণ্যহীনে॥ তথাস্তু বলিয়া প্রভু করিলা স্বীকার। দৃঢ় ভক্ত বলি বর দিল পুনর্ব্বার॥ শুন অগ্নি বিন্দু তুমি প্রিয় ভক্ত মম। তব নাম অর্দ্ধেক হইবে মোর নাম॥ শ্রীবিন্দু মাধব নাম করিল গ্রহণ। ত্রিজগৎ মধ্যে সবে করিবে ঘোষণ॥ তদন্তরে নারায়ণ কহে মুনি প্রতি। এইস্থানে থাকিবেক মম প্রতিমূর্ত্তি॥ এইত পরম তীর্থ অতিপুণ্যস্থান। পঞ্চনদী জলেতে করিয়া স্নান দান॥ যে জীব তোমার পূজা করিবে সাদরে। পুষ্প মাল্য ধূপ দীপ নাব উপহারে॥ বহু জন্মার্জ্জিত পাপধ্বংস হয় তার। ইহাতে অন্যথা নাহি কহিলাম সার॥ এস্থানে তর্পণ শ্রাদ্ধ যে জনে করয়। তার পূর্ব্ব পুরুষাদি সংস্কার হয়॥ কার্ত্তিকেতে প্রাতঃস্নান যে জনে করয়। তাহার ফলের কথা বর্ণনা না হয়॥ ব্রহ্মা আদি চন্দ্র সূর্য্য যত দেবগণ। কার্ত্তিক মাসেতে করি নিয়ম ধারণ॥ পঞ্চনদী প্রাতঃস্নান করি সকলেতে। আপনারে ধন্য জ্ঞান ভাবেন মনেতে॥ কার্ত্তিক মাসেতে জীব করিয়া নিয়ম। ব্রত আদি করিবেক আর অনশন॥ পঞ্চরাত্র ত্রিরাত্র সপ্তম একান্তর। পক্ষব্রত মাস ব্রত সুকঠিন করা॥ এ সকল নিয়ম যেই করে একচিতে। তাহার পুণ্যের কথা কে পারে বর্ণিতে॥ কার্ত্তিকেতে কাংস্য পাত্রে ভোজনত্যাগিবে। মৎস্য মাংস ইত্যাদির নিকটে না যাবে॥ কাংশ্যপাত্রেত্যাগ পুনঃ কাংস্য দিবে দান। মৎস্যমাংস কুষ্মাণ্ডস্যত দানের বিধান॥ ইত্যাদি নিয়ম সব আছে বহু তর। ভাষাতে বর্ণনা করা বড়ই দুষ্কর॥ ঘৃত দীপমালা রজনীতে মম স্থানে। যেইজন দেয় সেই বড় পুণ্যবানে॥ বিষ্ণু ভক্ত হৈয়া শিব নিন্দা যেবা করে।

নরকেতে পড়ে অতিশয় ঘোরতরে ॥ যেই হরি সেই হর এইত ভাবনা। ইহাতে অন্যথা হৈলে নরকে যন্ত্রণা ॥ রুদ্র পিশাচ হয় ত্রিশহাজার বৎসর। কাল ভৈরবের দণ্ডে থাকে নিরন্তর ॥ অগ্নিবিন্দু বিন্দুমাধব অপূর্ব্ব কথন। ভক্তিভাবে পঠে কিম্বা করয়ে শ্রবণ ॥ তাহার পুণ্যের কথা কহিতে না পারি। তার প্রতি কৃপাদৃষ্ট হয় হরহরি ॥ মাধব আবির্ভাব অগ্নিবিন্দু বিবরণ। ষষ্টি অধ্যায় কথা হৈল সমাপন ॥

অথ আদিকেশবাদি তীর্থ কথন।

পয়ার। অগস্ত্য বলেন শুন দেব ষড়ানন। মাধবের উপাখ্যান করিলাম শ্রবণ ॥ পঞ্চনদী মহিমা শুনিলাম চমৎকার। সম্প্রতি বলহ বিষ্ণু তীর্থের বিস্তার ॥ স্কন্দ বলে শুন মুনি বলি সেই কথা। অগ্নি বিন্দু প্রতি বিষ্ণু বলিয়াছে যথা ॥ প্রথমতঃ পাদোদক তীর্থ মুক্তি ধাম। আমি আদিকেশব নামেতে সেই স্থান ॥ সঙ্গমেশ মহালিঙ্গ করিয়া স্থাপন। সতত তথাতে মুক্তি করি সমর্পণ ॥ শ্বেতদ্বীপ তীর্থ পাদোদকের দক্ষিণে। আমি জ্ঞান কেশব নামেতে সেই স্থানে ॥ তাক্ষ তীর্থে আমি তাক্ষ কেশব নামেতে। নারদ কেশব নাম নারদ তীর্থেতে ॥ প্রহ্লাদ কেশব নাম ঐ তীর্থে শুন। আদিত্য কেশব অম্বরীশ তীর্থে পুনঃ ॥ দত্তাত্রয়েশ দক্ষিণেতে আদি গদাধর। ভার্গব তীর্থেতে ভৃগু কেশব সুন্দর ॥ বামন কেশব নাম বামন তীর্থেতে। নর নারায়ণ নর নারায়ণ খ্যাতে ॥ যজ্ঞবরাহ তীর্থেতে যজ্ঞ বরাহক। বিদারনৃসিংহ তীর্থে বিঘ্ন নিবারক ॥ বিদার নৃসিংহ নাম আমিসেই স্থানে। আমাকে সেবিয়া মুক্তপায় ভক্তজনে ॥ গোপী গোবিন্দ তীর্থে গোপী গোবিন্দ নাম। লক্ষ্মী নরসিংহে লক্ষ্মী নরসিংহ ধাম ॥ শেষ তীর্থে আমি তীর্থ মাধব আখ্যান। শংখতীর্থে আমি শংখ মাধব প্রধান ॥ হয়গ্রীবে হয়গ্রীব কেশব সংজ্ঞক। বৃদ্ধকালে আমি বৃদ্ধ কেশব নামক ॥ নির্ব্বাণ কেশব আমি কেশব লোলার্কত্তরে। ত্রিভুবনে কেশব চণ্ডীর দক্ষভরে ॥ জ্ঞানবাপী পূর্ব্বে জ্ঞান মাধব নামক। বিশালাক্ষ স্থলে শ্বেত মাধব সংজ্ঞক ॥ প্রয়াগ মাধব আমি প্রয়াগ তীর্থেতে। মাঘমাসে ব্রতদান করি নিয়মেতে ॥ সকল পাতকে মুক্তি পায় সেইজন। ইহকালে সুখী পরে সংসারে মোচন ॥ প্রয়াগে সকল তীর্থে মাঘে আগমন। পঞ্চনদে কার্ত্তিকেতে প্রভাতে স্বাপন ॥ মধ্যাহ্ন সময়ে মণিকর্ণিকা তীর্থেতে।

সর্ব্বতীর্থ আগমন প্রতি দিবসেতে।। কাশীতে যতেক তীর্থ কেহ নহে ন্যূন। কিন্তু মণিকর্ণিকার শ্রেষ্ঠ সর্ব্বগুণ॥ কাশীতে যতেক তীর্থ মধ্যাহ্ণ সময় মণিকর্ণি স্নান করি নিত্য শুদ্ধ হয়।। বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা নিত্য করে স্নান। লক্ষ্মীর সহিতে আমি আছি সেই স্থান।। সত্যলোক হৈতে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণী সহিতে। স্নান করে নিত্য আসি মণিকর্ণিকাতে।। ইন্দ্র আদি যত দেব মরিচ্যাদি ঋষি। মধ্যাহ্ণ সময়ে নিত্য স্নান করে আসি।। মণিকর্ণি কার গুণ কে বর্ণিতে পারে। মণিকর্ণি সম তীর্থ নাহিক সংসারে।। পুনঃ অগ্নিবিন্দু বলে শুন ভগবান। বিস্তারিয়া কহ মণিকর্ণির প্রমাণ।। বিষ্ণু বলে শুন অগ্নিবিন্দু দ্বিজবর। মণিকর্ণিকার পরিমাণ সুবিস্তার।।

অথ মণিকর্ণিকা কথন।

পয়ার। হরিশ্চন্দ্র মণ্টপ উত্তর সীমা হয়। দক্ষিণ সীমাতে গঙ্গা কেশব আলয়।। ভাগীরথী মধ্য পূর্ব্ব সীমা হয় তার। পশ্চিমেতে সীমা তার জান স্বর্গদ্বার॥ মণিকর্ণিকার এই স্থূল পরিমাণ। সূক্ষ্ম পরিমাণ কহি কর অবধান হরিশ্চন্দ্র তীর্থে হরিশ্চন্দ্র বিনায়ক। সীমা বিনায়ক তথা বিঘ্নের নাশক।। আছয়ে পর্ব্বত তীর্থ তাহার দক্ষিণে। তটেতে পর্ব্বতেশ্বর লিঙ্গ অধিষ্ঠানে॥ তাহার দক্ষিণে তীর্থ কম্বলাশ্ব তর। কম্বলাশ্ব তরে শিব লিঙ্গ মনোহর।। চক্র পুষ্করিণী তথা তীর্থের প্রবর। স্নান করি তরে নরে সংসার সাগর।। চক্র পুষ্করিণী তীরে আমি বহুকাল। পাইল ঐশ্বর্য্য তপ করিয়া বিশাল।। সেই চক্র পুষ্করিণী মণিকর্ণি নাম। মুনির পতনে হৈল খ্যাত অনুপাম।। দ্রব রূপ পরিহরি নারীরূপা হৈল। প্রত্যক্ষরূপিণী মণিকর্ণিকা দেখিল।। প্রত্যক্ষ যেরূপ মোর হইল দর্শন। সেইরূপ বলি শুন তার নিরূপণ।। চতুর্ভুজা বিশালাক্ষী ভালে ত্রিলোচনা। পশ্চিমাভিমুখি করপুট নিবন্ধনা॥ ইন্দীবর মালা দক্ষ করে ধরে বর। মাতুলাঙ্গ ফল বাম করেতে সুন্দর।। দ্বাদশ বৎসর রামা কুমারী রূপিণী। নির্ম্মল স্ফটিক রূপ নীল কুন্তলিনী।। প্রবাল জিনিয়া ওষ্ঠ অধর নির্ম্মাণ। কেশ পাশে কেতকী কুসুম রাজমান।। সর্ব্ব শরীরেতে মুক্তাফল আভরণ। চন্দ্রকান্তি জিনি শোভা সুন্দর বরণ।। শ্বেত পদ্মমালা দোলে গলে মনোহর। এইরূপ ধ্যান করিবেক নিরন্তর।। পঞ্চদশ চতুর্দ্দশ অক্ষরেতে মন্ত্র। নিরন্তর জপে মুক্তি হয়ে ভবতন্ত্র।। জপ সংখ্যা দশাংশ হোমের সংখ্যা হয়। শ্বেতপদ্ম ঘৃত মধু শর্করা মিশ্রয়।।

তিনলক্ষ জপ পুরশ্চরণে বিধান। করি পুরশ্চরণ লভয়ে পরিত্রাণ।। ধ্যান অনুসারে স্বর্ণ মূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া। পূজিবেক সদা নিজ গৃহেতে রাখিয়া।। অথবা করিবে মণিকর্ণিতে ক্ষেপণ। দুরদর্শী জনেরে উপায় এই কন।। আমার স্থাপিত লিঙ্গ মণিকর্ণীশ্বর। মণিকর্ণি স্নান করি পূজিবে সত্বর।। কণিকর্ণীশ্বর অস্ত গৃহে পূর্ব্ব দ্বারে। সেবিয়া সেবক তরে এঘোর সংসারে। পাশুপত তীর্থ মণিকর্ণির দক্ষিণে। পশুপতীশ্বর লিঙ্গ আছয়ে সে স্থানে।। পাশুপত যোগ তথা করি উপদেশ। মহামোক্ষ দান করে আপনি মহেশ চৈত্র শুক্ল চতুর্দ্দশী রাত্র জাগরণ। মহাপূজা করিবেক করিয়া স্তবন। করিবে বার্ষিক যাত্রা সে স্থানে যে দিনে। পশুপাশ নাশে অমাবস্যাতে পারণে।। তাহার নিকটে রুদ্রাবাস তীর্থ বর। পুজিবেক তথা লিঙ্গ রুদ্র বাসেশ্বর।। বিশ্ব তীর্থ রুদ্রাবাসেশ্বরের দক্ষিণে। বিশ্বনাথ বিশ্বগৌরী পূজা সেই স্থানে।। তাহার নিকটে মুক্তি তীর্থ মনোহর। স্নান করি পূজিবেক লিঙ্গ মোক্ষেশ্বর। অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ তাহার নিকটে। অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ পুজ্য তার তটে।। নিকটে তারক তীর্থ যথা বিশ্বেশ্বর। তারকের উপদেশে নিস্তার যে নর।। পূজিয়া তারকেশ্বর লিঙ্গ সেই স্থানে। স্কন্দ তীর্থ স্কন্দ মূর্ত্তি তাহার দক্ষিণে।। সেই স্থানে ঢুণ্ডী তীর্থ ঢুণ্ডী গণপতি। দক্ষিণে ভবানী তীর্থ শঙ্কর সংহতি।। ভবানী শঙ্কর দুই পুজ্য সেই স্থানে। মহাযাত্রা চৈত্রমাসে অষ্টমীর দিনে।। অষ্টাধিক শতবার প্রদক্ষিণ করি। অষ্টবার প্রদক্ষিণ অথবা সাদরি।। ভক্তিভাবে প্রণমিয়া ভবানী শঙ্কর। প্রার্থনা করিবে যাহা পাইবে সে বর।। গৃহবাসী বিশ্বেশ্বর গৃহিণী ভবানী মোক্ষ ভিক্ষা কাশীপুরে দিতেছে আপনি।। মহাষ্টমী দিনে ব্রতী করি উপাসন। ভবানী শঙ্কর পুজি করে জাগরণ।। ভবানী শঙ্কর সদা জপিয়া হৃদয়। আবশ্যক মনোগত সিদ্ধি তার লয়।। নিকটে ঈশান তীথ আছে সেই স্থানে। পুজিয়া ঈশান তীর্থ লভে দিব্যজ্ঞানে।। জ্ঞানতীথ সেই স্থানে লিঙ্গ জ্ঞানেশ্বর। সতত সেবিয়া দিব্যজ্ঞান পাবে নর।। নন্দি তীথে নন্দীশ্বর পরম পাবন। জ্ঞান বাপী উত্তরাংশে পূজিবেক জন।। তাহার দক্ষিণে বিষ্ণু তীথ মনোহর। বিশ্বেশ্বর দক্ষিণে মূর্ত্তি আমার সুন্দর।। প্রতি একাদশী আর শয়ন বোধন। উপবাস করি করে রাত্র জাগরণ।। প্রভাতে আমার পূজা ব্রাহ্মণ ভোজন। করাইয়া দান করে গো ভুমি কাঞ্চন।। যথাশক্তি করি তথা ব্রত উজ্জাপন। লভয়ে যথোক্ত ফল সেই ব্রতীজন।। পিতামহ তীর্থ বিষ্ণু তীর্থের দক্ষিণে। পিতামহেশ্বর লিঙ্গ আছে সেইস্থানে

নাভীতীর্থ সেই জগতের নাভী হয়। যাহা হৈতে ব্রহ্মাণ্ড উদয় যাতে লয় ত্রিলোক বিখ্যাত তীর্থ সেই ব্রহ্মানল। স্নান দান কৈলে ঘুচে ভবতঙ্ক সকল॥ ভাগীরথী তীর্থ ব্রহ্মানলের দক্ষিণে। ভাগীরথীশ্বর লিঙ্গ আছে সেই স্থানে॥ ক্ষুরকতুরিকা তীর্থ তাহার দক্ষিণে। গোমাতা গোলোক হৈতে আসি ক্ষুরেখনে॥ ক্ষুরকর্ত্তরীশ লিঙ্গ পূজিবে সে স্থানে। মার্কণ্ডেয় তীর্থ ক্ষুরকর্ত্তরী দক্ষিণে॥ সেই স্থানে আছে লিঙ্গ মার্কণ্ডেয়েশ্বর। পূজিয়া তাহাকে দীর্ঘজীবী হবে নর॥ তথাতে বশিষ্ঠ তীর্থ লিঙ্গ বশিষ্ঠেশ। অরুন্ধতী তীর্থ তথা আছেন বিশেষ॥ আবশ্যক স্নান তথা করিবেক নারী। নির্ম্মল হইবে সর্ব্বদোষ পরিহরি॥ অরুন্ধতী বশিষ্ঠের মূর্ত্তি সেই স্থানে। পূজিলে বৈধব্য দোষ হয় নিবারণে॥ দক্ষিণে নর্ম্মদা তীর্থ অতি মনোহর। পূজিয়া নর্ম্মদেশ্বর মুক্ত হবে নর॥ তথাতে ত্রিসন্ধ্যা তীর্থ পরম পাবন। পূজিয়া ত্রিসন্ধ্যেশ্বর কাটয়ে বন্ধন॥ তদনু যোগিনী তীর্থ জগত বিখ্যাত। পূজিবা যোগিনী পীঠ যোগ হস্তগত॥ পূজিবে অগস্ত্যেশ্বর অগস্ত্য তীর্থেতে। লোপামুদ্রা অগস্ত্যের স্বরূপ তথাতে॥ তাহার দক্ষিণে গঙ্গা কেশব সংজ্ঞক। মহাতীর্থ স্নান করি নাশয় পাতক॥ নামে গঙ্গা কেশব আমার মূর্ত্তি তথা। পূজিয়া পাইবে মুক্তি নাহিক অন্যথা॥ মণিকর্ণি পরিমাণ কহিল বিশেষ। শুনহ বৈষ্ণব তীর্থ আছে অবশেষ॥ সীমা বিনায়কের দক্ষিণে স্বয়ম্ভব। বৈরোচনেশ্বর পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠ মাধব॥ বীর মাধব সংজ্ঞক বিরোশ পশ্চিমে। নিয়মে পূজিলে তাকে নাহি দেখে যমে॥ কালভৈরবের নিকটেতে মূর্ত্তিমান। দেখি কাল মাধব পাইবে দিব্য জ্ঞান॥ মার্গ শুক্ল একাদশী করি উপাসন। রাত্রি জাগরণ কৈল না দেখি শমন॥ নির্ব্বাণ নৃসিংহ পুলস্তীশ্বর দক্ষিণে। লভয়ে নির্ব্বাণ মুক্তি তাহার দর্শনে॥ মহাকাল নরসিংহ প্রণব পূর্ব্বেতে। যম দূত নাহি দেখে তাহার সেবাতে॥ প্রচণ্ড নৃসিংহ চণ্ড ভৈরবের পর্ব্ব। তাহাকে সেবিল ঘুচে শমনের গর্ব্ব॥ দেহলি গণেশ পূর্ব্বে মূর্ত্তি চমৎকার। গিরী নরসিংহ দেখি ঘুচে অন্ধকার॥ মহাভয় হরনরসিংহ মূর্ত্তিমান। পিতমহেশ্বর পশ্চিমেতে অধিষ্ঠান। অত্যুগ্র নৃসিংহ কলসেশ্বর পশ্চিমে। তাহাকে পূজিলে নাহি দেখে উগ্র যমে॥ জ্বলামুখি সম্মুখে নৃসিংহ জ্বালামালি। তাহাকে পূজিয়া জয় করে কালকলি॥ কোলাহল নৃসিংহ আছেন সেই স্থানে। কংকাল ভৈরব যথা আছেন বিদ্যমান॥ বিটঙ্ক নৃসিংহ নীলকণ্ঠেশ্বর কাছে। অনন্ত বামন অনন্তেশ্বরেতে যে আছে॥ তথা দধিবামন আছে বিদ্যমান। ত্রিলোচন উত্তরেতে ত্রিবি

ক্রম স্থান। বলি বামন পশ্চিমেতে বলভদ্রেশ্বর। যে পুজে তাহার বল বৃদ্ধি নিরন্তর॥ স্তবতীথ দক্ষে তাম্র বরাহের স্থান। ধরণি বরাহ প্রয়াগেশ সন্নিধান॥ ধিণ্টীশ্বর পাশ্বে কেকো বরাহ আখ্যান। পুজিলে তাহাকে চিন্তিতাথ করে দান॥ নারায়ণ মূর্ত্তি পঞ্চশত কাশীপুরে। জলশায়ী শত মূর্ত্তি আছেন সত্বরে॥ ত্রিংশত কমঠ রূপ বিংশ মীন রূপ। সহস্র সহস্র আছে বৌদ্ধের স্বরূপ॥ গোপালের শত মূর্ত্তি ত্রিশত পরশুরাম। একোত্তর শত মূর্ত্তি আছয়ে শ্রীরাম॥ বিষ্ণুরূপ আমি এক বিষ্ণু মণ্ডপেতে। বিশ্বে-শ্বর আশ্রিত হৈয়াছে ভাল মতে॥ নারায়ণ রূপে চক্র গদা করে ধরে। ষষ্টি সহস্র মূর্ত্তি ক্ষেত্র রক্ষা করে॥ হেন শুনি অগ্নিবিন্দু বলে পুনর্ব্বার। মূর্ত্তি ভেদ কহ প্রভু যতেক তোমার॥ অগ্নিবিন্দু তবে কিছু কহে হৃষী কেশে। কেশবাদি চতুর্ব্বিংশ মূর্ত্তির বিশেষে॥

অথ কেশবের চতুর্বিংশতি মূর্ত্তি কথন।

পয়ার। ঊর্দ্ধ দক্ষকর হৈতে সৃষ্টি ক্রমে জান। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কেশব ধারণ॥ শঙ্খ পদ্ম গদাচক্র শ্রীমধুসূদন। শঙ্খ পদ্ম চক্রগদাধারী সঙ্কর্ষণ॥ শঙ্খ গদাচক্রপদ্মধারী দামোদর। বামনের চক্র শঙ্খ পদ্ম গদা কর॥ পাঞ্চজন্য গদাপদ্ম চিত্র সুদর্শন। জানিবা প্রদ্যুম্ন মূর্ত্তিযাহার ধারণ॥ ঊর্দ্ধ বাম করাবধি সৃষ্টি ক্রমে জান। শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম বিষ্ণুর লক্ষণ॥ চক্র শঙ্খ গদাপদ্ম মাধবে ধারয়। শঙ্খ পদ্ম চক্রগদা অনিরুদ্ধে হয়। শঙ্খ গদাচক্র পদ্মেতেপুরুষোত্তম। অধোক্ষজ শঙ্খপদ্ম চক্র গদাক্রম॥ শঙ্খগদা চক্রপদ্মধরেজনার্দ্দন। অধোবামকরাবধিসৃষ্টিতেধা ণ॥ শংখ গদাপদ্ম চক্র গোবিন্দ ধারয়। শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ত্রিবিক্রম হয়॥ শঙ্খপদ্ম চক্রগদা ধরেণ শ্রীমাধব। হৃষীকেশ শঙ্খ গদা চক্র পদ্ম কর॥ নরসিংহ শঙ্খ চক্র পদ্মগদা ধরে। শঙ্খগদা পদ্মচক্র অচ্যুতের করে॥ দক্ষকর অবধি যে ধারণ সৃষ্টিতে বাসুদেব শঙ্খচক্রগদাপদ্মহাতে॥ শঙ্খপদ্মগদাচক্রনারায়ণেধরে। শঙ্খপদ্ম চক্রগদা পদ্মলাভকরে॥ শঙ্খগদাচক্রপদ্ম উপেন্দ্রলক্ষণ। শঙ্খচক্রপদ্মগদা হরিরধারণ॥ শঙ্খগদাপদ্ম চক্র কৃষ্ণ ধরেকরে। নিজ মূর্ত্তিভেদ মোরকহিব তোমারে॥ হেনকথা অবসানেগরুড়আসিল। বিশ্বেশ্বরশুভাগমমাধবে ক-হিল॥ অসম্ভ্রমে বলেবিষ্ণু কোথা ত্রিলোচন। গরুড়বলেন দেখবৃষভ কেতন [illegible] মণি মুক্তের প্রকাশ। দেখিয়া উঠিল প্রণমিয়া শ্রীনিবাস॥

অগ্রসর হইয়া চলিল নারায়ণ। অগ্নিবিন্দু ব্রাহ্মণেরে বলিল তৎক্ষণ।। মোর সুদর্শন চক্র করে স্পর্শকব। সুদর্শন স্পর্শ করিলেক মুনিবর।। চক্র পরশিয়া মুনি হৈল জ্যোতির্ম্ময়। নারায়ণ পরতেজ সহজে মিলয়।। বিন্দু মাধবের পাদপদ্ম ভক্তি করে। অগ্নিবিন্দু সম সেইঅনায়াসে তরে।। কাশী বাস আর বিন্দু মাধব দরশন। ভক্তিভাবে করিবে যে অধ্যায় শ্রবণ।। অগ্নি বিন্দু স্তুতি পাঠ মাধবেরআগে। যে করিবে সে জন হইবে মহাভাগে।। শ্রাদ্ধকালে পাঠে পিতৃলোক তৃপ্ত হয়। পঞ্চনদ পাঠ করি নির্ব্বাণ লভয়।। একাদশী উপবাস রাত্র জাগরণ। অধ্যায় শ্রবণে লভে বৈকুণ্ঠে গমন।। অম্বিকা নিবাসী মল্লিকাখ্য সীতানাথে। কাশীখণ্ড ভাষা করি রচিল ভাষাতে।। ব্রহ্মানন্দ ভাবে ব্রহ্মানন্দের উপায়। একষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত তাতে হয়।।

অথ মহাদেব কাশী আগমন।

পয়ার। বিনয়ে অগস্ত্য বলে ষড়ানন প্রতি। যোড়করে বহু ভক্তি করিয়া যে স্তুতি।। একে কাশীখণ্ডামৃত তব মুখে শুনি। অমৃত অধিক প্রভো তব মুখ বাণী।। গরুড়ের মুখে শুনি শিব আগমন। তদপরে কি করিল প্রভু নারায়ণ।। কার্ত্তিক কহেন শুন মুনি তপোধন। শিব আগমন শুনি সুখী নারায়ণ।। গরুড়কে গোবিন্দ করিল আশীর্ব্বাদ।। তুষ্ট হৈয়া পক্ষী প্রতি করিল প্রসাদ।। কাশীবাসী সকলেরে প্রভু গদাধর। শিব আগমন বার্ত্তা কহিল সত্বর।। ব্রহ্মা যে গণেশ সূর্য্য আরো যোগিনী। সকল লইয়া অগ্রগামী চক্রপাণি।। কাশীবাসী নগরেতে যত লোক ছিল। বিশ্বনাথে দেখিবারে সকলে চলিল।। কাশীর প্রান্তর ভাগে সবে শীঘ্র যায়। অতিদূরে সদানন্দে দেখিবারে পায়।। ইন্দ্র আদি দেবগণ হইয়া বেষ্টিত। কাশীপুরে যান শিব হৈয়া হরষিত।। নাগলোক প্রভৃতি করিয়া সর্ব্বজন। অপ্সরা কিন্নর আদি সব সিদ্ধগণ।। দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি সব মুনিগণ আদি। যতেক চলিছে সঙ্গে নাহিক অবধি।। চামর ঢুলায় বিদ্যাধরী গণ মিলে। নৃত্য গীত বাদ্য করে বেড়িয়া সকলে।।ঘোরতর নানাবিধ বাদ্যোদ্যম হয়। সমুদ্র কল্লোল যেন হইল প্রলয়।। নন্দী ভৃঙ্গী আদিভূত যত শিবগণ। বব বম স্বরে তারা করিছে গমন।। গালবাদ্য করি সবে শিব২ বলি। তালে২ নাচিয়া অমনি যায় চলি।। বৃষভ ধ্বজেতে শিব আছে আরোহণ। রজত

গিরির আভা অতি সুশোভন ॥ মস্তকেতে জটার সৌন্দর্য্য কিবা কব। জটার উপরে গঙ্গা কল কল রব ॥ চন্দ্র যে জিনিয়া মুখ পদ্ম ত্র্যক্ষতায়। কপালেতে অর্দ্ধচন্দ্র অতি শোভা পায় ॥ কণ্ঠ নীলবর্ণ তাহে গলে হাড় মাল। ব্যাঘ্রচর্ম্মে পরিধান দেখিতে বিশাল ॥ সর্পের বলয়া অঙ্গে অতি চমৎকার ॥ বামভাগে শৈলসুতা আছেন তাহার ॥ তাঁহার রূপের তুল্য নাহি ত্রিভুবনে। বিদ্যুতের ছটা জিনি অঙ্গের শোভনে ॥ রজত গিরিতে হয় পূর্ণচন্দ্র শোভা। অলঙ্কার নানাঅঙ্গে কিবা তার আভা ॥ দারিদ্র লোকেতে যেন বহুধন পায়। হর্ষচিত্ত হৈলে অঙ্গ পুলকিত তায় ॥ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য তার কোথা হৈতে আসে। কাশীপুরী লাভে হর্ষ চিত্ত যে মহেশে ॥ পূর্ব্ব হৈতে দোঁহা রূপ অতি সুশোভন। কাশীলাভ হইবেক আনন্দিত মন ॥ অতি কোলাহল শব্দ বাদ্যোদ্যম হয়। কর্ণে কিছু শুনে নাহি শব্দ অতিশয় ॥ বৃষভ উপরে আছে দেব ত্রিলোচন। নিকটেতে উপনীত দেব নারায়ণ ॥ আতব তণ্ডুল দুর্ব্বা পুষ্পমাল্য আদি। মঙ্গলা-চরণ করে আছে যথাবিধি ॥ সম্মুখে ধরিল প্রভু দেব নারায়ণ ॥ যেমতে আছয়ে নীতি মঙ্গলাচরণ ॥ পরস্পর দর্শনেতে অতি সুখী হৈল ॥ মহা-দেবে নারায়ণ প্রণাম করিল ॥ দেব ত্রিলোচন তবে সম্মান যে করে। হস্তে ধরি সঙ্কেত করিল বসিবারে ॥ তদন্তরে নারায়ণ কহে ভূতনাথে। অপ্রাপ্তে যে কাশী বস্তু পাইল তোমা হৈতে ॥ চতুর্ম্মুখ বেদবেত্তা নিক-টেতে যায়। হরে প্রণমিব বলি অতি নম্র তায় ॥ হস্তেধরি ত্রিপুরারী ব্রহ্মে নিবেদিল। চতুর্ম্মুখে ত্রিলোচন সম্মান করিল ॥ ব্রহ্মা যে কহেন শুন দেব জগৎপতি। তুমিত কারণ কর্ত্তা সকলের গতি ॥ তব কর্ম্ম সিদ্ধ লাগি আসি কাশীপুরে। শক্তি মোর নাহি প্রভু কার্য্য সাধিবারে ॥ অতিশয় লজ্জান্বিত হইল অন্তরে। কি বলিয়া দেখা দিব প্রভুর গোচরে ॥ প্রভুর নিকটে নাহি যাই তেকারণে। তব ধ্যান করি থাকি অবিমুক্ত স্থানে ॥ আর এক নিবেদন আছয়ে আমার। কাশীবাস হইতেছে সর্ব্ব সারাৎসার ॥ কাশী লাভ হৈলে কেবা যায় অন্য স্থানে। বিশেষতঃ এক আজ্ঞা দিয়াছ আপনে ॥ দিবদাসে পাপাচার যখনে দেখিবে। রাজ্য হৈতে তৎক্ষণেতে অন্যথা করিবে ॥ কাশীতে আসিয়া তার অধর্ম্ম না দেখি। কিরূপেতে রাজ্য হৈতে তাহাকে উপেক্ষি। বিশেষতঃ দিবদাস হয়ত ব্রাহ্মণ। কিমতে করিব আমি ব্রাহ্মণ হিংসন ॥ ভূতনাথ কহে ব্রহ্মা শুনহ বচন। মনোমধ্যে দুঃখ কর তব অকারণ ॥ দিবদাস রাজা সেই অতি তেজোমান। কাশীমধ্যে

দেবতাকে নাহি দেয় স্থান ॥ কোনদেব না রাখিল আপন রাজ্যেতে। অগ্নি জল বায়ু সৃজে আপন তেজেতে ॥ তাহার রাজ্যেতে বাস করি নিরন্তর। দশ অশ্বমেধ তুমি করিলা সত্বর ॥ বিশেষতঃ শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপনে। কাশীপুরে ছিলে তুমি ধ্যানেতে মননে ॥ তোমার পুণ্যের ফলে কাশী পাই আমি। ইহাতে যে মনোদুঃখ না ভাবিহ তুমি ॥ ব্রহ্মা প্রতি পঞ্চাননে কহে বসিবারে। চতুর্ম্মুখ বসিলেন হরিষ অন্তরে ॥ তদপরে গজানন করিয়া গমন। পিতার চরণ ধূলি করিল ধারণ ॥ প্রণাম করিয়া দেব সম্মুখে দাণ্ডায়। গাত্রোত্থান করি শিব আলিঙ্গন তায় ॥ আশীর্ব্বাদ করেন মস্তকে হাত দিয়া। শিরঘ্রাণ লইল শিব সন্তুষ্ট হইয়া ॥ গজানন প্রতি শিব কহেন বচন। তোমা হৈতে লাভ হৈল কাশী হারাধন ॥ পিতার কার্য্য যে তুমি করিলে উদ্ধার। তোমা সম মম প্রিয় নাহিদেখি আর ॥ তদপরে সূর্য্য দেব আসি প্রণমিল। বহুবিধ ভূতনাথে স্তুতি যে করিল ॥ মন্দর হইতে প্রভো আসি কাশীপুরে। প্রভু কার্য্য সাধন না পারি করিবারে ॥ দ্বাদশ যে মূর্ত্তি ধরিয়াছি কাশী পুরে। দিবদাস অধর্ম্ম না পাই দেখিবারে। শিব কহে আমি তুষ্ট আছি যে তোমারে। কি কারণে দুঃখ তুমি করহ অন্তরে॥ গণেরা প্রভৃতি আর যতেক যোগিনী। শিবে প্রণমিল সবে চিত্তেতে মলিনী ॥ সর্ব্বেশ্বর সে সকলে কৃপাদৃষ্টে চায়। চক্ষে হেরি মহাদেব বসিবারে কয়। শঙ্করের বামদিগে বিষ্ণু বসাইল। বেদবেত্তা চতুর্ম্মুখ দক্ষিণে বসিল ॥ কাশীপুরে গজানন আর নারায়ণ। বহুবিধ করিয়াছে মায়া প্রকাশন ॥ এসকল কথা পূর্ব্বে পক্ষী মুখে শুনি। বিষ্ণু গজানন বড় তুষ্ট শূলপাণি ॥ হেনকালে গোলোক হইতে আচম্বিতে। পঞ্চ যে কপিলা ধেনু আসিল ত্বরিতে ॥

অথ কপিল তীর্থ কথন ॥

পয়ার। সুনন্দা সুমনা যে সুশীলা ধেনু আর। সুরভি কপিলা ধেনু সকলের সার ॥ পঞ্চম কপিলা শিব অগ্রেতে দাণ্ডায়। তুষ্ট করে মহাদেব বহুত কৃপায় ॥ পঞ্চ কপিলার দুগ্ধ ধারা পাত হয়। ক্রমে ক্রমে দুগ্ধ ধারা বৃদ্ধি অতিশয় ॥ সকলে দেখিয়া অতি মনোহর হৈল। পরিবার সহ শিব দর্শন করিল ॥ কপিলাধেনুর দুগ্ধে হয় সরোবর। শিব কহে এই তীর্থ অতি

পুণ্য কর ॥ কপিলা ধারেতে তীর্থ করিল আখ্যান। শিব আজ্ঞা ক্রমে সবে করিলেন স্নান ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদি যে দেবতা। স্নান আদি ক্রিয়া সবে করিলেন তথা ॥ হেনকালে পিতৃলোক আসিল তথায়। অগ্নিস্বত্তা আদি করি সপ্তজন হয় ॥ তাহা দেখি দেবগণে তর্পণাদি করে। তৃপ্ত হৈয়া পিতৃলোক বলে মহেশ্বরে ॥ এই তীর্থে আমা সবার বড় তৃপ্ত হয়। সদা বিরাজয় তীর্থ শুন দয়াময় ॥ তথাস্তু বলিয়া শিবকৈল অঙ্গীকার। বিধি বিষ্ণু সম্বোধিয়া বলে পুনর্ব্বার ॥ শুন ব্রহ্মা শুন বিষ্ণু শুনহ বচন। এইত কপিলা ধারা বড় তীর্থ হন ॥ এই তীর্থে শ্রাদ্ধ আদি যেজন করয়। তার পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি হয় ॥ অমাবস্যা সোমবার যুক্ত যে দিবসে। তর্পণাদি শ্রাদ্ধে ফল আছেন বিশেষে ॥ প্রলয় কালেতে সকলেতে ক্ষয় হয়। অক্ষয়াতে শ্রাদ্ধাদির ফল নাহি ক্ষয় ॥ গয়া পুষ্করাদি তীর্থে পিণ্ডদান করে। তার শতগুণে ফল এই তীর্থবরে ॥ বিধি বিষ্ণু আদি দেব আমি সর্ব্বদায়। গঙ্গা আদি তীর্থ যত উদিত তথায় ॥ পৃথিবীর মধ্যে দেখ তীর্থ আছে যত। এই তীর্থে অক্ষয়াতে হইবে মিলিত ॥ আত্মাঘাতি গর্ভবাসে মরে যেই জন। অপমৃত্যু নানা রূপে হয়ত নিধন ॥ উদ্দেশেতে সে সবের পিণ্ডদান করে। অক্ষয় যে স্বর্গ হয় কহিল তোমারে ॥ গোভূস্বর্ণ আদি দান যে জন করয়। কপিলধারা তীর্থে অক্ষয় সব হয়। এই তীর্থ নাম যাহা হৈল বিস্তারিত। বিধি বিষ্ণু আদি দেব শুনহ নিশ্চিত ॥ মধুস্রবা ঘৃত স্রবা পিতৃ তীর্থ আর। গদাধর তীর্থ আর ব্রহ্মতীর্থ সার ॥ বৃষধ্বজ ক্ষীর নীর ধারা সুধী গুণি। কপিলধারা শিব গয়া এইক্ত বাখানি ॥ এই নাম শ্রবণাদি করে যেই জন। তাহার পুণ্যের কথা হয় অগণন ॥ বরুণার উত্তরেতে কাশীর প্রান্তর। যে স্থানেতে অবস্থিত হৈল দিগম্বর ॥ সেই স্থানে কপিল ধারা তীর্থ যে হইল। কপিলেশ শিবলিঙ্গ স্থাপন করিল ॥ বিজয় নামেতে রথ করিয়া সজ্জন। রথ লইয়া নন্দী তথাকরিল গমন ॥ দেখিতে সুন্দর রথ অতি সুশোভন। মণি মুক্তা প্রবালেতে রথের সাজন। সিংহ অষ্ট বৃষ অষ্ট হস্তী অষ্ট আর। অশ্ব অষ্ট বলবন্ত অত্যন্ত দুর্ব্বার ॥ এই সব হইয়াছে রথেতে যোজন। বিদ্যুতের ন্যায় রথ হয় সুদর্শন ॥ শিব অগ্রে রাখি রথ নন্দী যোড়হাতে ॥ বিনয় করিয়া রহে হরের সাক্ষেতে ॥ রথ দেখি তুষ্ট অতি হইল শঙ্কর। নারায়ণ হস্তে ধরি উঠিল সত্বর ॥ বিধি বিষ্ণু লইয়া শিব রথেতে উঠিল। বামদিকে নারায়ণে যত্নে বসাইল ॥ দক্ষিণেতে ব্রহ্মাকে বসান মহেশ্বর। কাশীপুরে চলে শিব প্রফুল্ল অন্তর ॥ ত্রয়স্ত্রিংশৎ

কোটি দেব চলিল সঙ্গেতে। মুষিক বাহনে চলে দেব গণপতে॥ সপ্তকোটি গণেশ মুষিক আরোহণ। দিব্য কায় লম্বোদর পরশু ধারণ॥ কুমার বয়েস অষ্টকোটি ষড়াননে। চলিলেক শিব সঙ্গে ময়ূর বাহনে॥ দেবগণে ভূতগণে হইয়া বেষ্টিত। শোভার নাহিক সীমা কহনে অদ্ভুত॥ বাদ্য কোলাহলে তথা কিছু নাহি শুনি। বধির হইল কর্ণ হেন অনুমানি॥ শত শত বিদ্যা ধরি চামর ঢুলায়। অপ্সরীরা নৃত্য করে কিন্নরে গীত গায়॥ কাশীপুর নিবাসী আছেন যত জন। স্থানেস্থানে করে সবে মঙ্গলাচরণ॥ নাগর নাগরীতে মঙ্গল ধ্বনিকরে। হেনকালে শিবরথ প্রবেশে নগরে॥ কাশীলাভে অতি সুখী দেব পঞ্চানন। রথ গতি থর্ব্বস্থল করেন ভ্রমণ॥ কাশীপুরবাসী স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বজন। বহুদিন অন্তে পায় শিবের দর্শন॥ আনন্দে হইল মগ্ন সুখের সাগরে। সর্ব্ব কর্ত্তা সর্ব্ব জনে কৃপাদেশ করে॥ কাশীপুরে স্থানেং যতেক ব্রাহ্মণ। সকলে করিয়াছিল নিয়ম ধারণ॥ শুনিতে পাইল অধিষ্ঠান বিশ্বেশ্বর। শিবের দর্শনে সবে চলিল সত্বর॥ দুইবষ্ঠ অধ্যায়ের অপূর্ব্ব কথন। মন্দর হইতে শিবের কাশী আগমন॥ কপিলাধারা তীর্থের অতি পুণ্য কথা। পঠে কিম্বা শ্রবণ যে করয়ে সর্ব্বথা॥ তাহার পুণ্যের কথা কহনে না যায়। অবশ্যই সেই স্বর্গ অন্তকালে পায়॥

অথ যোগী সর্ব্বেশ্বর কথন।

পয়ার। অগস্ত্য বলেন শুন পার্ব্বতী নন্দন। কাশী আসি কি কর্ম্ম করিল ত্রিলোচন॥ স্কন্দ বলে শুন লোপামুদ্রা প্রাণেশ্বর। ভ্রমিয়া সকল পুরী দেখিল শঙ্কর॥ যোগী সব্য শুনি গুহা মধ্যে ধ্যান করে। অকস্মাৎ তাহাকে দেখিল মহেশ্বরে॥ যে দিবসে মহেশের মন্দরে গমন। সে দিবসে করিলেক নিয়ম গ্রহণ॥ যে দিবসে কাশীনাথ কাশীতে আসিবে। দেখিয়া সাক্ষাতে জল গ্রহণ করিবে॥ সে বৃত্তান্ত শিব বিনে অন্য নাহি জানে। অতএব প্রথমে আইল সেই স্থানে॥ জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষে তিথি চতুর্দ্দশী। সোমবারে অনুরাধা যোগে পর্ব্ব ভাসি॥ সেই পর্ব্বে মহাযাত্রা করিবে তথায়। জ্যৈষ্ঠ স্থান বলি তাকে অতএব গায়॥ জ্যেষ্ঠেশ্বর নাম লিঙ্গ স্বয়ম্ভু তথাতে। আবির্ভূত হইলেক জ্যৈষ্ঠ স্থান হৈতে॥ জ্যৈষ্ঠবাপী তীর্থ তথা হইল উদয়। স্নান তর্পণেতে পিতৃলোক তৃপ্ত হয়॥ জ্যৈষ্ঠ গৌরী আবির্ভাব আপনি হইল। জ্যেষ্ঠেশ্বর নিকটে সাধিতে বাঞ্ছা ফল॥ জ্যৈষ্ঠমাসে

শিবাষ্টমী রাত্রি জাগরণ। জ্যৈষ্ঠা গৌরী পূজা করি সৌভাগ্য ভাজন ॥ নিবাস করিল তথা জগতি নিবাস। হইল নিবাসেশ্বর লিঙ্গের প্রকাশ ॥ পূজিয়া নিবাসেশ্বর সম্পত্তি সম্ভার। সভ্য ভোগ্য হবে পরে হইবে নিস্তার ॥ জ্যেষ্ঠ স্থানে ঘৃত মধু দিয়া শ্রাদ্ধ করে। ভবের যন্ত্রণা হৈতে পিতৃগণ তরে ॥ প্রথমে কাশীতে পূজিবে জ্যেষ্ঠেশ্বর। জ্যেষ্ঠা গৌরী পূজি অন্য পূজে তার পর ॥ নন্দিকে ডাকিয়া তথা বলে বিশ্বেশ্বর। গুহামধ্যে প্রবেশ করহ নন্দী-বর ॥ গুহামধ্যে ভক্ত মোর যোগী সব্য নাম। ত্রিকাল তপস্যা করয়ে অনুপাম ॥ যে দিবসে হৈল মোর মন্দিরে গমন। তদবধি নিরাহার আছেন ব্রাহ্মণ ॥ ধর লীলা কমল লইয়া যাহ তথা। এ কমল স্পর্শে তার ঘুচিবেক ব্যথা ॥ কমল লইয়া করে নন্দী তথা গেল। ধ্যান করে যোগী সব্য দেখিতে পাইল ॥ কমল স্পর্শেতে তার হইল চেতন। গুহা হৈতে আসিলেক যথা ত্রিলোচন ॥ আঁখি মেলি দেখে মুনি সাক্ষাতে শঙ্কর। শঙ্করী বসিয়া বামে অতি মনোহর ॥ ভূমিতে পড়িয়া মুনি করে নমস্কার। পরে নানামতে স্তব করে চমৎকার ॥ উচ্চৈঃস্বরে শিব শিব বলি নৃত্য করে। স্তবেতে হইয়া তুষ্ট বর দিল তারে ॥ যোগী সর্ব্বেশ্বর লিঙ্গ তোমার স্থাপিত। সতত থাকিব আমি তার সহিত ॥ নির্ব্বাণ সাধক যোগশাস্ত্র তোমায় দিল। সকল যোগীর মধ্যে আচার্য্য করিল ॥ যোগ বিদ্যা রহস্য জানিবে সবিশেষ। আমার প্রসাদে মুক্তি পাইবেক শেষ ॥ নন্দী সম নন্দী ভৃঙ্গি যেমন আ-মার। অমনি হইবে তুমি পূজ্য দেবতার ॥ তপোদান ব্রত আদি আছে নানা মত। তা হৈতে করিলে তুমি নিয়ম নিয়ত ॥ আমাকে না দেখি জল গ্রহণ না হয়। সকল নিয়ম হৈতে এই অতিশয় ॥ অতএব থাক মোর চরণের পাশে। ঘটিবে নির্ব্বাণ মুক্তি যোগের অভ্যাসে ॥ যোগী সর্ব্বেশ্বর লিঙ্গ দুর্ল্লভ কাশীতে। সেবিলে বৎসরত্রয় যোগ সিদ্ধি তাতে ॥ যোগী সব্য গুহাতে করিয়া যোগাভ্যাস। ষষ্ঠমাসে যোগসিদ্ধি হইবে প্রকাশ ॥ যোগী সর্ব্বেশ্বরলিঙ্গ কাশীতে সেবিবে। যোগী সব্য গুহাপরে দর্শন করিবে জ্যেষ্ঠক্ষেত্রে করাইয়া যোগীর ভোজন। কোটি ভোজ্যফল ঘটে প্রতি এক জন ॥ যোগীসর্ব্বেশ্বর গুপ্ত হৈবে কলিকালে। সন্নিধি থাকিব তথা তব তপোবনে। তুমি যে করিলা স্তুতি যোগসিদ্ধকর। পাঠ করে যেই জনে নিস্তার সত্বর ॥ হেন বর দিয়া শিব দেখিবারে পায়। ক্ষেত্রবাসী দ্বিজ সব আসিছে তথায় ॥ ভক্তিভাবে শ্রবণ করিয়া যে আখ্যান। নিষ্পাপী হইয়া নর লভেন নির্ব্বাণ ॥ অম্বিকানিবাসী সীতানাথ বসু দাস। কাশীখণ্ড ভাষা

করে অতি সুপ্রকাশ ॥ ব্রহ্মানন্দে ভাবে ব্রহ্মানন্দের ভাষায়। সমাপ্ত হইল তাতে ত্রিষষ্ট অধ্যায় ॥

দণ্ডখাত উপাখ্যান।

পয়ার। অগস্ত্য কহেন শুন দেব ষড়ানন। শিব সন্নিধানে গেল সকল ব্রাহ্মণ ॥ দ্বিজগণে কি বলিল দেব মহেশ্বরে। দ্বিজগণে কি কহিল প্রভুর গোচরে ॥ কিরূপেতে দ্বিজ সব ছিল নিয়মেতে। কৃপা করি কহ দেব শুনি বিস্তারিতে ॥ কার্ত্তিক কহেন শুন মুনি তপোধন। কাশী হৈতে গেল হর মন্দরে যখন ॥ মহেশ্বর গমন শুনিয়া দ্বিজগণ। নানামতে খেদ করে স্মরি পঞ্চানন ॥ শিবের বিচ্ছেদে সবে নিয়ম করিল। অন্ন ফল জল আদি ভক্ষণ ত্যজিল ॥ যে দিবস কাশীপুরে হর আগমন। সে দিবস করিবেক অন্নাদি গ্রহণ ॥ কাশীবাসী যতেক আছিল দ্বিজগণ। এইত নিয়ম ব্রত করিল ধারণ ॥ মৃত্তিকা খনন করি সকল ব্রাহ্মণ। তারমধ্যে কন্দআদি করিয়া গ্রহণ ॥ তাহারে ভক্ষণ করি প্রাণ রক্ষা করে। সদাকাল ধ্যান যোগে পূজে মহেশ্বরে ॥ দণ্ডদিয়া মৃত্তিকা যে খনন করিল। ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ এক সরোবর হৈল ॥ সেই সরোবরে হৈল অতি পুণ্যকর। দণ্ডখ্যাত তীর্থ নাম হইল সত্বর ॥ মহাতীর্থ হৈল দণ্ডখ্যাত সরোবর। স্নান দানে বহু ফল আছে নিরন্তর ॥ সেই সরোবর চতুস্পার্শে দ্বিজগণ। স্বনামেতে শিবলিঙ্গ করিল স্থাপন ॥ শিবলিঙ্গ পূজা শত রুদ্রী জপ আর। সকল ব্রাহ্মণে ছিল এই ব্যবহার ॥ মহাদেব আগমন শুনি দ্বিজগণ। সকল ব্রাহ্মণ হর্ষে করিছে গমন ॥ চক্রকুণ্ড হৈতে পঞ্চ সহস্র ব্রাহ্মণ। শিবের নিকটে সবে করিল গমন ॥ অযুত ব্রাহ্মণ তীর্থ মন্দাকিনী হৈতে। শিব সন্নিধানে গেল শীঘ্র হর্ষ চিতে ॥ হংসতীর্থ হৈতে গেল অযুত দ্বিজবর। দুর্ব্বাসাতীর্থের একশত যে সত্বর ॥ মৎস্যতীর্থের যে পঞ্চশত দ্বিজগণ। কপাল মোচন হৈতে সপ্ত শতজন ॥ ঋণ মোচনের দ্বিজ পঞ্চশত হয়। বৈতরণী তীর্থে পঞ্চসহস্র যে রয় ॥ পৃথূদক কুণ্ডে ত্রয়োদশ শত জন। অপ্সরা কুণ্ড হৈতে দ্বিশত যে ব্রাহ্মণ ॥ দ্বিশত যে মেনকাকুণ্ডের দ্বিজগণ। উর্ব্বশী কুণ্ডের দ্বাদশ শত ব্রাহ্মণ ॥ বৈবস্বত কুণ্ড হৈতে পঞ্চ সহস্রেক গন্ধর্ব্বকুণ্ডের ঊনত্রিংশত তপস্বীক ॥ বৃষতীর্থ হৈতে আইসে দ্বিজ ষষ্টশত

হয়। পিশাচ মোচন তীর্থে সপ্তশত যায়॥ পিতৃকুণ্ডের একশত ব্রহ্মচর্য্য আসি। ধ্রুবতীর্থ হৈতে ষষ্টশত তেজোরাশি॥ ঐরাবত তীর্থ হৈতে ত্রিশত যে দ্বিজ। মানস তীর্থ হৈতে দ্বিশত মহা তেজ॥ বাসুকী তীর্থের শত সহস্র ব্রাহ্মণ। জানকীকুণ্ডের একশত দ্বিজগণ॥ গৌতম কুণ্ডের মুনিবর নবশত। দুর্গতীসংহার তীর্থের আইসে দশশত॥ অসীগঙ্গাতীর্থ যে পর্য্যন্ত দ্বিজগণ। অষ্টাদশ সহস্র পঞ্চশত পঞ্চজন॥ এই সব তীর্থ হৈতে অনেক ব্রাহ্মণ। শুষ্ককলেবর সব করিল গমন॥ বিরূপাক্ষ সন্নিধানে দ্বিজগণ মিলি। মঙ্গলাচরণ করে জয় শিব বলি॥ আতব তণ্ডুল দুর্ব্বা পুষ্প হস্তে করি। স্বস্তি স্বস্তি বলে সবে মহাদেবে ঘেরি॥ দ্বিজগণ সম্ভাষিয়া সদানন্দ কয়। তোমরাত এই স্থানে কুশলে আছয়॥ দ্বিজগণ প্রণাম করিয়া নিবেদয়। তব অদর্শনে সবে মৃত্যু প্রায় হয়॥ কাশীবাস বলি প্রাণ আছেন ধারণ। সতত যে চিন্তা করি তব আগমন॥ তুমি প্রভো সর্ব্ব কর্ত্তা ত্রিজগত পতি। তোমা বিনে আমা সবার অন্য নাহি গতি এই রূপে বহুস্তুতি দ্বিজগণ করে। দ্বিজগণ প্রতি তুষ্ট হইল শঙ্করে॥ দ্বিজ সব যে নিয়ম করিল ধারণ। অন্তর্যামী সর্ব্ব তত্ত্ব জ্ঞাত পঞ্চানন॥ তুষ্ট হৈয়া সদানন্দ সব দ্বিজে কয়। মনোগত বর লহ যাহা ইচ্ছা হয়॥ দ্বিজগণ বলে শুন দেব মহেশ্বর। এইবর চাহি মোরা প্রভুর গোচর॥ কাশী পুরী স্থান প্রভু কভু না ছাড়িবে। অন্নপূর্ণা সহ সদা বিরাজ করিবে॥ কাশীতে ব্রাহ্মণ শাপ না হইবে কভু। কৃপাকরি এইবর দ্বিজে দেহ প্রভু॥ তবপাদপদ্মে সদাকাল রহে মন। ভক্তিযোগ বিচলিত নহে কদাচন॥ দ্বিজ বাক্য অতি তুষ্ট হৈলমহেশ্বরে। মনোনীত বরদান করে দ্বিজবরে॥ তদপরে মহাদেবকহে দ্বিজগণে। কাশীরমাহাত্ম্য সবেশুন সাবধানে॥ কাশী হয় পাপ নাশী স্থানে সর্ব্বসার। কাশীপুরে নাহিক যমের অধিকার॥ অবি মুক্তে সদা বাস যেই নর করে। গর্ব্ভবাস দুঃখ তার যায় নিরন্তরে॥ বারা-ণসী দরশন করে যেই জীব। সহস্র জন্মের পাপক্ষয় করে শিব॥ আনন্দ কাননে মৃত্যু যেই জীবের হয়। মৃত্যুঞ্জয় হয় সেই নাহিক সংশয়॥ আর কহি দ্বিজগণ শুন সর্ব্বসারে। অবিমুক্তে শিবলিঙ্গ স্থাপিত যে করে॥ তাহার অনন্ত ফল কথন না যায়। সেই নর গর্ব্ভবাস কদাচ না পায়॥ অবিমুক্ত বাসে জীব যদি পাপ করে। পিশাচ যোনীতে প্রাপ্ত থাকে কাশীপুরে। বহু কষ্ট পাইয়া তারা পরে মুক্ত হয়। কহিলাম সর্ব্বসার শুনহ নিশ্চয়॥ দণ্ডখাত তীর্থ যেই মাহাত্ম্য শুনয়। তার সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয়ত নিশ্চয়॥

শ্রদ্ধাক্রমে সদা পাঠ যেই জনে করয় । অবিমুক্তে তার বাস খণ্ডন না হয় ।।
চতুঃ ষষ্ঠি অধ্যা কথা চমৎকার অতি । সমাপ্ত হইল সব শুন শুদ্ধ মতি ।।

পয়ার । জিজ্ঞাসে অগস্ত্য মুনি পার্ব্বতী নন্দনে । জ্যৈষ্ঠেশ্বর শিবলিঙ্গ আছে কোন স্থানে ।। বিশেষ শুনিতে ইচ্ছা হৈয়াছে আমার । কৃপাকরি কহ দেব করিয়া বিস্তার ।। কার্ত্তিক কহেন শুন মুনি তপোধন । বিস্তারিত করি কহি শুন বিবরণ ।। জ্যৈষ্ঠেশ্বর শিবলিঙ্গ না হয় নির্ণয় । তার মধ্যেতে পঞ্চসহস্র প্রকাশয় । পরাসর লিঙ্গ জ্যৈষ্ঠেশ্বর উত্তরেতে । দর্শননির্ম্মলচিত্ত হয় অচিরাতে ।। মার্কণ্ডেশ্বরের পূজা করে যেই নরে । মহাদেব তার প্রতি সদয় অন্তরে ।। ভৃগু নারায়ণ শিবলিঙ্গ চমৎকার । পুজিলে সকল সিদ্ধি কহিলাম সার ।। জাবালেশ্বর লিঙ্গ আছেন তথায় । তাহার দর্শনেতে দুর্গতি নাহি হয় ।। আদিত্যেশ্বর লিঙ্গ যেবা পুজা করে । কুষ্ঠ ব্যাধি হৈতে মুক্ত সেই সব নরে ।। ভৈরবী ভীষণ নামে বড়ভয়ঙ্করী । ক্ষেত্রের ভীষণ সব শীঘ্র নাশ করি ।। শঙ্কর তথায় আছে জম্ম নন্দীশ্বর । দর্শনেতে ঘুচে কর্ম্মবন্ধন দুস্কর ।। ভরদ্বাজেশ্বর লিঙ্গ লিঙ্গ নন্দীশ্বর । অরুণী সুস্থির লিঙ্গ দেখিতে সুন্দর ।। লিঙ্গ রাজেশ্বর তথা অতি মনোহর । তাহার দর্শনে রাজ্যেশ্বর হয় নর । কণ্ঠেশ্বর লিঙ্গকাত্যায়নেশ্বর আর । বামদেবেশ্বর লিঙ্গ মৈত্রেশ্বর সার ।। হারেশ্বর লিঙ্গ যে আছেন বিরাজিত । বৈশ্বানরেশ্বর লিঙ্গ তথাতে স্থাপিত ।। কৃতা লিঙ্গেশ্বর আর অগ্নি বাসেশ্বর । ক্রুবেশ্বর বৎসেশ্বর সর্ব্বসিদ্ধি তর ।। প্রহ্লাদেশ্বর শিবলিঙ্গ সুশোভন । শঙ্ক প্রশ্নেশ্বর লিঙ্গ তার সন্নিধান ।। মাণ্ডুকেশ্বর লিঙ্গ বৃত্তীশ্বর হয় । চ্যবনেশ্বর লিঙ্গ সুন্দর অতিশয় ।। কলিন্দমেশ্বর লিঙ্গ মুক্ত ধনেশ্বর । এরূপেতে মহালিঙ্গ আছেন বিস্তর ।।

অথ বিদ্যুত কপাল উপাখ্যান ।

পয়ার । আর এক ইতিহাস শুন তপোধন । বিদ্যুত কপাল নাম দৈত্য বিবরণ ।। প্রহ্লাদ মাতুল সেইদৈত্য দুরাচার । মহাবলবন্ত হয় বড়ই দুর্ব্বার ।। মনে মনে চিন্তা করে রাজত্ব করিবে । দেবতার নাশ বিনে সম্ভব না হবে ।। দেবতা অসুরে যুদ্ধ উভয় পক্ষেতে । কখন দেবতা হারে কখন দৈত্যগণ ।। বিনা যজ্ঞে দেবতার হয়ত নিধন । এমত উপায় দৈত্য করিছে

চিন্তন ॥ দেবতার বল হয় যত দ্বিজগণ। তাহার বিনাশ সদা করেন চিন্তন ॥ তদপরে বিচার করেন দুষ্টমতি। কোথা দ্বিজগণ বহু আছে অবস্থিতি ॥ কাশীপুরে ধ্যান করে দ্বিজ বহুতর। সন্ধান পাইয়া দৈত্য চলিল সত্বর ॥ কাশীতে যাইয়া দৈত্য মায়া প্রকাশয়। দিনে দিনে অনেক ব্রাহ্মণ ধরি খায় ॥ গোপনে থাকেন দৈত্য দ্বিজ নাহি জানে। দৃষ্টিমাত্র দ্বিজ ধরি করয়ে ভক্ষণে ॥ শিবরাত্রি দিনে এক শিবের মন্দিরে। ধ্যান করি শিবপূজা করে দ্বিজবরে। তাহা দেখি দুষ্ট দৈত্য মায়া প্রকাশিল। বিকট দশন এক ব্যাঘ্র যে হইল ॥ দ্বিজবরে ভক্ষিবারে যায় মন্দিরেতে। অন্তর্যামী সদানন্দ জানিল ত্বরিতে। ভকত বৎসল শিব অতি দয়াময়। শিবলিঙ্গ হৈতে এক রুদ্ররূপ হয় ॥ মায়া ব্যাঘ্র ধরিযা যে চাপয়ে কক্ষেতে। শঙ্কটে পড়িয়া শব্দ করে বিপরীতে ॥ শব্দশুনি দ্বিজগণ গেল সেই স্থানে। মন্দিরে দেখয়ে আছে দেব ত্রিলোচনে ॥ স্তব করেসদাশিবে সব দ্বিজবর। সদয় হইয়া দ্বিজে কহেন শঙ্কর ॥ মম ধ্যান যেইজন করে নিরন্তর। তাকে রক্ষা করি আমি শুনহ সত্বর ॥ তদপরে মহাদেব ব্যাঘ্র প্রাণে মারি। শক্র মিত্র পক্ষে শিব সম দয়া করি। কৃপা করি ব্যাঘ্রেশ্বর হৈয়া দয়াময়। জ্যেষ্ঠেশ্বর নিকটেতে লিঙ্গরূপে রয় ॥ যেই জনে ব্যাঘ্রেশ্বর লিঙ্গার্চ্চন করে। অনায়াশে সেই জন সর্ব্ব পাপে তরে ॥ তদন্তরে মহাদেব অন্তর্ধ্যান হৈল। দ্বিজগণ আপনার আলয়েতে গেল ॥ কাশীখণ্ডামৃত কথা অপূর্ব্ব আখ্যান। ভক্তি ভাবে শুনে যেই সেই পুণ্যবান ॥ শঞ্চষষ্টি অধ্যায় কথা হইল সমাপ্ত। শুদ্ধা শুদ্ধ বুধজন না ভাবিহ চিত্ত ॥

পয়ার। অগস্ত্য বলেন শুন গিরিজা নন্দন। জ্যেষ্ঠেশ্বরে কি করিল দেব পঞ্চানন ॥ ষড়ানন কহেন শুনহ মুনিবর। জ্যেষ্ঠেশ্বরে কাশীনাথ থাকে নিরন্তর ॥ আর এক কথা বলি শুন তপোধন। হিমালয় রাজার যে অপূর্ব্ব কথন ॥

অথ হিমালয় প্রতি মেনকার কথন শৈলেশ্বর উপাখ্যান।

ত্রিপদী। একদিন হিমালয়, মেনকা দুঃখিতাশয়, রোদন করেন বহুতর বহুদিন গত হৈল, গৌরী তত্ত্ব না পাইল, কি হইল ভাবেন অন্তর ॥ জামাতা ভিক্ষুক হয়, গৌরীকে লইয়া যায়, গৌরী মোর আছেন কিমতে ।

জামতামোর যেমন,ধুতুরা ভাঙ্গ ভক্ষণ,সদা কাল বাহন বৃষেতে ॥ পরিধান ব্যাঘ্র ছাল, গলেতে হাড়ের মাল, আঁখি সদা ঢুল ঢুল করে। ভস্ম সব মাখে অঙ্গে, ভূতগণ সদা সঙ্গে,শ্মশানেতে বাস নিরন্তরে ॥ ভিক্ষা ঝুলি স্কন্ধেকরি, ভিক্ষাকরে ত্রিপুরারী, তাহাতে যে উদর পোষণ। শুনিয়াছি লোক মুখে, সদা গৌরী থাকে দুঃখে, মন দহে কি করি এখন ॥ গিরি রাজে ডাকি রাণী, সকরুণে কহে বাণী, পাষাণ তোমার তনু ময়। কত পুণ্য পুঞ্জ ফলে, গৌরী ধন পাই কোলে, তুমি তাকে হৈয়াছ নির্দ্দয় ॥ বহুদিন গত হৈল, গৌরী তত্ত্ব না পাইল, সংবাদ বিহনে প্রাণ যায়। গৌরী কে বিদায় দিলে, পুনস্তত্ত্ব না করিলে, পাষাণেতে বান্ধিলে হৃদয় ॥ সোণার কমল গৌরী, তার তত্ত্ব নাহি করি, কিমতে ধৈরজ ধরে মায়। তুমি ত কঠিন অতি, স্বভাবে পাষাণ মূর্ত্তি, কি করিব না দেখি উপায় ॥ গৃহ কর্ম্ম যত করি, উমা না দেখিয়া মরি, সংবাদ পাইব কিরূপেতে। এরূপে মেনকা কান্দে, কেশ পাশ নাহি বান্ধে, চিত্ত স্থির নহে কোন মতে ॥ শুন ওহে গিরিরাজ, ক্ষণেক না সহে ব্যাজ, নিজে তুমি করহ গমন। কাশীপুরে আছে হর, তথাতে চল সত্বর, উমার করিতে অন্বেষণ ॥ রাণী বাক্য শুনি শৈল, অতিশয় দুঃখী হৈল, কহে গিরি মেনকার প্রতি। হিমালয় কহে বাণী, দুঃখ না ভাবিহ রাণী, আমি তথা চলি শীঘ্রগতি ॥ তদপরে শৈলরাজ, ক্ষণেক না করে ব্যাজ, ভাণ্ডারেতে করিল গমন। নীলকান্ত আদি যত, প্রবালাদি নানামত, লইল রাজা বিবিধ বসন ॥ ভারে ভারে রত্ন লয়, শৈলরাজ অগ্রে যায়, কাশীর নিকটে উপনীত। রত্নাদি নির্ম্মিত পুরী, সম্মুখেতে দেখে গিরি, অন্তরেতে হৈল চমকিত ॥ অট্টালিকা শত শত, মণি মুক্তা বিরাজিত, নানারত্নে গ্রন্থিত সকল। ধ্বজ পতাকা নিশান, হৈতেছে উড্ডীয়মান, নানা শব্দে বাদ্য কোলাহল ॥ দেখে সব বিপরীত, শৈলরাজা মনে ভীত, না জানি কাহার পুরী হবে। সন্ধান করিয়া তার, তবে হবে অগ্রসার, তদপরে পুরে প্রবেশিবে ॥

পয়ার। মনেতে ভাবিত অতি হৈল হিমালয়। কারে জিজ্ঞাসিব এই পুরী কার হয় ॥ হেনকালে এক দ্বিজ কপটের বেশে। উপনীত হৈল যথা শৈল রাজ বৈসে ॥ দ্বিজবরে প্রণাম করিয়া গিরি কয়। সম্মুখেতে পুরী কার দরশন হয় ॥ দ্বিজ কহে তব চিহ্ন দেখি রাজা ন্যায়। কোন

কালে তুমি নাহি আইস হেথায়॥ একি অসম্ভব কথা তব মুখে শুনি। এই পুরী শিবের যে হয় রাজধানী॥ কাশীপুরী এই হয় শুন মতিমান। এইস্থানে মহাদেব সদা অধিষ্ঠান॥ হিমালয় কন্যা তার নাম যে পার্ব্বতী। সদা বিরাজিত শিব তাহার সংহতি॥ জামাতা বৈভব দেখি শুনি হিমালয় দুঃখ দূর গেল অঙ্গ পুলকিত ময়॥ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য তার তুল্য নাহি হব। দেখিয়া যে কাশীপুরী দুঃখ গেল সব॥ ধন কিছু আনিছিলাম করি বহু যত্ন। কন্যা জামাতার প্রতি দিব কিবা রত্ন॥ যে ঐশ্বর্য্য হইয়াছে দেখিবারে পাই। অল্প রত্ন কি প্রকারে দিব শিব ঠাঁঞি॥ এতবলি শৈল পঞ্চনদী তীরে যায়। স্নান দান সব কর্ম্ম করিয়া তথায়॥ হিমালয়ে যে সকল রত্ন আনিছিল। দণ্ডেশ্বর শিবলিঙ্গ নিকটে রাখিল॥ তদন্তরে শৈলরাজা গিয়া নিজালয়। জামাতা বৈভব সব মেনকাকে কয়॥ পর্ব্বতবাসীকে রাজা ডাকিয়া আনিল। মহাবলবন্ত তারা রাজ অগ্রে আইল॥ শত শত লোক লইয়া শৈল যে চলিল। পুনর্ব্বার কাশীপুরে উপনীত হৈল॥ একরাত্র মধ্যে রত্নপুরী যে নির্ম্মিল। তার মধ্যে নানারত্নে মন্দির করিল॥ মণিমুক্তা প্রবালেতে করিল নির্ম্মাণ। সুন্দর হইল পুরী অতি শোভমান॥ অতি রম্য স্থান হৈল দেখিতে সুন্দর। তাহার নিকটে করে এক সরোবর॥ সরোবর চতুপার্শ্বে নানাবিধ মণি। বিরাজিত নানা পক্ষী করে মহা ধ্বনি॥ রত্নের মন্দিরে শিবলিঙ্গ যে স্থাপিল। শৈলেশ্বর সেই লিঙ্গ আখ্যান করিল॥ একরাত্র মধ্যে সব করিল সমাপন। নিজ পুরে শৈলরাজ করিল গমন॥ রজনী প্রভাতে দেখি নব্য রত্নপুরী। কাশীর রক্ষক গেল শিবের সম্বরি॥ শীঘ্র করি সংবাদ যে শিবে জানাইল। রজনীতে এক পুরী কেবা নির্ম্মাইল রত্নেতে নির্ম্মিত পুরী অতি সুশোভন। তার মধ্যে মন্দিরেতে শিবের স্থাপন॥ নীলকান্ত সূর্য্যকান্ত মণিতে গাঁথনি। পুরী দেখি চমৎকার শুনে শূলপাণি॥ অন্তর্যামী সদানন্দ সকল জানেন। দূত মুখে শুনি অন্নপূর্ণাকে বলেন॥ শুন প্রিয়ে কিবা শুনি দূত মুখে বার্ত্তা। দুইজনে শীঘ্র করি চলিলেন আর্ত্তা॥ এতবলি হরগৌরী সত্বরে চলিল। পুরীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হৈল॥ অট্টালিকা দেখি হরগৌরী চমৎকার। পুরীর মধ্যেতে গেল দেখিতে বিস্তার॥ অন্নপূর্ণা সঙ্গে করি দেব ত্রিপুরারী। ক্রমে ক্রমে ভ্রমণ করিয়া দেখে পুরী॥ চিত্রেতে বিচিত্র মণি মাণিক্য প্রবালে। হরগৌরী দেখিয়া হইল কুতূহলে॥ মন্দিরেতে শৈলেশ্বর লিঙ্গের স্থাপন। শৈলরাজ নাম আছে মন্দিরে লিখন॥ পার্ব্বতী কহেন প্রভু করি নিবেদন

কে করিল এই পুরী অতি সুশোভন ॥ যদবধি দেখিয়াছি রত্নময় পুরী। অন্য স্থানে মন নহে শুন ত্রিপুরারী ॥ ভূতনাথ ভবিষ্যতি ভূত বর্ত্তমান। অন্তর্যামি সদানন্দ সব হৈল জ্ঞান ॥ তত্রাপিহ মন্দিরের লিখন পঠিয়া। পার্ব্বতীকে বলে হর হর্ষযুক্ত হৈয়া ॥ তব পিতা শৈলরাজ পুরী এই হয়। শৈলেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপিত করয় ॥ শুনি তুষ্ট হৈল বড় পর্ব্বত-নন্দিনী। অতি রম্য স্থান এই শুন শূলপাণি ॥ শিব কহে মম বাক্য শুন বরাননে। পুরী দেখি বড় তুষ্ট হইয়াছি মনে ॥ ভক্তিভাবে করে শৈল লিঙ্গের স্থাপন। এই লিঙ্গ আমার হবে সদা বিরাজন ॥ অন্নপূর্ণা সম্বোধিয়া কহে পঞ্চাননে। তব পিতা শৈলরাজ বড় পুণ্যবানে ॥ শৈলেশ্বর শিবলিঙ্গ অতি মনোহর। এই স্থানে হইলেক অতি পুণ্যকর ॥ শৈলেশ্বর শিবলিঙ্গ পূজে যেই জন। অনায়াসে মুক্তি তার নাহিক খণ্ডন ॥ শৈলেশ্বর হৈতে পরে দেব পঞ্চানন। অন্নপূর্ণা সহ প্রভু করিছে ভ্রমণ ॥ ভ্রমণ করিতে উপনীত দণ্ডেশ্বরে। তদপরে শুন মুনি প্রসঙ্গ অন্তরে ॥ ছয় ষষ্ট অধ্যায় যে অপূর্ব্ব কথন। সমাপ্ত হইল শৈলেশ্বর বিবরণ ॥

অথ রত্নেশ্বর উপাখ্যান।

পয়ার। ষড়ানন কহেন অগস্ত্য মুনিবরে। আশ্চর্য্য আখ্যান কহি তোমার গোচরে ॥ পূর্ব্বে গিরিরাজ যত রত্ন আনি ছিল। অল্প রত্ন বলি শিব অগ্রে নাহি দিল ॥ সেই সব রত্ন দণ্ডপাণির অগ্রেতে। রাখিলেন শৈলরাজ পরম ভক্তিতে ॥ শিবলিঙ্গ হৈল সেই সকল রত্নেতে। দেখিতে সুন্দর বড় অতি প্রজ্বলিতে ॥ শৈলেশ্বর হৈতে শিব গৌরীর সহিত। ভ্রমিতে ভ্রমিতে দোঁহে তথা উপস্থিত ॥ অতি মনোহর লিঙ্গ প্রকাশিত হয়। পাতাল পর্য্যন্ত লিঙ্গ মণি জ্যোতির্ম্ময় ॥ শৈল সুতা ভক্তি করি জিজ্ঞাসে শঙ্করে। কি রূপেতে রত্নলিঙ্গ কহিবে আমারে। শুনিয়া গৌরীর বাক্য দেব ত্রিপুরারী। মুখে হাসি মৃদুভাষী কহেন বিস্তারি ॥ তব পিতা হিমালয় তোমার লাগিয়া। রত্ন কিছু আনি ছিল যত্ন যে করিয়া ॥ কাশীর সম্পত্তি সব দেখিয়া নয়নে। আপনে আনিত রত্ন করি অল্প জ্ঞানে ॥ তোমাকে না দিয়া রত্ন এ স্থানে রাখিল। সে সব রত্নেতে দেখ শিবলিঙ্গ হৈল ॥ শুনিয়া সন্তুষ্ট বড় হইল পার্ব্বতী। শঙ্করী কহেন পরে শঙ্করের

যে করয় ।। তদপরে ভূতনাথ পার্ব্বতীকে কন। তব পিতা হিমালয় শুদ্ধ মন হন ।। তাহার পুণ্যেতে শিবলিঙ্গ যে উদিত। সন্তুষ্ট হইনু আমি দেখিয়া নির্ম্মিত ।। তুমি এক কর্ম্ম কর শুন বরাননে। রত্নের মন্দির এক দেহ এই স্থানে ।। মণিময় মন্দির যে বিস্তার হইবে। হিমালয় কীর্ত্তি সব জগতে ঘুষিবে ।। শুনিয়া শঙ্করী চিত্তে অতি হর্ষ হৈল। মন্দির করিতে বিশ্বকর্ম্মে আজ্ঞা দিল ।। আজ্ঞা মাত্র বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মিত। মণি মুক্তা প্রবালেতে মন্দির রচিত ।। দেখি পুরী হর-গৌরী হর্ষ চিত্ত হৈল। রত্নেশ্বর সেই লিঙ্গ আখ্যান করিল ।। পরেতে পার্ব্বতী প্রতি বলেন শঙ্করে। সদাকাল আমি বিরাজিব রত্নেশ্বরে ।। ভক্তিভাবে রত্নেশ্বরে যে জন পূজয়। মনোরথ সিদ্ধি তার অন্তে মুক্তি হয় ।। কার্ত্তিক কহেন শুন মুনি তপোধন। রত্নেশ্বর লিঙ্গ পূজে বহু সিদ্ধ হন ।। হর-গৌরী স্থানান্তরে করেন ভ্রমণ। ইতিহাস কথা কহি শুন বিবরণ ।।

অথ কলাবতী কন্যার উপাখ্যান।

পয়ার। কলাবতী নামে কন্যা পরম সুন্দরী। ভক্তিভাবে রত্নেশ্বর লিঙ্গ পূজা করি ।। এইমত প্রতি দিন করে গতায়াত। একদিন গৃহে গিয়া মৃত্যু অকস্মাৎ ।।

ত্রিপদী। পুণ্যবতী কলাবতী, ভক্তি ছিল শিব প্রতি, বসুভূতি নামেতে গন্ধর্ব্ব। তারগৃহে জন্মাইল, রত্নাবতী নাম কৈল, সুন্দর যে হইল অপূর্ব্ব ।। দিনে দিনে বৃদ্ধি কন্যা, রূপে গুণে হৈল ধন্যা, পূর্ণ চন্দ্র জিনি মুখ শোভা। বিদ্যুত যে বর্ণ জিনি, গজরাজ গামিধনী, দেখি হয় মুনি মনলোভা ।। তিন জন সখী সঙ্গে, আছেন পরম রঙ্গে, এক সখী নাম শশীলেখা। চিত্ররেখা গুণবতী, সর্ব্ব কর্ম্মে শুদ্ধমতি, তৃতীয় সখী যে চন্দ্ররেখা ।। পূর্ব্ব জন্ম পুণ্যফলে, রত্নাবতী কুতূহলে, তিন সখী সঙ্গেতে লইয়া। প্রভাতে উঠিয়া নিতি, কাশী যায় শীঘ্রগতি, রত্নেশ্বর পূজে হর্ষ হৈয়া ।। সুনির্ম্মল গঙ্গাজল, তাতে দিয়া বিল্বদল, সুগন্ধি চন্দন পুষ্প আর। মাল্য পুষ্প বহু রূপ, আর দিল দীপ-ধুপ, নৈবিদ্যাদি নানা উপহার ।। ভক্তি ভাবেরত্নাবতী, রত্নেশ্বরে পূজে নিতি, ভক্তিযোগ সর্ব্বদা হৃদয়। তুষ্ট হৈয়া দয়াময়, রত্নাবতী প্রতি কয়, বর লহ যথা ইচ্ছা হয় ।। তব মনগত যাহা, আমিত জানি যে তাহা,

রত্নচূড় হবে তব পতি। নাগলোক বাস তার, শিবপূজা মাত্র সার, সদা করে আমাকে মিনতি॥ রত্নাবতী তদপরে, প্রণাম করিয়া হরে, সখী সঙ্গে গৃহেতে গমন। রত্নচূড়ে সদা ভাবে, কি প্রকারে দেখা হবে, মানসিক চিন্তা অনুক্ষণ। রজনী প্রভাত কালে, রত্নচূড়ে প্রশ্ন ছলে, দেখি প্রাতে রহে মৌন ভাবে। সখী সকলেতে মেলি, পরস্পর বলাবলি, একি একি দেখি অসম্ভব॥ শুন রত্নাবতী বাণী, কি কারণে মৌন তুমি, বলহ উপায় করি তারি। রত্নাবতী বলে সখী, নিশিযোগে স্বপ্ন দেখি, তাহাকে দেখাহ শীঘ্র করি॥ সখী বলে গুণবতী, অসম্ভব কথা অতি, কি প্রকারে নিশ্চয় জানিব। শিবপূজা বেলা হৈল, শীঘ্রগতি কাশী চল, সেই স্থানে বিস্তার কহিব॥ শিবপূজা নাম শুনি, অমনি উঠিল ধনী, সখী সঙ্গে গেল কাশী-পুরে। আসনাদি ষোড়শেতে, নানা উপহার তাতে, ভক্তি করি পূজে রত্নেশ্বরে॥ সখী সহ রত্নাবতী, প্রণাম করিয়া স্তুতি, মন্দিরেতে প্রদক্ষিণ করে পাদোদক করি পান, হৈল চিত্ত ধৈর্য্যমান, অবশেষে বসিল সত্বরে॥ রত্নাবতী তদপরে, সখীগণে মৃদু স্বরে, একান্তেতে কহেন বচন। স্বপ্ন কথা হৈল মনে, ধৈর্য্য নাহি ধরে প্রাণে, উপায় করহ সখীগণ॥ শুনি বাণী সব সখী, উপায় নাহিক দেখি, স্থির কিছু করিতে না পারে। চিত্রলেখা অগ্রে আসি, কহিতেছে মৃদু ভাষি, রত্নাবতী শুনহ সত্বরে। পটচিত্র করি আমি, স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি ভূমি, পাতালাদি যত ত্রিভুবনে। তুমি সব ক্রমে ক্রমে, পটে দেখ বিদ্যমানে, যারে তুমি দেখিলে স্বপনে॥ পটে যদি দেখ তারে, কহিবে সত্বরে মোরে, উপায় করিব তদন্তরে। এত শুনি রত্নাবতী, আনন্দ হইল অতি, চিত্রলেখা চিত্রপট করে॥ ত্রিভুবনে যত জন পটেতে করে লিখন, রত্নাবতী সকল দেখিল। স্বর্গ মর্ত্ত্য দেখি ধনী, প্রমাদ যে মনে গণি, অন্তরেতে খেদিত হইল॥ পরেতে পাতালপুরী, সুন্দরী নয়নে হেরি, ক্রমে ক্রমে সকলি দেখিল। মণিময় একপুর তার মধ্যে রত্ন-চূড়, মনোহর রূপ যে হেরিল॥ তাহাকে দেখিয়া রামা, স্বপ্ন ভাব মনস্কামা, লজ্জিত হইল সুবদনী। সখী সব জিজ্ঞাসিল, বুঝি কর্ম্ম সিদ্ধ হৈল, রত্নাবতী পরে কহে বাণী॥ এই দেখ চিত্তচোর, পুরুষ মনোজ্ঞ মোর, তোমরা যে দেখহ সকলে। তদপরে সব সখী, রত্নচূড় দেখি সুখী, নিজালয় যায় কুতুহলে॥ সুবাহু নামেতে দৈত্য, অকস্মাৎ আসি মর্ত্ত্য হরণ করিল কন্যাগণ। কন্যাগণ দেখি দৈত্যে, চমৎকার হৈল চিত্তে, শিব শিব করিছে স্মরণ॥ নিজ পুরী পাতালেতে, দ্রুতগতি চলে পথে, কন্যাগণ

রোদন করয়। শিরে করাঘাত হানি, বলে রক্ষ শূলপাণি, রাক্ষসের হস্তে প্রাণ যায়॥ রত্নচূড় শুনি শব্দ, হইল মনেতে ক্ষুব্ধ, ধনুর্ব্বাণ লইয়া চলিল দেখি দৈত্য সুবাহুরে, কন্যাগণ কেশেধরে, নিজপুরী গমন করিল॥ রত্নচূড় ক্রোধ করি, দানবেরে অস্ত্রমারি, তৎক্ষণেতে সংহার করিল। তদ-পরে কন্যাগণে, করি ভয় নিবারণে, বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসিল॥ দুষ্ট দান বের ভয়, চিত্রের পুত্তলী ন্যায়, দাণ্ডাইয়া আছে কন্যাগণ। রত্নচূড় বলে বাণী, চিত্তে ভয় ত্যজ ধনী, দানবেরে করেছি নিধন॥ শুনি তাহার বচন, সবে হৈল সচেতন, রত্নচূড়ে চিত্রলেখা বলে। শুন ওহে মহাশয়, দেহ নিজ পরিচয়, সমূহ যে বিপদে তারিলে। আপনার পরিচয়, রত্নচূড় সব কয়, শুনি সলজ্জিতা রত্নাবতী। শুন সবসুবদনী, রত্নচূড়কবে বাণী, তোমরা কে কহ শীঘ্রগতি॥ চিত্র লেখা স্থির মতি, সবিনয় কহে অতি, মৃদুভাষে মধুর বচন। গন্ধর্ব্ব যে বসু ভূতি, তার কন্যা রত্নাবতি, সঙ্গে সখী মোরা তিনজন॥ নিত্য যাই কাশী পুরে, শিবপূজি রত্নেশ্বরে, গৃহে মোরা করিব গমন। হেনকালে অকস্মাৎ, অদ্য হৈল বাজু-ঘাত, দানবের হস্তেতে পতন॥ দানবে লইল হরি, আনিল পাতালপুরী, তুমি সবার বাঁচাইলে প্রাণ। আমরা অবলা বালা, নাহি জানি দুঃখ জ্বালা, বিপদেতে তুমি কৈলে ত্রাণ॥ তব হৈতে পাই রক্ষা, মোরা চাহি এই ভিক্ষা, রত্নেশ্বর কি রূপে পাইব। বাক্য শুনি কন্যাগণে, দুঃখ নাহি ভাবি মনে, বলে শীঘ্র কাশী পুরে যাব॥ অনায়াসে তদন্তর, যথা শিব রত্নেশ্বর, কন্যাগণে আনিল ত্বরিত। দেখি রত্নেশ্বর লিঙ্গ, হৈল সবে মৌনভঙ্গ, রত্নেশ্বর দেখি আনন্দিত॥

পয়ার। কন্যা সব না দেখি গন্ধর্ব্ব বসুভূতি। সখীসহ কোথা গেল কন্যারত্নবতী॥ গন্ধর্ব্ব রাজন হৈল বড়ই চিন্তিত। হেনকালে তথাতে নারদ উপস্থিত॥ রত্নাবতী বৃত্তান্ত যে সকল কহিল। অতি শীঘ্র বসুভূতি কাশীতে চলিল॥ পরেতে গন্ধর্ব্ব রাজ গিয়া রত্নেশ্বরে। রত্নাবতী কন্যা দেখি প্রফুল্ল অন্তরে॥ সখীগণ সহ তথা বসি রত্নাবতি। রত্নচূড় নামে নাগ তথা অবস্থিত॥ রত্নাবতী পিতা দেখি আনন্দিতা হৈল। আদ্য অন্ত বিবরণ পিতাকে বলিল॥ সকল বৃত্তান্ত শুনি হর্ষ বসুভূতি। রত্নচূড়ে কন্যা দিল করি শাস্ত্রনীতি। রত্নাবতী সঙ্গেছিল সখা তিন জন। তাবতের পিতা আনে গন্ধর্ব্বরাজন॥ সে সকল কন্যাদান দিল রত্নচূড়ে। সখীসহ

রত্নাবতী প্রমোদ অন্তরে ।। তদপরে চারি কন্যা লইয়া রত্নচূড়। পাতা লেতে গেল শীঘ্র আপনার পুর ।। রত্নাবতী আখ্যান যে করেন শ্রবণ। ধন ধান্য সর্ব্বকাল সুখী সেই জন ।। সর্ব্ব পাপক্ষয় তার শুদ্ধ কলেবর। অন্তে মুক্ত হয় তার কহিল বিস্তার ।। কাশীখণ্ড পুণ্যকথা অমৃত ভাষণ। সপ্তষষ্টি অধ্যায় যে হইল সমাপণ ।।

ইতি শ্রীকাশীখণ্ডে পঞ্চনদ পাদোদক বৈষ্ণব তীর্থ
মন্দার হইতে মহাদেবের কাশী আগমন
জৈৗষ্ঠেশ্বরের ভগবতীর সহিত অব
স্থিতি দণ্ডখাত তীর্থ শৈলেশ্বরে
রত্নেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপনা
রত্নাবতী। আখ্যান
অষ্টমঃসর্গঃ।

অথ গজাসুরের উপাখ্যান।

পয়ার। অগস্ত্যে কহেন শুন পার্ব্বতী নন্দন। তদপরে কি করিল দেব পঞ্চানন॥ কার্ত্তিক কহেন শুন মুনি মহাশয়। হরগৌরী কাশীপুরে ভ্রমণ করয়॥ হেন কালে কোলাহল কাশীর উত্তরে। ব্যস্ত হৈয়া তথায় চলিল মহেশ্বরে॥ মহিষাসুরের পুত্র হয় গজাসুর। প্রচণ্ড শরীর তার অতিভয়ঙ্কর নব সহস্র যোজন শরীর তাহার। কেশজাল মেঘ তুল্য অতি সুবিস্তার॥ নিশ্বাসেতে সমুদ্র যে কল্লোল হইল। অদ্যাবধি জলনিধি সুস্থির না হইল॥ কাশীপুরী ত্রাসে বীর বড়ই দুর্ব্বার। দুই হস্তে জীব সব করেন আহার॥ সর্ব্বলোক ভীত হৈয়া কোলাহল করে। তাহা দেখি মহাদেব কুপিত অন্তরে॥ ত্রিশূল মারিল শিব অসুরের বুকে। মুখে তার রক্ত পড়ে ঝলকে ঝলকে॥ ত্রিশূলে গাঁথিয়া গজাসুরের শরীরে। মহাদেব বাম হস্তে উর্দ্ধে করি ধরে॥ মস্তকেতে ছত্র যেন ধরে বামহাতে। অসুর গাঁথিয়া শূলে ধরে সেই মতে॥ গজাসুর জানিলা যে নিজ মুক্ত হয়। তদপরে মহাদেব স্তব করি কয়॥ অপ্সর যোনিতে প্রভো উদ্ভব আমার। নব সহস্র যোজন শরীর বিস্তার॥ আমার শরীর তুমি গাঁথিয়া ত্রিশূলে। আপন মস্তক হৈতে উর্দ্ধেতে করিলে॥ আমা সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবন। প্রভুর হস্তেতে হৈল আমার মরণ॥ ত্রিজগত কর্ত্তা তার এই রূপে দয়া। ক্রোধবর সমভাব ঈশ্বরের মায়া॥ দেব পঞ্চানন তুমি সকলের মুল। চরাচর পর্ব্বতাদি তুমি সূক্ষ্ম স্থুল॥ তোমার মহিমা প্রভো আমি কিবা জানি। কিঞ্চিৎ জানেন দামোদর পদ্মযোনি॥ এইরূপ বহু স্তব করিল অসুরে। আশুতোষ ভোলা নাথ তুষ্ট হৈল তারে॥ বর লহ গজাসুর যথা ইচ্ছা হয়। অসুর কহিল প্রভু শুন দয়াময়॥ যদি বর দিবে প্রভো করি নিবেদন। আমার শরীর চর্ম্ম করিবে বসন॥ প্রসন্ন হইয়া শিব বর দিল তারে। তব চর্ম্ম ধারণ করিব কলেবরে॥ তদপরে গজাসুর হইলা নিধন। অসুরের চর্ম্ম প্রভু করিল ধারণ ভক্ত বলি অসুর শরীরে বিরাজিল। কীর্ত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ উদিত হইল॥ কীর্ত্তিবাস মাহাত্ম্য যে মহিমা অপার। অবিমুক্তে সর্ব্বলিঙ্গ হৈতে হৈল সার॥ চৈত্র পুর্ণিমাতে বাদ্ধি যাত্রা যেবা করে। কাশীকৃত পাপনাশী জ্ঞান প্রাপ্তি পরে॥ মাঘমাসে কৃষ্ণাচর্দ্দশী তিথি হয়। তাতে উপবাসী হৈয়া যেবা জনে রয়॥ রাত্র জাগরণ করি পুজে কীর্ত্তিবাস। পরম সুগতি লাভ কহিল নির্য্যাস॥

অথ হংসতীর্থ কথন।

পয়ার। কীর্ত্তিবাস সম্মুখেতে দেব ত্রিপুরারী। নিজহস্তে মৃত্তিকা খননে কুণ্ড করি॥ এই স্থানে কুণ্ড হইল অতি পুণ্য কর। তাহার মাহাত্ম্য কথা শুন মুনিবর॥ অন্নলোভে কাক সব করয়ে বিবাদ। পরস্পর বিবাদেতে পড়িল প্রমাদ॥ মৃত এক কাক সেই কুণ্ডেতে পড়িল। সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া হংসরূপ হৈল॥ তদবধি হংসতীর্থ নাম হৈল তার। স্নান দানে মহাপুণ্য মহিমা অপার॥ হংসতীর্থে চতুর্দ্দিগে যত ঋষিগণ। প্রত্যেকে করিল সবে লিঙ্গের স্থাপন। ত্রয়োদশ শত আছে চতুর্দ্দিগে তার। কীর্ত্তিবাসেশ্বর আদি চ্যবনেশ আর॥ কীর্ত্তি ত্রাস পশ্চিমেতে আছে লোমেশ্বর। উত্তরাংশে মালতীশ্বর আছে সর্ব্বেশ্বর॥ ঈশান কোণেতে অন্তকেশ্বর নিশ্চিত। তার পাশেতে জনকেশ্বর বিরাজিত॥ অশিতাঙ্গ ভৈরব আছে তার উত্তরেতে। সদাকাল অবস্থিতি দেবীর সাক্ষাতে॥ শুষ্কোদরী দেবী বিরাজিত জিহ্বতাল। দেবীর নৈঋত কোণে কুণ্ড আছে ভাল॥ এই কুণ্ডে স্নান যেই সব নর করে। সর্ব্বপাপ মুক্ত হয় সেই সব নরে॥ দ্বিভুজ চতুষ্পাদ পঞ্চমুণ্ডানন। তাহার উত্তরে আছে ভয় বিবর্দ্ধন॥ চতুঃশৃঙ্গ বৃষাকার ত্রিপদ তাহার। দ্বয় শীর্ষ সপ্ত হস্ত ত্রিধাবদ্ধ তার॥ সাস্নাত্রয় পেচহয় প্রণব আকার। কাশী পাপচ্ছেদ হেতু হস্তেতে কুঠার। বৃষরুদ্র নাম তার অতি দীপ্তমান। দর্শন মাত্রেতে সর্ব্ব পাপ নাশ পান॥ মণির প্রদীপ নাগ তথাতে আছেন। তদুত্তরে মণিকুণ্ড সদা বিরাজেন॥ যে সকলে স্নান করে মণিকুণ্ড জলে। মহৈশর্য্য প্রাপ্ত হয় মুক্তি অন্ত কালে॥ সমাপ্ত হইল যে অষ্ট ষষ্ঠ অধ্যায়। শুনিলে সকল পাপ শীঘ্র নাশ পায়॥

অথ অষ্টষষ্ঠী তীর্থের আগমন।

পয়ার। স্কন্দ বলে শুন মুনি কাশী বিবরণ। যে সকল শিবলিঙ্গ যথাতে স্থাপন॥ গজচর্ম্ম পরিধান করিল যে স্থানে। রুদ্রাবাস নাম তার হইল ভুবনে॥ শিবা সঙ্গে শিব তথা বসিয়া কৌতুকে। নন্দী আসি সেই স্থানে মিলিল সম্মুখে॥ প্রণাম করিয়া নন্দী করে নিবেদন। অষ্টষষ্টি প্রসাদের শুভ আগমন॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যতেক পুণ্যস্থান। কাশীপুরে সে সকল

হৈল অধিষ্ঠান॥ স্থান নাম মহালিঙ্গ কুরুক্ষেত্রে হৈতে। কণামাত্র তথা রাখি আসিল কাশীতে॥ সন্নিহিত নাম বাপী মহা পুণ্য জল। লোলার্ক পশ্চিমভাগে কুরুক্ষেত্র স্থান॥ সেইস্থানে স্নান আদি যত কর্ম্ম করে। কুরুক্ষেত্র হৈতে কোটিগুণ ফল ধরে॥ নৈমিষ হইতে দেব দেব আগমন। চুণ্ডি রাজ উত্তরেতে নৈমিষাখ্য বন॥ দেব দেবলিঙ্গ ব্রহ্মাবর্ত্ত সরোবর। স্নান পূজনেতে কোটিগুণ ফলকর॥ মহাবল নাম লিঙ্গ গোকর্ণ হইতে। সম্বাদিত্য নিকটে হইল উপস্থিতে॥ লিঙ্গ শশী ভূষণ প্রাভাস তীর্থ হৈতে ঋণ মোচনের পূর্ব্ব হৈল প্রতিষ্ঠিতে॥ উজ্জয়িনী হৈতে লিঙ্গ নামে মহাকাল প্রণবেশ্বরের পূর্ব্বে আসিল বিশাল॥ পুষ্কর হইতে লিঙ্গ আযো গন্ধেশ্বর আবির্ভূত মৎস্যোদরী উত্তরে সত্বর॥ অট্টহাস হৈতে লিঙ্গ মহানাদেশ্বর। ত্রিলোচন উত্তরে হইল স্থিতিকর॥ মহোৎকটেশ্বর লিঙ্গ মরুৎকেট হৈতে আবির্ভূত কামেশ্বর উত্তর ভাগেতে॥ আসিল বিমলেশ্বর বিশ্বস্থান হৈতে সন্নিন পশ্চিমভাগে হৈল প্রতিষ্ঠিতে॥ মাহেন্দ্র হইতে লিঙ্গ নামে মহাবত স্কন্দেশ্বর সমীপে হইল উপস্থিত॥ সত্য কালে স্তব করে দেবঋষিগণ পৃথিবী ভেদিয়া লিঙ্গ উঠিল তখন॥ মহাদেব নাম লিঙ্গ অতি চমৎকার। মুক্তিক্ষেত্র হৈল কাশী অধিষ্ঠানে তার॥ হিরণ্যগর্ব্বের পশ্চিমাংশে শিব-স্থান। মহাদেব লিঙ্গ কাশীপুরীর প্রধান॥ পিতামহেশর লিঙ্গ গয়াতীর্থ হৈতে। ধর্ম্মেশ্বর নিকটে হইল উপস্থিতে॥ প্রয়াগ হইতে শূলটঙ্ক মহেশ্বর নির্ব্বাণ মণ্টক দক্ষিণাংশে মনোহর॥ মহাতেজো নাম লিঙ্গ শঙ্কুকর্ণ হৈতে। বিনায়কেশ্বর পূর্ব্বে আসিল ত্বরিতে॥ রুদ্রকোটি তীর্থ হৈতে মহাযোগীশ্বর। পার্ব্বতীশ্বরের পাশে অধিষ্ঠিত কর॥ কাশীপুরে রুদ্রস্থলি খ্যাতি সেই স্থান। সেই স্থানে মৃত্যু হৈলে লভয়ে নির্ব্বাণ॥ একাম্র হইতে কীর্ত্তিবাস আগমন। কীর্ত্তিবাসে রহিলেন হইয়া মিলন॥ চণ্ডীশ্বর আসিল মরুজাঙ্গল হৈতে। পাশপাণি গণেশ্বর স্থিতি নিকটেতে॥ কালাঞ্জর হৈতে নীলকণ্ঠ আগমন। কুটদন্ত গণেশ নিকটে সংস্থাপন॥ কাশ্মীর হইতে বিজয়েশ্বর উদয়। শালক টঙ্কট পূর্ব্বভাগে স্থিতি হয়॥ ত্রিদণ্ডা হইতে ঊর্দ্ধরেতা লিঙ্গ নাম। কুষ্মাণ্ড গণেশ পাশে করিল বিশ্রাম॥ শ্রীকণ্ঠ নামেতে লিঙ্গ মণ্ডলেশ হৈতে। সংস্থাপিত মুণ্ড বিনায়ক উত্তরেতে॥ ছাগকুণ্ড হৈতে কপর্দ্দীশ্বর আসিল। পিশাচ মোচন তীর্থে প্রতিষ্ঠিত হৈল আম্রাতকেশ্বর ক্ষেত্র হৈতে সূক্ষ্মেশ্বর। আসিল বিকটদন্ত গণেশ উত্তর॥ আনিল জয়ন্তীশ্বর মধুকেশ হৈতে। সংস্থাপিত লম্বোদর গণেশ সাক্ষাতে॥

আসি ত্রিপুরান্ত কেশ শ্রীশৈল হইতে। অধিষ্ঠিত বিশ্বেশ্বর পশ্চিমভাগেতে আসিল কুক্কুটেশ্বর সোমক্ষেত্র হৈতে। বক্রতুণ্ড গণেশ নিকটে অবস্থিতে॥ জালেশ্বর হৈতে লিঙ্গ ত্রিশূলী আসিল। কূটদন্ত গণেশ সাক্ষাতে স্থিত হৈল॥ রামেশ্বর হৈতে ধূর্জ্জটি লিঙ্গ আগত। একদন্ত গণেশের উত্তরে সংস্থিত॥ আসিল ত্র্যম্বকেশ্বর ত্রিসন্ধ্যা হইতে। ত্রিমুখ গণেশ পূর্ব্বভাগে প্রতিষ্ঠিতে॥ হরিশ্চন্দ্র ক্ষেত্র হৈতে লিঙ্গ হরেশ্বর। হরিশ্চন্দ্রেশ্বর সাক্ষাতে স্থিতি কর॥ সর্ব্ব নাম লিঙ্গ মধ্যমেশ্বর হইতে। সংস্থাপিত চতুর্ব্বেদেশ্বরের সাক্ষাতে॥ স্থলেশ্বর হৈতে মহালিঙ্গ আগমন। যক্ষেশ্বর নিকটেতে হইল স্থাপন॥ সুবর্ণাখ্যক্ষেত্র হৈতে সহস্রাক্ষেশ্বর। শৈলেশ্বর দক্ষিণেতে হৈল স্থিতিকর আসিল হর্ষিতেশ্বর হর্ষতীর্থ হৈতে। মন্ত্রেশ্বর নিকটেতে হইল স্থাপিতে॥ রুদ্রতীর্থ হৈতে লিঙ্গ আসি রুদ্রেশ্বর। ত্রিপুরেশ সমীপে স্থাপিত মনোহর॥ বৃষধ্বজ হৈতে বৃষেশ্বর আগমন। বাণেশ্বর সমীপে হইল সংস্থাপন॥ আসিল ঈশানেশ্বর কেদার হইতে। সংস্থাপিত প্রহ্লাদকেশ্বর পশ্চিমেতে॥ সংহার ভৈরব আইসে ভৈরব সহিতে। খর্ব্ব বিনায়ক পূর্ব্বভাগে অবস্থিতে॥ কন খল হৈতে উগ্র লিঙ্গ আগমন। অর্ক বিনায়ক পূর্ব্বস্থানে সংস্থাপন। বস্ত্রাপথ হৈতে ভবেশ্বর আগমন। ভীমচণ্ডী নিকটে হইল সংস্থাপন॥ দেবদারু বন হৈতে লিঙ্গ দণ্ডীশ্বর। সদেহলি বিনায়ক পূর্ব্বে স্থিতি কর॥ ভদ্রকর্ণ হ্রদ হৈতে লিঙ্গ শিব নাম। উদ্দণ্ড গণেশ পূর্ব্বে করিল বিশ্রাম॥ শঙ্কর নামেতে লিঙ্গ হরিশ্চন্দ্র পাশে। তাঁহাকে পূজিলে নাহি বৈসে গর্ব্ভবাসে॥ যম তীর্থ হৈতে কাললিঙ্গ অধিষ্ঠান। চন্দ্রেশ পশ্চিমে কলসেশ্বর আখ্যান॥ কুজবারে চতুর্দ্দশী তিথি যদি হয়। প্রস্থান করিলে তাতে হয় পাপক্ষয়॥ নেপাল হইতে লিঙ্গপশুপতীশ্বর। পাশুপত ক্ষেত্রে অবস্থিতি নিরন্তর॥ করবীর হৈতে কপালীশ আগমন। কপাল মোচন তীর্থে হইল সংস্থাপন॥ দেবীকা হইতে আসি লিঙ্গ উমাপতি। পশুপতিশ্বর পূর্ব্বে করিল সংস্থিতি॥ মহেশ্বর ক্ষেত্র হৈতে লিঙ্গ দীপ্তেশ্বর। উমাপতিশ্বর পার্শ্বে স্থিত নিরন্তর॥ কেয়ারোহণ হইতে আশ্চর্য্য আসিল। শশীশন কুলস্থর অতি সুনির্ম্মল॥ মহাদেব দক্ষিণে তাহার অধিষ্ঠান। দর্শন করিলে নরে প্রাপ্ত হয় জ্ঞান॥ অমরেশ আসি গঙ্গাসাগর হইতে। সেই স্থানে অধিষ্ঠিত পাতক নাশিতে॥ সপ্ত গোদাবর তীর্থ হৈতে ভীমেশ্বর। নকুলীশ সাক্ষাতে সংস্থিতি নিরন্তর॥ ভূতেশ্বর হৈতে ভস্ম গাত্র

আখ্যান। প্রকট হইল মহালক্ষ্মীশ্বর স্থান॥ ধরণী বরাহ বিন্দপর্ব্বত হইতে। কাশীতে আসিল ভক্ত আপদ নাশিতে॥ কর্ণিকার হৈতে কর্ণিস্বার গণপতি। ধরণী বরাহ পশ্চিমেতে অবস্থিত॥ হেমকূট হৈতে লিঙ্গ বিরূপাক্ষ নাম। মহেশ্বর দক্ষিণেতে করিল বিশ্রাম॥ গঙ্গাদ্বার হৈতে হিমস্থেশ আগমন। ব্রহ্মনাল পশ্চিমাংশে হইল স্থাপন॥ সপ্ত কোটি গণসঙ্গে আপনে গণেশ। কৈলাস হইতে কাশীনগরে প্রবেশ॥ সপ্ত দুর্গ নির্ম্মিত যে সপ্তস্বর্গ সম। দ্বার যন্ত্র কপাট প্রভৃতি অনুপম॥ প্রতি দুর্গে নিরূপিত কোটি কোটিগণ। চতুর্দ্দিগে পরিখতে করিল খনন॥ গঙ্গা বিপথ গায় মৎস্যোদরী যায়। মৎস্যোদরী তীর্থ অতি পুণ্যবলে পায়॥ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ কোটি গুণ ফল হয়। গঙ্গাআসি মৎস্যোদর তীর্থেতে মিলয়॥ গঙ্গাজলে অবিমুক্ত ভাসে মৎস্যোকার। অতি পুণ্যবলে দৃষ্ট হয় চমৎকার॥ কৈলাস হইতে কাশী আসি গণপতি। মৎস্যোদরী তীর্থের করিল অবস্থিতি॥ ভুর্ভুবঃ সঙ্গক লিঙ্গ গন্ধমাদন হৈতে। গণপতি পূর্ব্বভাগে হৈল আবির্ভূতে॥ আসিল হাটকেশ্বর পাতাল হইতে। ঈশানেশ্বরের পূর্ব্বে আছে নিয়মিতে॥ আসিল তারকেশ্বর আকাশ হইতে অবস্থিতি হৈল জ্ঞানবাপির অগ্রেতে॥ আসিল কিরাতেশ্বর কিরাত হইতে অবস্থিত ভারভূতেশ্বর নিকটেতে॥ লঙ্কাপুর হইতে মরুকেশ্বর আসিল। পৌলস্ত্য রাঘব পশ্চিমেতে স্থিত হৈল॥ স্থল হৈতে জল লিঙ্গ হৈল অধিষ্ঠান। গঙ্গাজল মধ্যে তার মন্দির নির্ম্মাণ॥ অদ্যাপি কখন কেহ দেখে পুণ্যবানে। ভাগিরথী জল মধ্যে আছেন মজ্জনে॥ কোটীশ্বর হৈতে শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ আগমন। জ্যেষ্ঠেশ্বর পশ্চিমাংসে হইল স্থাপন॥ আসিল অনলেশ্বর বয়বাস্য হৈতে। অবস্থিত হৈল নলেশ্বরের সাক্ষাতে॥ আসিল বিরজা তীর্থ হৈতে ত্রিলোচন। ত্রিপিষ্টপ লিঙ্গে তার হইল স্থাপন॥ অমর কণ্টক হৈতে লিঙ্গ প্রণবেশ। পিলিপ্পিলা তীর্থে স্থিত হইল বিশেষ॥ স্বস্বক্ষেত্রে কলা মাত্র রাখি অবশেষ। সর্ব্বভাবে কাশীপুরে করিল প্রবেশ সকল আনিয়া আমি কাশীতে রাখিল। অষ্টষষ্টি আয়তন আগত হইল॥ এখন করিব কিবা করহ আদেশ। সাধিব প্রভুর কার্য্য করিয়া বিশেষ শুনিয়া নন্দির বাক্য দেব মহেশ্বর। প্রসন্ন হইয়া তাকে বলিল বিস্তর॥ সাধু কর্ম্ম করিয়াছে আনি আয়তন। নবকোটি চণ্ডী পুনঃ কর আনয়ন॥ ভৈরব বেতাল ভূত দেবতা সহিত। প্রতি দুর্গে দুর্গা আনি করহ স্থাপিত॥ নন্দিকে আদেশ করি দেব ভগবান। পার্ব্বতী সহিতে গেল ত্রিপিষ্টপ

স্থান ॥ নীনাদ তনয় শিব আজ্ঞা মাথে করি। আহ্বান করিয়া দুর্গে আনে কাশীপুরী ॥ প্রতি দুর্গে দুর্গা মূর্ত্তি করিল স্থাপন। উত্তর অধ্যায়ে তার বিস্তর কথন ॥ পুণ্য আয়তন গর্ব্ভ এইত অধ্যায়। ভক্তিভাবে শুনি স্বর্গ অপবর্গ পায় ॥ অষ্টষষ্ঠ আয়তন কথা সুশোভন। শুনিলে পাতক নাশে গর্ব্ভ বিমোচন ॥ অম্বিকা নিবাস কাশীভক্ত অতিশয়। সীতানাথ বসু কাশীখণ্ড ভাষা কয় ॥ ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের উদয়। এক ঊনতিতম অধ্যায় ভাষায় ॥

—:※:—

অথ শক্তিস্থান কথন।

পয়ার। অগস্ত্য বলেন শুন দেব ষড়ানন। ঈশ্বর আদেশে নন্দি আনি দেবগণ ॥ যে স্থানে যাহাকে নন্দি করিল স্থাপন। প্রসন্ন হইয়া কহ তার বিবরণ ॥ অগস্ত্যের হেন কল্প শুনি ষড়ানন। যে স্থানে যে দেবী তার কহে নিরূপণ ॥ স্কন্দ বলে শুন মুনি বলি তব তরে। কাশীপুরে বিশালাক্ষী ক্ষেত্র রক্ষা করে ॥ গঙ্গাতে বিশাল তীর্থ রাখি পৃষ্ঠভাগে। বসিয়াছে বিশালক্ষী নিজ অনুরাগে ॥ ভাদ্র কৃষ্ণতৃতীয়াতে করি উপাষণ। বিশালাক্ষী নিকটে করিবে জাগরণ ॥ চতুর্দ্দশ কুমারী প্রভাতে পূজা করি। বস্ত্র মাল্য অলঙ্কার দিবেক বিস্তারি ॥ পশ্চাতে কুটুম্ব সঙ্গে করিবে পারণ। কাশীবাস ফল পুণ্য প্রাপ্ত সেই জন ॥ কাশীবাসী জনে যাত্রা করিবে সে দিন। পাইবে নির্ব্বাণ মুক্তি উপসর্গ হীন। ললীতা তীর্থেতে গঙ্গা কেশব নিকটে। আছেন ললীতা গৌরী ক্ষেত্র বিঘ্ন তটে ॥ আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়া দিবসে। করিলে বার্ষিক যাত্রা মহাপাপ নাশে ॥ বিশ্বভুজা গৌরী বিশালক্ষী সন্নিধানে। শরৎকালে নব রাত্র যাত্রা সেই থানে ॥ যজ্ঞবরাহের পার্শ্বে বারাহী আছেন। শিবদূতী সেই খানে বসতি করেন ॥ বজ্রহস্তা ঐন্দ্রী ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণে। কৌমারী আছেন স্কন্দেশ্বর সন্নিধানে ॥ মহাশ্বরী আছে মহেশ্বরের দক্ষিণে। নারসিংহ নির্ব্বাণ নৃসিংহ সন্নিধানে ॥ ব্রহ্মেশ পশ্চিমে ব্রাহ্মী আছে বিদ্যমানে ॥ গোপী গোবিন্দের পশ্চিমাংশে নারায়ণী। বিরূপাক্ষী দেবজানি উত্তরেতে পুনি ॥ শৈলেশ্বর নিকটে আছেন শৈলেশ্বরী। চিত্রকোপে চিত্রঘণ্টা আছেন সুন্দরী ॥ চৈত্র শুক্ল তৃতীয়াতে যাত্রার বিধান। কাশীবাস করিবেক যাত্রা অনুষ্ঠান ॥ চিত্রাঙ্গদেশ্বর পূর্ব্বে

ভদ্র নাগপাশে। সিদ্ধি বিনায়ক পূর্ব্বে হর সিদ্ধি বশে ॥ বিধীশ্বর সমীপেতে দেবী বিধি নাম। নিগূঢ় ভঞ্জনি দেবী প্রয়াগাক্ষ ধাম ॥ ঘনটঙ্ক করা তীর্থরাজের নিকটে। বসতী অমৃতেশ্বরী কামপাশ কাটে ॥ পিতামহ লিঙ্গ পাশে সিদ্ধি লক্ষ্মীধাম। নল কুবের নিকটে দেবী কুব্জা নাম ॥ কুব্জম্বরেশ্বর নল কুবের পশ্চিমে। ত্রিলোক সুন্দরী দেবী আছে সেই ধামে ॥ দিপ্তানাম মহাশক্তি আদিত্যের পাশে। শ্রীকণ্ঠ নিকটে মহা লক্ষ্মীর নিবাসে ॥ মহালক্ষ্মী পীঠ সম অন্য পীঠ নয়। অষ্টমীতে মহালক্ষ্মী যাত্রা তাতে হয় ॥ মহালক্ষ্মী উত্তরেতে হয় কণ্ঠিনাম। মহালক্ষ্মী দক্ষিণাংশে কৌর্ম্মিশক্তি ধাম ॥ খিখি চণ্ডীদেবী মহালক্ষ্মী বায়ুকোণে। ভীম চণ্ডীদেবী ভীমেশ্বর সন্নিধানে ॥ বৃষধ্বজ দক্ষিণাংশে ছাগবক্তে,শ্বরী। মহাষ্টমী দিনে যাত্রা করিবে সাদরী ॥ তাল জঙ্ঘেশ্বরী সঙ্গমেশ্বর দক্ষিণে। যম দংষ্ট্রা উদ্দালকেশ্বর সন্নিধানে ॥ চর্ম্মমুণ্ডা দেবী দারুকেশ্বর নিকটে। লোলার্ক উত্তরে মহা রুণ্ডা পাপ কাটে ॥ চর্ম্মমুণ্ডা মহারুণ্ডা উভয় মধ্যেতে। আছেন চামুণ্ডাদেবী পানপাত্র হাতে ॥ মহারুণ্ডাপেশ্চিমেতে দেবী স্বপ্নেশ্বরী। স্থণ্ডিলে শয়ন রাত্রে উপবাস করি ॥ দেখিবে স্বপ্নেতে যাহা করিবে মানস। অদ্যাপি প্রত্যয় তথা আছেন সরস ॥ অষ্টমী নবমী চতুর্দ্দশী দিবানিশি। স্বপ্নেশ্বরী পূজা করি লবে জ্ঞানরাশি ॥ স্বপ্নেশ্বরী পশ্চিমাংশে দুর্গাদেবী স্থান। উত্তর অধ্যায় তার করিবে ব্যাখ্যান ॥ সুধাভাণ্ড কাশীখণ্ড ভাষাতে উদয়। সপ্তম অধ্যায় তাতে সমাপন হয় ॥

অথ দুর্গাসুরের উপাখ্যান।

ত্রিপদী। কহিছেন ষড়ানন, শুন মুনি তপোধন, দশভুজা দুর্গার বর্ণন। বারাণসী অবস্থিতি, দুর্গা সুরদুষ্ট মতি, তাহারে করিয়া সংহারণ ॥ স্বপ্নেশ্বরী পশ্চিমেতে, দুর্গাদেবী বিশেষেতে, অবস্থিতা দুর্গতি নাশিনী। মিত্রা বরুণ তনয়, জিজ্ঞাসে কার্ত্তিকে কয়, বিস্তার করিয়া সব বাণি ॥ দুর্গা দেবী কি প্রকারে, দুর্গাসুরে নষ্ট করে, শুনিব যে বিশেষ করিয়া। গুহ কহে অতপরে, দুর্গানাম ভয়ঙ্করে, তপস্যা করিছে বনে গিয়া ॥ ব্রহ্মারে তপস্যা করে, বায়ুভোজি নিরাহারে, তুষ্ট হৈল পদ্মযোনি তারে। ব্রহ্মা অতি দয়াময়, অসুরের অগ্রে কয়, বর লহ ইচ্ছিত অন্তরে ॥ শুনিয়া অসুররাজ, চিন্তা করি কার্য্যকাজ, বর চাহে করিয়া বিনয়। পুরুষের বধ্য প্রভু, আমি না

হইবে কভু, এই বর দিবেন নিশ্চয়॥ শুনিয়া চতুরানন, বর দিল তৎক্ষণ, পুরুষের না হইবে বধ্য॥ ব্রহ্মা গেল নিজ স্থানে, দুর্গাসুর হৃষ্টমনে, নিজ মৃত্যু জানিল অসাধ্য॥ তদপরে দুর্গাসুরে, দেব সহ যুদ্ধ করে, দেবগণ পরাজিত হৈল। দুর্গাসুর মহাবীর, দেবে কৈল অস্থির, হেন যুদ্ধ কভু না দেখিল॥ তদন্তরে দুর্গাসুরে রাজা হৈল স্বর্গপুরে, ইন্দ্রদেব হৈল রাজ্য ভ্রষ্ট। সর্ব্বদেব পলায়ণ, স্থান নাহি নিরূপণ, অতি গোপনেতে উপবিষ্ট॥ স্বর্গত্যাগী দেবগণ, মর্ত্তে কৈল আগমন, ভয়েতে কম্পিত কলেবর। যদি কারে বার্ত্তা পায়, ভয়ে তথা নাহি যায়, ভাবে দৈত্য আসিবে সত্বর॥ হেন মতে দেবগণ, সর্ব্বদা কাতর হন উপায় নাহিক দেখে আর। নিজ মূর্ত্তি দেবগণ, মর্ত্তেতে করি গোপন, ভ্রমে ভ্রমে সব বনস্থার॥ দেখি দুর্গাসুর চর, কাতর হয় অন্তর, কুত্রাপি না পারে স্থিতি হৈতে। নিষ্কণ্টকে দুর্গাসুর, রাজা হৈয়া তিনপুর, অতিশয় করিল শাসিতে॥ অগ্নি যম চন্দ্র সূর্য্য, ধরি আনে মহাবীর্য্য, বরুণ পবনে আনে ধরি। রাজার নিকটে রয়, যখন যেমতে কয়, সেইমত সর্ব্বদা আচরি॥ পূর্ণিমার চন্দ্র নিত্য, মন্দতেজ তথা দিত্য, আজ্ঞাক্রমে তথাতে চলয়। পবন যে আজ্ঞাকারী, সদানন্দ গতি করি, মলয়া পবন নিত্যাবয়॥ দুর্গ অসুর রাজন এমত করি শাসন, তার তুল্য কভু নাহি হবে। বিনা জলে পৃথিবীতে, শস্য হয় নানামতে, সন্তোষ থাকেন নিজগর্ব্বে। সত্যযুগে রাম যথা, প্রজা পালনেতে তথা, দুষ্টগণ সর্ব্বদা সংহারে। ব্রহ্মার বরেতে দৈত্য, অহঙ্কারে মহা মত্ত, নিজ বলে ভয় নাহি করে॥ বিধি বিষ্ণু দুইজনে, চিন্তাযুক্ত সদা মনে, কিসে হবে নাশ দুর্গাসুর। বিনা দেব মহেশ্বরে, এ বিপদে কেবা তারে, চল সবে যাই হরপুর॥ বিধি বিষ্ণু দেবগণে, গেল শিব সন্নিধানে, সকলেতে প্রণাম করিল। দুর্গাসুর বিবরণ, শিবে কহে দেবগণ, সকল যে বৃত্তান্ত কহিল॥ শুনি সব পঞ্চানন, দেবে কৈল আশ্বাসন, বসিতে কহিল সকলেরে। পরে কহে ত্রিলোচন, শুন বিধি নারায়ণ, মহা বলবন্ত দুর্গাসুরে॥ পুরুষের নহে বধ্য, হইতে হৈল অসাধ্য, উপায় নাহিক শক্তি বিনে। শুনহ দেবতা সবে, অল্প দিনে ক্লেশ যাবে, আর দুঃখ না ভাবিহ মনে॥ এত শুনি দেবগণ, তথা হৈতে হর্ষ মন, বিধি বিষ্ণু নিজপুরে যান। তদপরে ত্রিপুরারী, ভগবতী দুর্গা স্মরি, মহামায়া আবির্ভাব পান॥ ত্রিলোচন কহে বাণী, শুন প্রিয়ে ত্রিলোচনী, দুর্গাসুর অতি অনিবার। পুরু-

তোমা বিনে, কে করিবে পরিত্রাণে, শীঘ্র কর ইহার উপায়। রক্ষাকরী রক্ষা কর, দেব দুঃখ পরিহর, যাহাতে দেবতা ভয় যায়॥ শুনিয়া যে ভগবতী, চলিলেন শীঘ্রগতি, দুর্গাসুর যথাতে আছেন। তাহার নিকটে গিরী, অতি রম্যস্থান হেরি, মহামায়া তথা বসিলেন॥ ভগবতী ইচ্ছামতে, এক কন্যা আচম্বিতে, বাহির হইল অঙ্গ হৈতে। কালরূপা নাম তার, রূপ অতি চমৎকার, প্রজ্জ্বলিত যেমত বিদ্যুতে॥ দুর্গাসুর সন্নিহিত, হৈল তথা উপনীত, নির্ভয়ে অসুর প্রতি কয়। শুন ওহে মহাশয়, অবোচিত কর্ম্ম নয়, কি কারণে হৈলে দুরাশয়। দেবগণে পীড়া করে, রাজা হৈলে স্বর্গপুরে, বুঝি মৃত্যু আসিল নিকটে। চিত্তে তুমি হৈয়া ধৈর্য্য, ত্যাগ কর দেবরাজ্য, নতুবা যে পড়িলে সঙ্কটে॥ মহামায়া আদ্যা শক্তি, তাঁর আমি আজ্ঞাবর্ত্তী, আসিলাম তোমা বুঝাইতে। কহিলাম বাক্য হিত, নাহি ভাব বিপরীত, বিচারিয়া দেখহ চিত্তেতে॥ কালরূপা দেখি রূপ, মনঃক্ষুব্ধ হৈল ভূপ, তার রূপে মোহিত হইল। দুর্গাসুর ভাবে চিত্তে, অদ্য হৈল সুপ্রভাতে, রূপবতী কেবা আনি দিল॥ যে সকল কথা কহে, অগ্নিতে শরীর দহে, দূতে আজ্ঞাদিল ধরিবারে। কালরূপা মায়া করি, ভগবতী সহচরী, মৃদুভাষে কহে দুর্গাসুরে॥ শুন তুমি মহারাজা, হও বলবন্ত তেজা, আমাকে ধরিলে কিবা হবে। যার দাসী হই আমি, তার যোগ্য বট তুমি, চল সঙ্গে তাহারে দেখিবে॥ দূত কর্ম্ম করে যেবা, তারে বা ধরেণ কেবা, বল নাহি দূতের পীড়তে। কালরূপা কথা শুনি, দুর্গাসুর মনে গণি, কহে কথা মধুর বচনে শুন বাক্য রূপবতী, তুমি দেখ মম শক্তি, আমার সদৃশ নহে কেহ। অঙ্গীকার মোরে করি, যাহ তুমি অন্তঃপুরী, সুখে সদা বিরাজ করহ॥ অন্তঃপুর রক্ষাকারী, তাহাদিগে বলে হেরি, রূপবতী ধরহ যত্নেতে। যথা কন্যা বিরাজয়, শত শত বীর ধায়, কালরূপা কন্যারে ধরিতে॥ মায়াশক্তি তারপর, বিচার করি অন্তর, স্বর্গ মার্গে গমন করিল। বীর পাছে চলে, দুরন্ত যে মহাবলে, কালরূপা চৌদিগে ঘেরিল॥ কালরূপা তদপর, বিচার করি অন্তর নিঃশ্বাসেতে বীর ভস্ম করে। সর্ব্বজন ভস্ম হৈল, একজন না রহিল, মায়াশক্তি প্রফুল্ল অন্তরে॥ মায়াশক্তি নিজ স্থানে, চলিলেন ততক্ষণে, দুর্গাপ্রতি সব নিবেদিল। ভগ্নদূত মুখে বাণী, দুর্গাসুর সব শুনি, মহা ক্রোধে কম্পিত হইল॥ সৈন্যে কহে সাজ সাজ, ক্ষণেক না কর ব্যাজ, শত্রু ধরি আনহ সত্বর। নানারূপা সুর ধায়, বিকট দশন কায়, আকার দেখিতে ভয়ঙ্কর॥ মর্ত্ত্য গণ্ড সণ্ড চণ্ড, খর্ব্ব দীর্ঘ দীর্ঘ অণ্ড, থাকে থাকে চলে বহু

ন্তর। ভগবতী দেখি সৈন্য, তৃণ তুল্য করে গণ্য, ভস্ম কৈল নিঃশ্বাসে সত্বর ক্রমে ক্রমে যত যায়, সকল সংহার পায়, বাহুড়িয়া নাহি আইসে ঘরে॥ দুর্গাসুর তদপরে, কোপাবিষ্ট মার তরে, শতকোটি সৈন্য সাজে পরে॥ দুর্গাসুর করে দম্ভ, পৃথিবী হইল কম্প, দিগ হস্তী হইল কাতরে। অনন্ত ফণার পর, কম্পে পৃথ্বী থরে থর, অনন্ত যে কাতর অন্তরে॥ বহুতর সৈন্য সাজে, নানাবিধ বাদ্য বাজে, কর্ণে কিছু শুনা নাহি যায়। প্রলয় হইল যেন, অনুভব হয় তেন, পৃথ্বী রসাতল অভিপ্রায়॥ সৈন্য মধ্যে দুর্গাসুর, তেজঃপুঞ্জ অতি ক্রূর, যুদ্ধ সজ্যে গমন করিল॥ প্রলয় শরীর তার, দেখি লাগে চমৎকার, আকাশেতে মুকুট ঠেকিল। মহামায়া তারপরে, দুর্গাসুরে দৃষ্টিকরে, সর্ব্ব সৈন্য করি নিরক্ষণ। দুর্গাদেবী মহাবলে, দেহ হৈতে অব হেলে, নবকোটি শক্তি প্রকাশন॥ শক্তি সব হুহুঙ্কারে, ঘোরতর শব্দ করে, অশীচর্ম্ম ধারণ করিয়া। কালান্তক যম প্রায়, যোগিনী ধাইয়া যায়, দুর্গাসুরে নিঃশঙ্কা হইয়া॥ দুই সৈন্য এক স্থানে, যুদ্ধ করে ক্রোধ মনে, পরাজয় কেহ নাহি হয়। নবকোটি মায়াশক্তি, অতি বিপর্জ্জয় মুর্ত্তি, অসুরে ধরিয়া আকর্ষয়॥ বদন বিস্তার করি, পতঙ্গে অনলে পড়ি, অনায়াশে সংহার করয়। মার মার ঘোর রব, করিছে যোগিনী সব, মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়॥ দুর্গাসুর সৈন্য ধরি, বদন যে উর্দ্ধ করি, মত্ত হৈয়া রক্ত করে পান। শংখ ঘণ্টা আদি কাঁসি, মৃদঙ্গ মোচঙ্গ বাঁশী, রণস্থানে হয় বাদ্য গান। পরিপুর্ণ তমোগুণে, নৃত্য করে শক্তি গণে, হুতাশন করিছে নয়নে। অকালে প্রলয় প্রায়, ধরা রসাতল যায়, চমৎকার লাগে ত্রিভুবনে॥ দুর্গাসুর সৈন্য সব, পতিত যে অসম্ভব, দুর্গাসুর দেখি ক্রোধে জ্বলে। হস্তে ধরি ধনুর্ব্বাণ, ছিলা মাঝে দিয়া শান, লক্ষ২ দুর্গাপ্রতি ফেলে॥ দুর্গাসুর অস্ত্র যত, অর্দ্ধ পথে হয় হত, বাণে বাণ কাটিয়া পাড়েন। মহামায়া বাণ ছাড়ে দুর্গাসুর কাটি পাড়ে, অনায়াসে করে নিবারণ॥ উভয়েতে ছাড়ে বাণ, বাণে নিবারণ বাণ, এইরূপে যুদ্ধ ঘোরতর। কেহ নহে পরাভব, নিজ২ শক্তি সব, প্রকাশ করেন পরস্পর॥ নবকোটি শক্তিগণ, যুদ্ধ করে অনুক্ষণ রণস্থানে সদা হর্ষমনে। দেবী যুদ্ধ বিবরণ, নাহি হয় সমাপণ, এক সপ্ততি অধ্যায় কথনে॥

পয়ার। অগস্ত্য কহেন শুন পার্ব্বতী নন্দন। কিরূপেতে ভগবতী নবকোটি হন॥ দুর্গাসুর সৈন্যসব মারে কি রূপেতে। বিস্তার করিয়া কহ আমার সাক্ষাতে॥ কার্ত্তিক কহেন শুন মুনি তপোধন। যেরূপেতে মহামায়া শক্তি প্রকাশন॥ ত্রিলোক বিজয়ী তারা ত্রিলোক সুন্দরী। ত্রিপুরা ত্রিজগন্মাতা ধর্তি ক্ষমাধারি॥ ত্রিপুরা ভৈরবী ভীমা কমলাক্ষী রূপা। কামাক্ষা তারিণী ত্র্যক্ষা আর বিশ্বরূপা॥ জয়া জয়ন্তী যাগেশী বিজয়া মঙ্গলা। গজবক্ত্রা পরাভীতা শংখিনী সকলা॥ মহিষাঘ্নী রণপ্রিয়া বুড়ানন্দ সারা। কোটিরাক্ষী বিদ্যুৎজিহ্বা শব শিবা পরা॥ ত্রিনেত্রা বিকট ঘোরা পানপাত্র ধরা। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা সর্ব্বময়ী উপাস্যা সুন্দরা॥ সিদ্ধি বুদ্ধি মহানিদ্রা সনাতনা আর। পাশপাণি ঘোর মুর্ত্তি বজ্রতারা সার॥ ষড়ননা ষড়্বাসা সদা সর্ব্বমায়া। ভক্তজন প্রতি দেবী সদা করে দয়া॥ কাকী শুকী ভার্ম্মী আর হয় পদ্মাবতী। দ্বিপদ্ম বাসিনী পদ্মাশ্যা পদ্ম কেশমতি॥ অক্ষরাত্রাক্ষরানন্তাভদ্রপ্রাণবেশী। শরাগ্নিকাত্রিবর্গাসবর্গহীনাশশী॥ অজপা যশো হারিণী জপ সিদ্ধি আর। ধ্যান সিদ্ধি যোগসিদ্ধি পরামৃত সার॥ মৈত্রাকৃত মিত্র নেত্রা দনুজ দলনী। স্তম্ভিনী মোহিনী মায়া বহু মায়া পনি বলোৎকটা উচ্চাটনি নৃসিংহ রূপিণী। দনুজেন্দ্র ক্ষয় করি ক্ষেমঙ্করী বাণী সিদ্ধিকারী ছিন্নমস্তা দেবী শুভাননা। শাকম্ভরী মহালক্ষ্মী সর্ব্ব ফলগুণা॥ ত্রিবর্গ ফলদায়িনী বর্ত্তু লাকম্ভিনী। গুণাতীতা গুণময়ী দক্ষ বিনাশিনী। ক্লীব অশ্বারূঢ়া জলামুখী সুরেশ্বরী। এইরূপে নবকোটি শক্তি মূর্ত্তিধরি॥ মতান্তরে নবকোটি নামেতে বিস্তার। কুমারী তন্ত্রেতে তার আছেন প্রচার॥ প্রতি নাম মন্ত্র স্তব কবচ আছয়। দুর্গাসুর সহ আদ্যাশক্তি যুদ্ধ হয়॥ দুর্গাসুর নানামত যুদ্ধ যে করিল। অবহেলে মায়াবলে মেঘে প্রবেশিল॥ ভগবতী দেখি মায়া অসুরের গতি। বাণে কাটি মেঘজাল ফেলিল সম্প্রতি॥ তার পর হস্তীরূপ হয় মহাসুর। হস্তীশুণ্ড কাটাগেল বাণেতে প্রচুর॥ পরেতে মহিষ রূপ ধরি মহাবীর। আস্ফালনে পৃথিবী যে বিদারে অস্থির॥ ত্রিশূলেতে মহামায়া তারে সিদ্ধ করি। অবশেষে মহাসুর দিব্য মূর্ত্তিধরি॥ দশ শত ভুজ বীর মায়াতে করিল। ভগবতী খড়্গ লৈয়া মুণ্ডচ্ছেদ কৈল॥ দুর্গাসুর পৃথিবীতে পড়িল সত্বর। দেখিয়া দেবতাসুর প্রসন্ন অন্তর॥ পুষ্পবৃষ্টি করে আর দুন্দুভি বাজন। স্তবকরেদুর্গা প্রতি যত দেবগণ। তুমি আদ্যা সর্ব্বশক্তি পরাৎপর তারা। পরম প্রকৃতি তুমি মাতা সৃষ্টিধরা। ত্রিগুণাধার তুমি ত্রিগুণাতীত হয়। গুণের আধার তুমি কারণ আশয়॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যত দেব আর। সকলের মূল তুমি দেব শাস্ত্রসার॥ এইরূপে বহু স্তব করে দেবগণ। পঞ্চাঙ্গ কবচ আর করেন বর্ণন॥ মস্তক পর্য্যন্ত পাদতল যে আলয়। স্থানেক মহাদেবী বিরাজ করয়॥ দেবতার স্তব কবচেতে মহামায়া। দেবতার প্রতি কহে বড় তুষ্ট হৈয়া॥ এই স্তব কবচ পঠেন যেই নরে। সকল আপদে মুক্ত হইবে সত্বরে॥ ভক্তি করি সম্বৎসর যেবা পাঠ করে। তাহার নির্ব্বাণ মুক্তি কে খণ্ডিতে পারে॥ শ্রবণ করেন যেবা সেহ মুক্ত হয়। তার সর্ব্ব পাপক্ষয় জানিহ নিশ্চয়॥ গৃহমধ্যে অধ্যায় যে রাখে যত্ন করি। অচলা পরমালক্ষ্মী গৃহেতে তাহারি॥ আর আর ফলশ্রুতি আছেন অনেক। ভাষাতে বর্ণন তাহা করিব কতেক॥ আপনার পদেতে গেলেন দেবগণ। নিরাপদ হৈল হেন আনন্দিত মন॥ বহুকাল পরে সব গৃহেতে আসিল। নৃত্য গীত বাদ্যোদ্যম মহীপ কোলাহল॥ আনন্দের সীমা নাই দেবঋষিগণ। ভগবতী আইলেন আনন্দ কানন হরগৌরী এক স্থানে বসিল সত্বর। ত্রিশত অধ্যায় সাঙ্গ হইল অন্তর॥ ব্রহ্মানন্দে পদ ভাবি বসু সীতানাথ। ভাষাতে রচিল পদ ছন্দ মনোরথ॥ যেবা শুনে যেবা পাঠ করে ভক্তি করি। অনায়াসে দর্শন হইবে কাশীপুরী॥

ইতি শ্রীকাশীখণ্ডে কার্ত্তিকাগস্ত্য সংবাদে
মহাদেবের কাশী প্রবেশ অবিমুক্ত
বর্ণন নবমঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ।

অথ শিবলিঙ্গের বর্ণনা।

পয়ার। অগস্ত্য বলেন শুন দেব ষড়ানন। ত্রিলোচনে বসি কি করিল ত্রিলোচন॥ স্কন্দ বলে শুন মুনি কর অবধান। যাহা জিজ্ঞাসিলে তুমি তাহার ব্যাখ্যান॥ বিরজা নামেতে পীঠ মহাসিদ্ধিকর। দর্শনেতে যাহার বিরজা হয় নর॥ কাশীতে যে স্থানে আছে লিঙ্গত্রিলোচন। পিলিপ্পিলা তীর্থ যথা গঙ্গাতে মিলন॥ সর্ব্ব তীর্থময় তীর্থ কাশীতে বিখ্যাত। ত্রিজগতে যত আছে সব অন্তর্গত॥ অতএব ত্রিপিষ্টপ নাম সেই স্থানে। ত্রিপিষ্টপ নাম সেই লিঙ্গের প্রধানে॥ সে লিঙ্গের মহিমা দেবীকে বলে দেবে। যে রূপে সে রূপে বলি শুন সর্ব্বভাবে॥ দেবী বলে শুন দেব করি নিবেদন। প্রিয় পুরী বারাণসী তব অনুক্ষণ॥ যাহার ধূলির তুল্য ত্রিলোকি না হয়। অপার মহিমা সার কেহ না জানয়॥ কাশীতে যতেক লিঙ্গ নির্ব্বাণ কারণ। তথাপি বিশেষতারকহ ত্রিলোচন॥ কাশীতে অনাদি কোন২ লিঙ্গ হয়। প্রলয় সময় দেব যাহাতে থাকয়॥ সে সকল লিঙ্গ হৈতে কাশী মুক্তি পুরী। যাহার স্মরণে পাপ সকল সংহারি॥ দর্শন স্পর্শনে স্বর্গ অপবর্গময়। যাহাতে পূজাতে সর্ব্ব লিঙ্গ পূজা হয়॥ কৃপাকরি কহ প্রভো ধরি তব পায়। কহিলেক মহাদেব দেবী জিজ্ঞাসয়॥ মহাদেব বলে দেবী কর অবধান। লিঙ্গের বিশেষ কথা বলি শুব স্থান॥ কলিকাল সিদ্ধলিঙ্গ হইবে গোপন। মহিমা সহিবে স্থান মাত্র আশ্রয়ণ॥ নাস্তিক দূষিত যতে না জানিবে মান। যেনাম শুনিয়া লোক হবে শিবধাম॥ প্রথমে প্রণবেশ্বর লিঙ্গ অনুত্তম। দ্বিতীয়ে গণিতালিঙ্গ ত্রিলোচন সম॥ তৃতীয়েতে মহাদেব চতুর্থে কীর্ত্তিবাস। রত্নেশ পঞ্চমে ষষ্ঠে চন্দ্রেশ॥ কেদার সপ্তম লিঙ্গ ধর্ম্মেশ অষ্টম। নবমেতে বীরেশ্বর কামেশ দশম॥ একাদশে বিশ্বকর্ম্মেশ্বর লিঙ্গগণে। মণিকর্ণিশ্বর লিঙ্গ দ্বাদশে আখ্যানে॥ ত্রয়োদশে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ হয়। চতুর্দ্দশ লিঙ্গবিশ্বেশ্বরসমাশ্রয়॥ এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গ মুক্তির কারণ। ইহাতে অন্যথা নাহি জ্ঞান নিরূপণ॥ ক্ষেত্র অধিষ্ঠাত্রি এই সকল দেবতা। নির্ব্বাণ প্রদান করে হইয়া পূজিতা॥ চতুর্দ্দশ যাত্রা চতুর্দ্দশ লিঙ্গে হয়। প্রতি মাসে শুক্লপক্ষে করিবে নিশ্চয়॥ প্রতিপদাবধি যবে তিথি চতুর্দ্দশী। চতুর্দ্দশ যাত্রা করিবেক কাশীবাসী॥ এই সব লিঙ্গ আরাধনা না করিয়া। কেহ না পাইবে মুক্তি কাশীতে থাকিয়া॥ কাশীপুরে মুক্তি ইচ্ছা যাহার আছয়। এই সব লিঙ্গ পূজা আবশ্যক হয়॥

অগস্ত্য বলেন শুন মহেশ তনয়। এই লিঙ্গ কাশীপুরে কি আছয় ॥ স্কন্দ বলে শুন মুনি লিঙ্গ বিবরণ। কলিকালে মহালিঙ্গ হইবে গোপন ॥ বিশ্বেশ্বরে সদা ভক্তি যাহার আছয়। সেই সে জানিবে মহালিঙ্গের নির্ণয় ॥ অমৃতেশ তার কেশ আর জ্ঞানেশ্বর। বরুণেশ্বর মোক্ষদ্বারেশ লিঙ্গবর ॥ স্বর্গদ্বারেশ্বর ব্রহ্মেশ্বর লাঙ্গুলীশ। বৃদ্ধকালেশ্বর বৃষেশ্বর যে চণ্ডীশ ॥ নন্দি কেশ মহেশ্বর জ্যোতি রূপেশ্বর। এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গ কাশীতে অপর ॥ এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গ কাশীর হৃদয়। একৈকল ভুবনের সার এক হয় ॥ স্কন্দ বলে শুন মুনি অন্য লিঙ্গ আর। শৈলেশ্বর সঙ্গমেশ মহিমা অপার ॥ স্বর্লীন মধ্যমেশ্বর পিতামহেশ্বর। ঈশান গোপ্রেক্ষ্য বৃষধ্বজ লিঙ্গবর ॥ উপশান্তি শিব আর লিঙ্গ জৈগীষেশ্বর। নিবাশেষ শুক্রেশ্বর লিঙ্গের প্রবর ॥ ব্যাঘ্রেশ্বর জম্বুকেশ লিঙ্গ চতুর্দ্দশ। সেবিলে এ সব লিঙ্গ হয় মুক্তিবশ ॥ চৈত্র কৃষ্ণা প্রতিপদে আরম্ভ করিয়া। চতুর্দ্দশ যাত্রা চতুর্দ্দশী সীমা দিয়া ॥ এ সকল লিঙ্গ আদ্য অন্ত বিবর্জ্জিত। যথার্থত জ্ঞান মোর আছয়ে নিশ্চিত ॥

অথ প্রণবেশ্বরের কথন।

পয়ার। হেন শুনি দেবী কহে দেব প্রণমিয়া। প্রত্যেক লিঙ্গের কথা কহ বিস্তারিয়া ॥ অতি পুণ্য অমর কণ্টক ক্ষেত্র হৈতে। কি রূপে প্রণবেশ্বর আসিল কাশীতে ॥ ইহার মহিমা কিবা কেবা আরাধিল। আরাধিত হৈয়া সে কাহাকে কিবা দিল ॥ হেন কথা পার্ব্বতীর শুনি মহেশ্বর। বলিছে প্রণবেশ্বর সম্বাদ বিস্তার ॥ পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা কাশীপুরে ধ্যান করে। সম্পূর্ণ সহস্র যুগ হইল তাহারে ॥ উঠিল পাতাল হৈতে লিঙ্গ জ্যোতির্ম্ময়। ব্রহ্মার মানস মধ্যে যাহার উদয় ॥ ভূমিভেদ হৈয়া চট চট শব্দ হয়। ব্রহ্মার সমাধি ভঙ্গ সে শব্দে করয় ॥ ধ্যান ভঙ্গ হৈলে ব্রহ্মা মেলিলে নয়ন। অক্ষর মালিকা মাত্র হইল দর্শন ॥ আকার সাত্বিক ঋগবেদের বিধান। সৃষ্টিরক্ষা কর নারায়ণ অভিধান ॥ রাজরূপ আকার যজুর ক্ষেত্র হয়। নিরুপম বিশ্ব যেন বিধাতা উদয় ॥ নীল অঙ্গ করে যেন সামদেব স্নান। সংহারক তম মূর্ত্তি রুদ্র অভিধান ॥ তাহার অগ্রেতে ব্রহ্মা দেখিল নয়নে। বিশ্বরূপ প্রণব যে স্বগুণ নির্গুণে ॥ অনাদ্য নাদের ধাম আনন্দ বিগ্রহ। শব্দ ব্রহ্ম যাহা

ণ ভবনের সেবা কর ॥ অরূপ স্বরূপ বস্তু বিধাতা দেখিল। সংসার তারক তাতে তার খ্যাতি হৈল ॥ প্রকৃষ্ট করেন মুক্তি নির্ব্বাণ কামুকে। প্রণব হইল খ্যাত সকল অধিকে ॥ ত্রয়ীময় তুরীয় যে সূর্য্যের অতীত। অধিমাত্রা নাদ বিন্দু রূপ সন্নিহিত ॥ যাহা হৈতে সর্ব্ব দেব হইল উদয়। বেদাদি প্রণব ব্রহ্মা সাক্ষাতে দেখয় ॥ ত্রিধাবদ্ধ বৃষ ভয়ে অতিরব করে। সেইত পরম ব্রহ্ম দেখিল গোচরে ॥ হস্তাদি যাহার সপ্তশৃঙ্গ চতুষ্টয়। দ্বিশিরা ত্রিপাদদেব বিধাতা দেখয় ॥ যার মধ্যে লীন ভূত ভাবি বর্ত্তমান। সেই বীজ বীজহীন দেখ বিদ্যমান ॥ আব্রহ্ম স্তম্ভের পাত্র অশলীল যার। সেই লিঙ্গ বিধাতা দেখিল চমৎকার ॥ পঞ্চ অর্থ ভাবে যাতে পঞ্চ ব্রহ্মময়। আদি পঞ্চ স্বরূপেতে বিধাতা দেখয় ॥ লিঙ্গরূপী পঞ্চাক্ষর পরম ঈশ্বর। দেখি স্তুতি করে বিধি প্রপঞ্চের পর। নানা বাক্যে বর্ণ ভেদে স্তুতি অবশেষে। দণ্ডবৎ প্রণাম করিল প্রণবেশে ॥ শিব কহে পার্ব্বতী ব্রহ্মার স্তবে আমি। তুষ্ট হৈয়া লিঙ্গ হৈতে মূর্ত্তিমন্ত পুনি ॥ বিধাতা করহ তুমি বরের প্রার্থন। বলিল ব্রহ্মাকে পরে উঠিল আপন ॥ জয় জয় শব্দ করি পুনঃ প্রণমিল। গদ গদ স্বরে ব্রহ্মা বলিতে লাগিল। বর যোগ্য আদি তুমি যদি দেহ বর। এই মহালিঙ্গে স্থিতি কর নিরন্তর ॥ এই মাত্র বর মোর অন্য নাহি চাই। এ লিঙ্গ প্রণবেশ্বর নাম হউক তাই ॥ ব্রহ্মার প্রার্থনা হেন শুনি ত্রিনয়ন। তথাস্তু বলিয়া বর কৈল সমর্পণ ॥ তুষ্ট হৈয়া অন্য অন্য বহু বর দিল। সকল আম্নায় নিধি ব্রহ্মাকে করিল ॥ সৃষ্টির কারণে শক্তি হৈতে দিল বর। সকলের পিতামহ হইবে অমর ॥ তব তপস্যাতে প্রণবেশ্বর উদিত। এই লিঙ্গ আরাধনে পাইবে বাঞ্ছিত ॥ অকার উকার আর মকার অক্ষর। নাদ বিন্দু পঞ্চ আয়তন পরাৎপর ॥ মৎস্যোদরী জলে স্নান করে যেই নর। দেখিলে প্রণবেশ্বর না দেখে উদর ॥ মৎস্যোদরী তীরে এই লিঙ্গ নাদেশ্বর। দর্শনে স্পর্শনে মহামুক্তি লভে নর ॥ দেখহ কপিল বর্ণ লিঙ্গেতে উদয়। তাহাতে কপিলেশ্বর নামে খ্যাত হয় ॥ যে কালে কপিলেশ্বরে গঙ্গা আগমন। মৎস্যোদরী যোগ সেই কালে নিরূপণ ॥ বরুণা গঙ্গার জল মিশ্রিত হইয়া। নাদেশ্বর আইসে কাশী বেষ্টন করিয়া ॥ সেই জলে স্নান করি দেখে নাদেশ্বর। ব্রহ্মহত্যা ত্যাগ হৈয়া মুক্ত হয় নর ॥ চতুর্দ্দশী অষ্টমী তিথীতে মৎস্যোদরী। ষষ্টি-কোটি সহস্র তীর্থের অধিকারী ॥ স্নান দান জপ হোম দেবতা পূজন। মৎস্যোদরীকৃত কর্ম্ম অক্ষয় গণন ॥ ব্রহ্মা তব পুণ্যফলে লিঙ্গের উদয়।

ইহার প্রভাবে সব জানিবে নিশ্চয় ॥ চরাচর যত ইথি করহ নির্ম্মাণ। হেন বলি মহাদেব হৈল অন্তর্দ্ধান ॥ স্কন্দ কহে শুন মুনিবর তপোধন। তদবধি বিধি করে সে লিঙ্গ ভজন ॥ ত্রিকালে ব্রহ্মার স্তুতি যে করে পঠন। অন্তে জ্ঞান লভে ভব বন্ধন খণ্ডন ॥ অম্বিকা নিবাসী সীতানাথ বসু দাস। সুভাষাতে কাশীখণ্ড করেন প্রকাশ ॥ ব্রহ্মানন্দে ভাষে ব্রহ্মানন্দের উদয়। ত্রিসপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত তাতে হয় ॥

অথ দম নামক দ্বিজের উপাখ্যান।

পয়ার। কার্ত্তিক কহেন শুন কলস নন্দন। কাশীর মাহাত্ম্য আর কহি তপোধন ॥ ভরদ্বাজ তনয় দমন দ্বিজবর। বহু বিদ্যা অভ্যাস করেন নিরন্তর ॥ সংসারেতে বহু দুঃখ জানিয়া সত্বর। গৃহ হৈতে গমন করিল স্থানান্তর ॥ তীর্থ আদি যত আছে পৃথিবী মণ্ডলে। সকল ভ্রমণ করে দ্বিজ নিজ বলে ॥ কুত্রাপি তাহার মন স্থির নাহি হয়। তদন্তরে রেবাতটে গমন করয় অপার কণ্টক তীর্থ দর্শন করিয়া। মনস্থির হৈল তথা ঋষি সব পাইয়া ॥ সকলেতে পশুপতি ভক্তি আচরয় ॥ তাহামধ্যে গর্গমুনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় ॥ বৃদ্ধতেন তপে জীর্ণ শরীর বিশাল। শিবলিঙ্গ অর্চ্চনাতে গত হৈল কাল। গর্গমুনি দেখিয়া দমন প্রণমিল। যোড়করে মুনি অগ্রে দাঁড়াইয়া রহিল ॥ মহর্ষি জিজ্ঞাসা করে শুন দ্বিজবর। বয়েস নবীন দেখি কোথা স্থিতি কর ॥ কি নাম কোথায় হৈতে আসিলে সত্বর। দমন কহেন প্রভো শুনহ বিস্তার কোন তীর্থে মনস্থির না হৈল আমার। তব দর্শনেতে গেল চিত্তের বিকার নানাবিধ দুঃখ জ্বালা সংসারেতে হন। স্বশরীরে মুক্ত হয় বলহ কারণ ॥ তবে উপদেশ বাক্যে জ্ঞানের উদয়। এই স্থির মন চিত্তে করিল নিশ্চয়। তদপরে গর্গমুনি বলেন বচন। ওহে বৎস শুন মোর বিশেষ কথন ॥ অবিমুক্ত মহাক্ষেত্র সর্ব্ব সিদ্ধি হয়। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সে স্থানে আছয় ॥ যে সকল জীবে বারাণসী সেবা করে। জন্ম জন্মান্তরে পাপ হৈতে সেই তরে ॥ কাশীর মাহাত্ম্য কেবা বর্ণিবারে পারে। অন্য অন্য যত তীর্থ আছেন সংসারে ॥ আনন্দকাননে আসি তীর্থ সে সকল। কায়া শুদ্ধ করি জন্ম করেন সফল ॥ বারাণসী বাস যেবা করে নিরন্তর। তাহার ফলের কথা শুনহ সত্বর ॥ জীব রূপে সমুদীব রক্ষাদি সংসার। বিজ্ঞান কুটারে অন্তে করেন সংহার ॥ পৃথিবীতে সর্ব্ব সূক্ষ্ম তেজপুঞ্জ হয়। কাশীক্ষেত্রবাসী বপু

বীজ নাহি রয় ।। কাশীক্ষেত্রে কৃমি আদি প্রাণ ত্যাগ করে। তার সম পুণ্য বান নাহিক সংসারে ।। বারাণসী পূর্ব্বভাগে মণিকর্ণি হয়। দক্ষিণ ভাগেতে তার ব্রহ্মেশ্বর রয় ।। পশ্চিম গোকর্ণ তার ভূত উত্তরেতে। অবিমুক্ত তীর্থ আছে তাহার মধ্যেতে।। যেই নর মণিকর্ণি স্নান করি পরে। বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ করে ।। ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করি ভ্রমণ করয়। রাজসূয় যজ্ঞ ফল অনায়াশে হয় ।। অবিমুক্তে শ্রাদ্ধ যেবা বিধিমতে করে। মাতৃ পিতৃ-কুল তার অনায়াশে তরে ।। কাশীক্ষেত্র সম তীর্থ নাহি ব্রহ্মাণ্ডেতে। সত্য সত্য এই বাক্য জানিহ নিশ্চিতে।। অবিমুক্ত রক্ষাকরে সর্ব্ব রুদ্রগণ। হস্তে অসী সর্ব্বপাপ করেন ছেদন ।। মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ভ্রমণ করেন। কাশীবাসী জীব সব নির্ভরে রাখেন ।। জগদ্ধাত্রী দেবী যে দক্ষিণে রক্ষা করে। গোকর্ণ গণকোটি পশ্চিমের দ্বারে ।। উত্তর দ্বারেতে আছে ঘণ্টাকর্ণ গণ। এইরূপ চতুর্দ্দিগে আছেন রক্ষণ ।। ক্ষেত্রমধ্যে প্রণব লিঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি কর। এইস্থানে যোগসিদ্ধ হৈল বহুতর ।। কপিল জাবালি যে শ্রীকণ্ঠ পশুপতে। এই সব মুনি সিদ্ধ হইল তথাতে ।।

অথ ভেকির উপাখ্যান।

পয়ার। আর এক দ্বিজবর কহি তব স্থান। এক ভেকি রহে প্রণবেশ সন্নিধান ।। নিত্য শিব মাল্য অর্ঘ্য তণ্ডুল ভক্ষণ। এইরূপে বহুকাল হইল যাপন ।। নির্ম্মাল্য ভক্ষণ দোষ শুন বিবরণ। কদাচিত কাশীক্ষেত্রে না হৈল মরণ। কতদিনে হৈল ভেকি মরণ সময়। মুখে করি এক কাক তাহাকে ধরয় ।। কাশী ভিন্ন প্রাণ ত্যাগ ভেকির হইল। কাশীবাস ফলে দ্বিজ গৃহে জন্মাইল ।। শিবের নির্ম্মাল্য আদি ভোগ করেছিল। মনুষ্য আকার যে শূকর মুখ হৈল ।। পুষ্পপটু দ্বিজকন্যা নাম যে মাধবী। ভেকী হৈয়া তীর্থ-বাসে হইল মানবী ।। বিষপান করিলে যে আত্ম প্রাণ যায়। শিব অর্ঘ্য তণ্ডুল ভক্ষণে বংশ ক্ষয় ।। মাধবী কন্যার কথা শুনহ বিস্তার। জন্মাবধি গানাভ্যাস হইল তাহার ।। ষষ্ঠ রাগ ষট্‌ত্রিংস রাগিণী সর্ব্বক্ষণ। মাধবী কন্যার গান হয় মূর্ত্তিমান ।। পূর্ব্বজন্ম পুণ্য ফলে মাধবী সুন্দরী। প্রণব লিঙ্গের সেবা করে বহুতরী ।। গান বাদ্য সর্ব্বক্ষণ স্মরণ মনন। প্রণবেশ শিবলিঙ্গ সর্ব্বদা পূজন ।। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রাহীন অন্য নাহি দেখি। কেবল শিবের সেবা সদাকাল সুখী ।। প্রণব সকল মূল সর্ব্ব ব্রহ্মময়। বিন্দুনাদ

কলাতীত ত্রয়ী মূর্ত্তি হয়।। অক্ষয় পরম রূপ বিশ্বরূপ সায়। শ্রেষ্ঠ হন সর্ব্ব বীজ সকল আধার।। নির্ব্বিশেষ নিরাকার নিরঞ্জন আর। অনন্ত প্রকাশ আত্মা সর্ব্ব সারোদ্ধার॥ সৃষ্টিস্থিতি সংহারক বেদ অগোচর। এই রূপ সদা ধ্যান করে নিরন্তর।। একদিন মাধবীর শুনহ বিশেষ। বৈশাখমাস শুক্ল চতুর্দ্দশীর দিবস।। উপবাস করে রাত্র জাগরণ করি। প্রাতঃকালে প্রাতঃস্নান করিয়া সুন্দরী॥ প্রণব লিঙ্গের পূজা বিধিমতে করে। অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেক তার পরে।। গলে বস্ত্র যোড়হস্ত চক্ষে বহে বারী। মহাযত্নে গানকরে ভক্তিতে সুন্দরী।। প্রণবেশ প্রসন্ন হইয়া দয়াময়। লিঙ্গরূপ জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ করয়। তাহারে প্রবেশ কৈল মাধবী যে কন্যা। স্বশরীরে নির্ব্বাণ পাইল মহাধন্যা।। বৈশাখের শুক্লপক্ষ চতুর্দ্দশী তিথি। যেইজন স্নান করে হৈয়া হৃষ্টমতি।। প্রণবেশ শিললিঙ্গ পুজা যেবা করে। নির্ব্বাণ যে মুক্তি পায় সেই সব নরে।। কর্ম্মবশে যদি মৃত্যু স্থানান্তরে হয়। তাহার পরম গতি শুনহ নিশ্চয়।। আর কহি শুন দমন দ্বিজবর। সর্ব্বতীর্থ ঐ দিনে আইসেন সত্বর।। প্রণবেশ লিঙ্গে সব করেন বসতি। তার অগ্রভাগেতে শ্রীমুখি তীর্থ খ্যাতি।। গুহার মধ্যেতে তীর্থ সিদ্ধিগণ স্থান। অতি পুণ্যকর হয় অতি শোভাবান।। পঞ্চরাত্র বাস সেই স্থানে সেবা করে। নাগকন্যা মনোরমা দেখেন অন্তরে।। শুভাশুভ বলে সব শুন দ্বিজবর। সদক্ক নামেতে তীর্থ তাহার উত্তর॥ সেই কুণ্ড জল যদি করেন ভক্ষণ। জরা ব্যাধি নষ্ট হয় শিবেতে গমন।। তার নিকটেতে নাদেশ্বর লিঙ্গ হয়। দর্শন করিয়া জীবে মুক্ত হয়ে যায়। মৎস্যোদরী কূপে স্নান করে যেই নর। শোক দুঃখ সর্ব্ব পাপ নাশয় সত্বর।। অবিমুক্ত ক্ষেত্র যে ব্রহ্মাণ্ড শ্রেষ্ঠ তর। তার মধ্যে প্রণবেশ লিঙ্গ পরাৎপর।। দ্বিজবর গর্গমুনি সব বাক্য শুনি। প্রণাম করিয়া পরে বলিলেন বাণী।। যাহাতে আমার মুক্তি রয় মুনিবর। তাহার উপায় মুনি বলহ সত্বর।। তদপরে গর্গমুনি দ্বিজের সহিত। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যে ব্রহ্মাণ্ড শ্রেষ্ঠ তর। তার মধ্যে প্রণবেশ লিঙ্গ পরাৎপর।। দ্বিজবর গর্গমুনি সব বাক্য শুনি। প্রণাম করিয়া পদ্মে বলিলেন বাণী।। যাহাতে আমার মুক্তি হয় মুনিবর। তাহার উপায় মুনি বলহ সত্বর।। তদপরে গর্গমুনি দ্বিজের সহিত। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে শীঘ্র হৈল উপনীত।। প্রণবেশ শিবলিঙ্গ করিয়া দর্শন। দুইজন লিঙ্গেলয় হইল তৎক্ষণ।। চতুঃসপ্ত অধ্যা কথা অতি

মনোহর। সমাপ্ত হইল অধ্যা শুনহ সত্বর ॥ অমৃত অধিক কথা পদে পদে স্বাদ। শুনিলে লভয়ে মুক্তি জন্ময়ে আহ্লাদ ॥

অথ ত্রিপিষ্ট পীঠ কথন।

পয়ার। কার্ত্তিকের স্থানেতে অগস্ত্য মুনিবর। পুনরপি জিজ্ঞাসিল যোড় করি কর ॥ প্রণবেশ্বর মাহাত্ম্য শুনিয়া মম চিত। অপর শুনিতে ইচ্ছা হৈল উপস্থিত ॥ এত শুনি ষড়ানন কহে পুনর্ব্বার। ত্রিপিষ্টপ পীঠ-কথা মাহাত্ম্য যে সার ॥ মন্দাকিনী সন্নিধানে ত্রিপিষ্টপ ধাম। তথাতে বিরাজে লিঙ্গ ত্রিলোচন নাম ॥ সরস্বতী যমুনা নর্ম্মদা তীর্থ মিলে। স্বস্ব-নামে শিবলিঙ্গ স্থাপিল সকলে ॥ এই স্থান মাহাত্ম্য যে শুনহ বিস্তার। ঈশান কহেন ভগবতীরে সত্বর ॥ ত্রিপিষ্টপ হ্রদে স্নান করে যেই নর। তদপরে পিতৃশ্রাদ্ধ করয়ে সত্বর ॥ গয়াশ্রাদ্ধ কোটি অংশে তুল্য ফল হয়। যেবা ত্রিলোচনেশ্বর অর্চ্চনা করয় ॥ যমুনেশ্বরাদি লিঙ্গ দর্শন যে করি। সর্ব্বপাপে মুক্তি হৈয়া লভে হরপুরী ॥ বৈশাখেতে শীতপক্ষ তৃতীয়া যে তিথি। ত্রিপিষ্টপ হ্রদে যেবা করে স্নান নিতি ॥ ত্রিলোচনেশ্বর লিঙ্গ পূজয়ে তথাতে। তাহার ফলের কথা কে পারে বর্ণিতে ॥ কাশীপাপ হৈলে রুদ্র পিশাচ যে হয়। ত্রিলোচন দর্শনেতে তাহা সব ক্ষয় ॥

অথ ত্রিলোচনেশ্বর কথন।

ত্রিপদী। একদিন ভগবতী, কহিলেন শিব প্রতি, ত্রিলোচন কিমতে উদয়। শম্ভু কহে শুন দেবী, এই স্থানে যোগ সেবি, যোগে মোর বহুকাল যায় ॥ তৎকালে পাতাল হৈতে, মহালিঙ্গ প্রজ্বলিতে, উদয় হইল এই স্থানে। লিঙ্গ তেজপুঞ্জ হেরি, তোমাকে স্মরণ করি, তুমি আসি দিলে দরশনে ॥ তব চক্ষুদ্বয় ছিল, তৃতীয় নয়ন হৈল, শিবলিঙ্গ দৃষ্টির কারণ। প্রজ্বলিত লিঙ্গ দেখি, আপনে হইল সুখী, একারণে নাম ত্রিলোচন ॥ মহালিঙ্গ অবিমুক্ত, তদবধি হৈল ব্যক্ত, কারণ শুনহ ভগবতী। এই ত্রিলোচনেশ্বর, আনন্দ কানন বর, দর্শনেতে জীবে মুক্তি গতি ॥ ত্রিলোচন দেখি নরে, ঘরে মরে স্থানান্তরে, তাহার নির্ব্বাণ অচিরাত। ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ শরীরে দহিছে তাপ, ত্রিলোচন ছেদেন বিঘাত ॥ শিব নিন্দা যেবা করে,

কোন স্থানে সেই নরে, মুক্তি নাহি ব্রহ্মাণ্ড গোলকে। ত্রিপিষ্টপে করি স্নান, দেখি ত্রিলোচনাখ্যান, পরে পঞ্চনদে আবশ্যকে॥ মণিকর্ণি স্নান করে, পূজে দেব বিশ্বেশ্বরে, তার মুক্তি অবহেলে পায়। যথা ত্রিলোচনেশ্বর, তথা লিঙ্গ দ্রোণেশ্বর, বিশ্বেশ্বর উদিত তথায়॥ তাহার পশ্চিমপাশে, অশ্বত্থামেশ্বর বৈসে, নানাবিধ লিঙ্গ সব হেরি। দর্শনেতে পুণ্যরাশি, পাপ চ্ছেদ করে অসী, তুল্য স্থান নাহি কাশীপুরী॥ ত্রিলোচনের প্রসঙ্গ, পঞ্চসপ্ত অধ্যা সাঙ্গ, মহাসুখ হয় শ্রবণেতে। শুনিলে অধর্ম্মে তরি, সবে শুন কর্ণ ভরি, ত্রাণ হবে ঘোর সংসারেতে॥

অথ পারাবতাখ্যান।

ত্রিপদী। কার্ত্তিক কহেন শুন, অগস্ত্য যে তপোধন, ত্রিলোচনেশ্বর বিবরণ। রথাগ্র কল্পনে কথা, ইতিহাসে উক্তমত, শুনিলে অপূর্ব্ব হয় জ্ঞান॥ কুম্ভজ বলেন বাণী, দয়াকরি বল শুনি, ষড়ানন তদপরে কয়। ত্রিপিষ্টপ মঠ হয়, মণি রত্নে গ্রন্থিময়, বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করয়॥ রত্নগণ জলে অতি, দেখিতে বিদ্যুৎ জ্যোতি, কি কহিব তাহার ব্যাখান। ধ্বজ পতাকা সুন্দর, উড়িতেছে মনোহর, গগণেতে স্পর্শ যেন হন॥ কোঠর যে মন্দিরেতে, আছে সব বহুমতে, চিত্রবিচিত্র রত্নময়। পারাবত পারাবতী, কোঠরে করেন স্থিতি, প্রতিদিন মন্দিরে থাকয়॥ উড়িয়া যাবার কালে, পাখার বাতাসে হেলে, মন্দিরের ধুলি উড়ি যায়॥ পক্ষীর স্বভাব তায়, চক্রাকারে উড়ি যায়, চক্রাকারে বৈসেন তথায়॥ তাহে হয় প্রতি দিন, মন্দিরেতে প্রদক্ষিণ, হেনমতে নিত্য যায় আসে। মন্দিরের আঙ্গিনায়, কঙ্কন দেখিতে পায়, দুই পক্ষী তাহা খুটে আসে॥ ওষ্ঠে নাহি উঠে যাহা, পাখাতে উড়ায় তাহা, দেখিতে সুন্দর আঙ্গিনায়॥ নাহি পক্ষী জ্ঞানোদয়, কিসে হবে ধর্ম্মচয়, দৈবযোগে এই সব তায়। ত্রিলোচন পূজে যারা, দুই পক্ষী দেখে তারা, তণ্ডুলাদি খাইবারে দেয়॥ পক্ষীগণে শত্রু ধায়, কপোত দেখিতে পায়, মনে ভাবে কিরূপেতে ন্যায়॥ সচান যে সদাচিন্তে, নাহি পারে কোন মতে, সর্ব্বদা ভ্রমণ মন্দিরেতে॥ তাহা দেখি পারাবতী, ভাবিত হইল অতি, পারাবতে কহিল ত্বরিতে॥ সচান ভ্রমণ করে, আমা সবে ধরিবারে, ধরিলেত না হবে মোচন। শত্রু দেখি বলবান, কিসে রক্ষা

উচিত যে স্থান ত্যজিবারে। পূর্ব্ব হৈতে ইহা আছে, যদি শত্রু হয় কাছে, বলবান হয়ত সত্বরে॥ তবেত ছাড়িবে স্থান, ইথে নাহি অপমান, হেন বিধি আছে পূর্ব্বাপর। শুনি পারাবতী কথা, পরাবত বলে তথা, অস্থির যে না হবে অন্তর॥ কোন ছার যে সচান, ধরিয়া বধিব প্রাণ, কেন তুমি হৈয়াছ চিন্তিত। মোরা আছি যে কঠোরে, কার সাধ্য ধরিবারে, কি করিবে সচান দুরিত॥ শুন প্রিয়ে কদাচিত, নাহি হবে মনে ভীত, বৃথা দুঃখ কেন ভাব চিত্তে। পুনঃ একদিন পরে, সচান পক্ষীতে ঘেরে, পারাবতী বলিল স্বামীতে॥ শুন স্বামী মোর কথা, পূর্ব্বাপর আছি হেথ, উপস্থিত কন্টক হইল। নিবেদন করি আমি, হীত চাহি মান তুমি, বুঝিল দেবতা বিড়ম্বিল বিপদের সময়েতে, চিন্তা করে বিধিমতে, তুমি মনে, কিছু নহ ভীত। পারাবত বলে তবে, আপদেতে স্থির হবে, উচ্চাটিত না হবে নিশ্চিত॥ স্বামী বাক্য শুনি সব, মৌন ধরে অসম্ভব, নিরন্ত যে হৈল ততক্ষণ। সচান নাহিক যায়, দ্বার বন্ধ করি তায়, এইরূপে গত তিনদিন॥ কোঠরেতে দুই জন, রহিল ভাবিত মন, উড়িবার নাহি দেখে পথ। ধূর্ত্ত যে পক্ষী সচান, কপোতেরে অপমান, করিতে লাগিল নানা মত॥ শুন ওরে পারাবত, স্ত্রীবাক্যে হৃদয় হত, বুঝি ভাবে তোমার হইলে। যদি শক্তি থাকে তোর, সম্মুখেতে আইস মোর, লুকাইয়া স্ত্রীবাক্যে রহিলে॥ যদি কার মান যায়, সেহ যান মৃত্যু প্রায়, হেন প্রাণ কি কারণে রাখ। সচানের বাক্য শুনি, পারাবত, চিত্তে জানি, অপমানে হৈল ক্রোধ মুখ॥ সাহস করিতে হয়, পলায়ন ভাল নয়, মৃত্যু থাকে হইবে নিশ্চয়। কপোত সাহস করি, বাহির হৈল সত্বরি, সচানেতে অমনি ধরয়॥ নখে পারা- বত ধরি, পারাবতী মুখে করি, শূন্যপথে বেগেতে উড়িল। তৎ ক্ষণে- তে পারাবতী, বলে পারাবত প্রতি, এইক্ষণে সচান ধরিল॥ সচা- নের পদে তুমি, আঘাত করহ স্বামী, চঞ্চু দিয়া কর প্রাণপন। এত শুনি পারাবত, বুঝি বাক্য অভিমত, সচানের পদেতে তৎক্ষণ॥ মরণের কাল জানি, চিত্তে ভয় নাহি মানি, প্রাণপনে করে কামড়িয়া। কপোতি ত্যজিয়া পরে, বিপরীত শব্দ করে, মরি মরি দেহত ছাড়িয়া॥ কপোত কামড়ে ভীত, মুখে ছাড়ে পারাবত, সচান যে হইল অস্থির। পারাবতী পারাবত, দৈবযোগে বধ মুক্ত, হৈয়া গেল সমুদ্রের তীর॥ তথা জলপান করি, পুনর্ব্বার বেগ ধরি, চলিলেক দেশ দেশান্তরে। পূর্ব্বজন্ম ফল হৈতে, চলি যায় অযোধ্যাতে, সরযুতে গেলেন সত্বরে॥ তথা থাকে

দুইজন, সরযু বারি ভক্ষণ, বহুকাল বাস তথা হৈল। পরে দুইজন মরে, সন্নিধি সরযু তীরে, মুক্তি পুরী তনুত্যাগ কৈল॥ পারাবত মহাভাগ, মুক্তিপুরী তনুত্যাগ, জন্ম হৈল বিদ্যাধর ঘরে। পারাবতী নাগকন্যা, রূপে গুণে বড় ধন্যা, রত্নাবতী নাম সেই ধরে॥ এক সখী প্রভাবতী, দ্বিতীয় যে গুণ বতী, এই তিন একত্র যে থাকে। প্রধানেতে রত্নাবতী, দুই সখী শিষ্টমতী, এই তিন অতিশয় সুখে॥ বাল্যক্রীড়া তিনজনে, সদা থাকে এক স্থানে, বাল্যকাল করিল যাপন। একদিন রত্নাবতী, সহচরী সঙ্গে গতি, কাশীপুরে করিল গমন॥ তিনজন এককালে, ত্রিলোচন পুজে জলে, নৈবিদ্যাদি নানা উপহারে। নির্ম্মল যে গঙ্গাজল, তাতে দিয়া বিল্বদল, সুগন্ধি পুষ্পেতে পূজা করে॥ তিন জন একেবারে, গালবদ্য নৃত্য করে, প্রণাম করিল বিধিমতে। পুজা সাঙ্গে তিনজনে, যায় নিজ নিকেতনে, প্রতিদিন করে গতায়ত॥ মেষে শুক্ল তৃতীয়ায়, বার্ষিকীয় যাত্রা পায়, ত্রিলোচনেশ্বরের অগ্রেতে। বহু লোক তথা আইসে, পুজন করে বিশেষে, উপহার দিয়া নানা মতে॥ প্রাতে উঠি রত্নাবতী, দুই সখী শুদ্ধমতি, সঙ্গে করি কাশীতে চলিল। তিন জন এককালে, পিল্পিলা তীর্থের জলে, স্নান করি পুজাতে বসিল॥ পুজাকরে হর্ষমনে, প্রদক্ষিণ ত্রিলোচনে, গালবদ্য করিল তথাতে। গালবাদ্য সুমধুর, শব্দ গেল বহুদুর, হর হর বলে সুস্বরেতে। ত্রিলোচনেশ্বর ফিরে, তিন জনে নৃত্য করে, গান করে কোকীল রবেতে। শুনিয়া সকল জন, মোহিত হইল মন, প্রশংসা করিল বহুমতে॥ তিন জন তদপরে, প্রণমিল বহুভরে, করি কৈল পুজা সমর্পণ। দিনে উপবাস করি, রাত্রি জাগরণ করি, অন্তরে ভাবিয়া ত্রিলোচন॥ প্রাতঃকালে তিন জন, পিলিপ্পিলা করি স্নান, পরে কৈল মন্দির মার্জ্জন। পুর্ব্বের নিয়ম মত, পুজা সারি মনোগত, তদন্তরে করিল পারণ॥ মণ্ডপে অঞ্চল ফেলি, তিন জনে গলাগলি, শয়ন করিল তার পরে। নিদ্রা উপস্থিত হয়, হেনকালে দয়াময়, লিঙ্গ হৈতে আসিল স্বরে॥ নিদ্রা দেখি তিন জনে, গঙ্গাধর ভাবে মনে, চেতন করিল তার পরে। নিদ্রা ভাঙ্গি তিন জন, করিল শিব দর্শন, প্রণাম করিয়া স্তব করে॥ তদপরে ত্রিলোচন, তিনকন্যা প্রতি কন, বর লহ যথা মনোনীত। রত্নাবতী হেন শুনি, বিনয়ে কহিছে বাণী, বর যদি দিবেন নিশ্চিত॥ পুর্ব্বজন্মের কথন, শুনিবারে ইচ্ছা মন, কৃপাকরি কহ ভগবান। তার পর পশুপতি, শুন বলি রত্নাবতী, তোমার পুর্ব্বজন্মের কথন॥ পারাবতী ছিলে তুমি, পারাবত তব

স্বামী, ত্রিলোচন মন্দিরে আছিলে। সচান পক্ষী হৈতে, প্রাণ রক্ষা কোন মতে, সরযুতে প্রাণ ত্যাগ কৈলে॥ তুমি সেই পুণ্যফলে, রত্নাবতী কন্যা হৈলে, পারাবত হৈল বিদ্যাধর। দুই সখী তব সঙ্গে আছয়ে পরম রঙ্গে বিবরণ শুনহ সত্বর॥ ভবানী গৌতমী নামে, দ্বিজ গৃহে পূর্ব্বজন্মে, নারায়ণ দ্বিজে বিভা কৈল। সর্পঘাতে পতি মৈল, দুই পত্নী মাত্র রৈল, স্বধর্ম্মেতে রহে বহুকাল॥ সর্ব্বশাস্ত্রে এই কয়, স্ত্রীলোকের নাম হয়, দেবনদী নামেতে সত্বরে। তারে বিভা করা নয়, করিলে আপদ হয়, নিষেধ আছে সর্ব্ব প্রকারে॥ নারায়ণ দ্বিজবর, না ভাবিল পূর্ব্বাপর, শাস্ত্রের অনীত কর্ম্ম করে। উপযুক্ত কাল হৈল, সর্পাঘাতে প্রাণ গেল, উচিত যে পাইল সত্বরে। দুই কন্যা কোন দিনে, মুনি পুজা ফল আনে, চৌর্য্য করি ভক্ষণ করিল। এই মাত্র পাপ তার, ইহা বিনা নাহি আর, এই পাপে বানরী হইল॥ নারায়ণ মুনি ছিল, পারাবত জন্ম হৈল, চারি জন্ম শুন বিবরণ। বানরী জন্মের পর, তব মুখ অভ্যান্তর, একত্রয়ে বিরাজে তখন॥ দ্বিজ নারায়ণ ছিল, বিদ্যাধর রূপ হৈল, এথা সেই অবশ্য আসিবে। তুমি আর সখী দুই, বিবাহ করিবে সেই, ইথে নাহি অন্যথা হইবে॥ বিভাপরে চারিজনে, নির্ব্বাণ যে ত্রিলোচনে, এই বর দিল মহেশ্বরে। বর দিয়া ত্রিলোচন, অন্তর্দ্ধ্যান ততক্ষণ, পরেতে আসিল বিদ্যাধর॥ করি দিন শুভক্ষণে, বিবাহ যে তিন জনে, বিদ্যাধর হর্ষেতে করিল। পূর্ব্বজন্ম পুণ্যফলে, তাতে শিব কৃপাবলে, চারি জনে নির্ব্বাণ পাইল॥ স্বশরীরে মুক্ত হয়, ত্রিলোচনে পায় লয়, অমৃত অধিক বিবরণ। কাশীখণ্ডামৃত শর, ইহা ভিন্ন নাহি আর, ষষ্ঠসপ্ত অধ্যা সমাপন॥

পয়ার। পার্ব্বতী নন্দন বলে অগস্ত্য মুনিবর। কহিব অপুর্ব্ব কথা শুনহ সত্বর। বশিষ্ঠ নামেতে খ্যাত এক দ্বিজবরে। ব্রহ্মচর্য্য আচরণ সদাকাল করে। ব্রহ্মচর্য্য আচরণ ভঙ্গ নাহি হয়। তদন্তরে তীর্থযাত্রা সতত করয়॥ বারাণসী আসি দ্বিজ হৈল উপনীত। মণিকর্ণি স্নান করি হৈল আনন্দিত॥ তদপরে ভ্রমণ করেন কাশীপুরে। পশুপতি লিঙ্গগণে দর্শন যে করে॥ শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া দ্বিজ প্রণাম করিল। দ্বিজবর চিত্ত মধ্যে এই স্থির কৈল॥ পাশুপতি সিদ্ধসঙ্গে ভ্রমণ করিব। সাধু সঙ্গে মনোরঙ্গে মুক্তি পদ পাব॥ পাশুপতি সিদ্ধিমধ্যে কোন মহাজনে। আচার্য্য করিয়া দ্বিজ করেন সাধনে॥ পাশুপত সিদ্ধগণ বহুদিন পর। মহালয় পর্ব্বতেতে

চলিল সত্বর ।। তথাতে আছেন শিব কেদার ঈশ্বর । কি কব মাহাত্ম্য তাঁর অত্যন্ত বিস্তার ॥ চৈত্রমাস শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী তিথি । সেই দিন সেই স্থানে শিবযাত্রা অতি ।। তেকারণে সকলেতে করেন গমন । পথমধ্যে দ্বিজ গুরু হইল নিধন ।। দিব্য রথ আসি শীঘ্র তথাতে মিলন । পাশুপত দিব্যমূর্ত্তি করিল ধারণ ॥ সঙ্গে লইয়া শিবগণ কৈলাসে চলিল । পাশুপতি যোগসিদ্ধি করি মুক্তি হৈল ।। ইহা দেখি বশিষ্ঠ দ্বিজের ভক্তি হয় । পাশুপতি আশ্রমেতে কত দিন রয় ।। একান্ত চিত্তেতে দ্বিজ গেল কেদারেতে । নিয়ম করিয়া যাত্রা করিল তথাতে ॥ পুনরপি পাশুপতি সঙ্গে দ্বিজবর । কাশীতে আসিয়া ভজে কেদার ঈশ্বর ।। হিমালয়ে কেদারেশ্বরের মাহাত্ম্য । দর্শনেতে পুনর্জ্জন্ম না হয় নিতান্ত ।। প্রতিবৎসর কেদারে যায়েন বশিষ্ঠ । এইরূপে গত হৈল বৎসর শতশষ্ঠ ।। অতি বৃদ্ধ হয়ে দ্বিজ গমন বর্জ্জিত । হেনকালে কেদারেতে যাত্রা উপস্থিত ।। অশক্ত তথাচ দ্বিজ নিরস্ত না হয় বার্ষিক যাত্রাতে যাব ভবনে হৃদয় ।। সেই রাত্রে দ্বিজ প্রতি প্রসন্ন শঙ্কর । নিশি শেষে স্বপ্নাদেশে শুন দ্বিজবর ॥ অশক্ত হৈয়াছ তুমি যাইতে কেদার কাশীপুরে আছে কেদারেশ অনিবার ।। কেদার হইতে কাশী নাহি হয় ন্যূন । কাশীতে হইবে সিদ্ধি ফল কোটিগুণ ।। যদি স্বপ্ন বোধ করি মিথ্যা কর জ্ঞান । অনাচারে স্বপ্ন মিথ্যা শাস্ত্রের প্রমাণ ।। প্রত্যক্ষ দর্শন কর কেদার ঈশ্বর । তৎপরে দ্বিজবর চেতন অন্তর ॥ কেদার ঈশ্বর শিব প্রত্যক্ষ দেখিল । ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া স্তুতি কৈল ।। কেদারেশ দর্শন করিয়া দ্বিজবর । কৃতার্থ হইল দ্বিজ শুনহ সত্বর ।। গৌরী স্থানে মহাদেব শুনিয়া বচন । কেদার মাহাত্ম্য দেবী না বর্ণন ।। একবার দরশন করে যে সকলে । পুনর্জ্জন্ম নাহি তার ভুবন মণ্ডলে ।। তব নামে গৌরীকুণ্ড আছেন তথায় । হংসতীর্থ আর গঙ্গা এক স্থানে পায় ।। সে সকলে স্নান করে মিলিত তীর্থেতে । কোটিশতজন্মপাপ ক্ষয় হয় তাতে ।। পূর্ব্বকালে দুইকাক বিবাদ করিয়া । মিলিত তীর্থেতে হইল পতন আসিয়া ।। কাক হংস হৈয়া তথা চলিল সত্বর । গৌরীতীর্থ সম নাহি ভুবন ভিতর ।। মহাতীর্থ গঙ্গাদেবী তথা বিরাজিত । মহামোহ অন্ধকার নাশেন নিশ্চিত ।। সে স্থানে মানস তীর্থ আছেন নির্ম্মল । তাতে স্নান মাত্র মুক্তি জান তার ফল ।।

অথ কেদারেশ্বরোপাখ্যান।

পয়ার। কেদার কুণ্ডেতে স্নান যেই জীব করে। তনুত্যাগে তার মুক্তি হয়েন সত্বরে॥ কেদারকুণ্ডেতে শ্রাদ্ধ করে যেই জন। এক শত কুল তার হয় নিস্তারণ॥ অমাবস্যা ভৌমবারে যুক্ত যদি হয়। কেদারতীর্থেতে শ্রাদ্ধ করিবে নিশ্চয়॥ তাহার ফলের কথা কি কহিব আর। গয়াকৃত শ্রাদ্ধ হৈতে কোটি ফল তার॥ চৈত্র কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথি যে উদয়। ভক্তি করি কেদারেশ পূজা যে করয়॥ জন্ম জন্মান্তর পাপ তার হয় ক্ষয়। অন্তেতে নির্ব্বাণ মুক্তি জানিহ নিশ্চয়॥ সন্ধ্যাকালে কেদারেশ বলে তিনবার। অন্তকালে মুক্তি ফল জানিহ তাহার॥ বিশেষতঃ কলিকালে কেদার মহিমা ফল পুষ্পে পুজিলে না হয় ফল সীমা॥ ভক্তিকরি সেই লিঙ্গ পূজে যেই নরে। স্বর্গে দেবরাজ হৈয়া নানা সুখ করে॥ ষষ্ঠ মাসাবধি যেবা পূজয়ে কেদার। ত্রিকাল নিয়ম করি করে নমস্কার॥ লোকপাল যমরাজ তারে পূজা করে। অন্তে সেই যমালয়ে শিব রূপ ধরে॥ একবার কেদারেশ দৃষ্টি করেযেবা। যমঅনুচর হৈয়া করেযমসেবা॥ ভক্তিতেকেদারেশ্বর পূজিবে কাশীতে। চিত্রাঙ্গদেশ্বর লিঙ্গ তার উত্তরেতে॥ তাহার দক্ষিণে নীলকণ্ঠ বিরাজিত। বায়ুকোণে অম্বরীশ আছেন নিশ্চিত॥ সম্মুখেতে ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর লিঙ্গ সার। দক্ষিণে আছেন লিঙ্গ কালঞ্জরেশ্বর॥ ক্ষেমেশ্বর লিঙ্গ তথা বিরাজিত হয়। এই সব লিঙ্গ দেখি হয় শিবময়॥ সেই স্থানে শিবলিঙ্গ যে করে স্থাপন। সংসার যাতনা তার নাহিক ভাবন॥ সপ্ত সপ্তধ্যায় কথা অতি মনোহর। সীতানাথ কহে শিব ভাবি নিরন্তর॥ কেদারেশ আখ্যান যে সমাপ্ত হইল। ভক্তিতে শুনিলে পাপ নাশয়ে সকল॥

অথ যমের তপস্যা।

পয়ার। কার্ত্তিক কহেন শুন মুনি তপোধন। অতিশয় পুণ্যকথা বলি এতক্ষণ॥ যে সকল মহামায়া জিজ্ঞাসে শঙ্করে। তাহাতে যে উক্ত হৈল দেব মহেশ্বরে॥ সেই গোপ্য কথা মুনি কহি যে তোমারে। ভক্তিভাব করি শুন একান্ত অন্তরে॥ এক দিন ভবানী কহেন ত্রিলোচনে। এক নিবেদন প্রভো তোমার চরণে॥ সেই কথা যদি মোরে কহ কৃপা করি। তবেত

মানসে দুঃখ হয় পরিহরি ॥ কাশীক্ষেত্রে কোটি কোটি লিঙ্গের উদয়। পরস্পর সর্ব্ব লিঙ্গ পুণ্যকর হয় ॥ এক হৈতে আর শ্রেষ্ঠ ক্রমেতে আছয়। সকলি তোমার ইচ্ছা শুন জগন্ময় ॥ কোন লিঙ্গে প্রীত সদা আছয়ে তোমার। যাহা দর্শনেতে জীব হয়ত নিস্তার ॥ ধর্ম্ম তীর্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্ত অনায়াসে। যার যেই মনস্কাম পুরাণ বিশেষে ॥ যাহার জপনে যোগধর্ম্ম সিদ্ধি হয়। সে সকল বল প্রভো হইয়া সদয় ॥ শুনি প্রভু ত্রিলোচন অতি আনন্দিত। কহিছেন উমা প্রতি হৈয়া বড় প্রীত ॥ অতি গুহ্য কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিলে। এ সকল কেহ নাহি কহে কোনকালে ॥ তুমিত জগৎকর্ত্রী সর্ব্ব পরাৎপরা। প্রিয় কথা জিজ্ঞাসিলা অতি গুহ্য তরা ॥ আনন্দ কানন মোর অতি প্রিয় স্থান। কৈলাস হইতে শ্রেষ্ঠ যাহাতে নির্ব্বাণ ॥ কাশীমধ্যে শিবলিঙ্গ আছে বহুতর। সমুদয় লিঙ্গ হয় অতি পুণ্যকর ॥ একচক্র রথ যার নামেতে তপন। তাহার তনয় যম ধর্ম্ম পরায়ণ সত্যযুগে যে স্থানেতে আমি যোগ করি। গজানন পূজাতে বধিল দেব বৈরী ॥ দারুণ ত্রিপুরাসুর মহাবলবন্ত। গণপতি সেবি তারে করিলাম অন্ত ॥ বেত্রাসুর বধি ইন্দ্র ব্রহ্ম বধ পায়। আমার তপস্যা স্থানে পাপক্ষয় যায়। সেই স্থানে বিশালাক্ষী এক মূর্ত্তি তব। মহাপীঠস্থান সেই মাহাত্ম্য কি কব ॥ সেই স্থানে যম আসি তপস্যা করয়। উৎকট তপস্যা অতি ঘোরতর হয় ॥ আপন সম্মুখে শিব লিঙ্গের স্থাপন। যমরাজ সদা করে যোগ আচরণ ॥ যোগবলে সেই লিঙ্গ অতি প্রজ্বলিত। চন্দ্র আভা যিনি শোভা রত্নেতে নির্ম্মিত ॥ নানাবিধ পুষ্প মাল্য ধূপ গন্ধ আর। বহুবিধ মোদকাদি বহু উপহার ॥ বহুকাল এইরূপে পূজন করিল। তদপরে মহাঘোর যোগ আরম্ভিল ॥ হেমন্ত শিশির কালে সদা জলে থাকে। ভ্রূক্ষেপ নাহি করে নিঃশব্দ যে মুখে। বসন্ত গ্রীষ্মেতে অগ্নি জ্বালি চারিদিগে। তার মধ্যে বসি যোগ করে মহাভাগে ॥ বর্ষা শরতে সদা থাকে নিরাশ্রয়। মহা ঘোরতর বৃষ্টি মস্তকে পড়য় ॥ নিরাহারে যোগ করে তপন-তনয়। তৃষ্ণা হৈলে কুশাগ্রেতে বারি যে ভক্ষয় ॥ বহুকাল এইরূপে হইলেক গত। তথাপি না হয় তার চিত্ত যে নিবৃত্ত ॥ মস্তক অধোতে করি উর্দ্ধ পদে রয়। এতাদৃশ বহুকাল তাতে গত হয় ॥ এক পদে দাণ্ডাইয়া যোড় করি হাত। অন্তরেতে সদা ধ্যান করে জগন্নাথ ॥ পাদাঙ্গুষ্ঠে ভর করি দাণ্ডাইয়া রয়। মোর সদৃশ যোগ কেহ না করয় ॥ অচল গিরির ন্যায় বসিয়া যোগেতে। তৃণ আদি

সব তার হৈয়াছে অঙ্গেতে ॥ দেহের আকার তার জানা নাহি যায়। নাসিকাগ্রে বায়ু মাত্র কিঞ্চিৎ আছয় ॥ তার ধ্যানে হৈয়া তুষ্ট দেব ত্রিলোচন সাক্ষাৎ হইয়া শিব যম প্রতি কন ॥ বহু যত্ন করি তার শব্দ নাহি পান। দয়াময় অঙ্গে তার কৈল হস্ত দান ॥ হস্ত স্পর্শে মূর্চ্ছা-মুক্ত চেতন পাইয়া। প্রণাম করিল ভূমে দণ্ডন্যায় হৈয়া ॥ তদপরে করযোড়ে সম্মুখেতে রয়। বহুবিধ মতে যম স্তবন করয় ॥ তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। সর্ব্বভূত আত্মা প্রভো জগত ঈশ্বর ॥ নিরাকার সাকার সকল ইচ্ছা তব ত্রিগুণ ধারণ প্রভো গুণাতীত সব ॥ সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণ হয়। তুমি ত সকল প্রভো তোমা ছাড়া নয় ॥ অবিদ্যা যে বিদ্যা দুই শরীরে আশ্রয়। শুভাশুভ ধর্ম্ম আর যেবা কিছু হয় ॥ করণের কারণ তুমি ত জগন্নাথ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সকল তব হাত ॥ চন্দ্র সূর্য্য তব তেজ করিয়া ধারণ স্বর্গ মর্ত্ত্য পৃথিবীতে তেজ প্রকাশন ॥ অগ্নি বায়ু বরুণাদি যত দেবগণ। সকল তোমাতে জন্ম শুন পঞ্চানন ॥ বিধি বিষ্ণু তোমার মহিমা নাহি জানে। আমি কি করিব স্তব অতি অল্প জ্ঞানে ॥ এতাদৃশ বহু স্তব শমন করিল। গলে বাস দিয়া অগ্রে দাণ্ডায়ে রহিল ॥ তুষ্ট হৈয়া শিব তারে কহেন সত্বর। যথা ইচ্ছা মনোনীত চাহি লহ বর ॥ ধর্ম্মশীল বড় তুমি সদা ধর্ম্মে মতি। ধর্ম্মরাজ নাম তব হইল সম্প্রতি ॥ লোক ধর্ম্ম অধিকার হইল তোমার। বিচার করিবে তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম আর ॥ আর যাহা ইচ্ছা বর দিব এইক্ষণ। শুনিয়া সূর্য্যের সুত কহেন বচন ॥ তুমি যারে সাক্ষাৎ হইলে ত্রিলোচন। ইহাতে অধিক বরে কোন প্রয়োজন। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দরশনে হয়। ইহার অধিক ফল আর কি আছয় ॥ এই বর দান কর শুন দয়াময়। তব পাদপদ্মে মোর স্থির ভক্তি হয় ॥ এত কহি প্রণাম করিল ধর্ম্মরাজ। বহু শত প্রণমিল নাহি করে ব্যাজ ॥ শিবরূপ দেখিতে আকাঙ্ক্ষা হৈল অতি। এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল শিব প্রতি ॥ নিঃশব্দ হইয়া রৈল শিব সন্নিধানে। অষ্টনগ্নাধ্যায় কথা শুন সর্ব্বজনে ॥

অথ যমের বর প্রাপ্ত ও পক্ষীর মুক্তি।

পয়ার। কার্ত্তিক কহেন মুনি শুন তদপর। ধর্ম্মরাজ বিবরণ পরম সুন্দর ॥ যমরাজ আনন্দেতে বাক্য নাহি স্বরে। অনিমিষে মহাদেব দরশন করে ॥ পিনাকী দেখিয়া ধর্ম্মরাজের চরিত্র। হস্তে স্পর্শ করিলেন

যম সর্ব্ব পাত্র ॥ দয়াময় স্পর্শে যম চেতন পাইল। প্রেমেতে প্রফুল্ল তনু ভুমিতে পড়িল ॥ হস্তে ধরি সদাশিব তুলি ধর্ম্মরাজে। বর লহ যথা ইচ্ছা আছে হৃদি মাঝে ॥ ধর্ম্মরাজ কহে প্রভো করি নিবেদন। তোমার স্পর্শেতে মুক্ত হইল এখন ॥ অন্য বর নাহি চাহি শুন দয়াময়। আমার নিকটে দুই পক্ষীর তনয় ॥ অণ্ডহৈতে তার জন্ম হইয়া অন্তরে। দৈবযোগে মাতা পিতা অল্পকালে মরে ॥ অনাথ হইয়া পক্ষী থাকে মম কাছে। ভুত ভাবি বর্ত্তমান অবগত আছে ॥ দুই পক্ষী নিস্তার করহ ভগবান। শুনি তুষ্ট হৈল বড় দেব পঞ্চানন ॥ ধর্ম্মরাজে প্রশংসা করিয়া বহুতর। পক্ষী প্রতি কহে শিব চাহি লহ বর ॥ কৃতার্থ হইয়া পক্ষী কহে মৃদুস্বরে। জ্ঞান হীন পক্ষীযোনী কি চাহিব বরে ॥ ধর্ম্মরাজ নিকটেতে বহুকাল আছি। তাঁহার তপস্যা বলে নিষ্পাপ হৈয়াছি ॥ তব পদ দর্শনেতে হইল স্মরণ। পুর্ব্ব কোটি জন্ম কথা কহি বিবরণ ॥ দেবলোকে কতবার জন্ম যে হইল। গন্ধর্ব্ব অপসর ঋষি বহু জন্ম গেল ॥ সিদ্ধবানপ্রস্থ জন্ম হৈল কত বার। ব্রহ্মচারি দণ্ডধারী হৈল বারেবার ॥ মনুষ্য রাক্ষসযোনী ভ্রমণ করিয়া। পশু পক্ষী কীট আদি অনেক হইয়া ॥ যক্ষ তরু ভুত দেহ হয় কতবার। কোন জন্মে নিবারণ না হয় সংসার ॥ দুই পক্ষী এইরূপে কহি বিবরণ। নানামতে স্তব করে নিস্তার কারণ ॥ তুমি ব্রহ্ম পরাৎপর সকলের মূল। সৃষ্টি স্থিতি লয় কর তুমি সূক্ষ্ম স্থূল ॥ তদন্তরে দুই পক্ষী কহে হর প্রতি। এই বর বাঞ্ছা মোর শুন পশুপতি ॥ যাহাতে সংসার মধ্যে জন্ম নাহি হয়। এই উপদেশ প্রভু শুন দয়াময় ॥ ইন্দ্র চন্দ্র আদি পদ বাঞ্ছা নাহি করি। অনায়াসে তনু ত্যাগ হয় কাশীপুরী ॥ ধর্ম্মের নিকটে যেবা করেন বসতি। সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয় শুন পশুপতি ॥ যেমত চন্দন গুণ প্রকাশ করয়। অসার সকল বৃক্ষ হয় গন্ধময় ॥ দেহ পরিত্যাগ তব আনন্দ কাননে। সংসার নিবর্ত্ত হয় এই দেহ জ্ঞানে ॥ ব্রহ্মা মুখে এই বাক্য হয়ত প্রমাণ। অবিমুক্তে প্রাণ ত্যাগ দেবের বচন ॥ কাশীতে কৈবল্য মুনি অষ্টাবক্র কয়। বিষ্ণু উক্তি মুনি পদ কাশীতে নিশ্চয় ॥ যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বলে কাশী মৃত্যু সার। কাশী মৃত্যু মুক্তি লাভ আজ্ঞা যে তোমার ॥ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কহে এইত বচন। কাশীতে জীবের মুক্তি করে পঞ্চানন ॥ যে স্থানে সাক্ষাৎকার সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। তাহাতে জীবের মুক্তি হয় নিরন্তর ॥ লোমসাদিমুনিআরশূন্য যেবিশেষে। কাশীযে নির্ব্বাণক্ষেত্র সর্ব্বমতে ভাসে ॥ শুক পক্ষী বলে প্রভু আমরাহ জানি। ভুত ভবিষ্যতি বর্ত্তমান যে আপনি ॥

অবিমুক্ত মহাক্ষেত্র নির্ব্বাণের স্থান। এই বর দেহ প্রভো যাতে হয় জ্ঞান॥ পক্ষীর বচন শুনি শঙ্কর বিস্ময়। পক্ষী হৈয়া অতীতাদি অবহেলে কয়॥ সর্ব্ব নাথ বলে ধর্ম্ম পীঠের মাহাত্ম্য। স্থান গুণে পক্ষী হৈল মুক্তিতে সমর্থ সূর্য্য সুত সম্বোধিয়া কন পঞ্চানন। রাজগৃহে কাশীক্ষেত্রে সমবাস স্থান॥ মোক্ষ লক্ষ্মী বিসাল মন্দিরসম হয়। তাহাতে আমার বাস আছয়ে নিশ্চয় এ মন্দির প্রদক্ষিণ যেই জীব করে। অনায়াসে মুক্তি পদ কে খণ্ডিতে পারে মন্দির সকল আর ধ্বজ যে দেখয়। সুখভোগ করি অন্তে কাশী প্রাপ্ত হয় নির্ব্বাণ মণ্ডল আছে ইহার দক্ষিণে। নিমিষেকে বাস ফল শুন তপোধনে॥ অন্যস্থানে বৎসরেক যোগ যদি করে। নিমিষেকে বাস ফল পায় সেই নরে যদি একবারজপকরেসেই স্থানে। স্থানান্তরে কোটিগুণ নাহয়সমানে॥ এই রূপে বহু স্থান রাজগৃহে আছে। দর্শনেতে মুক্তি লাভ কহি তব কাছে॥ ধর্ম্মরাজ অতঃপর শুনহ বচন। যেহ স্থান মম প্রিয় তাহার কথন॥ চক্র-তীর্থ মণিকর্ণি অবিমুক্তেশ্বর। পঞ্চনদ বিশালাক্ষী গৌরী পীঠপর॥ প্রণবেশ্বর লিঙ্গ আর কীর্ত্তিবাস। সতত তথাতে মোর হয় অভিলাষ॥ জ্যেষ্ঠেশ্বর ত্রিলোচন ত্রিপিষ্টপ আর। যমুনা নর্ম্মদা গঙ্গা সরস্বতী সার॥ একত্র মিলিত হয় পিলিপ্পিলা নাম। বিন্দুশ্রবা যথা পিতৃলোকের নির্ব্বাণ রত্নেশ্বর কেদারেশ অতি চমৎকার। এই যে সকল হয় নির্ব্বাণের সার॥ অবিমুক্ত পঞ্চক্রোশি নির্ব্বাণের ভূমি। তনুত্যাগ যেবা করে নিস্তারি সে আমি॥ ধর্ম্ম স্থান মাহাত্ম্য দেখহ ধর্ম্মরাজ। শুকপক্ষী স্বর্ণরথে হইয়া বিরাজ॥ দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ততক্ষণে। চলিলেক কৈলাসেতে দেখহ নয়নে॥ হেনকালে বিমানে চড়িয়া বিদ্যাধরী। শুকপক্ষী নিকটে আইসে শীঘ্র করি॥ দুই পক্ষী দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিল। ধর্ম্মরাজ সম্মুখেতে বহু প্রণমিল॥ তদপরে দেবনাথে দুই পক্ষী কয়। আর যেন মহাপ্রভো জন্ম নাহি হয়॥ দুই পক্ষী প্রতি যে কহেন পঞ্চানন। পুনর্ব্বার কাশী আসি পাইবে নির্ব্বাণ॥ ধর্ম্মক্ষেত্রে মাহাত্ম্য যে না হয় বর্ণনে। সদাকাল হেথা আমি আছি অধিষ্ঠানে॥ যেবা এই অধ্যায় প্রত্যহ পাঠ করে। কাশীক্ষেত্র প্রাপ্ত তার অনায়াসে পারে॥ ঊনাশি অধ্যায় কাশীখণ্ড মনোহর। বেদ-ব্যাস উক্ত এই সব পুণ্যাকর॥

অথ ধর্ম্মপীঠ উপাখ্যান।

পয়ার। স্কন্ধ কহে কুম্ভজ শুনহ নিবেদন। ধর্ম্মপীঠ কথা দেবী পঞ্চাননে কন॥ পীঠের মাহাত্ম্য দেব আশ্চর্য্য কথন। পক্ষী স্বর্গে গেল রথে করি আরোহণ॥ এই পীঠস্থানে আমি সতত রহিব। ধর্ম্মপীঠ মম প্রিয় আর কি কহিব॥ ভগবতী হেন বাক্য শুনিয়া শঙ্কর। প্রসংশা করিয়া পরে কহেন সত্বর॥ ধর্ম্মপীঠ সম স্থান নাহিক ভগবতী। তব অধিষ্ঠান হৈলে মাহাত্ম যে অতি॥ শুনহ আশ্চর্য্য স্থান মাহাত্ম যে আর। চৈত্র শুক্ল তৃতীয়াতে ব্রতের বিস্তার॥ এই দিনে পুরুষ যে কিম্বা নারী হয়। মনোরথ ব্রত যেবা ভক্তিতে করয়॥ তার মনোরথ সিদ্ধি জানিহ মাহেশী। অচিরাতে মুক্তি হয় সর্ব্বপাপ রাশি॥ মহামায়া জিজ্ঞাসেন দেব জগন্নাথে কিরূপেতে কেবা আচরিবে মনোরথে॥ ভগবতী প্রতি তবে শঙ্কর কহিল শচীদেবী এই ব্রত পূর্ব্বে আচরিল॥ তাহার বিশেষ কহি শুন ভগবতী। আমার তপস্যা শচীদেবীকরে অতি॥ তপস্যার বলে আমি হইয়া সাক্ষাত বরলহ যথা ইচ্ছা দিব অচিরাত॥ তদপরে শচীদেবী বলেন বচন। এই বর দেহ প্রভো করি নিবেদন॥ সর্ব্বদেব শ্রেষ্ঠ প্রভো মোর স্বামী হয়। স্থিরতর যৌবনী আমি তার নাহি ক্ষয়॥ সতীত্ব স্বধর্ম্ম মোর কভু নাহি যায় এই বর দেহ প্রভো বলি তব পায়॥ শচীবাক্য শুনে যেন রহিলাম পরে নিয়ম করিয়া মনোরথ ব্রত করে॥ চৈত্র শুক্ল দ্বিতীয়াতে সংযম করিবে। পরেতে তৃতীয়া দিনে গৌরীকে পূজিবে॥ বিংশ ভুজা মূর্ত্তি তব এই পূজাকালে। অশোক পুষ্পের সহ নৈবিদ্যাদি জলে॥ চণ্ডী বিনায়ক পূজা করিবে লাড্ডুকে। পরে বিংশভুজা দেবী পুজিবে ভক্তিতে॥ পুষ্প নানা মত আর সুগন্ধি চন্দন। প্রতি মাসে শুক্ল পক্ষে তৃতীয়া পূজন॥ ফাল্গুণ পর্য্যন্ত ব্রত করিবেক ব্রতী। বিধান আছেন গ্রন্থে অবগত মাত॥ এই ব্রত শচীদেবী করিয়া আচার। মনোরথ সিদ্ধি হৈল সকল তাহার॥ তদপরে অরুন্ধতি ব্রত আচরিল। সুনীতি সুগন্ধ দ্রব্য বিধিমতে দিল॥ শঙ্করী কহেন প্রভো কর অবধান। এই স্থান বিনে ব্রত নহে অন্যস্থান॥ ধূর্জ্জটি বলেন প্রিয়ে শুনহ বচন। স্থানান্তরে এই ব্রত যে করে সেবন॥ বিংশতি যে পূজা আর গণেশ স্বর্গেতে। যথা সাধ্য পরিমাণ করিবে নির্ম্মিতে॥ পুজাবিধি পূর্ব্বমত সব আচরিত। ভক্তিতে সেবিলে ফল পায় মনোনীত॥ ব্রতের ফলের কথা শুনহ শঙ্করী। ব্রত করিবেক নারী হৈয়া সদাচারী॥

শচী সম হয় তার সৌভাগ্য অপার। পুত্রহীনা পুত্র পায় শুন কহি আর॥ বিধবাতে যদি ব্রত আচরণ করে। অবৈধব্য পায় সে নিশ্চয় জন্মান্তরে অন্য ফল ব্রতের যে আছয়ে অনেক। শ্রদ্ধাবতী হৈয়া ব্রতী ব্রত করিবেক ধর্ম্ম পীঠ স্থান আর তোমার বসতি। এই স্থানে ব্রত ফল মাহাত্ম্য যে অতি ব্রতসেবা করে যেবা সেই বুদ্ধিমতি। অন্তে কাশী প্রাপ্ত তার নাহি অন্য-গতি॥ অমৃত সমান কথা অশীতি অধ্যায়। শুনিলে সকল পাপ নষ্ট হৈয়া যায়॥

অথ ধর্ম্মপীঠ মাহাত্ম্য।

পয়ার। অগস্ত্য বলেন প্রভো শুন ষড়ানন। ধর্ম্মপীঠ মাহাত্ম্য যে হইল শ্রবণ॥ এ অতি আশ্চর্য্য প্রভো হৈল পীঠ কথা। পক্ষী বলে ভূত ভাবি বর্ত্তমান যথা॥ ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গ আর পীঠ বিবরণ। শুনিয়া বিস্মৃত প্রভো হৈল ততক্ষণ॥ ধর্ম্মপীঠ কূপ যে আছয়ে ষড়ানন। তাহার মাহাত্ম্য প্রভো করিব শ্রবণ॥ প্রশ্ন শুনি কার্ত্তিকেয় অতি তুষ্ট হৈল। কুম্ভযোনী প্রতি স্কন্দ বলিতে লাগিল॥ মনোরমা কথা তুমি কৈলে আলাপন। অতি গুহ্যতর কথা শুনদিয়া মন॥ যেই কথা মহামায়া জিজ্ঞাসে শঙ্করে। তাহাতে যে উক্ত হৈল দেব মহেশ্বরে॥ সেই কথা তোমার নিকটে আমি কব। ধর্ম্ম তীর্থ মাহাত্ম্যের ইতিহাস সব॥ ধর্ম্মতীর্থে স্নান দান যেই নর করে। অন্যত্র হৈতে কোটি গুণফল ধরে॥ সর্ব্ব পাপে মুক্ত সেই না আইসে সংসার। আর কভু নাহি দেখে জননী জঠর॥ ধর্ম্ম তীর্থে যেবা করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ। গয়াশ্রাদ্ধ করা তার কিবা প্রয়োজন॥ কুরুক্ষেত্র হরিদ্বার প্রভাষ পুষ্কর। ইত্যাদি শ্রাদ্ধেতে তীর্থ ফল বহুতর॥ ধর্ম্মতীর্থে পিণ্ডদান করে যেবা জন। ধর্ম্মতীর্থ সমান যে নহেত কখন॥ গয়া পিণ্ডদান ফল ধর্ম্মকূপে হয়। পিতৃ মাতৃ কুল মুক্তি নাহিক সংশয়॥ সত্য যুগে এক কথা শুন তপোধন। ইন্দ্ররাজ কৈল বেত্রাসুরকে নিধন॥ ব্রহ্মতেজে জন্ম বেত্রাসুরের আছিল। তাহার নিধনে ব্রহ্মবধি ইন্দ্র হৈল॥ অকস্মাৎ হৈল কৃষ্ণবর্ণ কলেবর। শরীরেতে দুর্গন্ধ ছাড়য়ে নিরন্তর॥ মহাদুঃখী ইন্দ্রদেব হইল সত্বর। কি করিব কোথা যাব ভাবে নিরন্তর॥ বুদ্ধের সাগর দেব গুরু বৃহস্পতি। তাঁহার নিকটে ইন্দ্র গেল শীঘ্রগতি॥ নিবেদন করি গুরো শুনহ নিশ্চয়। বেত্রাসুর মরণেতে ব্রহ্মবধ হয়॥ শরীরেতে বহু কষ্ট সহিতে না

পারি। কহ দেখি গুরুদেব উপায় কি করি॥ গুরুদেব কহে বাণী শুন ইন্দ্ররাজ। কাশীতে গমন কর না করহ ব্যাজ॥ পূর্ব্বে কালভৈরব যে ব্রহ্ম-মুণ্ড ছেদি। ব্রহ্মহত্যা মুণ্ড হস্তে ভ্রমে নিরবধি॥ কোন তীর্থে হস্ত হৈতে মুণ্ড নাহি পড়ে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল কাশীপুরী পরে॥ কাশীপুরে ব্রহ্ম-বধ পাপে মুক্ত হৈল। হস্তে হৈতে ব্রহ্মমুণ্ড সহসা পড়িল॥ কাশীর মাহা-ত্ম্য নাহি জানে কোন জন। শীঘ্রগতি কাশী তুমি করহ গমন॥ এই উপ-দেশ যদি ইন্দ্রদেব পাইল। অতি ত্বরান্বিত কাশী তৎক্ষণে চলিল॥ কাশীপুরে ইন্দ্রদেব উপস্থিত হৈয়া। উত্তরবাহিনী গঙ্গা স্নানাদি করিয়া॥ নিকটেতে ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গের স্থাপন। তথাতে বসিল ইন্দ্র হৈয়া হৃষ্টমন॥ ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গ দেখি চমৎকৃত হৈল। তাহার সম্মুখে ইন্দ্র শিব ধ্যান কৈল ইন্দ্রদেব ভক্তি দেখি অতি তুষ্ট হর। লিঙ্গ হৈতে বহির্ভূত হৈল মহেশ্বর॥ বজ্রপাণি প্রতি তবে কহে পঞ্চানন। বর লহ ইন্দ্র তব যথা ইচ্ছা মন॥ ইন্দ্রদেব কহে প্রভো শুন ত্রিপুরারে। সকল আপনে জান যা আছে অন্ত-রে॥ তব অগ্রে কহিব শুনহ জগন্নাথ। মনোগত যত কিছু সব তব হাত॥ কহিলেন ইন্দ্র প্রতি ত্রিজগৎ কর্ত্তা। বৃত্রাসুর বধে ব্রহ্মবধ পাপ বার্ত্তা॥ ধর্ম্মতীর্থে স্নান ইন্দ্র কর শীঘ্রগতি। ব্রহ্মহত্যা পাপ হৈতে পাবে অব্যাহতি শুনি তুষ্ট অতিশয় হৈল দেবরাজ। ধর্ম্মকুণ্ডে স্নান কৈল না করিল ব্যাজ॥ ব্রহ্মহত্যা পাপ তার সব দূরে গেল। পূর্ব্ববৎ শরীরাভা ইন্দ্রের হইল॥ শরীরের সুগন্ধি যে হইল তৎক্ষণ। অতি হর্ষে ইন্দ্র করে হরের স্তবন॥ তাহা দেখি নারদাদি মুনির বিস্ময়। ধর্ম্মতীর্থ স্নান করি তর্পণ করয়॥ পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেক হৈয়া হর্ষ চিত্ত। মনে ভাবে সব মুনি হইল পবিত্র॥ কোটিশত কলস করিয়া তীর্থে দেখ। ধর্ম্মেশ্বর মস্তকেতে দিল অসঙ্খ্যক॥ তদপরে ইন্দ্রদেব গেল স্বর্গপুরে। দেবের স্বভাবে সবে প্রশংসা যে করে॥ কাশীক্ষেত্রে ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গের বিস্মৃত। ধর্ম্ম পীঠ ধর্ম্মকুণ্ড অতি চমৎকৃত॥ ধর্ম্মকুণ্ডে স্নান করি ব্রহ্মহত্যা গেল। এইমত কহি ইন্দ্র বহু প্রশংসিল॥ তদপরে কতদিনে দেব বজ্রপাণি। দেবগণ সহ কাশী চলিল আপনি॥ স্বনামেতে শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপন। পূজা দ্রব্য নানাবিধ আনিল তখন॥ নানারত্ন দিয়া শিবলিঙ্গ পূজা করে। ইন্দ্রপ্রতি অতি তুষ্ট হইল শঙ্করে॥ ধর্ম্মেশ্বরে প্রদক্ষিণ দেবগণে করি। নিজ পুরে দেবসহ গেল বজ্রধারী॥ ষড়ানন কহেন অগস্ত্য মুনিবরে। ধর্ম্মতীর্থ হৈতে ইন্দ্র ব্রহ্মবধে তরে॥

অথ দম রাজার উপাখ্যান।

পয়ার। আর এক ইতিহাস অতি গুহ্যতর। তোমার সাক্ষাতে কহি শুন মুনিবর॥ বিন্ধ্যগিরি নিকটেতে কদম্ব শিখর। দম নামে রাজা ছিল অতি পুণ্যতর॥ দুর্দ্দম তাহার পুত্র বড়ই দুর্জ্জন। পুত্রে রাজ্য দিয়া দমে হইল মরণ॥ কদম্ব শিখরে রাজা দুর্দ্দম হইল। বড়ই দুর্নীত কর্ম্ম করিতে লাগিল॥ ব্রাহ্মণের কর গ্রহ শূদ্রে দেয় দান। পীড়েন সাধুরে বড় দুর্জ্জনে সম্মান॥ যেই জনে পাপ করে ছাড়ি দেয় তারে। অপাপ জনেরে ধরি বহু শাস্তি করে॥ নিজ দারা পরিত্যাগ পরদারে রত। প্রজা পত্নী হরণেতে সর্ব্বদা সম্মত॥ জীবহিংসা সতত মৃগয়া করি ফিরে। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হিংসা অবিরত করে॥ সদালাপ ত্যাগ করি সতত কুসঙ্গ। কুপথ গমনে সদা রহে রাগ রঙ্গ॥ শ্রীনাথ শ্রীকণ্ঠ নাম কভু নাহি লয়। যোগীগণ তপস্যাতে সতত পীড়য়॥ একদিন সঙ্গে করি বহু সৈন্যগণ। মৃগয়া করিতে গেল ঘোরতর বন॥ অশ্বে চড়ি চলিল দুর্দ্দম নরপতি। সকলের অগ্রে গেল অতি শীঘ্রগতি॥ তার সঙ্গে কেহ নাহি যাইতে পারিল। সৈন্য ত্যাগি একাকী অরণ্যে প্রবেশিল॥ দৈবে উপস্থিত হৈল আনন্দ কাননে। সুশীতল স্থান দেখি অতি প্রীত মনে॥ মহাদেব ইচ্ছা আর স্থানের মাহাত্ম্য। দুর্দ্দম নৃপতি তথা হৈল শুদ্ধচিত্ত॥ শ্রম দূর করিল বসিয়া বৃক্ষ তলে॥ তথা এক মন্দির দেখিল হেনকালে॥ রত্নাদি নির্ম্মিত হয় অতি উচ্চতর। মন্দির উপরে রত্নে ধ্বজ থরে থর॥ মনোহর সে মন্দির দেখিয়া রাজন। অতি শীঘ্র সেই স্থানে করিল গমন॥ ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গের মন্দির সেই হয়। নৃপতি নন্দন দেখি হইল বিস্ময়॥ জ্ঞানের উদয় তার অকস্মাৎ হয়। আমাকে নিন্দা করি বহুমতে কয়॥ সংসারেতে আমা সম নাহিক পাতকী। পাপেতে হইয়া মগ্ন চিরকাল সুখী॥ আত্ম বন্ধুবর্গ সব হিংসি চিরদিন। ব্রাহ্মণ তপস্বীগণে হৈয়া দয়া হীন॥ পরদার পরদ্রব্য করিছে হরণ। কোনকালে দেব নাম না করি স্মরণ॥ সংসারেতে বৃথা জন্ম হইল আমার। কেবল করেছি আমি পৃথিবীর ভার॥ ধর্ম্মপীঠে যে সকল লোক আসিছিল। তাহার মুখেতে পীঠ মাহাত্ম্য শুনিল॥ মাহাত্ম্য শুনিয়া তথা দুর্দ্দম নৃপতি। অশ্ব আরোহণে গৃহে চলে শীঘ্রগতি॥ আত্ম বন্ধুগণ আর কুটুম্ব ডাকিল। ব্রাহ্মণ তপস্বীগণ তাবৎ আনিল॥ সকলের প্রতি কহে করিয়া বিনয়। তোমাসবে আমা প্রতি হইবে সদয়॥ না বুঝিয়া তোমা সবে হিংসেছি সর্ব্বদা

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণে দান নাহি কদা॥ বহুভক্তি করি সবে করিল সম্মান। ব্রাহ্মণাদি গৃহিতাকে দিল বহু দান॥ শূদ্রগণ সকল কুপথ গামী ছিল; সকল শাসন করি স্বধর্ম্মে আনিল।। নগর মধ্যেতে ছিল যতেক দুর্জ্জন। বিধিমতে সকলেরে করিল শাসন॥ দীনহীন অকিঞ্চনে বহু ধন দিল॥ রাজ্য ত্যাগ করি রাজা পুত্রে রাজ্য কৈল॥ রাজ্যধন নারী আদি সব ত্যাগ করি। সমর্পণ সকল করিল পুত্রপরি॥ অতি তুষ্ট হৈয়া রাজা চলিল ত্বরিত ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গ যথা তথা উপস্থিত।। ধর্ম্মতীর্থে স্নান করি ধ্যানেতে বসিল। ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গ সদা হৃদয়ে ভাবিল॥ এইরূপ তপস্যাতে বহু দিন যায়। তেজপুঞ্জ হৈয়া লিঙ্গ মধ্যে লয় পায়॥ ধর্ম্মতীর্থ মাহাত্ম্য যে অতি চমৎকার। ইহার বর্ণনে শক্তি আছয়েকাহার॥ বিধি বিষ্ণু আদি দেব না পারে বর্ণিতে। একাশীতি অধ্যায় কথা হইল সমাপ্তে॥

ইতি শ্রীকাশীখণ্ডে পিলিপ্পিলাতীর্থ গর্গমুনি
দম দ্বিজের মুক্তি মাধবীকন্যার নির্ব্বাণ
কেদারেশ্বর ধর্ম্মেশ্বর আখ্যাতি
দশমসর্গ নামো সমাপ্তঃ।

অথ বীরেশ্বরোপাখ্যান।

পয়ার। কার্ত্তিক বলেন শুন মুনি তপোধন। যে সকল শম্ভু দেবদেবী প্রতি কন॥ ভগবতী জিজ্ঞাসেন শুন পঞ্চানন॥ তোমার নিকটে প্রভু করি নিবেদন॥ বীরেশ্বর মাহাত্ম্য যে শুনি চমৎকার। কি রূপেতে হৈল প্রভু উদ্ভব তাহার। মহাদেব বলেন শুনহ বরাননে। বীরেশ্বর প্রসঙ্গ যে অপূর্ব্ব আখ্যানে॥ মিত্রজিত নামে রাজা ছিল কাশীপুরে। কৃষ্ণ ভক্তি সদাকাল তাহার অন্তরে॥ কৃষ্ণ বিনে সেই রাজা অন্য নাহি জানে। দিবানিশি কৃষ্ণ নাম আছে যে বদনে॥ বাহুদ্বয় বক্ষে তার কৃষ্ণ নামাঙ্কিত। কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ মনোনীত॥ তাহার রাজ্যের প্রজা সব কৃষ্ণ ভক্ত। সকলে সর্ব্বাঙ্গে করে কৃষ্ণ নাম যুক্ত॥ একাদশী দিনেতে সকলে উপবাস। হস্তী অশ্ব আদি সবে নাহি ভোগে ঘাস॥ বালকের জন্ম যদি হরির বাসরে। হইলেহ স্তন দুগ্ধ নাহি দেয় তারে॥ প্রজার পালন রাজা করে পুত্রবত। সদাকাল এইরূপ নাহি অন্যমত॥ অধর্ম্মের লেশ নাহি পুরেতে তাহার। শিষ্টের পালন করে দুষ্টের সংহার॥ ব্রাহ্মণের সম্মান সন্তোষে দিয়া ধন। দেব তুল্য ব্রাহ্মণকে করেন পূজন॥ মানি ব্যক্তি মান ভঙ্গ কভু নাহি করে পর উপকার তার সর্ব্বদা অন্তরে॥ তীর্থে স্নান আচরণে সদা কেশে জল। পরম পবিত্র রাজা শরীর নির্ম্মল॥ পরম সুখেতে সদা করে রাজ্যভোগ। কুবের জিনিয়া ধন ভাণ্ডারেতে যোগ॥ এক দিন দেবঋষি আসিল তথায়। বীণা হস্তে সদা মুখে কৃষ্ণ গুণ গায়॥ দূর হৈতে নারদেরে করিয়া দর্শন। অগ্রসার নরপতি করিল গমন॥ নারদেরে আনিয়া বসায় সিংহাসনে। করিল পূজন মধুপর্ক আচমনে॥ দণ্ডবন্যায় পড়ি ভূমে প্রণাম করিল। রাজা প্রতি তপোধন কহিতে লাগিল॥ ওহে নৃপবর শুন আমার বচনে। তব সম পুণ্যশীল না দেখি নয়নে॥ আমার গমন রাজা সর্ব্ব সন্নিধানে। তব সম নাহি দেখি ত্রিভুবন স্থানে॥ কৃষ্ণ ভক্ত অতিশয় সদা কৃষ্ণ ধ্যান। স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে তোমার বাখান॥ মোর ইচ্ছা হয় কিছু হিত করি তব। পাতাল পুরীর এক বৃত্তান্ত যে কব॥ হাটকেশ শিব লিঙ্গ পাতাল পুরিতে। দর্শন করিতে আমি গেলাম তথাতে॥ তথা হৈতে শিব লিঙ্গ করিয়া দর্শন। আসিবার কালে যাই দানব ভুবন॥ কলাপ কেতুর পুত্র দানব কঙ্কাল। মহাবলী হয় সে দ্বিতীয় দিক্‌পাল॥ হস্তেতে ত্রিশূল করি সদাকাল ফিরে। দেবতা ব্রাহ্মণে সদাকাল হিংসা করে। স্বর্গেতে দেবতাপুরী

অবহেলে গিয়া। নানারত্ন ধন বলে আনয়ে হরিয়া॥ দুর্জ্জন নাহিক দেখি তাহার সমান। তাহাকে দেখিয়া সব ভয়ে কম্পমান। যমরাজ ভীত তার ত্রিশূল দেখিয়া। মদ্য মাংসে সদা কাল থাকে মত্ত হৈয়া॥ তাহার পুরেতে আমি উপস্থিত হৈনু। বিদ্যাধরী এক কন্যা তথাতে দেখিনু॥ তাহার রূপের কথা নাহিক তুলনা। চন্দ্র জিনি মুখ শশী কি কব বর্ণনা॥ আমাকে দেখিয়া কন্যা প্রণাম করিয়া॥ আপন বৃত্তান্ত কহে কাতর হইয়া॥ বিদ্যাধর কন্যা আমি শুন মহাশয়। গন্ধমাদনেতে মোর পিতার আলয়॥ বাল্য ক্রীড়া আমি তথা করি সর্ব্বক্ষণ। হেনকালে দানব যে করিল হরণ॥ হরণ করিয়া আনে আপন পুরেতে। বিবাহ করিবে মোরে তৃতীয় দিনেতে॥ এই স্থির করিয়াছে দানব দুর্জ্জন। বিপদেতে রক্ষা কর মুনি তপোধন॥ পূর্ব্বকালে মহামায়া বর দেন মোকে। বিষ্ণু পরায়ণ বিভা করিবে তোমাকে॥ মিথ্যা না হইতে পারে গৌরীবাক্য কভু। উপায় কি করি আমি শীঘ্র বল প্রভু॥ দানবের মৃত্যু এক নিয়মিত আছে। যে ত্রিশূল হস্তে সেই ধারণ করেছে॥ ত্রিশূল আঘাতে বিনে মৃত্যু নাহি তার। ত্রিশূল হস্তেতে তার আছে অনিবার॥ ত্যাগ নাহি করে শূল শয়নের কালে। নিদ্রাতে থাকয়ে তাহা ধরি কক্ষস্থলে॥ যদি হেথা বিষ্ণুভক্ত করেন গমন। ত্রিশূল আনিতে পারি শুন তপোধন॥ কন্যাকে আশ্বাস করি আসিলাম হেথা। শীঘ্র করি নরপতি তুমি চল তথা॥ পাতালেতে গিয়া তুমি দানবে বধিবে। মোর বাক্য মিথ্যা নৃপ কভু না করিবে॥ পাতাল গমন পথ শুনহ সত্বর। তাহার সন্ধান কহি তোমার গোচর॥ সমুদ্র মধ্যেতে রত্নরথ মনোহর। রত্নেতে নির্ম্মিত রথ তাহার উপর॥ তাতে উপবিষ্ট এক পরম সুন্দরী। সমুদ্রেতে আসিয়া প্রত্যহ ক্রীড়া করি॥ পুনর্ব্বার সমুদ্রের জলে মগ্ন হয়। পাতাল পুরেতে যায় আপন আলয়॥ প্রতিদিন এই রূপ করে ব্যবহার। অতি শীঘ্র তুমি চল নিকটে তাহার॥ যে কালেতে সেই কন্যা জলে মগ্ন হন। তুমিহ তাহার সঙ্গে করিবে গমন॥ তাহাতে তুমিহ ভীত কভু নাহি হবে। অবহেলে পাতালেতে গমন করিবে॥ এতেক শুনিয়া রাজা মুনির বচন। অতি শীঘ্র সমুদ্রেতে করিল গমন॥ সমুদ্র মধ্যেতে রত্নরথের উপরি বিরাজিত কন্যা দেখে পরম সুন্দরী॥ রাজাকে দেখিয়া কন্যা সমুদ্রে মর্জ্জন। পৃষ্ঠদেশে নরপতি সমুদ্রে পতন॥ অবহেলে পাতালে গেলেন নরপতি। উপস্থিত হৈল যথা দানবের স্থিতি॥ তৎক্ষণে দানব নাহি ছিল নিকেতনে। হেনকালে উপনীত হইল রাজনে॥ রাজাকে দেখিয়া কন্যা

মলয়াগন্ধিনী। কৃষ্ণ ভক্ত উপস্থিত চিত্তে হেন মানি।। কৃষ্ণ নামাঙ্কিত অঙ্গ দেখিল তাহার। কৃষ্ণনাম সদা জপ এই ব্যবহার।। তাহা দেখি কন্যা অতি বিস্মৃতা হইল। তদপরে রাজা প্রতি বলিতে লাগিল।। দুর্জ্জন কঙ্কাল নাম তার পুরী হয়। হেথা কেন মরিতে আইলা মহাশয়।। নরপতি শারদের বৃত্তান্ত কহিল। মলয়াগন্ধিনী শুনি অতি হর্ষ হৈল।। তদপরে কন্যা কহে নরপতি প্রতি। সন্ধ্যাকালে দানব আসিবে শীঘ্রগতি।। মনুষ্যের রক্ত মাংস করিয়া ভক্ষণ। মত্ত হৈয়া দানব আসিবে নিকেতন।। আসিয়া কঙ্কাল দৈত্য শয়ন করিবে।। মরণ ত্রিশূল কক্ষে চাপিয়া ধরিবে॥ শুন রাজা আমি যাহা করি নিবেদন। অস্ত্রাগারে তুমি শীঘ্র করহ গমন॥ এক গর্ত্ত অস্ত্রাগারে আছে গোপনেতে। লুকাইয়া নরপতি থাকহ তথাতে তার মৃত্যু শূল আনি দিব তব স্থানে। কভু নাহি তার মৃত্যু শূলাঘাত বিনে এত শুনি নরপতি গোপনে রহিল। সন্ধ্যাকালে দানব যে পুরীতে আইল।। বহুরত্ন আনি ছিল কন্যা স্থানে দিল। কন্যাবন্তী দানব যে কহিতে লাগিল॥ এই সব রত্ন আনি দেবগণে মারি। আনিয়া দিলাম সব নিকটে তোমারি॥ ভাণ্ডারেতে আছে দেখ বহু রত্ন ধন। সকল তোমার জান শুনহ বচন।। কল্য আনি দিব হে সহস্র দাসীগণ। অহর্নিশি তারা তব করিবে সেবন।। পরশ্ব দিবসে বিভা করিব তোমারে। বিভা হৈলে সর্ব্ব দুঃখ যাইবেক দূরে॥ ইত্যাদি অনেক কথা কন্যাকে কহিল। ত্রিশূল কক্ষেতে ধরি শয়ন করিল।। অসুরের নিদ্রা হৈল অতি ঘোরতর। হেনকালে কন্যা তথা গেলেন সত্বর॥ দানবের কক্ষে হৈতে ত্রিশূল আনিল। নৃপতির নিকটেতে অতি দ্রুত গেল॥ প্রভাত হইল তবু দানব শয়নে। ত্রিশূল লইয়া রাজা গেল সেই স্থানে।। দেখিল দানব আছে নিদ্রাতে বিভোর। বামপদাঘাত করে তাহার উপর।। পদাঘাতে দানবের নিদ্রা দূর যায়। সম্মুখে পুরুষ এক দেখিবারে পায়।। তাহাকে দানব কহে অতি দম্ভ করি। মরিবারে আইলে কেন তুমি মম পুরী॥ কে তুমি কোথায় বাস কহ সত্য করি। প্রাণ নিয়া পলাইয়া যাহ নিজ পুরী।। রাজা বলে তব সহ যুদ্ধ যে করিব। জয় পরাজয় জানি তবে সে যাইব॥ শুনিয়া দানব অতি কুপিত হইল। রাজার কক্ষেতে মুষ্টি প্রহার করিল।। রাজার হৃদয়ে আছে কৃষ্ণ নামাঙ্কিত। বিশেষতঃ অন্তরেতে কৃষ্ণ বিচিহ্নিত।। দানবের মুষ্ট্যাঘাতে কি করিতে পারে। কিঞ্চিৎ বেদনা নাহি পাইল শরীরে।। তদপরে নরপতি অতি ক্রোধ হন। দানবেরে হৈনা এক চপেটাঘাতন।। চপেটাঘাতেতে দৈত্য মোহ অতি

হৈল। অবনীতে পড়ি দৈত্য অচেতন রৈল॥ তদপরে চেতন পাইল কতক্ষণে। অতি দর্প করে দৈত্য ক্রোধ হৈয়া মনে॥ মল্ল যুদ্ধ উভয়েতে হয় ঘোরতর। পরাভব দানবেত হইল সত্বর॥ ত্রিশূল আঘাতে রাজা দানবে সংহারে। তাহা দেখি কন্যা হৈল প্রফুল্ল অন্তরে॥ রাজার অগ্রেতে কন্যা হৈয়া উপস্থিত। সম্মুখে দাণ্ডায়ে রহে হইয়া লজ্জিত॥ মৃদুস্বরে কহে কথা শুন মহাশয়। ঘোরতর বিপদেতে মোর রক্ষা হয়॥ হেনকালে তথাতে নারদ মুনি গেল। উভয়েতে উভয়ের পরিচয় দিল॥ অতি তুষ্ট তদপরে হৈল দুই জনে। বিবাহের দিন ধার্য্য কর তপোধনে॥ গন্ধর্ব্ব বিবাহ মুনি দুই জনে দিয়া। কাশীতে গমনের পথ দেন দেখাইয়া॥ সেই পথে দুই জনে গমন করিল। অতিশীঘ্র কাশীপুরে উপনীত হইল॥ আপনপুরীতে রাজা করিলগমন। পুরবাসী সবে কৈল মঙ্গলাচরণ॥ তদন্তরে নরপতি হর্ষ কলেবরে। মলয়াগন্ধিনী সহ নানাভোগ করে॥ স্বামীপ্রতি ভক্তি অতি মলয়াগন্ধিনী। সদত স্বামীকে রাণী দেব তুল্য মানি॥ এক দিন রাণী কহে রাজার গোচরে। এক নিবেদন প্রভো বলেছি তোমারে। পুত্র জন্মে এই চিত্তে হয়েছে বাঞ্ছিত। অাশুসাধ্য তাহা নহে ঈশ্বর নিশ্চিত॥ কিন্তু এক নিবেদন শুন মহাশয়। অভীষ্ট তৃতীয় ব্রত উত্তম আছয়॥ পুর্ব্বে এই ব্রত করি কুবেরের নারী। অনেকেতে সেই ব্রত আচরণ করি॥ চিত্তে হয় সেই ব্রত করি আচরণ। তব আজ্ঞা বিনে প্রভো না পারি কখন এত শুনি অতি তুষ্ট হৈল নরপতি। ব্রত আচরণে রাজা হইল সম্মতি॥ কোন দেব পুজা তাতে করিতে হইবে। তাহার বিধান সব আমাকে বলিবে॥ রাজারাণী এই সব কথোপকথতে। দ্বাত্রিংশ অধ্যায় কথা হৈল সমাপনে॥

অথ মলয়াগন্ধিনীর তৃতীয়া ব্রত।

পয়ার। কার্ত্তিকেয় বলেন অগস্ত্য মুনিবরে। রাজপত্নী যে প্রকারে ব্রতাচার করে॥ বিশেষতঃ বলি শুন মুনি তপোধন। অভীষ্ট তৃতীয় ব্রত অপুর্ব্ব কথন॥ কূল-পুরোহিত রাজা ডাকাইয়া আনে। কহিল ব্রতের কথা তার বিদ্যমানে॥ পুরোহিত বিধান যে সকলি কহিল। সেই মত নরপতি সমস্ত করিল॥ মাঘ শুক্ল তৃতীয়ায় আরম্ভন হয়। রাজারাণী পূর্ব্ব দিনে স॰

যম করয় ॥ পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করিয়া ব্রত দিনে। তদুপরি তাম্রপাত্র রাখিল যতনে ॥ আতব তণ্ডুল তাম্র পাত্র উপরেতে। আচ্ছাদন করিলেন হরিদ্রা বস্ত্রেতে ॥ চারি তোলা স্বর্ণে পরিমিত ব্রহ্মা করি। তাহার স্থাপন কৈল তাম্রপাত্রপরি ॥ পূজাতে বসিল দ্বিজ হইয়া তৎপর। কায়মন বাক্যে শুদ্ধ নির্ম্মল অন্তর ॥ আশনাঙ্গুরী মধুপর্ক বস্ত্র আর। সুগন্ধি চন্দন পুষ্প নানা উপহার ॥ ষোড়শোপচারে পূজা যেমত বিধান। সহস্র বিকাশ পদ্মে হোম সমাধান ॥ দক্ষিণান্তে তোষণ আচার্য্য দ্বিজবরে। ব্রত দিনে রাজ রাণী অনশন করে ॥ পরদিন রাজরাণী করি প্রাতঃস্নান। সহস্রেক ব্রাহ্মণে যে করিল আহ্বান ॥ নানাবিধ উপহার আনিল ততক্ষণ। ভক্তি করি করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন ॥ ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিয়া সন্তোষ করিল। ভোজনাবশিষ্ট বৃত্তি প্রসাদ লইল ॥ বিধিমতে ব্রত সাঙ্গ করিয়া যত্নেতে। মলয়াগন্ধিনী রাণী হর্ষ হৈল চিত্তে ॥ তদপরে রাজরাণী কৃতাঞ্জলি হয়। গৌরীকে অন্তরে ভাবি প্রার্থনা করয় ॥ ব্রত সাঙ্গ হৈল মাতা তোমার প্রসাদে। মম মনোগত ব্যক্ত আছে তব পদে ॥ এই বর দেহ মাতা করি নিবেদন। মম পুত্র হয় শিব বিষ্ণু পরায়ণ ॥ জন্ম মাত্র স্বর্গ স্থান করিবে দর্শন। ষোড়শ বর্ষের শিশু হইবে ততক্ষণ ॥ তোমার চরণে মাতা এই নিবেদন। কৃপা করি কর মাতা মানস পূরণ ॥ হেনকালে দৈববাণী অকস্মাৎ হয়। তব মনোগত পুত্র হইবে নিশ্চয় ॥ রাজা রাণী দুই জনে পরম হর্ষিতে। নিত্য নিত্য ক্রীড়া করে নানাবিধিমতে ॥ কত দিন পরে রাণী গর্ভ যে ধরিল ॥ কাল পূর্ণ হৈয়া রাণী পুত্র প্রসবিল ॥ মহাসুখী রাজা তবে গণকে ডাকিয়া। শুভাশুভ দেখে সব গণনা করিয়া ॥ গণকেতে গণনা করিয়া পরে কয়। মূলাক্ষেত্রে জন্মে শিশু ইহা ভাল নয় ॥ রাজার বিনাশ হয় পুত্র না ত্যজিলে। রাজা শুনে হেন কথা রাণীকে কহিলে ॥ ব্রতের সাধনে পুত্র হইল সত্বর। বিশেষতঃ পুত্র হৈলে হয় বংশধর ॥ পুত্র ত্যাগ করা নহে আপন কারণে। জন্ম হৈলে মৃত্যু হয় আছেন নিয়মে মন্ত্রীগণ বলে রাজা শাস্ত্রে যাহা কয়। তদনুসারেতে কর্ম্ম করিতে যে হয় ॥ বৃদ্ধ মন্ত্রী সবে বলে গিয়া রাণী স্থানে। মনোযোগ কর মাতা করি নিবেদনে ॥ রাজার অনিষ্ট হয় গণকে কহিল। অতএব পুত্র ত্যাগ উচিত হইল স্বামী পরায়ণা অতি রাজরাণী হয়। দেবতা অধিক করি স্বামীকে জানয় ॥ রাজার অনিষ্ট যদি পুত্র হৈতে হবে। ইহাকে অবশ্য ত্যাগ এক্ষণে করিবে ॥ ধাত্রীগণ ডাকি রাণী কহেন বচন। পুত্র লইয়া সকলেতে করহ গমন

কাশীক্ষেত্রে পঞ্চ মুদ্রা পীঠ আছে যথা। পুত্র লৈয়া শীঘ্রগতি চলি যাহ তথা।। তথাতে বিকটা দেবী প্রকাশিতা আছে। পুত্রকে রাখিবে সেই বিকটার কাছে।। পুত্ররিষ্টি যে রূপ শুনিলে বিবরণ। দেবী নিকটেতে সব করিবে জ্ঞাপন।। তদপরে ধাত্রীগণ পুত্রকে লইল। বিকটা দেবীর স্থানে উপনীত হৈল।। রাণী বাক্য সকল কহিল দেবী স্থানে। পুত্রকে রাখিয়া ধাত্রী আইল ততক্ষণে।। তদপরে বিকটা যে যোগিনীকে বলে। স্বর্গেতে লইয়া যাহ মাতৃগণ স্থলে।। শিশুর বৃত্তান্ত সব কহিবে বিস্তার। মাতৃগণ যথাবিধি করিবে তাহার।। এই বাক্য শুনি তবে যতেক যোগিনী। মাতৃগণ নিকটেতে চলিল তখনি।। ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী আদি যত মাতৃগণ। যোগিনী-রে পুত্র লইয়া উপস্থিত হয়।। পুত্রের বৃত্তান্ত সব করিয়া শ্রবণ। তদপরে মাতৃগণ কহিল বচন।। কাশীক্ষেত্রে পুত্র লইয়া চলহ ত্বরিতে। ষোড়শ বৎসর পুত্র হবে গত মাত্রে।। বীর নাম খ্যাত হবে শুনহ বচন। এই পুত্র শিবভক্ত হবে পরায়ণ।। তদপরে যোগিনীরে কাশীতে আইল। গতমাত্রে ষোড়শ বর্ষের পুত্র হৈল।। শিবধ্যান শিবজ্ঞান করিয়া সত্বর। ঘোরতর তপস্যা করিল বীরবর।। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তদপরে। বর লহ যথা ইচ্ছা আছে অন্তরে।। বীর কহে শুন প্রভো করি নিবেদন। তব পাদ-পদ্মে চিত্ত রহে সর্ব্বক্ষণ।। এই কথা পরে এক আশ্চর্য্য হইল। পাতাল ভেদিয়া শিবলিঙ্গ যে উঠিল।। তদন্তরে বীর প্রতি কহেন শঙ্কর। এই দেখ শিবলিঙ্গ অতি মনোহর।। এখানি হইল লিঙ্গ বিরেশ্বর নাম। ইহার মাহাত্ম্য কহি তব বিদ্যমান।। বিনে মুদ্রা বিনে পত্রে পূজে বীরেশ্বর। অনা-য়াসে তার মুক্তি হইবে সত্বর।। কলিতে মাহাত্ম্য তার না বুঝিবে নরে। বুঝিলে তাঁহার তত্ত্ব ভবসিন্ধু তরে।। আর কহি শুন বীর আমার বচন। রাজ ভোগী পুনঃ হেথা করিবে গমন। স্বশরীরে এই লিঙ্গে পাইবে নির্ব্বাণ। বীরপ্রতি মহাদেব কৈল বরদান। তদন্তরে বীর কহে শুন পঞ্চানন। কা-শীর মাহাত্ম্য প্রভো করিব শ্রবণ।। কোন তীর্থ কোন স্থানে আছেন প্রকাশ। কৃপাকরি ভূতনাথ কহিবে নির্য্যাস।। বীর বাক্য শুনি শম্ভু অতি তুষ্ট হয়। তীর্থের বৃত্তান্ত সব বীর প্রতি কয়।। বীরের জনম কথা অপূর্ব্ব কথন। ব্যা-শীতি অধ্যায় যে হইল সমাপণ।।

অথ বীরপ্রতি মহাদেবের তীর্থ কথন।

পয়ার। শুনহ অগস্ত্য মুনি কহে ষড়ানন। বীর প্রতি তীর্থ কথা কহে ত্রিলোচন ॥ গঙ্গা বরুণা নদী সঙ্গমাদি স্থান। যে সকল তীর্থ আছে ক্রমে শুন নাম ॥ গঙ্গা বরুণা সঙ্গম এই প্রথমতঃ। তদপর পাদোদক তীর্থ চমৎকৃত ॥ মন্দর হইতে যবে দেব নারায়ণ। যাহাতে করিল আসি পাদ প্রক্ষালন ॥ তদবধি সেই তীর্থ সকলের সার। বর্ণনা না হয় তার মাহাত্ম অপার সেই স্থানে শ্বেতদ্বীপ আছেন প্রকাশ। তদপরে ক্ষরাব্ধি যে তীর্থের আভাষ। তাঁহার দক্ষিণে আছে শংখতীর্থ সার। চক্র গদাপদ্ম তীর্থ ক্রমাবধি আর ॥ গরুড়ের তীর্থ আছে তাহার দক্ষিণে। নারদ প্রহ্লাদ তীর্থ আছেন সে স্থানে ॥ তাহার দক্ষিণে অম্বরীশ তীর্থ হয়। আদিত্য কেশব তীর্থ তীর্থ দাত্তাত্রয় ॥ গঙ্গার নিকটে তীর্থ ক্রমশঃ দক্ষিণে। অসী সঙ্গম পর্য্যন্ত আছেন নিয়মে ॥ অনেক আছেন তীর্থ ইহার মধ্যেতে। পূর্ব্বেতে বর্ণনা হয় তীর্থ অধ্যায়েতে ॥ এসকল তীর্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ পঞ্চতীর্থ। প্রথমতঃ অসী গঙ্গা বড়ই মাহাত্ম ॥ দ্বিতীয় দশাশ্বমেধ নাম তীর্থ আর। তৃতীয়েতে পাদোদক তীর্থ সারাৎসার ॥ চতুর্থে পঞ্চনদ পঞ্চমে মণিকর্ণি। এই পঞ্চ তীর্থে স্নান পুরাণেতে বর্ণি ॥ পঞ্চভূতি দেহের ধারণ নাহি হয়। অন্য অন্য ফলপ্রাপ্তি বহুত আছয়। বীর প্রতি বরদান করি দয়াময়। কহিলেন তীর্থ সব যত যে আছয়। বীর আপনার মনে যথা বাঞ্ছা ছিল। বিশ্বেশ্বরে পূজিয়া সে সব বর পাইল ॥ বীর বহু স্তব করে দেব ভূতনাথে। অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পড়িয়া ভূমেতে ॥ মহাদেব অন্তর্ধান হৈল তদপরে। গমন করিল বীর আপন নগরে ॥ মাতা পিতা প্রতি বীর সকল কহিল। শুনিয়া যে রাজা রাণী আনন্দ পাইল ॥ অতি তুষ্ট হৈল রাজা বীরকে দেখিয়া। ব্রাহ্মণকে দিল ধন প্রচুর করিয়া ॥ তার পরে বীরের যে বিবাহ হইল। স্বরাজ্যে পুত্রেরে রাজা অভিষিক্ত কৈল। পুত্রে রাজ্য দিয়া পরে রাজা গেল বন। তার সহ রাণী তবে করিল গমন ॥ রাজা হৈয়া বীর তবে পালে প্রজাগণ। বীরের শাসনে তুষ্ট হৈল সর্ব্বজন ॥ ধর্ম্ম কীর্ত্তি নানামত করে দিনে দিনে। বীর রাজা ব্রাহ্মণকে দেব তুল্য মানে ॥ দীন হীন অকিঞ্চনে আনে ডাক দিয়া। সে সকলে ধন দিয়া প্রচুর করিয়া ॥ বহুকাল পর্য্যন্ত যে নানাভোগ কৈল। আপন পুত্রকে বীর রাজ্য ভার দিল ॥ বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বর বচন যে হইল স্মরণ। শুভক্ষণে করে রাজা কাশীতে গমন ॥

কাশী গিয়া মণিকর্ণি স্নানাদি করিল। ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব স্থানে ভ্রমণ করিল॥ তদপরে বীরেশ্বর আছেন যথায়। অতি শীঘ্র করি বীর গেলেন তথায়॥ নানা উপহারে হর পূজন করিয়া। প্রণাম করিল বহু ভূমেতে পড়িয়া॥ তদপরে বীরেশ্বর অগ্রেতে বসিল। কায়মন ঐক্য করি ধ্যানেতে রহিল॥ এইমত বীর তপ্যাকে করি ধ্যান। স্বশরীরে বীরেশ্বর হইল নির্ব্বাণ॥ বীরেশ্বর আখ্যান যে অপূর্ব্ব কথন। শ্রবণ পাঠেতে হয় পাপ বিমোচন॥ বিশ্বেশ্বর আখ্যানেতে প্রসঙ্গ তীর্থের। শ্রবণেতে দূরে যায় মালিন্য চিত্তের॥ যে সকলে ভক্তিভাবে নিত্য পাঠ করে। কাশী প্রাপ্ত হয় সবে ভবসিন্ধু তরে॥ কামেশ্বর প্রাদুর্ভাব আগামী অধ্যায়। সীতানাথ বসুদাস ভাষিল ভাষায়॥ বীরেশ্বর প্রসঙ্গ যে অতি পুণ্য কর। চোরাশি অধ্যায় সাঙ্গ হইল সত্বর॥

অথ কামেশ্বরোপাখ্যান।

পয়ার। কার্ত্তিক কহেন যে অগস্ত্য তপোধন। কামেশ্বর শিবলিঙ্গ শুন বিবরণ॥ দুর্ব্বাসা মুনি যে বহু তীর্থ যাত্রা করি। কোন কর্ম্মে মন তুষ্টি না হৈল তাহারি॥ তদপরে কাশীপুরে আসি মুনিবর। তপস্যার স্থান দেখি সন্তুষ্ট অন্তর॥ স্থানে স্থানে ভ্রমণ করেন আহ্লাদিত। সর্ব্বতীর্থে শিবলিঙ্গ দেখিল স্থাপিত॥ অনশেষে মুনিবর পঞ্চনদ তটে। শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিতে চিত্ত ঘটে॥ কুণ্ড করি তাহার সম্মুখে তপোধন। বহুকালাবধি যোগ করয়ে সাধন॥ কোন কর্ম্মে মহাদেব প্রসন্ন না হৈল। কুপিত হইয়া মুনি ভাবিতে লাগিল॥ অদ্য আমি অভিশাপ করিব কাশীতে। তীর্থের মাহাত্ম্য সব হইবে বাঞ্ছিতে॥ এইরূপ দুর্ব্বাসার কোপানল হৈল। অতি প্রজ্বলিত অগ্নি কাশীতে ব্যাপিল॥ কাশীবাসী সকলেতে হৈল চমৎকার। অগ্নির উত্তাপে কারো রক্ষা নাহি আর॥ তমো অংশ মহাঋষি প্রবল প্রতাপি। মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ নহে বড়ই উত্তাপি॥ বিশ্বেশ্বর উৎকণ্ঠিত দুর্ব্বাসার কোপে। কি জানি দুর্ব্বাসা যদি কাশীপুরী শাপে॥ অতি শীঘ্র করি শিব যথা মুনিবরে। লিঙ্গ হৈতে বাহির্ভূতে নিজ মূর্ত্তি ধরে॥ নন্দী আদি করিয়া যে কোটি শিবগণ। মহাবল তারা কাশী করেন রক্ষণ॥ কাশীর শাপের কথা শুনি শিবগণ। শরতের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জন॥ দুর্ব্বা-

লোমশ শাপ ভয়ে দেবতা ভাবিত॥ শিবগণ সিংহনাদে পৃথিবী কম্পিত॥ মহা প্রলয় কাল উপস্থিত হইল। আস্ফালনে শিবগণ বলিতে লাগিল॥ সমুদ্র শোষণ করি পৃথ্বী রসাতল। স্বর্গের উপরি করি পাতাল সকল॥ একে দুর্ব্বাসার অগ্নি হয় প্রজ্বলিত। দ্বিতীয়েতে শিবগণ করিল কম্পিত॥ দুর্ব্বাসাকে মহাদেব কহেন সত্বর। তব তপস্যাতে তুষ্ট আমার অন্তর॥ বর লহ মহাঋষি যথা ইচ্ছা হয়। হেনকালে দুর্ব্বাসা যে স্তব করি কয়॥ তব দর্শনেতে মুক্তি হইল আমার। ইহা হৈতে অন্যবর নাহি কিছু আর॥ কৃপা করি এই বর দেহত শঙ্কর। মম চিত্ত তব পদে রহে নিরন্তর॥ আর এক নিবেদন শুন পঞ্চানন। কাশী প্রতি হৈয়াছিল মম ক্রোধ মন॥ আমার যে মনোগত সব জান তুমি। সকল বিদিত কিবা নিবেদিব আমি॥ মম কোপে কাশীবাসী পাইল যে ত্রাস। এই অপরাধ মোর ক্ষম কীর্ত্তিবাস॥ শুনিয়া যে ভূতনাথ কহেন বচন। তোমার সমান ভক্ত নাহি ত্রিভুবন॥ তোমার স্থাপিত লিঙ্গ অতি পুণ্যকর। কামেশ্বর খ্যাত লিঙ্গ হইল সত্বর॥ কামকূপ বলি এই ঘুষিবে জগতে। কূপের মাহাত্ম্য কহি শুন মহামতে॥ এই কাম কূপে যেবা স্নান করি পরে। তোমার স্থাপিত লিঙ্গ পূজে নিরন্তরে॥ সর্ব্ব কাম সিদ্ধি তার জানিহ সত্বর। অবশেষে নির্ব্বাণ পাবেন সেই নর॥ এই বাক্য বলি হর হৈল অন্তর্দ্ধানে। দুর্ব্বাসার যোগসিদ্ধি হৈল কাশী স্থানে॥ কামেশ্বর প্রসঙ্গ যে অতি পুণ্যকর। পঞ্চাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত অতঃপর। যেবা পাঠ করে কিম্বা করেন শ্রবণ। সকল পাপেতে মুক্ত হয় সেইজন॥

অথ বিশ্বকর্ম্মেশ্বরোপাখ্যান।

পয়ার। বিশ্বকর্ম্মেশ্বর লিঙ্গ যেমত প্রকাশ। পার্ব্বতী নন্দন কহে অগস্ত্যের পাশ॥ ত্বষ্টা প্রজাপতি পুত্র বিশ্বকর্ম্মা নাম। গুরু স্থানে বেদপাঠে গুণে অনুপাম॥ কিছুকাল গত হয় বেদ পাঠ করে। গুরুদেব বলিলেক বিশ্বকর্ম্মা বরে॥ পত্রের কুটীর দেহ করিয়া নির্ম্মাণ। তথাতে থাকিব আমি শুন মতিমান॥ বর্ষাকালে তথাতে যে নাহি পড়ে জল। বিচক্ষণ করিয়া যে নির্ম্মাবে সকল॥ গুরুপত্নী বিশ্বকর্ম্মে বলেন বচন। অঙ্গের কাঁচলি বস্ত্র দেহ পুরাতন। কাচলির বস্ত্র করি দেহত আমারে। তদপরে গুরুকন্যা বলেন সত্বরে॥ দুইকর্ণ ফুলস্বর্ণ গঠন করিয়া। চিত্র বিচিত্র করিদেহত

আনিয়া। গুরুপুত্র কহে শুন আমার বচন। পাদুকা যুগল দেহ করিয়া সৃজন॥ কর্দ্দমাদি জলেতে পাদুকা পদে দিয়া। অনায়াসে তার মধ্যে যাব যে চলিয়া। বিশ্বকর্ম্মা শুনিয়া সকল মনোনীত। স্বীকার হইয়া চিত্তে হইল ভাবিত॥ এ সকল বস্তু আমি কভু নাহি করি। কি প্রকারে গুরু আজ্ঞা হৈতে আমি তরি॥ বিনা সাধনেতে ইহা সিদ্ধি নাহি হব। অতএব বনে গিয়া তপস্যা করিব॥ বনমধ্যে বিশ্বকর্ম্মা প্রবেশ করিল। তার মধ্যে এক মুনি দর্শন পাইল॥ মুনির চরণে সব করে নিবেদন। কহ প্রভো কি রূপেতে করিব সাধন॥ মুনি কহে বিশ্বকর্ম্মা শুনহ বচন। কাশীপুরে গিয়া তুমি করহ সাধন। এই উপদেশ বিশ্বকর্ম্মা যে পাইয়া। কাশীপুরে অতি শীঘ্র গেলেন চলিয়া॥ বিশ্বকর্ম্মা শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপন। অতিশয় তপস্যা করেন সর্ব্বক্ষণ॥ পুষ্প আদি দিয়া পূজা করে নিরন্তর। সন্তুষ্ট হইয়া শিব দেন তারে বর॥ ব্রহ্মা যথা সৃষ্টিকর্ত্তা মম আজ্ঞাবত। নির্ম্মাণেতে কর্ত্তা তুমি হবে সেই মত। সর্ব্ব কর্ম্ম পারকতা তোমাতে হইবে। সকলের মনোনীত নির্ম্মাণ করিবে॥ রজত কাঞ্চন মণি মুক্তাদি প্রবাল। মণিগণ আদি করি যে সকল ভাল॥ নির্ম্মাণ করিতে যাহা মানস করিবে। সে সকলে পারকতা অবশ্য হইবে॥ ভবিষ্যতি আর এক কহি তব স্থানে। কাশীপুরে দিবোদাস ভোগ অবসানে॥ মন্দরেতে গিয়া আমি পুনঃ কাশী আসি। সেইকালে মন্দির নির্ম্মাবে বারাণসী॥ তোমার নির্ম্মিত সেই হইবে সুন্দর। উমাসহ মম বাস হবে নিরন্তর॥ তৎকালেতে বিশ্বকর্ম্মা নির্ব্বাণ পাইবে। স্বশরীরে শিবলিঙ্গে প্রবেশ করিবে॥ তোমার স্থাপিত লিঙ্গ যেবাজনে পূজে। সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষম হৈয়া জিতে যমরাজে॥ অন্তে তার মুক্তি লাভ হইবে সত্বর। ষড়াশীতি অধ্যা সাঙ্গ হৈল মুনিবর॥

অথ দক্ষযজ্ঞ ও দক্ষেশ্বরোপাখ্যান।

ত্রিপদী। অগস্ত্য কহেন পুনঃ, পার্ব্বতী নন্দন শুন, কাশীর মাহাত্ম চমৎকার। শুনিলে না যায় ক্ষোভ, অধিক বাড়য়ে লোভ, বিশেষ শুনিব প্রভু আর। প্রণব ঈশ্বর আদি, দ্বাদশ লিঙ্গ সমাধি, শুনিলাম অপূর্ব্ব কথন। দক্ষেশ্বর চতুর্দ্দশ, শিবলিঙ্গ যে প্রকাশ, বিস্তারিত কহ বিবরণ॥ আর এক নিবেদন, শুন প্রভু ষড়ানন, দক্ষরাজ নিন্দা করি হরে। শিবনিন্দা করে যেই, কাশীপুরী আসি সেই, লিঙ্গস্থাপ্য করে কি প্রকারে॥

স্কন্দ কহে তপোধন, করি শুন নিবেদন, দক্ষ প্রজাপতির প্রসঙ্গ। শুন মুনি তুমি ধন্য, পরেতে কহিব অন্য, প্রাদুর্ভাব চতুর্দ্দশ লিঙ্গ॥ এক দিন নারায়ণ, সঙ্গে করি পদ্মাসন, ইন্দ্র আদি যত দেবচয়। একত্রে সকলে চলে, মহা রঙ্গ কুতূহলে, কৈলাসেতে গমন করয়॥ হর গৌরী দৃষ্টি করি, প্রণাম করিল হরি, ব্রহ্মাআদি পরে প্রণমিল। দেবতা সকলে হেরি, উঠিলেন ত্রিপুরারী, ব্রহ্মা বিষ্ণু হস্তেতে ধরিল॥ অতি সমাদর ভাব, বসাইলা কীর্ত্তিবাস, ইন্দ্রআদি দেবে আশ্বাসিয়া। সকলে সন্তোষ মনে, মহেশের সন্নিধানে, ক্রমে ক্রমে বসিল আসিয়া॥ মহাদেব বলে পরে, নারায়ণ সর্ব্বন্তরে তুমি সৃষ্টি করিছ পালন। তাহার কুশল সহ, গোলোকের বার্ত্তা কহ, কি মতে আছেন সর্ব্বজন॥ পরে কহে নারায়ণ, শুন দেব পঞ্চানন, কুশল যে তব কৃপাসন। তদপরে ত্রিলোচনে, কহিলেনা পদ্মাসনে, কহ তুমি আপন মঙ্গল॥ তুমি আছ সৃষ্টিকর্ত্তা, বিশেষতঃ বেদবেত্তা, তাহে বিঘ্ন আছে উপস্থিত। শুনিয়া চতুরানন, করযোড় করি কন, বিঘ্ন নাহি আছে হৃষ্টচিত্ত॥ অন্য অন্য দেবগণে, আশ্বাসিল ত্রিলোচনে, সর্ব্বদেবে সন্তোষ করেন। নানাবিধি মিষ্ট ভাষে, কথোপকথনে শেষে, বিষ্ণু আদি বিদায় হলেন॥ পথমধ্যে দক্ষপতি, অভিমানী হৈয়া অতি, মনোমধ্যে বিচার করয়। জামাতা যে মহেশ্বরে, কিছু না জিজ্ঞাসা করে, দেব মধ্যে অপমান হয়॥ আমি তার নহি অন্য, শ্বশুর গুরুতে গণ্য, আমাকে সম্ভাষ নাহি করে কিবা দিব দোষ তারে, না বুঝিয়া আপনারে, কন্যা দান করেছি কুবরে॥ বাস যার শ্মশানেতে, চিতাভস্ম শরীরেতে, বৃষে যার হয় আরোহণ। ফণী ভূষা হাড়মাল, ভিক্ষা মাগে সদাকাল, নানা স্থানে করেন ভ্রমণ॥ সহজে পাগল শিবে, মোর মান কি জানিবে, দেব মধ্যে কেবা গণ্য করে। যথোচিত ফল দিব, তবে দুঃখ নিবারিব, ভাবি দক্ষ চলে নিজ ঘরে॥ ভাবে দক্ষ প্রজাপতি, দেখিবে কি করি গতি, স্থির যে করিল মনে মন। যজ্ঞ এক আরম্ভিব, শিবে নাহি নিমন্ত্রিব, অপমান পাবে ত্রিলোচন॥ দক্ষপতি তুষ্ট মনে, বিশ্বকর্ম্মে ডাকি আনে, যজ্ঞ স্থান আরম্ভ করিল। স্বর্ণের গ্রন্থন হয়, মরকত মণিময়, নানারত্নে নির্ম্মিত হইল॥ রত্নেতে নির্ম্মিত ঘর, ধ্বজা তাতে থরেথর, নানাবিধ পতাকা উড়িছে। নীলশ্বেত রক্তবর্ণ তাহাতে জড়িত স্বর্ণ, সর্ব্বদিগ আন্দোলিত হৈয়াছে॥ তদপরে দক্ষপতি, যজ্ঞ আরম্ভিল অতি, নারায়ণে অগ্রে আনাইল। ব্রহ্মা আদি যত দেবে, মুনি ঋষিগণ সবে, যাচকাদি নিমন্ত্রণ কৈল॥ স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতালেতে, নিমন্ত্রিল হর্ষ

চিত্তে, শিব বিনা সকলে কহিল। দেবতা সকলে যায়, যজ্ঞেতে বরণ পায়, চমৎকৃত যজ্ঞ আরম্ভিল॥ যতেক দক্ষের কন্যা, রূপে গুণে অতি ধন্যা, দক্ষপতি সাদরে আনায়। জামাতা সকলে আসি, দিল সবে পারিতোষী, মণি মুক্তা রত্নাদি যোগায়॥ দক্ষের জামাতৃগণ, সকলেতে হর্ষ মন, তার মধ্যে চন্দ্রের বাহুল্য। রূপের গৌরব বড়, মান্যমান অতি দৃঢ়, উপমাতে কেহ নহে তুল্য॥ সর্ব্বদেব আগমন, মুনি ঋষি সর্ব্বজন, চতুর্দ্দিগে বেদধ্বনি তায়। যজ্ঞ স্থানে নিরূপণ, যার হয় যে আসন, বসিলেন আসিয়া তথায়॥ কেবল ঈশানকোণে, শূন্য আছে সেই স্থানে, শিবের আসন তথা হয়। পরেতে দধিচি ঋষি, দক্ষযজ্ঞে হর্ষে আসি, সর্ব্বস্থান দর্শন করয়॥ দেখে সর্ব্ব দেবগণ, করিয়াছে নিমন্ত্রণ, বিনে শিব আসি সকলেতে। কুপিত দধিচি মুনি, দক্ষ প্রতি কহে বাণী, বড় যজ্ঞ কর মহামতে॥ দেখিয়াছি যজ্ঞ বহু, হেন নাহি দেখি কভু, নাহি হয় না হইবে আর। যজ্ঞ স্থান শোভা অতি, কি কহিব মহামতি, দেখিয়া হৈয়াছে চমৎকার॥ যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ, যে যজ্ঞেতে আগমন, তব ভাগ্যোদয়ে ইহা জম্মে। যজ্ঞ কথা কিবা কব, আমোদিত সর্ব্বদেব, প্রবর্ত্ত আছেন সর্ব্ব কর্ম্মে॥ বেদধ্বনি চতুর্দ্দিগে, করিতেছে ঋষিভাগে, ব্রহ্মা করে বেদ অধ্যায়ন। অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, ঘৃত ঢালে অতিশয়, হস্তীশুণ্ড কৰিয়া প্রমাণ॥ মত্ত হৈয়া দেবগণ, সতত আনন্দ মন, আপন বিভাগ সবে লয়। কিন্তু এক চমৎকার শুন দক্ষ কহি সার, ঈশ্বর বিহীন যজ্ঞ হয়॥ যে যজ্ঞেতে ত্রিলোচন, নাহি করে আগমন, যজ্ঞ ফল নাহি হয় পরে। তুমি দক্ষ প্রজাপতি, সর্ব্ব কর্ম্মে শুদ্ধ মতি, হেন বুদ্ধি কে দিল তোমারে॥ এই বাক্য দক্ষ শুনি, কোপচিত্ত কহে বাণী, বুদ্ধিলোপ হইল তোমার। চিতাভস্ম মাখে অঙ্গে, ভূত প্রেত সদা সঙ্গে, শিব হয় পাগলের সার॥ তার আসা এ যজ্ঞেতে, যোগ্য নহে কোনমতে, ইহাতে তোমার কিবা ক্ষতি। ঋষি শিবনিন্দা শুনি, গমন করেন মুনি, ক্ষণেক না রহে মহামতি॥ দুর্ব্বাসা কুপিত মন, চলিলেন ততক্ষণ, সঙ্গে করি যত শিষ্যগণ। শিবভক্ত যত ছিল, সকলেতে চলিয়া গেল, ব্রহ্মা গেল আপন ভুবন॥ যজ্ঞভঙ্গ উপস্থিত, দেখি দক্ষ বিপরীত, মানসিক অনুভব করে। ব্রাহ্মণ যতেক ছিল, গমনে উদ্যত হৈল, ধনে তুষিলেক অনেকেরে॥ বহু মুনি গতি কৈল, কেহ কেহ তথা রৈল, দ্বিজ রহে ধনের লোভেতে। যজ্ঞেতে নারদ ছিল, কৈলাশেতে গতি কৈল, কৃষ্ণগুণ বীণায় গাইতে॥ কাশীখণ্ডামৃত সার, পান করে অনিবার, এই আমি করি

নিবেদন। শ্রবণে কলুষ হরে, কাশী প্রাপ্ত হয় পরে, সপ্তাশীতি অধ্যা সমাপণ ॥

অথ সতীর দক্ষালয়ে গমন।

ত্রিপদী। মহাদেব কৈলাশেতে, সতী সঙ্গে হর্ষ চিতে, পাশাক্রীড়া করেন কুতুহলে। তথা গিয়া তপোধন, প্রণমিয়া পঞ্চ মন, কৃতাঞ্জলি করি মুনি বলে। নারদ দেখিয়া হর, করিলেন সমাদর, বসিবারে দিলেন আসন কুশলে আছহ মুনি, সুমঙ্গল বার্ত্তা শুনি, কহ মুনি গমন কারণ॥ কহে মুনি তপোধন, শুন প্রভো নিবেদন, সদা আসি কৃষ্ণগুণ গানে॥ নারদ বলেন প্রভু, হেন নাহি শুনি কভু, দক্ষযজ্ঞ হয় তব বিনে॥ বড় যজ্ঞ আরম্ভিল, সব দেব নিমন্ত্রিল, যজ্ঞভাগ লয় হর্ষ চিত্ত। দক্ষ কন্যা যত ছিল, দক্ষপতি যজ্ঞে নিল, দেখিলাম সবে আনন্দিত॥ চন্দ্রাদি জামাতা দেখি, দক্ষপতি অতি সুখী, দিল সবে নানা আভরণ। সর্ব্বদেব পূজা করে, নানাবিধ উপহারে, কত তার কহিব কথন॥ আমি গিয়াছিনু তথা পাইলাম মন ব্যথা, শিবনিন্দা অনেক করিল। শিব নিন্দা ব্রহ্মা শুনি, বিপরীত চিত্তে গুণি, স্বস্থানেতে সত্বরে চলিল॥ দুর্ব্বাসা দধিচি মুনি, শিবভক্ত শিরোমণি, আর যত ছিল মুনিবর। যজ্ঞ স্থান ত্যাগ করি, গেল কেহ নিজপুরী, তবু যজ্ঞ হয় নিরন্তর। যজ্ঞ কথা শুনি সতী, হইলেন হর্ষমতি, পিতৃ যজ্ঞ চমৎকৃত হয়। কিন্তু মনে অভিমান, না করিল নিমন্ত্রণ, মনে অতি ক্রোধ উপজয়। তাহা করি সম্বরণ, স্থির করিলেন মন, পিতা মোর দক্ষ প্রজাপতি। যজ্ঞের যে আয়োজনে, পিতা বিস্মরিল মনে, একারণে হইল অনীতি॥ হর্ষ মন হৈয়া সতী, কন কথা শিব প্রতি, পিতা স্থানে করহ বিদায়। কি রূপেতে যজ্ঞ করে, দেখিব পিতার ঘরে, বিলম্বের নাহিক সময়॥ শিব কহে বরাননে, না করিল নিমন্ত্রণে, তথা গেলে মান কি থাকিবে। তথা যাত্রা অনুচিত, ঘটিবেক বিপরীত, সতী বলে অবশ্য যাইবে॥ পর্ব্বত শিখরবাসী, নাহি মম প্রতিবাসী সীমন্তে সিন্দুর দিতে কহে। নিজ গৃহে নিরন্তর, যাত্রা নাহি কার ঘর, ব্যাঘ্র বৃষ দেখি সদা ইহ॥ সতী অতি ক্রুদ্ধ মন, দেখি দেব ত্রিলোচন, অন্তরেতে ভাবিতে লাগিল। শিব কহে শুন সতী, প্রমাদ হইবে অতি, বহু মত প্রবোধ যে দিল॥ অদ্য দিন ভাল নহে, পূর্ব্বদিগে শনি রহে, নক্ষত্রেতে জ্যেষ্ঠা আজি

হয়। সপ্তদশ যোগময়, নবমী তিথিতে হয়, পূর্ব্বে গেল প্রাণের সংশয়॥ যদি তুমি যাত্রা কর, পুনঃ না আসিবে ঘর, অতএব যাত্রা মত নয়। সতী কহে শুন ভব, পিতার গৃহেতে যাব, ইথে কিবা ভালমন্দ হয়॥ ভালমন্দ ফলোদয়, সকল কপালে হয়, অনুমতি কর পশুপতি। আমার বচন শুন, করি এই নিবেদন, পিতৃযজ্ঞে যাব শীঘ্রগতি॥ বুঝি শিব সতী রীত, চিন্তিলেন বিপরীত, সতী ত্যাগ হইবে নিশ্চয়। হর রহে মৌনভাবে, সতী প্রণমিয়া তবে, দক্ষগৃহে গমন করয়॥ এই স্থানে মতান্তরে, বিড়ম্বন করি হরে, দশমহাবিদ্যা হন সতী। কাশীখণ্ডামৃত এই, তাহার বিস্তার কই, পিতা যজ্ঞে গেল ভগবতী॥ যজ্ঞস্থানে দক্ষপতি, তথাতে গেলেন সতী, প্রণমিল পিতার চরণে। শিবস্থান দেখি শূন্য, নাহি হয় শিব মান্য, বিপরীত ভাবিলেন মনে॥ ক্রোধেতে কম্পিত হয়, প্রজ্বলিত অগ্নিচয়, সম্মে নিয়া পিতাকে বলিল। শুন পিতা নিবেদন, একি দেখি অকারণ, বুঝি তব মতি শূন্য হৈল॥ শিবের পূজন বিনে, যজ্ঞ কর অকারণে, বিশেষতঃ নহে নিমন্ত্রণ। সম্পদে হইলে মত্ত, বিস্মরিলে ধর্ম্ম তত্ত্ব, তোমাকে বিধাতা বিড়ম্বন॥ সতী দেখি দক্ষ বলে, দাণ্ডাইয়া যজ্ঞস্থলে, বড় দুঃখ পাইয়াছ তুমি। বিধাতার মনে যাহা, অবশ্য হইবে তাহা, বল সতী কি করিব আমি॥ সকল কপালে করে, ভিক্ষুকের ছিলে ঘরে, তোমার দুঃখেতে দুঃখী মন। বিবাহ দিয়াছি যারে, পাগল বলয়ে তারে, কপালেতে যে ছিল লিখন॥ আরোহণ বৃষোপরি, শিঙ্গা যে ডম্বুর ধরি, ভক্ষ যার ধুস্তুরার ফল। সম্বিদাতে অভিলাষ, ভুজঙ্গ উত্তরী বাস, ফণি হার মালার কুণ্ডল॥ গলেতে হাড়ের মাল, পরিধান ব্যাঘ্রছাল, চিতাভস্ম মাখে সদা অঙ্গে। শ্মশানে যাহার স্থান, কেবা করে তার মান, ভূত প্রেত সদা আছে সঙ্গে॥ শুনহ আমার বাণী, যদি যজ্ঞে শিব আনি, যজ্ঞনাশ অবশ্য হইব। দেখিয়া শিবের রীত, সব দেব হবে ভীত, তারে যজ্ঞে আনি কি করিব॥ সতী বলে শুন পিতা, শিব সর্ব্ব ফলদাতা, তাঁর নিন্দা না হয় উচিত। কিছু নহে শিব বিনে, যজ্ঞ হয় কোন দিনে, এই উক্ত বেদের বিহিত॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু যত দেব, সকলের আদি শিব, তাঁর নিন্দা করা নহে ভাল। শুনি দক্ষ প্রজাপতি, স্থির নাহি হয় মতি, ক্রোধ হৈল যেন পূর্ণকাল॥ দেবতার সন্নিধানে, দক্ষ নাহি কিছু মানে, শিবনিন্দা অধিক করিল। সতী শুনি শিবনিন্দে, হৃদে যেন শেল বিন্ধে, মনোমধ্যে চিন্তিতে লাগিল॥ শিবনিন্দা যেবা করে, অবশ্য শাসন তারে, আমি

তাহে হইনু বর্জ্জিত। পাতক যে অতিশয়, শঙ্কট উভয় হয়, প্রাণত্যাগ এই প্রায়শ্চিত্ত ॥ শিবনিন্দা করে পিতা, সেহ হন জন্মদাতা, তাকে আমি কি করিতে পারি। পিতা হৈতে যে শরীর, রাখা নহে এই স্থির, পতিনিন্দা না শুনিবে নারী ॥ স্থির করিলেন মনে, চিন্তি দেব ত্রিলোচনে, এ শরীর কভু না রাখিব। যজ্ঞস্থানে বসি সতী, মনস্থির শিবপ্রতি, অন্তরে ভাবেন সদাশিব। শিবরূপ অগ্নিজ্বালি, সর্ব্বাঙ্গে দিলেন ঢালি, নিজ দহ সমাধি করিল। আহুতি করিল অঙ্গ, নাহি হয় ভ্রূভঙ্গ, মহামায়া শরীর ত্যজিল ॥ কার রক্ষা নাহি আর, সবে করে হাহাকার, সর্ব্বজন হইল কম্পিত। দেখিয়া দেবতা গণ, ভয়েতে কম্পিত হন, অকস্মাৎ একি উপস্থিত ॥ মঙ্গল ছাড়িয়া যায়, অমঙ্গল কত হয়, নাহি হয় তাহার বর্ণন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, সদা হয় উল্কাপাত, অকস্মাৎ রক্ত যে বর্ষণ ॥ শুকনি গৃধিনী উড়ে, যজ্ঞস্থানে আসি পড়ে, শিবাগণ করে মহারব। মহাবাত ঘোরতর, বহিতেছে নিরন্তর, অতি অমঙ্গল ঘটে সব ॥ প্রলয়ের কাল যেন, উপস্থিত হৈল হেন, সর্ব্বদেব প্রমাদ ভাবিল। দেখিয়া নারদ মুনি, চিত্তে বিপরীত মানি, অতি শীঘ্র কৈলাসে চলিল ॥ অষ্টঅশীতি অধ্যায়, সমাপ্ত হইল তায়, প্রসঙ্গ যে অতি মনোহর। দক্ষযজ্ঞ হৈল ভঙ্গ, সতী ত্যজে নিজ অঙ্গ, অবশেষে শুনহ সত্বর ॥

অথ দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস।

ত্রিপদী। কৈলাসে নারদ আসি, মন্দির নিকটে বসি, সতী বার্ত্তা ক্রমে ক্রমে কয়। শুনি নন্দী বিবরণ, অতিশয় দুঃখমন, কাতরেতে রোদন করয় ॥ কান্দে নন্দী ভূমে পড়ি, জননী গেলেন ছাড়ি, নানামত করি বিলাপন। ক্ষণেক হয় মূর্চ্ছিত, একি হৈল বিপরীত, শোকসিন্ধু উথলে তখন ॥ শিব দেখি নারদেরে, কুশল জিজ্ঞাসা করে, মুনি বলে করি নিবেদন। তব মায়া পঞ্চানন, শরীরাদি অকারণ, বারম্বার অনেক ভ্রমণ ॥ শরীর ত্যজিলে শোক, নাহি করে সাধুলোক, এই জ্ঞান সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হয়। সকল ঈশ্বর তুমি, আদি অন্ত অন্তর্যামি, সকল জানহ দয়াময় ॥ দক্ষযজ্ঞে গেছেন সতী, তোমা নিন্দে দক্ষপতি, শুনি নিন্দা ত্যজিলেন প্রাণ। যোগ অগ্নি জ্বালি তথা, প্রজ্বলিত হয় তথা, তাতে অঙ্গ করিল দহন ॥ এই বাক্য শিব শুনি, কি কহ নারদ মুনি, প্রাণ ত্যাগ করিলেন সতী। নারদ বিশেষ

হয়, ভয়ে বাক্য নাহি কয়, কাতর হইল শিব অতি ॥ ক্রোধে কিছু নাহি বলে, চক্ষু রক্তবর্ণ জ্বলে, ক্রোধানল প্রজ্বলিত হৈল। তাতে জন্মে এক রুদ্র, তার নাম বীরভদ্র, শিবের সম্মুখে দাণ্ডাইল ॥ অঙ্গ তার বিপরীত, দেখি সবে চমকিত, ত্রিশূল দক্ষিণ করে ধরে। শমন দেখিয়া তারে, কম্পমান হয় ডরে, শিবপ্রতি নিবেদন করে ॥ কহ দেব পঞ্চাননে, কি করিব এইক্ষণে, করি আমি আজ্ঞাকর মোরে। তব আজ্ঞা যদি পাই, সমুদ্র গণ্ডুষে খাই, কহ স্বর্গ আনি মর্ত্ত্যপুরে ॥ চন্দ্র সূর্য্য আনি ধরি, কিম্বা যে পাতাল পুরী, উলটিয়া পৃথ্বী করি তল। কিম্বা যে সুমেরু, ধরি, হস্তে তাহা চূর্ণ করি, যে কর্ম্ম উচিত হয় বল ॥ শিব কহে দক্ষযাগে, সর্ব্বদেব ভাগে২, আমা ছাড়া লইয়াছে পূজা। নাহি হিংস দেবতারে, কি দোষ তাহার করে, অপরাধ করে দক্ষরাজা ॥ হর কহে দক্ষঅঙ্গ নিমিষে করহ ভঙ্গ, ইথে যদি কেহ যুদ্ধ করে। সমুচিত ফল দিবে, ইথে না অন্যথা হবে, সমুচিত করিবে তাহারে ॥ বীরভদ্র বলে বার্ত্তা, আপনে যে সর্ব্বকর্ত্তা, তোমার কৃপাতে সব হয়। বীরভদ্র তার পরে, প্রদক্ষিণ করে হরে, বারে বারে প্রণাম করয় ॥ চলিলেন বীরভদ্র, কোপে যেন মহারুদ্র, দক্ষ যজ্ঞে করিল গমন। চলে বীর করি দম্ভ, পদভরে ভূমিকম্প, বাসুকির হইল কম্পন ॥ আপনার অঙ্গজাত, সৈন্য হৈল শত শত, অগ্রে তারা করিল গমন। মহাঘোরতর রবে, প্রমাদ গণিল সবে, ত্রাসেতে কম্পিত দেবগণ। নন্দী ভৃঙ্গী ভুত সঙ্গে, অগ্রে সব চলে রঙ্গে, তথায় হইল উপস্থিত। যথা নানা উপহারে, দেবগণে যজ্ঞ করে, অগ্নিমধ্যে দিতেছে আহুতি ॥ হেনকলে শিবগণ, তথা দিলদ রশন, দেখি সব কম্পিত হৃদয়। বীরভদ্র না যাইতে, যজ্ঞ ভঙ্গ করে ভুতে, ছিন্ন ভিন্ন সকল করয় ॥ নানামূর্ত্তি শিবগণ, কেহ হয় ষড়ানন, সপ্তমুখ দশমুখ আর। দুই তিন একপদ, সদাই অপ্রিয়-বদ, পঞ্চহস্ত দশ হস্ত কার ॥ বিকট দশন তার, কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার, দীর্ঘ জটা মস্তক উপরে। দেখি সব দেবগণ, আর পুরবাসী জন, কম্পিত হইল সবে ডরে ॥ যজ্ঞ স্থানে ছিল করী, বিপরীত মূর্ত্তিধরি, তাহার শুণ্ডেতে কেহ ধরে। শুণ্ডেধরি দিল পাক, যথা কুম্ভকার চাক, ঘুরাইয়া ফেলে শূন্যপরে ॥ দক্ষের রক্ষক যারা, ত্রাসিত হইল তারা, চিত্রমূর্ত্তি হৈয়া যেন থাকে। যেই পলাইয়া যায়, ক্রতগিয়া ধরে তায়, পদে ধরি দেয় ঘন পাকে ॥ দেব মুনিঋষি গণ, দেখি হতবুদ্ধি হন, যজ্ঞ ত্যাগি পালাইয়া যায়

দীর্ঘ জটা কার ধরে, বুকে বজ্র কীল মারে, মরি মরি শব্দ যে করয় ॥ অতি বৃদ্ধ মুনিগণে, কিছু পাব করি মনে, আসিছিল দক্ষের ভুবনে। শেষে দেখি বিপরীত, হৈল সবে চমকিত, পালাইয়া যায় নিজ স্থানে ॥ প্রলম্ব জটার ভার, এলাইয়া পড়ে কার, আরো তাহে অতিশয় দাড়ি। পাছু পানে নরক্ষীতে, কণ্টক লাগিল তাতে, প্রাণপণে টানাটানি পাড়ি ॥ দেখি দক্ষ প্রজাপতি, ত্রাসেতে কম্পিত অতি, লুকাইয়া রহে একপাশে যত ছিল দেবগণে, বিপরীত ভাবি মনে, কেহ কেহ পলাইল ত্রাসে ॥ ধরিয়া যে ভূতগণ, কারে করে বিড়ম্বন, চাপড়েতে কার দন্ত ভাঙ্গে। শ্রুতি নাশা ভাঙ্গে কার, সবে করে হাহাকার, ভূতে নৃত্য করে মহারঙ্গে ॥ পুরবাসী কোনজনে, ভূত সব ক্রোধমনে, পদে ধরি শূন্যমার্গে ফেলে। কার হস্ত ভঙ্গ করে, কারে পদাঘাত করে, কার চক্ষু নখ দিয়া খোলে ॥ বীরভদ্র তদপরে, যজ্ঞস্থলে আসি ধরে, সূর্য্য দন্ত ভাঙ্গিলেক বীর। অগ্নি জিহ্বা ছিঁড়ি ফেলে, ঋষিগণ ধরি গলে, যজ্ঞ ঘৃত করেন বাহির ॥ মার মার বলে সবে, কিসে প্রাণ রক্ষা পাবে, দিবে দিবে বেগে সবে যায়। ধর ধর বলে গণে, পিছে পিছে ধাবমানে, বলে প্রাণ রক্ষ মহাশয় ॥ বীরভদ্র অতিরঙ্গ, যজ্ঞধাম দেখি ভঙ্গ, অন্তঃপুরে প্রবেশ করয়। হেনকালে নারায়ণ আসি অগ্রসার হন, বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি বিপজ্জয় ॥ বীরভদ্র দেখি কৃষ্ণ, চিত্তেতে হইল রুষ্ট, ঘোরতর যুদ্ধ যে করিল। পরাভব হৈয়া হরি, গেলেন বৈকুণ্ঠ-পুরী, বীরভদ্র দক্ষকে দেখিল ॥ শিব নিন্দা করেছিল, দক্ষ মুণ্ড ছেদ কৈল, বীরভদ্র অতি ক্রোধ মন। ব্রহ্মা দেখে চমৎকার, কার রক্ষা নাহি আর, কৈলাসেতে করিল গমন ॥ প্রণাম করিয়া হরে, সব নিবেদন করে, দক্ষ-যজ্ঞ ভঙ্গ বিবরণ। মহাবীর বীরভদ্র, কোপে জ্বলে মহারুদ্র, দেখি হয় শরীর কম্পন। বীরভদ্র অবহেলে, দক্ষেরে ধরিয়া চুলে, হস্তে কৈল মস্তক ছেদন। আর আর যত গণ, দেবঋষি বিড়ম্বন, কতবা করিব নিবেদন সিংহ প্রায় হস্তী ধরি, গণ্ড শুণ্ড নষ্ট করি, সেইমত অনেক সংহার। বীরভদ্র অতি কোপ, বুঝি করে সৃষ্টি লোপ, দেব রক্ষা কর মহেশ্বর ॥ দক্ষপতি যে করিল, যথোচিত দণ্ড হৈল, অপেক্ষা তাহার কিছু নাই। তুমি কর্ম্ম তুমি কর্ত্তা, তুমি কর্ম্মফল বেত্তা, তব ভিন্ন নহেত গোসাঞি ॥ করণ কারণ তুমি, বিশেষ কি কব আমি, সৃষ্টিলোপ হয় রক্ষা কর। শিব আশুতোষ হন, ক্রোধ করি সম্বরণ, ব্রহ্মার সঙ্গেতে গেল হর ॥ বৃষপরী আরোহণ, করি প্রভু পঞ্চানন, উপনীত দক্ষের পুরেতে। বীরভদ্র দেখি

হর, সাক্ষাতে হৈল সঙ্কর, প্রণতি করিল করপেতে।। বীরভদ্রে শূলপাণি, তুষ্ট হৈয়া বলে বাণী, সৈন্যগণ কর নিবারণ। অবশেষ নাহি আর, উচিত হৈয়াছে তার, ইথে তুষ্ট হৈল মম মন।। তদন্তরে সতীমাতা, অতিশয় মনব্যথা, অন্তঃপুরে করিছে ক্রন্দন। শুনিয়া আইল হর, গমন কৈল সঙ্কর, যথা আছে দেব ত্রিলোচন।। শ্বশ্রু দেখি মহেশ্বর, অতিশয় লজ্জাকর, অধোমুখে রহে শূলপাণি।। প্রসূতি বলেন শিব, আমি স্তব কি করিব, নারীজাতি কিছু নাহি জানি।। বিধু বিষ্ণু আদি করি, তুমি সব ত্রিপুরারী, তোমার মহিমা কেবা জানে। অহঙ্কার বুদ্ধি মন, তুমি সব ত্রিলোচন, মম স্বামী রক্ষাকর প্রাণে।। স্বামী তব নিন্দা কৈল, যথে চিত্ত ফল হৈল, রক্ষা এবে করহ শঙ্কর। শুনিয়া প্রসূতি স্তব, সব ক্ষমাদিল ভব, দক্ষ দেহ আনিল সঙ্কর।। দেখি তাকে মহারুদ্রে, আজ্ঞা করে বীরভদ্রে, ছাগমুণ্ড করহ অর্পণ। ইঙ্গিতে বুঝিয়া কথা, ছাগমুণ্ড আনে তথা, দক্ষস্কন্দে করিল যোজন। প্রাণদান পাইল দক্ষ, তদপরে বিরূপাক্ষ, বীরভদ্রে কহেন বচন দক্ষপুরী ছিল যথা, তুমি করি দেহ তথা, ইথে নাহি কর অন্যমন।। শঙ্করের আজ্ঞামাত্র, সকল যে বীরভদ্র, আজ্ঞা অনুসারে করে সব। দক্ষ পায় প্রাণদান, মনে ভাবি অপমান, শিবে করে বহুবিধ স্তব।। তুমি জগতের পতি, তোমা বিনে নাহি গতি, তুমি প্রভো সকল কারণ। যাহা বলাইলে তুমি, তাহাই বলিনু আমি, অপরাধ করহ মোচন।। দক্ষপতি স্তব শুনি, ব্রহ্মাকে কহেন বাণী, কাশীপুরে যাইতে যে বল। শিব আজ্ঞা ব্রহ্মা শুনি, দক্ষকে কহেন বাণী, কাশীতে যাইতে আজ্ঞা হৈল।। তথা গেলে হবে মুক্ত, এই যে শিবের উক্ত, অনায়াসে পাইবে নির্ব্বাণ। দক্ষপতি ব্রহ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, কাশী পুরে করিল প্রস্থান।। এথা শিব সতী বিনে, চিন্তাকুল এই মনে, গৃহস্থ সন্যাসী ভার্য্যা বিনে। এই ভাবিলেন হর, যোগ করি অতঃপর, তবে হবে মানস পুরণে।। হইল আকাশবাণী, হিমালয় নন্দিনী, সতীদেবী হইবে পার্ব্বতী। এই বাক্য শুনি তবে, তপস্যা করেন ভবে, পর্ব্বত গুহার মধ্যে স্থিতি।। দক্ষপতি বিবরণ, যেবা শুনি শুদ্ধমন, সর্ব্ব পাপে হবে সে মোচন। সুধা হৈতে আস্বাদন, শুন সবে অনুক্ষণ, উনদাবে অধ্য সমাপন।।

অথ মেনকার গর্ব্ভে সতীর জন্ম।

পয়ার। অগস্ত্য কহেন শুন পার্ব্বতী-নন্দন। দক্ষপতি কি করিল কহ বিবরণ।। কার্ত্তিক কহেন কুম্ভজ যে ঋষি। দক্ষপতি করিল তপস্যা কাশী আসি।। শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া মহামতি। অচল চিত্তেতে আরাধিল পশুপতি।। এইরূপে বহুকাল গত হৈয়া গেল। তথাপিহ শম্ভুনাথে দয়া না হইল।। হেথা শুন মেনকা গর্ব্ভেতে ভগবতী। পর্ব্বতের কন্যা হয়ে জন্মিলেন সতী।। কন্যানাম পার্ব্বতী রাখিল হিমালয়। দিনে দিনে যোগ-মায়া তেজো বৃদ্ধি হয়।। তাঁহার রূপের কথা কে করে বর্ণন। অতসী পুষ্পের আভা হয় প্রকাশন।। মুখশ্রেণী কিবা শোভা অতি সুকোমল। কোটি চন্দ্র জিনি আভা করে ঝলমল।। পৃষ্ঠভাগে পড়ে কৃষ্ণবর্ণ কেশজাল নবমেঘে হয় যেন বিদ্যুৎ উজ্জল।। তাতে হিমালয় রাণী মানস হর্ষেতে। সিঁথিতে দিয়াছে হার অনেক রত্নেতে।। কপালে অলকা শোভা কুসুম আবন। চন্দনের বিন্দু তাতে অতি সুশোভন।। ভ্রূযুগ ভঙ্গিমা রূপ না যায় কথনে। ভ্রমরের শ্রেণী যে আকর্ণ পরিমাণে।। পদ্মের মৃণাল জিনি হস্তের বলনি। অঙ্গ শোভা নানামত কি কব কাহিনী।। পাদপদ্ম শোভা সীমা নাহিক জগতে। পদেরক্ত সূর্য্য যেন প্রভাত কালেতে।। তদুপরি নখচন্দ্র সত্বরে প্রকাশে। তমোগুণ লুপ্ত হৈয়া নখ মাঝে ভাসে।। তাতে অঙ্গরূপ আসি অতসীর বর্ণ। ত্রিগুণ মিলিত শক্তি সকলের মান্য।। প্র-ভাতে উঠিয়া নিত্য মেনকা যে রাণী। শ্রীমুখেতে দেয় ক্ষীর সর যে নবনী সাজাইল গোকুলেতে যশোদা যেমত। প্রত্যহ মেনকা রাণী সাজান তেমত।। কোনদিন চূড়া বান্ধি ধড়া যে পরায়। গলাতে গুঞ্জের মালা অতি শোভা পায়।। রত্নের নূপুর দুই চরণেতে দেয়। সুমধুর শব্দে সব কর্ণ যে যুড়ায়।। বিবাহ যোগ্য পর্ব্বতী দেখি হিমালয়। বিবাহ কাহাকে দিব ভাবেন হৃদয়।।

পার্ব্বতীর বিবাহ।

পয়ার। অন্যমত বিবাহেতে নারদ গমন। তাহার বিশেষ কহি শুন সর্ব্বজন।। কত দিন পরেতে নারদ তপোধন। হিমালয় পর্ব্বতেতে করিল গমন।। গিরীরাজ পাদ্য অর্ঘ দিয়া বসাইল। স্তব স্তুতি করি অতি সমাদর

কৈল ।। কন্যার বৃত্তান্ত সব কহে মুনিবরে। উপস্থিত মহামায়া জানিল অন্তরে ।। তত্রাপি নারদ মুনি করিয়া ছেলন। আন দেখি তব কন্যা করিব দর্শন ।। অন্তর্যামী ভগবতী জানিয়া অন্তরে। গমন করিল অগ্রে পিতার সত্বরে ।। দেখিয়া নারদ মুনি সন্তোষ হইল। মানসেতে মুনিবর প্রণাম করিল ।। মানসিক স্তব বহু করে তপোধন। অদ্য মোর সিদ্ধি হইল যো-গের সাধন ।। তুমি ত্রিজগৎ মাতা শুন গো জননী। ত্রিগুণ রূপিণী তুমি ত্রিগুণ ধারিণী ।। বেদ অগোচর মাতা তোমার মহিমা। বিধি বিষ্ণু শিব দিতে নাহি পারে সীমা ।। এইমতে বহু স্তব করে তপোধন। কন্যার বিবাহ কথা হিমালয় কন ।। তদপরে নারদ কহেন গিরীরাজে। ব্রহ্মলোক যাই আমি আসিব অব্যাজে। যোগ্যবর স্থির আমি করিয়াছি মনে। কন্যা উপযুক্ত বর হবে ত্রিলোচনে ।। শুনিয়া সন্তুষ্ট অতি হিমালয় হৈল। তথা হৈতে তপোধন ব্রহ্মলোকে গেল ।। ব্রহ্মার নিকটে সব করে নিবেদন শুনিয়া যে চতুর্ম্মুখ হৈল হৃষ্টমন ।। দেবগণ সহ ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠেতে গেল। বিবাহের বার্ত্তা সব নারায়ণে কৈল ।। মহা যোগে মহাদেব আছেন তৎপর উচিত যে হয় প্রভো কর গদাধর ।। অন্য কার সাধ্য নহে যোগ ভঙ্গ করে। কিমতে বিবাহ হবে দেব মহেশ্বরে ।। তদপরে নারায়ণ প্রযত্ন করিয়া। যোগ ভঙ্গ করে কামদেব পাঠাইয়া ।। তদন্তরে সর্ব্বদেব সহ লক্ষ্মীপতি। হিমালয়ে শিব সহ গেল শীঘ্রগতি ।। শুভক্ষণ দিন দেখি দিল বৃহস্পতি। হৃষ্টচিত্ত হইলেন পর্ব্বতের পতি ।। বিবাহের রাত্রে হয় স্ত্রীলোক আচার। আছয়ে যেমত নীতি পূর্ব্ব ব্যবহার ।। সভাতে বসিল আসি সব দেবগণ। তারমধ্যে বরপাত্র আছে ত্রিলোচন ।। সকলের শ্রেষ্ঠ শিব হয় সর্ব্বমতে। অঙ্গের আভাতে প্রজ্বলিত রত্ন হৈতে ।। চন্দ্রকে জিনিয়া মুখ মৃদু হাস্য তায়। দেবতার মধ্যে শিব অতি শোভা পায় ।। ত্রিলোচন ঢুল ঢুল যেন পড়ে খসি। আকাশ হইতে যেন চন্দ্র ভূমে আসি ।। দেখি সব নারীগণ অতি সুখী হৈল। স্ত্রী আচার মধ্যে মহাদেব আনাইল ।। স্ত্রীগণ মধ্যেতে শিব দাণ্ডাইয়া রয়। আসিয়া মেনকারাণী বরণ করয় ।। বরণের পাত্রেতে ইশেরমূল ছিল। ইশেরমূলের গন্ধে সর্প পলাইল ।। শিবের যে ব্যাঘ্রচর্ম্ম সর্পে আঁটা ছিল। ইশেরমূলের গন্ধে সর্প যে খসিল ।। উলঙ্গ হইল শিব স্ত্রীগণ মধ্যেতে। হেনকালে ব্রহ্মা তথা হৈল উপনীতে ।। পরাইল দিব্যবস্ত্র হাসে দেব দেব। বস্ত্র পরাইল অঙ্গে একি অসম্ভব ।। ব্রহ্মা কহে সদানন্দ শুন দয়াময়। বিবাহের কালে বস্ত্র পরিধান হয়। তদপরে হিমালয় করি

কন্যাদান। সকল দেবতাগণে করিল সম্মান॥ বরকন্যা পরেতে গেলেন বাসঘরে। দেবগণ গেল সব যার যেই পুরে॥ তদপরে মহাদেব গৌরীর সহিত। গিরিরাজ গৃহে সদা রহে আনন্দিত॥ এইমত বহুকাল গত হৈয়া যায়। কথোপকথনে কথা উপস্থিত হয়॥

অথ হর পার্ব্বতীর কাশী যাত্রা।

পয়ার। একদিন কৌতুকে আছেন নারীগণ। হেনকালে মেনকা যে পার্ব্বতীকে কন॥ গৌরী তব শ্বশুর আলয় কোথা হয়। বিশেষ জানিয়া তুমি কহিবে নিশ্চয়॥ মাতা স্থানে হেন বাক্য শুনিয়া পার্ব্বতী। মনোমধ্যে খেদ করি কহে শিবপ্রতি॥ পিতৃগৃহে কন্যা যদি বহু দিন থাকে। ক্রমে ক্রমে অপমান পায় অবশ্যকে॥ জামাতার উচিত না হয় সর্ব্বক্ষণ। শ্বশুর গৃহেতে বাস নিন্দার কারণ॥ পার্ব্বতীর হেন কথা শুনিয়া শঙ্কর। কাশী-পুরে আসিলেন শীঘ্রগতি হর॥ গৌরী সঙ্গে সদানন্দে আনন্দিত মন। কুতুহলে আসিলেন আনন্দ কানন॥ কাশীপুরী দেখি হরষিত মহামায়া। আনন্দের সীমা নাই কাশীপুরে গিয়া॥ প্রতিদিন ভ্রমণ করেন দুইজন॥ মহানন্দে আনন্দ কাননে সর্ব্বক্ষণ॥ পিতার আলয় গৌরী বিস্মরণ হৈল। ত্রিপুরারী সঙ্গে সদা আমোদে রহিল॥

অথ দক্ষ প্রতি বরদান।

পয়ার। কাশীতে তপস্যা করে দক্ষ মহাশয়। শিব কৃপা নহে এক যুগ গত হয়॥ শীর্ণকায় বৃক্ষন্যায় স্থির চিত্তে রয়। দেখি গৌরী মহাদেবে জিজ্ঞাসা করয়॥ ঘোরতর ধ্যান করে দেখি প্রশংসয়। শিব বলে তব পিতা দক্ষপতি হয়॥ এই বাক্য শুনি উমা শঙ্করে কহিল। কৃপাকর দক্ষরাজে ভবানী বলিল॥ তদপরে মহাদেব প্রসন্ন বদনে। বর লহ দক্ষ-পতি বলে পঞ্চাননে॥ সমাধি ভাঙ্গিয়া দক্ষ দেখেন শঙ্কর। বহুবিধ স্তব দক্ষ করেন সত্বর॥ অন্য বর নাহি চাহি শুন কৃপাময়। সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা কর দয়াময়॥ দক্ষের করুণা শুনি শিব হৃষ্টমতি। সন্তুষ্ট হইয়া তারে কহে পশুপতি॥ নিজপুরে যাহ দক্ষ কর অবধান। দেহান্তে তোমার হবে অবশ্য নির্ব্বাণ॥ আর কহি দক্ষপতি শুনহ সত্বর। তোমার স্থাপিত লিঙ্গ

হয় দক্ষেশ্বর ॥ স্ত্রী কিম্বা পুরুষ যদি দৃষ্টিমাত্র করে। সর্ব্ব অপরাধ হৈতে মুক্ত কলেবরে ॥ অচিরাতে মুক্তি পদ সেই নরে পায়। এতবলি মহাদেব নিজালয়ে যায় ॥ করিল গমন দক্ষপতি নিজালয়। সীতানাথ বসুদাস সদত চিন্তয় ॥ কিসে ত্রাণ হব ভব দুরন্ত জলধি। কৃপাকরি যদি কাশী লয় কৃপানিধি ॥ সর্ব্ব শাস্ত্র মতে এই আছয়ে প্রচার। প্রাণত্যাগ কাশীপুরে হইলে নিস্তার ॥ কোনমতে অবিমুক্তে যদি প্রাণ যায়। ভজন সাধন বিনে তাতে মুক্তি পায় ॥ এই আশা করি ভাষা কাশীখণ্ড ভাযি। যদি তনু ত্যাগহয় সেই বারাণসী ॥ নবতি অধ্যায় কথা সমাপ্ত হইল। শুনিলে লভয়ে মুক্তি ব্যাস যে বলিল ॥

ইতি শ্রীকাশীখণ্ডে অভীষ্টব্রতের প্রকরণ বিশ্বে-
শ্বর কামেশ্বর বিশ্বকর্ম্মেশ্বর দক্ষযজ্ঞ
ভঙ্গ দক্ষেশ্বর আদি লিঙ্গের
উদয় একাদশ সর্গ ॥

অথ পার্ব্বতীশ্বরোপাখ্যান।

পয়ার। কার্ত্তিকেয় কহেন অগস্ত্য মুনিবরে। পার্ব্বতীশ শিবলিঙ্গ হয় যে বিস্তারে॥ মহাদেব সহ কাশীপুরে আসি গৌরী। চক্রতীর্থ তটে শিবলিঙ্গ স্থাপ্য করি॥ তপস্যা করেন দেবী দেব ত্রিলোচনে। তদপরে মহাদেব আসি সেইস্থানে॥ প্রশংসা করেন শিব পর্ব্বত কন্যারে। যথা ইচ্ছা মনোনীত গৌরী লহ বরে॥ গৌরী বলে অন্যবর নাহি চাহি শম্ভু। তব পদদ্বয়ে চিত্ত থাকে যেন প্রভু॥ তদপরে দেবনাথ সন্তুষ্ট হৃদয়। পার্ব্বতীর প্রতি কহে দেব মৃত্যুঞ্জয়॥ তোমার যে এই লিঙ্গ হইল স্থাপিত যেই নরে ভক্তি করি পুজিবে নিশ্চিত॥ অহিকেতে মহা সুখভোগ যে তাহার। নানা সুখভোগ করে সেই অনিবার॥ পুত্র আকাঙ্ক্ষির পুত্র অবশ্য যে হয়। দারিদ্রের ধন হয় সর্ব্বপাপ ক্ষয়॥ অন্তে মুক্ত সেই নর অবশ্য হইবে। ব্যাসের বচন এই অন্যথা না হবে॥ তদপরে হর-গৌরী একত্র হইয়া। অবিমুক্তে ভ্রমণ করেন হর্ষ হৈয়া॥ একনবতি অধ্যায় হইল সমাপ্ত। শুনিলে সকল পাপে হয় নর মুক্তি॥

অথ গঙ্গেশ্বরোপাখ্যান।

পয়ার। গঙ্গেশ্বর শবলিঙ্গ যে প্রকারে হৈল। কার্ত্তিক বলেন ইহা অগস্ত্য শুনিল॥ যে কালেতে ভগীরথ গঙ্গাদেবী আনে। কাশীক্ষেত্রে আসি গঙ্গা ভাবেন আপনে॥ চক্রতীর্থে গঙ্গাদেবী গিয়া তদপরে। স্থাপিত করিল শিবলিঙ্গ মনোহরে॥ সদয় হইয়া শিব কহেন গঙ্গাকে। তব আগমনে ক্ষেত্র মাহাত্ম্য অধিকে॥ চক্রতীর্থ আর মণিকর্ণি যে আখ্যাতি। দর্শনেতে হইবেক সব জীব মুক্তি॥ গঙ্গেশ্বর যেই নর অর্চনা করিবে। দশ অশ্বমেধ ফল অনায়াসে পাবে॥ অন্তে মুক্তি হৈয়া তারা আসিবে কৈলাসে। ইহার অন্যথা নাহি কহিল নির্ব্বাসে॥ ইহা শুনি গঙ্গেশ্বরে শিব প্রবেশিল। তদবধি গঙ্গেশ্বর প্রকাশ হইল॥ দ্বিনবতী অধ্যায় হইল সমাপন। কাশীখণ্ড ভাষাতে শুনহ সর্ব্বজন॥

অথ সতীশ্বরোপাখ্যান।

পয়ার। ষড়ানন বলে শুন মুনি তপোধন। সতীশ্বর শিবলিঙ্গ উত্তর কথন॥ কাশীপুরে গিয়া সতী স্থাপিল মহেশ। দক্ষেশ্বর পশ্চিমেতে লিঙ্গের বিশেষ॥ আরাধনা করে সতী দেব ত্রিপুরারী। সতী নিকটেতে দেব গেল শীঘ্র করি॥ শিব দেখি মহাদেবী স্তব যে করিল। প্রসন্ন হইয়া শিব সতীকে বলিল॥ তোমার স্তবেতে মন হৈল অতি প্রীত। যথোচিত বর লহ তব মনোনীত॥ সতী বলে শুন প্রভো দেব পঞ্চানন। অন্য বরে নাহি আছে কিছু প্রয়োজন॥ তব পাদপদ্মে মগ্ন সদা রহে মন। কৃপাকরি এই বর দেহ ত্রিলোচন॥ শুনিয়া যে সদানন্দ কহেন তৎক্ষণ। আমি তব অর্দ্ধ অঙ্গ করেছি ধারণ॥ তব এই শিবলিঙ্গ হইল স্থাপিত। গন্ধ পুষ্প জল দিয়া যে জপে নিশ্চিত॥ মনোগত সিদ্ধি হবে কহিলাম সার। অচিরাতে নির্ব্বাণ হইবে শুন আর। সতীশ্বর শিবলিঙ্গ পূর্ণ যে আখ্যান। ত্রিনবতি অধ্যায় হইল সমাধান॥

অথ অমৃতেশ্বরোপাখ্যান ও অমুদ্বিজের কথন।

পয়ার। গুহ কহে শুন মিত্রা বরুণ নন্দন। অমৃতেশ শিবলিঙ্গ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হয়॥ যে প্রকারে শিবলিঙ্গ হইল প্রকাশ। বিশেষ শুনহ তার কহিব নির্যাস॥ অমুনামে এক দ্বিজ কাশীতে আছিল। অতি বৃদ্ধ কালেতে তাহার পুত্র হৈল॥ আচম্বিতে দ্বিজপুত্র সর্প ঘাতে মরে। শ্মশান ঘাটেতে পুত্রে আনে দ্বিজবরে॥ যথা পঞ্চনদতীর্থ আছে বিরাজিত। তাহার পশ্চিমে ঘাট হয় প্রকাশিত॥ দ্বিজবর পুত্রে রাখে শ্মশান ঘাটেতে। বহুবিধ শোক করে সন্তান নিমিত্তে॥ মনোমধ্যে বিচার করেন দ্বিজবর। পূর্ব্বাপরম্পরা আছে এইত বিচার॥ সর্পাঘাতে যেই জীবে দগ্ধ হয় প্রাণ। বিলম্ব করিয়া তারে করিবে দাহন॥ ইহা ভাবি দ্বিজবর বিলম্ব করিল। তদপরে পুত্র তার বাঁচিয়া উঠিল॥ মৃতপুত্র জীবন্ত দেখিয়া ব্রাহ্মণে। আশ্চর্য্য চিন্তন করে চমৎকৃত মনে॥ শ্মশানেতে নিরীক্ষণ করে দ্বিজবর। একান্ত চিত্তেতে দৃষ্টি রাখেন সত্বর॥ হেনকালে এক পিপীলিকা সেই স্থানে। অন্য মৃত পিপীলিকা মুখে করি আনে॥ মুখহৈতে মৃত পিপীলিকা শ্মশানেতে

ফেলিয়া রাখিল তাহা দেখে ব্রাহ্মণেতে।। মৃত পিপীলিকা বাঁচে অতি চমৎকার। স্থানের মাহাত্ম্য হবে করিল বিচার।। যে স্থানেতে দ্বিজপুত্র বাঁচিয়া উঠিল। সেস্থানে মৃত্তিকা দ্বিজ খনন করিল।। দেখে এক জ্যোতি রূপ লিঙ্গ বিল্বাকার। দেখিয়া বিস্ময় হৈল আনন্দ অপার।। অমৃতেতে শিবলিঙ্গ জ্যোতির্ম্ময় হয়। মৃত জন বাঁচে তথা আছয়ে নিশ্চয়।। কাশীতে অমৃতেশ্বর লিঙ্গ শ্রেষ্ঠ হয়। দর্শনেতে মুক্তিলাভ সর্ব্ব পাপক্ষয়।। কলিযুগে এই লিঙ্গ গুপ্ত যে হইবে। স্থানের মাহাত্ম্য কলে মুক্তিপদ পাবে।। অবিমুক্ত মণিকর্ণি স্নান করি নর। বরুণেশ্বর শিবলিঙ্গ পুজিবে সত্বর।। তার সম পুণ্যবস্তু নাহিক সংসারে। মুক্তিলাভ অনায়াসে হবে সেই নরে।। সোমবার ব্রত যদি সম্বৎসর করে। তাহার মানস সিদ্ধ হইবে সত্বরে।। স্বর্গেশ্বর জ্যোতীশ্বর আর মুক্তীশ্বর। সতীশ্বর পার্ব্বতীশ্বর অমৃতেশ্বর পর।। গঙ্গেশ্বর বরুণেশ্বর এই অষ্টলিঙ্গ। না থাকে পাপের লেশ শুনিলে প্রসঙ্গ।। সর্ব্ব-লিঙ্গ পরাপর এই অষ্ট হয়। দর্শনেতে মুক্তিপদ জানিহ নিশ্চয়।। দক্ষে-শ্বর শৈলেশ্বর আদি চতুর্দ্দশ। ত্রয়োদশ কোটি লিঙ্গ হয়েন মহেশ।। এই সব লিঙ্গ হয় ক্ষেত্রেতে তারক। ভজন জীবের হয় দুর্গতি আশক্ত।। অব-শেষে অনায়াসে মুক্তিলাভ হয়। শিবের বচন এই নাহিক সংশয়।। মোক্ষ-ক্ষেত্র বারাণসী লিঙ্গ সবময়। দর্শনেতে মুক্তি পদ অনায়াসে হয়।। এই বাক্য শিবউক্ত সত্য জ্ঞান করি। সতত যে চিন্তা করে মুক্তি কাশীপুরী।। চতুর্নবতী অধ্যায় হইল সমাপ্ত। শ্রবণেতে অনায়াসে কাশীপুরী প্রাপ্ত।।

অথ বেদব্যাসের কাশী যাত্রা ও ভুজস্তম্ভ।

পয়ার। অগস্ত্যকে কহে পরে পার্ব্বতী নন্দন। ব্যাসের আখ্যান শুন মুনি তপোধন।। একদিন ব্যাসদেব অতি তুষ্ট হৈয়া। নৈমিষারণ্যেতে গেল শিষ্যগণ লৈয়া।। তথাতে আছিল যত মহাঋষিগণ। বিধিমতে বিচার করি-ল তপোধন।। তদপরে কহে ব্যাস ঋষির সাক্ষাতে। বাসুদেব শ্রেষ্ঠ কেহ নাহিক শাস্ত্রেতে।। নৈমিষারণ্যেতে বাস করিছে যতেক। পাশুপত সিদ্ধ যোগী আছেন অনেক।। সকলে বলেন ব্যাস যুক্তি নাহি হয়। অক্ষয়ের সার শিব এইত নির্ণয়।। তদপরে ব্যাসদেব বলেন বচন। সর্ব্বশাস্ত্রে দেখ মূল হয় নারায়ণ।। তদন্তরে তীর্থবাসী যোগীগণ বলে। শুন ব্যাস মুনি আদি পণ্ডিত সকলে।। কাশীপুরে গিয়া এই বাক্য যদি কহ। বাসুদেব

শ্রেষ্ঠ তুমি নিশ্চয় বলহ ॥ তবে আমি জানিলাম শ্রেষ্ঠ নারায়ণ। হেনবাক্য শুনি ব্যাস চলিল তৎক্ষণ ॥ দশসহস্র শিষ্য সঙ্গে অতি হুলোস্থল। নারায়ণ নারায়ণ স্মরে শিষ্যগণ ॥ কাশীপুরে গেল ব্যাস আনন্দ হৃদয়। বাসুদেব হৃষীকেশ সদত চিন্তয় ॥ বারাণসী মধ্যে ব্যাস শিষ্য সঙ্গে করি। অঙ্গুলি উত্থানে বলে বল হরি হরি। মুকুন্দ অচ্যুত বিষ্ণু দামোদর আর। হৃষীকেশ যদুনাথ সর্ব্ব শাস্ত্র সার। দেবতা মধ্যেতে শ্রেষ্ঠ হয় নারায়ণ। এই বাক্য বলি ব্যাস ঊর্দ্ধবাহু হন ॥ তদপরে নন্দী আসি কণ্ঠরোধ করে। ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া রহে নাহি হস্ত সরে। ব্যাসদেব প্রমাদ দেখিল। তৎক্ষণ। হৃদয়ে চিন্তিয়া বলে রক্ষ নারায়ণ ॥ হেনকালে নারায়ণ আসি সেই স্থানে। সুস্থ করি বলে ব্যাস শুন সাবধানে। সকলের মূল জান দেব ত্রিলোচন। তাঁহার স্মরণ কর হইবে রক্ষণ। এই উপদেশ শুনি মুনি তপোধন। মনোযোগে বলে শঙ্কর পঞ্চানন। তুমি প্রভো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদের বচন। অপরাধ ক্ষমা করি করহ রক্ষণ। ব্যাসদেব হেন স্তব শুনি মহাদেবে। নন্দীকে কহেন আজ্ঞা ভূতনাথ তবে ॥ ব্যাসদেব সাক্ষাতে আছেন নারায়ণ। হস্ত কণ্ঠ তুমি শীঘ্র করহ মোচন ॥ তদপরে নন্দীশ্বর শিবআজ্ঞা নিয়া। ব্যাস হস্ত কণ্ঠে দিল মোচন করিয়া ॥ তদপরে ব্যাস হৈল শিব পরায়ণ। ঘণ্টাকর্ণ হ্রদে কৈল লিঙ্গের স্থাপন ॥ ঘণ্টাকর্ণ হ্রদে স্নান করে যেই নর। ব্যাসেশ্বর শিবলিঙ্গ অর্চনা অন্তর ॥ তাহার ফলের কথা লিখনে না যায়। অন্তে কাশীপ্রাপ্তি হয় শুনহ নিশ্চয় ॥ পঞ্চনবতি অধ্যায় সমাপ্ত হইল। শুনিলে লভয়ে মুক্তি ব্যাস যে বলিল ॥

ব্যাস কর্ত্তৃক তীর্থ প্রশংসা চান্দ্রায়ণ ব্রত কথন।

পয়ার। অগস্ত্য বলেন শুন দেব ষড়ানন। শিব ভক্তি পরযদি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ॥ যদি ক্ষেত্রে সন্ন্যাস করিল তপোধন। ক্ষেত্রে রহস্য জান প্রভাব দর্শন ॥ ভবানীর প্রধান যদি ব্যাসদেব হবে। তবে কেন কাশী প্রতি অভিশাপ দিবে ॥ স্কন্দবলে সত্য প্রশ্ন করিয়াছ মুনি। বিস্তারিত কহিব শুন ব্যাসদেব বাণী ॥ যদবধি নন্দী ব্যাসভুজস্তম্ভ কৈল। তদবধি ব্যাস বিশ্বেশ্বর পর হৈল ॥ কাশীতে অনেক তীর্থ লিঙ্গ সংখ্যা হীন। তথাপি সেবিবে বিশ্বেশ্বর [illegible]. মণিকর্ণি স্নান নিত্য আবশ্যক করে। তীর্থ মণিকর্ণি লিঙ্গ [illegible] ॥ হেনকালে ব্যাস বল্ল কানে দুই শিরে। বিশ্বেশ্বর [illegible] নিত্য সেবা করে ॥ বাক্যজাল ব্যাপি

ব্যাস প্রাপ্তহয়ার নিস্তি। নির্ব্বাণ মণ্ডপে শিব মহিমা আখ্যাতি ॥ শিষ্যের আজ্ঞাতে কাশী মাহাত্ম্য বর্ণন। করেন সতত ব্যাস শিব পরায়ণ ॥ এই ক্ষেত্রে কৃতকর্ম্ম ক্ষয় নাহি হয়। অতএব শুভ কর্ম্ম সর্ব্বদা করয় ॥ ক্ষেত্র সিদ্ধ ইচ্ছা যেবা করে যেই নরে। যাবজ্জীব মণিকর্ণি কভু নাহি ছাড়ে ॥ চক্রতীর্থে প্রতিদিন করিবেক স্নান। পত্র পুষ্প ফল জল বিশ্বেশ্বরে দান ॥ স্বর্ণাশ্রম কোন ধর্ম্ম না করিবে ত্যাগ। নিত্য কাশী মাহাত্ম শুনিবে মহাভাগ ॥ যথাশক্তি দান দিবে অতি পুলোকিতে। করিবেক অন্ন দান বিঘ্ন বিনাশিতে ॥ সতত করিবে ক্ষেত্রে পর উপকার। পর্ব্বেতে বিশেষ স্নান দানাদি বিস্তার ॥ মহা মহোৎসব আর বিশেষ পুজন। করিবে বহুল যাত্রা দেবতা অর্চ্চন ॥ না কহিবে ক্ষেত্রে কটুবাক্য কার প্রতি। পরদার পরদ্রব্যে না করিবে মতি ॥ পরাপবাদ পরে দ্বেষ না করিবে। ক্ষেত্রমধ্যে মিথ্যাকথা কভু না কহিবে ॥ তবে মিথ্যা কহিবেক প্রাণরক্ষা তরে। ত্রৈলোক্য রক্ষণ ফল এক রক্ষা করে ॥ ক্ষেত্রেতে সন্ন্যাস করি বাস কাশীপুরে। রুদ্রমূর্ত্তি জীবন্মুক্ত জানিবে তাহারে ॥ সে সকল নমস্কার্য্য পুজনীয় হয়। সে সব তুষিতে বিশ্বেশ্বর তুষ্ট হয় ॥ দূরে থাকি কাশীবাসীজন উপকার। করিবেক কাশীপ্রাপ্তি ইচ্ছা থাকে যার ॥ ইন্দ্রিয়ের প্রসারণ করিবে বারণ মানস চাপল্য দূরে করিবে ত্যজন ॥ না করিবে মরণ আকাঙ্ক্ষা কদাচিত। মোক্ষ ইচ্ছা না করিবে হবে সাবহিত ॥ না করিবে শরীর পোষণ সমুদায় করিবে শরীর পুষ্টি চেষ্টা সর্ব্বদায় ॥ ব্রত স্নান সিদ্ধ হেতু শরীর সামর্থ। দীর্ঘ আয়ু চিন্তিবেক তপস্যার অর্থ ॥ আত্ম রক্ষা করিবেক ধর্ম্ম বৃদ্ধি তরে একদিনে যেই পুণ্য লভে কাশীপুরে ॥ শত বৎসরের সেই পুণ্য অন্যস্থানে আজীবন অন্যত্র যোগের অভ্যাসনে ॥ এক প্রাণায়ামে কাশী যেই ফল হয়। ইহাতে অন্যথা নাহি কহিল নিশ্চয়। যে পুণ্য আজন্ম তীর্থ স্নান করি হয়। এক স্নানে চক্রতীর্থে সে ফল লভয় ॥ পূজিয়া সকল লিঙ্গ যে ফল আছয়। একবার বিশ্বেশ্বর পুজি সেই হয়। অন্যত্র সহস্র জন্মে যে পুণ্যোপার্জ্জন। তাহাতে অধিক জান বিশ্বেশ্বর দরশন ॥ কোটি গোদানেতে যেই পুণ্যলাভ হয়। সেই পুণ্য হয় বিশ্বেশ্বর যে দেখয় ॥ মহা দান ষোড়শ করিলে যেই ফল। বিশ্বেশ্বর পুষ্পদানে সে পুণ্য সকল ॥ অশ্বমেধ আদি যজ্ঞ করি যদি ফল। পঞ্চামৃত বিশ্বেশ্বর স্নানে সেই ফল ॥ বাজপেয় সহস্রেতে যে সুকৃত হয় ॥ বিশেষে নৈবিদ্য দানে সে পুণ্য ঘটয়। চন্দ্রাতপ, চামর ধ্বজাদি সমর্পণে। এক ছত্র রাজ্য তার হইবে ঘটবে। মহাপূজা উপহার যে করে

অর্পণ। সম্পত্তি সন্তাপ তারে না ছাড়ে কখন ॥ সর্বকুণ্ড কুসুম আগিচা হয়ে সেবা। কল্পবৃক্ষ তাহার অঙ্গনে করে সেবা ॥ সুখে স্নান করে সেবা দেহ দান করে। বৈসে পিতৃলোক ক্ষীর সমুদ্রের তীরে ॥ বিশ্বেশ্বর মন্দিরেতে চিত্রলিপি করে। বিচিত্র মন্দির তার কৈলাসেতে পরে ॥ সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ অতিথি করাবে ভোজন। একজনে কোটি জন ফল যে লক্ষণ ॥ বিশ্বেশ্বরে তপ জপ দান আদি যত। আর কোটিগুণ ফল জানিবে বিহিত ॥ প্রণব চিন্তনে যত পুণ্য সমুদয়। তাহার অবধি আমি না জানি নিশ্চয় ॥ উত্তর বাহিনী স্নান কাশীবাস নিত্য। আপদেহ না ছাড়িবে কাশী কদাচিত ॥ সর্বাপদ হত। বিশ্বেশ্বর প্রভু যাতে। বিষম আপদ তথা নাহি থাকে তাতে ॥ স্নান দান আদি নিত্য অবাধে করিবে। কাশী কুকর্ম্ম হতে মহাবল পাবে ॥ ব্রত উপবাস আদি সযত্নে করিবে। ইন্দ্রিয় বিকার বাধা যাতে দূর হবে ॥ কাশীপুরে হয় যদি ইন্দ্রিয় বিকার। তবে কাশীবাস সিদ্ধি না ঘটে তাহার ॥ অগস্ত্যেরে শুন পার্ব্বতী নন্দন। চান্দ্রায়ণ আদি ব্রত ব্যাস তপোবন ॥ যে রূপ করিবে তাহা কহ মোর প্রতি। স্কন্দ বলে শুনহ অগস্ত্য মহামতি ॥ যে সকল ব্রত হতে দেহ শুদ্ধি হয়। বিস্তারিত কহি শুন একাগ্র হৃদয় ॥ এক দিন একাহার পরদিন নক্ত। এক দিন ভোজন করিবে অযাচিত ॥ এক দিন উপবাস করিবে সংযুত। পাদ কৃচ্ছ নাম এই শাস্ত্রের বিহিত ॥ বট পত্র জল পান করি এক দিনে। এক দিন উড়ুম্বর পত্র জলপানে ॥ এক দিন কমল দলের জল খাবে। এক দিন কুশজল পুনঃ খুঁজে তবে। পিবেক গোমূত্র তক্র জল শক্তু আর। প্রতিদিন পর্ণকৃচ্ছ বিহিত আচার ॥ মধ্যে মধ্যে এক এক করি উপবাস। সৌম্য কৃচ্ছ নাম এই বিধির প্রকাশ ॥ দিবসে প্রাতে করিবেক হবির প্রাশন। আর দিনত্রয় করিবে ভোজন। করিবেক অতিকৃচ্ছ্র্য অন উপবাস। পুনস্ত্রয় দিনে খাবে এক এক গ্রাস ॥ তদ পরে দিনত্রয় করি উপবাস। অতিকৃচ্ছ্র শাস্ত্রেতে বলিছে নিরূপণ। এক বিংশ দিনে পয়ঃ ভোজন করিবে। দ্বাদশাহ উপবাস পারক জানিবে ॥ দিনত্রয় প্রাতঃকালে ভোজন করিবে। দিনত্রয় সায়ংকালে ভোজন জানিবে ॥ দিনত্রয় অযাচিত করিবে ভোজন। দিনত্রয় উপবাস প্রাজাপত্য হন ॥ গোমূত্র গোময় দুগ্ধ দধি ঘৃত আর। কুশোদক এক দিন করিবে আহার ॥ এক রাত্রি উপবাস কৃচ্ছ্র সান্তপন। [illegible] শুনহ বচন ॥ সান্তপন সর্ব্ব [illegible] দিনে খাবে। উপবাস [illegible] সান্তপন হবে ॥ উক্ত জল দিন এক [illegible] পান [illegible] দিন

ত্রয় উষ্ণাহার করিবে আদান॥ উষ্ণ ঘৃত দিনত্রয় খাইবে সাদরি। দিনত্রয় থাকিবেক পবন আহারি॥ অলক্ষীর এক পল ঘৃতপল দ্বয়। এই মানে খাবে সপ্তকৃচ্ছ্র তাকে কয়॥ গোমূত্র সহিত যব জবায় ভক্ষণ। ঐকাহিক কৃচ্ছ্র এই শরীর শোধন॥ হইয়া উর্দ্ধান হস্ত বায়ু ভক্ষ দিনে। রাত্রিযোগে জলেতে থাকিবে সাবধানে॥ প্রাজাপত্য ব্রত পুণ্য সম পুণ্য হয়। হেন নিরূপণ দেখ শাস্ত্রেতে নিশ্চয়॥ কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস হ্রাস করে। শুক্ল পক্ষে এক এক গ্রাস বাড়ে পরে॥ উপস্পর্শ করিবেক নিত্য ত্রিসবন। বিধান করিল এই ব্রত চান্দ্রায়ণ॥ শুক্লপক্ষে গ্রাস বৃদ্ধি কৃষ্ণপক্ষে হ্রাস। চান্দ্রায়ণে অমাবস্যা দিনে উপবাস॥ চতুঃসপ্ত পিণ্ড স্বায়ং প্রাতঃকালে খাবে। শিশু চান্দ্রায়ণ নাম ব্রত এই ভাবে॥ মধ্যাহ্ন সময়ে খাবে পিণ্ড হবিষ্যান্ন। প্রতিদিন অষ্ট অষ্ট অতি চান্দ্রায়ণ॥ যে কোন রূপেতে পিণ্ড ত্রিরশীতি খায়। একমাস আহারেতে চন্দ্রলোক পায়॥ জলে দেহ শুদ্ধি সত্যে চিত্ত শুদ্ধি হয়। বিদ্যা তপস্যাতে ভূত আত্মাকে শোধয়॥ জ্ঞানেতে বুদ্ধির শুদ্ধি হয় সেই জ্ঞান। কাশীবাসে ঘটে এই শাস্ত্রের প্রমাণ॥ বিশ্বেরকরুণোদয় কাশী সেবি হয়। কর্ম্ম নির্ম্মূল লক্ষণ লভে মহোদয়॥ অতি যত্নে কাশীতে করিবে স্নান দান। তপ জপ ব্রত আর শুনিবে পুরাণ॥ স্মৃত্যুক্ত বর্ত্তেব সদা করিবে সেবন। অনুক্ষণ করিবেক বিশ্বেব চিন্তন॥ ত্রিকালে পূজিবে নিজ লিঙ্গের স্থাপন। সাধু সঙ্গে সর্ব্বদা করিবে আলাপন॥ শিব শিব জপ্য সদা অতিথি সৎকার। তীর্থবাসী সঙ্গে মৈত্র করিবে বিস্তার॥ অস্তি বুদ্ধি মানামানে সমান বোধয়। অকামিতা অলৌকিত্য সতত বিনয়॥ অবাগিয়া অহিংসন অনুগ্রহ গতি। প্রতিগ্রহ পরাঙ্মুখ অদম্ভিতা অতি॥ অযোচিত সমাগম মাৎসর্য্য বিহীন। অলোভিতা অমালস্য বারুষ্য অদীন। ক্ষেত্রবাসী এই সব সাধুবৃত্তি ধর্ম্ম। আচরণ করিবেক সদা সাধুকর্ম্ম॥ প্রত্যহ শিষ্যের প্রতি সধর্ম্ম কথন। ত্রিসবন স্নান নিত্য ভিক্ষা রূপাশন॥ লিঙ্গ পূজা পর কাশীবাস করে ব্যাস। তাহাতে জানিতে মনে কৈল কীর্ত্তিবাস॥

অথ ব্যাসের ভিক্ষা বারণ।

পয়ার। অন্নপূর্ণা প্রতি আদেশিলা বিশ্বেশ্বরে। আজি আগে ভিক্ষা বন্ধ কর কাশীপুরে॥ তবে শিববাক্যে শিবা করি [illegible] ব্যাস ভিক্ষা হেতু করিলেক প্রতিকার॥ শিষ্য সঙ্গ যান [illegible] ভিক্ষা [illegible] কোন

গৃহে ভিক্ষা না পাইল তপোধন ॥ অন্য ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা প্রতি গৃহে পায়। সশিষ্য বসের ভিক্ষা না ঘটিল তায় ॥ সায়াহ্নের কর্ম্ম করি শিষ্য সহ আনি। দিবা রাত্র উপবাস রহিলেন মুনি ॥ পরদিন মধ্যাহ্নিক যায় সমর্পিয়া। ভিক্ষা জন্যে চলে ব্যাস শিষ্যগণ লৈয়া ॥ ভ্রমিল সকল পুরী প্রতি দ্বারে দ্বার। কোনখানে না পাইল সন্ধান ভিক্ষার ॥ ভ্রমিয়া হইল শ্রান্ত ব্যাস তপোধন। চিন্তিত হইল অতি ভিক্ষার কারণ ॥ শিষ্যগণ সম্বোধিয়া বলিতে লাগিল। বুঝি তোমা সবে ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইল ॥ কি বৃত্তান্ত নগরে জানহ জিজ্ঞাসিয়া। দুই দিন ভিক্ষা বন্ধ কিসের লাগিয়া ॥ দুর্ভিক্ষ হইল কিবা রাজদণ্ড হৈল। ঈর্ষা করি কেহ কিম্বা ভিক্ষা বন্ধ কৈল ॥ উপসর্গে কিবা দুস্থ হৈল প্রজাগণ। জানিয়া সকল বার্ত্তা আইস এখন ॥ দুই তিন জন শিষ্য গুরু আজ্ঞামতে। নগরে জানিয়া বার্ত্তা কহিছে গুরুতে ॥ শিষ্যগণ বলে শুন গুরু মহাশয়। কাশীপুরে না দেখিনু দুর্ভিক্ষ উদয় ॥ যথাতে আছেন বিশ্বেশ্বর সুরধনী। তথাতে তোমার বাস করে ঋষি মুনি ॥ নগরেতে দেখি ধন ধান্যের সঞ্চয়। ভোগ মোক্ষ পরিপূর্ণ হইল বিস্ময় ॥ ত্রিজগতে দুর্লভ যে সব বস্তু হয়। সুলভ কাশীতে সেহ দেখিল নিশ্চয় ॥ বিদ্যার সদন কাশী লক্ষ্মীর আলয়। মুক্তিক্ষেত্র কাশীপুরী কাশী ব্রহ্মময় ॥

অথ কাশীতে ব্যাসের শাপ ও অন্ন ভিক্ষা।

পয়ার। স্কন্দবলে অগস্ত্য শুনহ সাবধানে। শিষ্যকথা শুনি ব্যাস ক্রোধ হৈল মনে ॥ ক্ষুধানলে জ্বলিত হইয়া তপোধন। কাশীপ্রতি অভিশাপ করিল তৎক্ষণ ॥ কাশীপুরে ত্রৈপুরুষ বিদ্যা না হইবে। ত্রৈপুরুষ লক্ষ্মীর বসতি না থাকিবে ॥ ত্রৈপুরুষে মুক্তি না হইবে কাশীপুরে। কাশীপ্রতি হেন শাপ দিল মুনিবরে ॥ বিদ্যাধন মুক্তি গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া। ভিক্ষা নাহি দিল লোকে অবিজ্ঞা করিয়া ॥ হেনমতি হৈয়া শাপ ব্যাসদেব দিল। শাপ দিয়া পুনরপি ভিক্ষায় চলিল ॥ ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া ভ্রমিল সব পুরী। কোন স্থানে ভিক্ষা কেহ না দিল সাদরী ॥ দিবাদেশ দেখিয়া লোহিত দিবাকর। ভিক্ষা পাত্র ক্ষেপণ করিল মুনিবর ॥ আশ্রমে চলিল মুনি নির্ব্বিত হৈয়া। দেখিলেন দেবী তাকে দ্বারেতে বসিয়া ॥ দেবাবাল অদ্য কিছু ভিক্ষু না দেখিল। অতিথি অপ্রাপ্ত পতি উপবাস রৈল ॥ বলি বৈশ্বদেশানে অতিথি অপেক্ষা। বসিয়া আছেন গৃহী কর এথা ভিক্ষা ॥ অতি-

খি না করি গৃহী অন্ন যদি খায়। পিতৃগণ সহিত নরকেতে সেই যায়॥ শীঘ্র করি আগমন কর মুনিবর। পতি মম বৃদ্ধ অতি ক্ষুধাতে কাতর॥ অতিথি হইয়া শীঘ্র রাখহ জীবন। হেন কথা শুনি গত ক্রোধ তপোধন॥ বিস্ময় হইয়া তাকে জিজ্ঞাসা করয়। জননী কে বট তুমি কহত নিশ্চয়॥ না দেখেছি কখন তোমাকে কোনস্থানে। ধর্ম্মময়ী মূর্ত্তি তুমি লয় মোর মনে॥ না হবে কখন তুমি প্রাকৃত রমণী। তুমি ইষ্টদেবী মাতা জগৎ মোহিনী॥ দেখিলে সে হবে তুমি কি মম চিন্তনে। আহ্লাদ হইল অতি তোমার দর্শনে॥ তব বাক্য রক্ষা আমি অবশ্য করিব। তপস্যা বিনে যাহা বল তা করিব॥ তোমা সকলের বাক্য ক্ষতি নাহি করে। কে তুমি বটহ সত্য বলহ আমারে॥ এত শুনি গৃহিণী বলিল মুনিবরে। এই গৃহস্থের ভার্য্যা জানহ আমারে॥ শিষ্য সহ ভিক্ষা পর্য্যটন করি নিত্তে। আমি তোমা দেখি তুমি নহে অন্ত চিত্তে॥ বহু বাক্য প্রয়োজন কিছু নাহি করে। অস্তাচল যাবৎ না যাবে দিবাকরে॥ তাবত অতিথি হৈয়া করহ ভোজন। অতি বৃদ্ধ পতি মম রাখহ জীবন॥ এতশুনি মুনি নাম শুনহ বচনে। অগ্রেতে নিয়ম মোর করি নিবেদন॥ আমার নিয়ম যে যদ্যপিতে হয় রক্ষা। অন্যথা না হয় তবে করি এক ভিক্ষা॥ তপস্বী বচন শুনি কহে ভগবতী। তব কি নিয়ম শীঘ্র বল মহামতি॥ পতির প্রসাদে মোর ত্রুটি কিছু নাই। হেন শুনি মুনি বলে ভবানীর ঠাই॥ অযুত শিষ্যের সঙ্গ আমার ভোজন। সূর্য্য অস্ত না হইতে দিবে যেইজন॥ তবে ভিক্ষা করি আমি এইত নিয়ম। এতশুনি বলে দেবী চল মমাশ্রম॥ বিলম্ব না কর শীঘ্র আন শিষ্যগণ। শুনি মুনি পুনর্ব্বার করে নিবেদন॥ যাহাতে আমার শিষ্যগণ তুষ্ট হয়। অন্নপান আদি তাব কি আছে সঞ্চয়॥ ঈষদ হাসিয়া দেবী কহে মুনিবরে। পতির প্রসাদে সর্ব্ব সিদ্ধ মোর ঘরে॥ চল শীঘ্র করি আন অন্নার্থী সকল। অতি বৃদ্ধ পতি হৈল ক্ষুধাতে বিকল॥ সূর্য্য অস্ত না হইতে করহ ভোজন শুনি হৃষ্ট হয়ে মুনি আনে শিষ্যগণ॥ সকল অতিথি বলে চলহ সকলে। যাবৎ না যায় দিবাকর অস্তাচলে॥ এতবলি পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। পদ প্রক্ষালন করি ভোজনে বসিল॥ অতি অনুপম যত দ্রব্য পরিপাটি। ভোজন করিল সবে না হইল ত্রুটি॥ খাইতে না পারি আর না ধরে উদরে। হেন বলি ব্যাঘ্র ঝম্প পাত্রের উপরে॥ কখন ভোজন হেন না করেছি আর। পরস্পর হেন বলি খাইল অপার॥ তদপরে পাত্র ত্যাগ করি আচমন। তাম্বুল চন্দনাদি করিল গ্রহণ॥ সায়ংসন্ধ্যা করিয়া বসিল

দ্বিজগণ। আশীর্ব্বাদ করিয়া গমনে কৈল মন।। বুঝিয়া গৃহস্থ গৃহীণীকে সম্বোধিল। ইঙ্গিত বুঝিয়া দেবী ব্যাসে জিজ্ঞাসিল।। তীর্থবাসী মোক্ষ ধর্ম্ম কহ মুনিবর। যেমতে করিব তীর্থবাস নিরন্তর।। ব্যাস বলে শুন মাতা করি নিবেদন। পতি পরিচার্য্য মোক্ষ ধর্ম্মেতে গণন।। সর্ব্ব ধর্ম্ম জান তুমি পতি সেবাবলে। যদি জিজ্ঞাসিলে মোরে শুন কুতুহলে।। তব পতি বৃদ্ধ অতি সুস্থ যাতে হয়। সকল ধর্ম্মেতে সেই মোক্ষ ধর্ম্মচয়।। গৃহিণী বলেন সত্য পতিসেবা ধর্ম্ম। জিজ্ঞাসি সামান্য ধর্ম্ম কহ তার মর্ম্ম।। ব্যাস বলে শুন বলি ধর্ম্ম সাধারণ। দান ধ্যান দয়া ধর্ম্ম আদি আচরণ।। কাম ক্রোধ বিনিগ্রহ অনুদ্বেগ বাণী। পরোৎকর্ষ সহিষ্ণুতা ধর্ম্মেতে বাখানি।। বিচার্য্য করিয়া আদি ধর্ম্মেতে গণন। সদাকাল নিজভাগ্য উদয় চিন্তন।। গৃহস্থ বলেন শুন মুনি মহাশয়। তোমাতে এসব ধর্ম্মে কি কর্ম্ম আছয়।। শুনি মুনি স্থগিত হইল বাক্য নাই। গৃহস্থ বলিল পুনঃ বলনা গোঁসাঞি।। তুমি যে কহিলা যদি এই ধর্ম্ম হয়। তোমাতে এসব ধর্ম্ম আছে যে নিশ্চয়।। দাস্ততা তোমাতে দেখি আছে শাপ দান। দয়া ধর্ম্ম তোমাতে উত্তম অধিষ্ঠান।। কাম ক্রোধ বিগ্রহে তোমার সম্ভাবনা। উদ্বেগ বর্জ্জিত বাক্য তোমাতে ভাষণা।। বিচার্য্য করিতা পর উৎকর্ষ সহন। তোমাতে আছে যে ভাগ্য উদয় চিন্তন।। যা হৌক তা হৌক মোর এক কথা বল। আপনা অভাগ্য অর্থ সিদ্ধি নাহি হৈল।। তাতে ক্রোধ হৈয়া যেবা দেয় অভিশাপ। সে শাপ কাহাকে হবে কে ভুঞ্জিবে পাপ।। ব্যাস বলে অভাগ্যেতে অর্থ না লভয়। এই ক্রোধ করে যদি অভিশাপ দেয়।। সে শাপ হইবে অভিসম্পাতার উপরে। হেন শুনি গৃহস্থ কহিছে মুনিবরে।। তুমি পর্য্যটিয়া ভিক্ষা না পাইলে যদি। কাশীবাসিজন সব কিবা অপরাধি।। শুনহ তপস্বী মম রাজধানী কাশী। উৎকর্ষণা নহে যেবা এই স্থানে বসি।। যত অভিশাপ সব সে জনে ঘটয়। আমার নগরে কভু শাপ নাহি হয়।। না থাক এস্থানে তুমি চল অন্য ঠাঁই। কাশীবাস যোগ্য ধর্ম্ম তুমি কর নাই।। এই ক্ষণে বিনির্গত হও ক্ষেত্র হৈতে। মোক্ষের সাধন ক্ষেত্র অযোগ্য তোমাতে।। কাশীবাসি প্রতি যেবা দৌরাত্ম করয়। তার পরিপাক রুদ্র পিশাচেতে হয়।। হেন শুনি কম্পিত হইল তপোধন। গৌরীর চরণে ধরি লইল স্মরণ।। ত্রাহি ত্রাহি বলি মুনি কান্দিতে লাগিল। স্তুতিবাদ করি মুনি কাতর হইল।। বল মাতা শম্ভুবাণী বৃথা নাহি হয়। জানিহ শরণাগত অধম তনয়।। তবে

এক সংস্থান করহ মোর তরে। চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে আসি কাশীপুরে॥ তববাক্য মহাদেব না করে লঙ্ঘন। এতবলি দৃঢ় করি ধরিল চরণ॥ তবে শিবা শিবমুখ ইঙ্গিতে দেখিল। তথাস্তু বলিয়া দোঁহে অন্তর্ধান হৈল॥

অথ ব্যাসের কাশীত্যাগ।

পয়ার। তবে ব্যাস ক্ষেত্রহৈতে বাহির হইল। কাশী দৃষ্ট হৈয়া অতি নিকটেতে রৈল॥ চতুর্দ্দশী অষ্টমী তিথিতে নিরন্তর। কাশীতে আসিয়া বাস করে মুনিবর॥ লোলার্কের অগ্নিকোণে গঙ্গা পূর্ব্বতীরে। অদ্যাপি রহিয়া ব্যাস দেখে কাশীপুরে॥ স্কন্দ বলে অগস্ত্য করহ অবধান। এই মতে কাশীপুরে ব্যাস শাপ দেন॥ ক্ষেত্রে শাপ করি ক্ষেত্রে বাহির হইবে অতএব ক্ষেত্র স্তুতি সতত করিবে॥ কাশীর স্তবনে শুভকর্ম্মের উদয়। অভিশাপে অভিশাপ তাহাতে কি হয়॥ ব্যাস শাপ বিমোচন এই যে অধ্যায়। শুনি দুর্গ উপসর্গ তরে মুক্তি পায়॥ অম্বিকানিবাসী সীতানাথ বসুদাস। করিল ভাষাতে কাশীখণ্ডের প্রকাশ॥ ব্রহ্মানন্দে ভাবে ব্রহ্মানন্দ কন্দ পায়। সমাপিত হইল ষণ্নবতি অধ্যায়॥

ইতি ষণ্নবতি অধ্যায় নামঃ সমাপ্তঃ।

অথ বহুবিধ লিঙ্গকথন।

পয়ার। অগস্ত্য বলেন শুন দেব ষড়ানন। ব্যাসের তপস্যা শুনি হৈল চিত্রমন॥ আনন্দ কাননে তীর্থ যতেক আছয়। যতেক আছয় লিঙ্গ কহ মহাশয়॥ এই কথা পূর্ব্বে শিবা শিবে জিজ্ঞাসিল। কহি শুন সেই কথা শঙ্কর কহিল॥ দেব বলে শুন দেবী লিঙ্গতীর্থ নাম। জলাশয় হয় তীর্থ লিঙ্গ সন্নিধান॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু অর্ক শিব গণেশ প্রভৃতি। শিবলিঙ্গ স্থিতি যথা সেই তীর্থ খ্যাতি॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সূর্য্য চন্দ্রী লম্বোদর। এই সব মূর্ত্তি শিব লিঙ্গ মূর্ত্তিধর॥ এসকল সন্নিধান তীর্থের কারণ। কাশীতে প্রথম তীর্থ মহাদেব হন॥ তাহার উত্তরে সারস্বত তীর্থ আছে। মূর্ত্তিমতি পশ্চিমাংশে কাশী তারাকাছে॥ মহাদেব পূর্ব্বে লিঙ্গ গোপ্রেক্ষ নামেতে। আছয়ে দধিচীশ্বর তার দক্ষিণেতে॥ তাহার দক্ষিণে আছে লিঙ্গ অত্রীশ্বর। গোপ্রেক্ষ পূর্ব্বেতে আছে বিশ্বর ঈশ্বর॥ তাহার পর্ব্বেতে দেবেশ্বরের বস-

তি। তাহার উত্তরে আদি কেশবের স্থিতি॥ উত্তরে সঙ্গমেশ্বর আছে যে তাহার। প্রয়াগ সঙ্গক লিঙ্গ তার পূর্ব্বসার॥ শান্তি করি গৌরীর তথাতে অধিষ্ঠান। বরুণাবতীর পূর্ব্বে কুন্তেশ্বর স্থান॥ তদুত্তরে কপিল ধারীর হ্রদ আছে। আছয়ে বৃষধ্বজ লিঙ্গ তার কাছে॥ গোপ্রেক্ষ উত্তরে লিঙ্গ অনুস্মুয়েশ্বর। সিদ্ধি বিনায়ক তার পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠবর॥ হিরণ্যকশিপু লিঙ্গ গণেশ পশ্চিমে। তাহার পশ্চিমে মুণ্ডাসুরেশ্বর ধামে॥ গোপ্রেক্ষ নৈঋতে বৃষভেশ্বর সংস্থিতি। স্কন্দেশ্বর মহাদেব পশ্চিমে বসতি॥ বিশাখেশ শাখেশ পার্শ্বেতে আছে তার। নৈগমেশ্বর লিঙ্গ তথা আছে আর॥ নন্দীশাদি লিঙ্গগণ কোটিং পরে। দেখিতে তথাতে শিবলিঙ্গের বিস্তারে॥ নন্দীশ্বর পশ্চিমেতে শিলা দশ স্থানে। হিরণ্যাক্ষেশ্বর লিঙ্গ তথা বিদ্যমানে॥ অট্ট-হাসেশ্বর লিঙ্গ তাহার দক্ষিণে। প্রসন্ন বদনেশ্বর তদুত্তর স্থানে॥ তদুত্তরে প্রসন্নোদক কুন্দ মনোহর। অট্টহাস পশ্চিমেতে দুই পুণ্যকর॥ লিঙ্গমিত্র বরুণেশ নামেতে সাক্ষাতে। বৃদ্ধ বশিষ্ঠের অট্টহাসের নৈঋতে॥ বৃদ্ধ বশি-ষ্ঠেশ্বর নিকটে কৃষ্ণেশ্বর। তাহার দক্ষিণে লিঙ্গ যাজ্ঞবল্ক্যেশ্বর॥ তাহার পশ্চিমে প্রহ্লাদেশ্বর আছয়। নখীল নামেতে লিঙ্গ তার পূর্ব্বে হয়॥ বৈরচণেশ্বর লিঙ্গ নখীল অগ্রেতে। তদুত্তরে বলীশ্বর আছেন সাক্ষাতে॥ বাণেশ্বর লিঙ্গ তথা আছে সন্নিহিত। চন্দ্রেশ্বর পূর্ব্বে বিদ্যেশ্বর সংস্থাপিত মহালিঙ্গ বিরেশ্বর তাহার দক্ষিণে। সেই স্থানে বিকটা আছেন বিদ্যমানে পঞ্চমুদ্রা মহাপীঠ সেই স্থানে নাম। মহামন্ত্র জপি শীঘ্র সাধে মনস্কাম॥ পঞ্চমুদ্র বায়ুকোণে আছে সগরেশ। তাহার ঈশানে বাণীশ্বরের আবেশ আছেন সুগ্রীবেশ্বর তাহার উত্তরে। হনুমদীশ্বর তথা লিঙ্গপুণ্যতরে॥ জাম্বুবদীশ্বর লিঙ্গ তথাতে আছয়। গঙ্গার পশ্চিমে অশ্বিনেশ্বর দ্বয়॥ ভদ্রহ্রদ তীর্থ আছে তাহার উত্তরে। তাহার পশ্চিম তীরে লিঙ্গ ভদ্রেশ্বরে॥ তাহার নৈঋতে উপশান্ত শিব আছে। তদুত্তরে চক্রেশ্বর লিঙ্গ বিরাজিছে॥ চক্রহ্রদ নাম তীর্থ আছে তদুত্তরে। তাহার নৈঋতে শূলেশ্বর লিঙ্গবরে॥ শূলহ্রদ নাম কুণ্ড আছে সেই স্থানে। তৎপূর্ব্বে নারদ কুণ্ড আছে বিদ্যমানে॥ তথাতে নারদেশ্বর লিঙ্গ মনোহর। তাহার পূর্ব্বেতে লিঙ্গ বজ্রাতকেশ্বর॥ তদগ্রেতে অত্রিকুণ্ড লিঙ্গ অত্রীশ্বর। তাহার বায়ব্যে বিঘ্ন হন্তা গণেশ্বর॥ অমদকেশ্বর লিঙ্গ তাহারে উত্তরে। অমারক কুণ্ড তথা আছে মনোহরে॥ আছয়ে বরুণেশ্বর তাহার উত্তরে। তাহার পশ্চিমে শৈলেশ্বর লিঙ্গবরে॥ কোটিশ্বর লিঙ্গ আছে যাহার দক্ষিণে। কোটিহ্রদ তীর্থ তথা আছে বিদ্যমানে॥ সে মহাশ্মশান

স্তম্ভ তার অগ্নিকোণে। কলালেশ শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে। কপাল মোচন ধ্রুব তথাতে আছয়। তদুত্তরে কুণ্ডঋণ মোচন যে হয়॥ অঙ্গারক কুণ্ড তথা অঙ্গারকেশ্বর। তদুত্তরে, বিশ্বকর্ম্মেশ্বর লিঙ্গবর॥ মহাকুণ্ডেশ্বর লিঙ্গ তাহার দক্ষিণে। শুভোদক নাম কুণ্ড আছে সেই স্থানে॥ মহাকুণ্ডা দেবী তথা খট্টাঙ্গ ঈশ্বর। তাহার দক্ষিণে ভুবনেশ্বর ধ্রুববর॥ তথাতে ভুবনেশ্বর লিঙ্গের সংস্থিতি। তাহার দক্ষিণে বিমলেশ্বরের বসতি॥ তাহার পশ্চিমে আছে ভৃগু আয়তন। শুভেশ্বর তাহার দক্ষিণে সংস্থাপন॥ তথাতে কপিল হ্রদ কপিল ঈশ্বর। যজ্ঞোদক কুণ্ড তথা আছে পুণ্যকর॥ তাহার পশ্চিমে প্রণবেশ্বর আছয়। মৎস্যোদরী উত্তরেতে নাদেশ আলয়॥ কাপিলেশ উত্তরেতে উদ্দালকেশ্বর। তদুত্তরে বাস্কুলীশ আছে লিঙ্গবর॥ আছয়ে কৌস্তুভেশ্বর তাহার দক্ষিণে। শঙ্কুকর্ণেশ্বর তায় দক্ষিণে আপনে॥ গৃহদ্বারে অঘোরেশ লিঙ্গ পরাৎপর। অঘোরেশ কুণ্ড আছে তাহার উত্তর॥ সর্পেশ দমনেশ্বর লিঙ্গ সেই স্থানে। রুদ্রাবাস কুণ্ড আছে তাহার দক্ষিণে॥ রুদ্রেশ্বর লিঙ্গ তথা অতি পুণ্যকর। তাহার নৈঋতে লিঙ্গ মহালয় বর॥ পিতৃকুণ্ড নাম তীর্থ তাহার পার্শ্বেতে। তথা বৈতরণী বাপি পশ্চিম আয়তে॥ বৃহস্পতীশ্বর রুদ্র কুণ্ড পশ্চিমেতে। কামেশ্বর লিঙ্গ রুদ্র বাস দক্ষিণেতে॥ কামকুণ্ড মনোহর তার দক্ষিণেতে। নল কুবেরেশ লিঙ্গ কামেশ পূর্ব্বেতে॥ নল কুবরাখ্য কুণ্ড তাহার সাক্ষাতে। জ্যোতির্ম্ময় নীল নল কুবর পূর্ব্বেতে॥ সূর্য্যেশ্বর চন্দ্রেশ্বর আছে লিঙ্গদ্বয়। অর্দ্ধকেশ লিঙ্গ তার দক্ষিণে নিশ্চয়॥ সিদ্ধেশ্বর নাম লিঙ্গ আছে সেই স্থানে। তথাতে মঙ্গলেশ্বর লিঙ্গ বিদ্যমানে॥ কামদণ্ড পূর্ব্বভাগে আছে চ্যবনেশ। শুনকেশলিঙ্গ তথা আছেন বিশেষ॥ তাহার পশ্চিমে আছে সনৎকুমারেশ। আহুতীশ সেই স্থানে আর শনন্দেশ॥ তাহার দক্ষিণে লিঙ্গ পঞ্চ শিবেশ্বর। তৎপশ্চিমে মার্কণ্ডেয় ধ্রুব মনোহর॥ তদুত্তরে আছে লিঙ্গ নাম কুসুমেশ্বর। মার্কণ্ডের ক্রম পূর্ব্বে শাণ্ডিল্যঈশ্বর॥ চণ্ডেশ্বর লিঙ্গ আছে তাহার পশ্চিমে। কপালেশ দক্ষিণে শ্রীকুণ্ঠকুণ্ড নামে॥ মহালক্ষ্মীশ্বর লিঙ্গ সেই কুণ্ড কাছে। স্বর্গদ্বার স্থান সেই বিদিত যে আছে॥ গায়ত্রীশ সাবিত্রীশ তাহার দক্ষিণে সত্যবতীশ্বর তার পূর্ব্ব সন্নিধানে॥ লক্ষ্মীশ্বর পূর্ব্বে মহালিঙ্গ উগ্রেশ্বর। তাহার দক্ষিণে উগ্র কুণ্ড মনোহর॥ করবীরেশ্বর লিঙ্গ সে কুণ্ড পশ্চিমে। মরিচীশ লিঙ্গকুণ্ড বায়ু কোণে ক্রমে॥ তৎপশ্চিমে চন্দ্রকুণ্ড লিঙ্গ চন্দ্রেশ্বর ইন্দ্রেশ দক্ষিণে কর্কটক বাপিবর॥ কর্কটেশ্বর লিঙ্গ তথাতে আছয়।

তাহার পশ্চিমে ক্রুমি চণ্ডেশ আলয় ।। তদ্দক্ষিণে ক্রুমিকুণ্ড অতি পুণ্যকর।
তাহার পশ্চিমে লিঙ্গ নাম অগ্নিশ্বর ।। তাহার পুর্ব্বেতে অগ্নিকুণ্ড তীর্থবর
তাহার পুর্ব্বেতে লিঙ্গ বাণচন্দ্রেশ্বর ।। তার চারিপাশে গণ লিঙ্গ বহুতর।
বাণচন্দ কুপ তথা আছে পুণ্যকর ।। তাহার পুর্ব্বেতে লিঙ্গ মগ বিশ্বেশ্বর।
বৃদ্ধকালেশ্বর তার পুর্ব্বে পুণ্যকর ।। কামোদক নাম কুণ্ড আছে তার কাছে
কাগেশ দক্ষিণে মৃদ্বীশ্বর লিঙ্গ আছে ।। দক্ষেশ্বর কালোদক কুণ্ডের উত্তরে
দক্ষেশ্বর পুর্ব্বে আছে মহাকালেশ্বরে ।। মহাকাল কুণ্ড তথা তীর্থ শ্রেষ্ঠ হয়
তাহার দক্ষিণে অন্ত কেশব আলয় ।। তাহার দক্ষিণে লিঙ্গ হস্তী পালেশ্বর
ঐরাবত কুণ্ড তথা ঐরাবতেশ্বর ।। দক্ষিণে মালতীশ্বর আছেন তাহার।
হস্তীশ উত্তরে জয়ন্তীশ্বর সংস্কার ।। মহাকর কুণ্ডের উত্তরে নন্দীশ্বর।
নন্দীকুণ্ড তীর্থ তথা আছে পুণ্যকর ।। তথা ধন্বন্তরীকুণ্ড ধন্বন্তরীশ্বর।
তুঙ্গেশ্বর তুঙ্গ কুণ্ড আর বৈদ্যেশ্বর ।। হলিকেশ লিঙ্গ আছে তাহার উত্তরে
তুঙ্গেশ্বর দক্ষিণে আছেন শিবেশ্বরে ।। যামদগ্নীশ্বর লিঙ্গ শিবেশ দক্ষিণে।
ভৈরবেশ লিঙ্গকুপ পশ্চিমে যে স্থানে।। সে কুপ পশ্চিমে লিঙ্গ আছে
শুকেশ্বর। তাহার নৈঋতে ব্যাসেশ্বর লিঙ্গবর ।। ব্যাসকুণ্ড মহাতীর্থ আছেন
তথাতে। ঘণ্টাকর্ণ হ্রদব্যাস তীর্থ পশ্চিমেতে ।। পঞ্চচূড়াবাপি ঘণ্টাকর্ণ
সন্নিধানে। পঞ্চচূড়েশ্বর লিঙ্গ আছে সেইস্থানে ।। গৌরীকুণ্ড তীর্থ তার
দক্ষিণে আছয়। পঞ্চচূড় উত্তরে অশোক তীর্থ হয় ।। অশোক উত্তরে
মহাতীর্থ মন্দাকিনী। তদুত্তর মধ্যে ক্ষেত্র মধ্যমেশ পুনি। মধ্যমেশ হৈতে
ক্রোশ ক্রোশ পরিমাণ। চারিদিগে মুক্তিক্ষেত্র শাস্ত্রেতে বাখান ।। মধ্য-
মেশ দক্ষিণেতে বিশ্ববেদেশ্বর। তার পুর্ব্বে বীতভদ্রেশ্বর শুভ কর ।। তাহার
দক্ষিণে ভদ্রকালী অধিষ্ঠান। ভদ্রকালী হ্রদ তথা আছে বিদ্যমান ।। তাহার
পুর্ব্বেতে আপস্তম্ভেশ্বর স্থিতি। তদুত্তরে আপস্তম্ভ কূপ পুণ্য অতি ।। আ-
ছয়ে শৌনক হ্রদ পশ্চিমে তাহার। শৌনকেশ লিঙ্গহ্রদ পশ্চিমেতে যার ।।
তাহার দক্ষিণে জম্বুকেশ যে আছয়। তদুত্তরে মাতঙ্গেশ আছেন নিশ্চয় ।।
তার বায়ুকোণে নানাবিধ লিঙ্গ আছে। মুনি সবে লিঙ্গস্থাপি তপস্যা
করেছে ।। মাতঙ্গেশ দক্ষিণেতে ব্রহ্মবর্চেশ্বর। আজ্যপেশ তথা পিতৃলোক
বহুতর ।। তদ্দক্ষিণে সিদ্ধ কুপ লিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর। পশ্চিমে তাহার সিদ্ধবাপী
মনোহর ।। সিদ্ধকুপ পুর্ব্বে আছে নাম ব্যাঘ্রেশ্বর। জ্যেষ্ঠেশ্বর তাহার দক্ষিণে
স্থিতকর ।। দক্ষিণে তাহার লিঙ্গ গ্রহ সীতেশ্বর। তদুত্তরে নিবাসেশ লিঙ্গ
পুণ্যকর ।। চতুঃসমুদ্র নামেতে কুপ সেই স্থানে। জ্যেষ্ঠাগৌরী সেই স্থানে

আছেন আপনে ॥ ব্যাঘ্রেশ দক্ষিণে লিঙ্গ চণ্ডীশ্বর নাম। তদুত্তরে খণ্ড-পতি কুণ্ড বিদ্যমান ॥ যোগীসর্ব্ব গুহা তথা যোগী সর্ব্বেশ্বর। তাহার পশ্চিমে দেবলেশ্বর সুন্দর ॥ শতকালেশ্বর লিঙ্গ তাহার নিকটে। তাহার দক্ষিণে সাতাতপেশ্বর বটে ॥ হেতুকেশ তাহার দক্ষিণে বিরাজয়। অক্ষ পাদেশ্বর তার দক্ষিণেতে রয় ॥ তদগ্রেতে কনাদেশ কনাদ বাপিকা। ভুতিশ্বর তাহার দক্ষিণে সংস্থাপিকা ॥ আছেন আষাঢ়ীশ্বর পশ্চিমে তাহার তৎপূর্ব্বে দুর্ব্বাসেশ্বর লিঙ্গ চমৎকার ॥ তারভুতেশ্বর লিঙ্গ তাহার দক্ষিণে ব্যাসেশ্বর পুর্ব্বে শঙ্খ লিখিত স্থাপনে ॥ শঙ্খেশ্বর আছে তথা লিখিতেশ আর। তেজস্পুঞ্জ দুই লিঙ্গ অতি চমৎকার ॥ অবধূতেশ্বর লিঙ্গ তাহার ঈশানে। অবধুত কুণ্ড মহাতীর্থ সেই স্থানে ॥ পশুপতীশ্বর লিঙ্গ তাহার পুর্ব্বেতে। গোতিলেশ নাম লিঙ্গ তার দক্ষিণেতে ॥ জীমূতবাহনেশ্বর পশ্চিমে তাহার। পঞ্চনদে মবুখার্দ্ধেশ্বর লিঙ্গ আর ॥ গভস্তীশ লিঙ্গ তথা আছে শুভকর। তদুত্তরে দধি কম্প কূপ মনোহর ॥ দধিকম্পেশ্বর গভস্তীশ উত্তরেতে। মঙ্গলা গৌরী যে গভস্তীশ দক্ষিণেতে ॥ মুখপ্রেক্ষেশ্বর লিঙ্গ তথা বিদ্যমান। তদুত্তরে আছে মুখপ্রেক্ষণার স্থান ॥ সর্ব্ব সিদ্ধি করি দেবী মঙ্গলা সত্বরে। নক্রীশ্বর বুদ্রেশ্বর মুখ প্রেক্ষোত্তরে ॥ তদুত্তরে চর্চ্চিকা গৌরীয় স্থান ধরে। চর্চ্চিকাগ্রে রেবন্তেশ আছে লিঙ্গবরে ॥ পঞ্চনদেশ্বর লিঙ্গ তদগ্রে স্থাপিত। মঙ্গলোদক কূপ তার পশ্চিমে বিস্তৃত ॥ উপমন্যু মহা-লিঙ্গ আছে সেই ধামে। ব্যাঘ্রপাদেশ্বর লিঙ্গ তাহার পশ্চিমে ॥ গভস্তীশ নৈঋতাংশে শশাঙ্কেশ আর। চৈত্ররথেশ্বর লিঙ্গ পশ্চিমে তাহার ॥ জৈগিনীশ রেবন্তেশ পশ্চিমে সুন্দর। নানা ঋষি স্থাপিত অনেক লিঙ্গবর জৈমিনীশ বায়ব্যেতে রীবনেশ হয়। তদ্দক্ষিণ বরাহেশ লিঙ্গ শুভকর ॥ মাণ্ডব্যাকেশ্বর লিঙ্গ তাহার দক্ষিণে। প্রচণ্ডেশ মহালিঙ্গ তদ্দক্ষিণ স্থানে ॥ তদ্দক্ষিণে আপনে আছেন যোগেশ্বর। তদ্দক্ষিণে বাতেশ্বর অতি মনো-হর ॥ যোগেশ্বর অগ্রেতে সোমেশ পুণ্যকর। কনকেশ তাহার নৈঋতে স্থিতি কর ॥ তদুত্তরে পঞ্চলিঙ্গ পাণ্ডব স্থাপিত। তদগ্রেতে সমুদ্রেশ লিঙ্গ চমকিত ॥ তৎ পশ্চিমে শ্বেতেশ্বর লিঙ্গ মনোহর। তৎপশ্চিমে কণশেষ লিঙ্গ স্থিতিকর ॥ তদুত্তরে মহালিংগ চিত্রগুপ্তেশ্বর। তাহার পশ্চিমে দৃঢ়ে-শ্বর লিঙ্গবর ॥ কলশেষ দক্ষিণেতে লিঙ্গ গ্রহেশ্বর। যদছেষ চিত্রগুপ্ত পশ্চিমে সুন্দর ॥ বামদেবেশ্বর লিঙ্গ উত্তরে উদয়। গ্রহেশ্বর দক্ষিণ ভাগে-তে স্থিত হয়। কদলীশতর লিঙ্গ দক্ষিণে তাহার। তদুত্তরে পাতিবেশ

লিঙ্গ চমৎকার ॥ জরাহরেশ্বর লিঙ্গ তথাতে আছয়। তাহার পশ্চিমে পাপনাশেশ আলয় ॥ নির্জ্জরেশ তাহার পশ্চিমে লিঙ্গবর। তাহার নৈঋতে লিঙ্গ পিতামহেশ্বর ॥ পিতামহ স্রোতিকা নামেতে তীর্থ তথা। তদ্দক্ষিণে বরুণেশ লিঙ্গ অধিষ্ঠাত্রা ॥ তাহার দক্ষিণে লিঙ্গ নাম বাণেশ্বর কুষ্মান্দেশ পিতামহ স্রোতের অন্তর ॥ আছয়ে রাক্ষসেশ্বর তাহার পূর্ব্বেতে গঙ্গেশ্বর নামলিংগ তার দক্ষিণেতে ॥ তদুত্তরে নিন্দগেশ লিংগ বহু আর। বৈবশ্বেতেশ্বর লিংগ তথা চমৎকার। ঈষ্যশুদ্ধেশ্বরলিংগ তার দক্ষিণেতে। অতিশয় মনোহর আছেন সাক্ষাতে ॥ ব্রহ্মেশ্বর তার অগ্রে পর্জ্জন্যেশকতে তার পর্ব্বে নহুশেষ আছয়ে বিশেষে। বিশালাক্ষীশ্বর লিংগ বিশালাক্ষী তথা। জরাসন্ধেশ্বর লিংগ তদ্দক্ষিণে স্থিতা ॥ হিরণ্যাক্ষেশ্বর লিংগতমধ্যে আছয়। তাহার পশ্চিমে গয়াধীশ্বর আলয় ॥ ভগীরথেশ্বর লিংগ তাহার পশ্চিমে। ব্রহ্মেশ পশ্চিমে তথা দিলিপেশ নামে। তথাতে দিলিপকুণ্ড তীর্থ অনুত্তম বিলা। বসু স্থাপিত লিঙ্গেশ্বর সে আশ্রম ॥ মুণ্ডেশ্বর পূর্ব্বে তার লিঙ্গের প্রবর। তাহার দক্ষিণে আছেন যে বিধীশ্বর ॥ বাজিমেধেশ্বর লিংগ তাহার দক্ষিণে। দশাশ্বমেধিক তীর্থ আছে সেই স্থানে ॥ তদুদ্ধরে মাতৃ তীর্থ অতি পুণ্যধাম। ভবকুণ্ড দক্ষে পুষ্পদন্তেশ্বর নাম। তদগ্নি কোণেতে দেবঋষি লিংগ যত। পুষ্পদন্ত দক্ষিণেতে সিদ্ধীশ্বর স্থিত। হরিশ্চন্দ্রেশ্বরলিংগআছে সেই স্থানে। তৎপশ্চিমে নৈঋতেশ লিঙ্গের সংখ্যানে তাহার দক্ষিণে লিংগ আঙ্গিরসেশ্বর। তদ্দক্ষিণে কেদারেশ দক্ষিণে চন্দ্র সূর্য্যবংশি যত। যে সকল প্রতিষ্ঠিত লিংগ আছে কত ॥ নর্ম্মদা পুরক গণ লোলার্ক দক্ষিণে। তাহার পশ্চিমে কবন্ধেশ্বর স্থানে। তাহার পশ্চিমে মহা দুর্গার বসতি। তদ্দক্ষিণে শুক্রেশ্বর লিগেংর সংস্থিতি। তাহার পশ্চিমে জনকেশ্বর প্রকাশ। তদুত্তরে শঙ্কুকর্ণ লিগেংর নিবাস। তাহার পূর্ব্বেতে লিংগ মহাসিদ্ধীশ্বর। সিদ্ধিকুণ্ড তীর্থ তথা অতি পুণ্যকর। শঙ্কুকর্ণ বায়ব্যেতে বায়ব্যেশ স্থিতি। তদগ্রেতে বিভাণ্ডেশ লিগেংর বসতি। তদুত্তরে কহোলেশ লিংগমনোহর। দ্বারেশ্বরলিংগতথা দ্বারেশী সুন্দর ॥ সেইস্থানে ক্ষেত্র রক্ষিগণবহুতর। হরিদীশ্বর লিংগ তথা কাত্যায়নেশ্বরের বসতি। তাহার পশ্চিমে মুকুটেশ্বর সংস্থিতি। মুকুটেশ কুণ্ড তথা তীর্থের প্রধান। শতসহস্রাবধি লিগেংর সেই স্থান। তাহার দক্ষিণে অদিতীশ্বর সংস্থিতি তাহার সাক্ষাতে শক্রেশ্বরের বসতি। তাহার দক্ষিণে রত্নেশ্বর লিংগবর। সেই স্থানে শুক্র লিংগ নাম সতীশ্বর। তদুত্তরে বহুলিংগ লোকপালেশ্বর।

পন্নগ গন্ধর্ব্ব যক্ষ অপ্সরা কিন্নর॥ দেবঋষি স্থাপিত যে লিংগ বহুতর। সক্রেশ দক্ষিণে ফাল্গুণেশ মনোহর॥ মহা পশুপতেশ্বর তাহার দক্ষিণে। সমুদ্রেশ তাহার পশ্চিমে অধিষ্ঠানে॥ তদুত্তরে ঈশানেশ লিংগ মনোহর। লাংগলীশ লিংগ তার পূর্ব্বে প্রভাকার॥ নকুলেশ কপিলেশ তথা লিংগ-দ্বয়। প্রতিকেশ লিংগ তার নিকটে আশ্রয়॥ শুভোদক বাপীতথা আছে বিদ্যমানে। তাহার পশ্চিমে দণ্ডপাণি সন্নিধানে॥ তার পূর্ব্ব দক্ষিণ উত্তরে লিংগত্রয়। তারে শকালেশ শিলা দিশ নাম হয়॥ অবিমুক্তেশ্বর পার্শ্বে আছে মোক্ষেশ্বর। তাহার উত্তরে বরুণেশ লিংগ বর॥ তার পূর্ব্বে স্বর্ণকেশ উত্তরে আনেশ। তথাতে সৌভাগ্য গৌরী আছেন বিশেষ॥ বিশেষ দক্ষিণ ভাগে নিকুম্ভেশ স্থান। ক্ষেত্র ক্ষেমকর গণপতি অধিষ্ঠান॥ নিকুম্ভেশ দক্ষিণেতে বিরূপাক্ষেশ্বর। তদ্দক্ষিণে শুক্রেশ্বর লিংগের প্রবর॥ দেবজানী-শ্বর লিংগ তাহার উত্তরে। শুক্রেশ্বর অগ্রে কচেশ্বর লিংগবরে॥ শুক্র কূপ মহাতীর্থ আছে সে ধামে। ভবানী ঈশানে দুই শুক্রেশ পশ্চিমে॥ শুক্রে-শ্বর পূর্ব্বে কনকেশ্বর আলয়। মদনেশ্বর লিংগ সেই স্থানে হয়॥ তার পূর্ব্বে মহালিংগ গণেশ্বর নাম। লক্ষেশ্বর লিংগ তথা মহাপাপ ক্ষয়॥ সেই স্থানে লিং আছে ত্রিপুরান্তক নাম। তাহার দক্ষিণে দত্তা ত্রিয়েশ্বর ধাম॥ দক্ষিণেতে গোকর্ণেশ হরিকেশেশ্বর। তথাতে গোকর্ণ হরিকেশ সরোবর॥ তাহার পশ্চিমে লিংগ নামে ধ্রুবেশ্বর। তদগ্রেতে ধ্রুবকুণ্ড অতি পুণ্যকর॥ পিশাচেশ তদুত্তরে ত্রিপিশ তথাতে। তদ্দক্ষিণে পিতৃকুণ্ড আছেন সাক্ষাতে॥ ধ্রুবেসাগ্রে তারেশ্বর সেই বৈদ্যনাথে। মনুপ্রতিষ্ঠিত লিংগ নৈর্ঋত তথাতে॥ প্রিরত্রতেশ্বর লিংগ তারে॥ অগ্রেতে। মুচুকুন্দেশ্বর লিংগ তার দক্ষিণেতে॥ গৌতমেশ লিংগ আছে পাশেতে তাহার। ভদ্রেশ্বর নাম লিংগ তৎপশ্চিমে আর॥ কাশীর উত্তর ভাগে শিবপ্রিয় ধাম। তথা তেঁহ পঞ্চ-গৃহে করেন বিশ্রাম॥ সদা সেই স্থানে মম আছয়ে বসতি। হেন জ্ঞান যার পাপ লিপ্ত নহে লতি॥ সত্য সত্য সত্য ত্রয় মহাদেবে ভাবে। মম পদ ইচ্ছা যদি থাকয়ে সেবিবে॥ শীঘ্র করি যাইবেক মম কাশীপুরে। লিংগের উদ্দেশ মাত্র কহিল বিস্তারে॥ দুই তিন বার লিংগ স্থাপিয়াছে কতি। পুনঃ পুনঃ তাহার যে নাহিক আখ্যাতি॥ ভক্তি করি সকল পূজিবে আদে-শিত। ইহাতে অন্যথা নাহি হবে সাবহিত॥ যত ইতি লিংগকুণ্ড বাপী কূপ আদি। শ্রদ্ধাকরি সকলে করিবে ভাববিধি॥ এসব দর্শনে স্নানে ফল পরাৎপর। কাশীপুরে লিংগ বাপী কূপ সরোবর॥ মুর্ত্তি যত ইতি শঙ্খ।

কে করিতে পারে। আনন্দ কানন গত তৃণ শ্রেষ্ঠতরে॥ স্বর্গগত দেবগণ তৃণতুল্য নয়। সর্ব্বতীর্থ জন্মভূমি কাশীলিঙ্গ ময়॥ মম প্রিয় রম্য দেবী তপোবলে তুমি। স্বভাবতঃ কাশী যথা বিশ্রামের ভূমি॥ সদামোদি হয় কাশী নামলয় যে। স্কন্দ নন্দীশাখা বিশাখের সম সে॥ সেই ভক্ত সেবক যে মোক্ষ জ্ঞান তারে। ভক্তিভাবে কাশীপুরে যেবা বাস করে॥ সুরাসুর নর নাগ ভূমি ভাব তরে। চরম বয়সে কাশীবাস যেবা করে॥ অন্যত্র নিবাসী দ্বিজ শ্রুতি পরায়ণ। কাশীবাসী অন্ত্যজের না হয় তুলন॥ সর্ব্ব-তীর্থ রহস্য অধ্যায় পুণ্যময়। শুনি কাশী দর্শনের পুণ্যলাভ হয়॥ প্রতি-দিন প্রাতঃকালে পাঠ করে যে। সর্ব্ব তীর্থ দর্শনের ফল লভে সে॥ সর্ব্ব-লিঙ্গ কথা এই অধ্যায় পঠয়। যম যমদূত হতে তার নাহি ভয়॥ আমাতে যাহার ভক্তি পঠিবে অধ্যায়। সর্ব্ববিধি আচরণ ফল সেই পায়॥ কাশী-লিঙ্গ বলি নাম সতত পঠিবে। নিন্দক নাস্তিক শঠে কভু নাহি দিবে॥ ব্রহ্মবধ আদি যত পাতক সঞ্চয়। অধ্যায় পঠনে সর্ব্ব পাতক সংক্ষয়॥ পুত্র পৌত্র ধন ধান্য আদি অভিলাষ। পঠিয়া অধ্যায় হবে সম্পদের বাস॥ দেবী স্থানে দেবইতি যাবত কহিছে। তাবত আসিয়া নন্দী সংবাদ বলিছে॥ মন্দির নির্ম্মাণ প্রভো হৈল সমাপন। সুসজ্জ হইয়া রথ হৈল আগমন॥ দেবতা সকলে হেথা আসিয়া মিলিছে। গরুড় বাহনে বিষ্ণুদ্বারে দাণ্ডা-ইছে॥ মুনিগণ সঙ্গে তব অবসর দেখে। চতুর্দ্দশ লোক বাসী আসিছে কৌতুকে॥ অদ্য তব প্রবেশিক উৎসব শুনিয়া। সুরাসুর নরগণ মিলিত আসিয়া॥ স্কন্দ বলে কহি শুন লোপামুদ্রা পতি। শুনিয়া নন্দীর বাক্য দেব পশুপতি॥ দেবী সঙ্গে দিব্য রথে করি আরোহণ। ত্রিপিষ্টপ ক্ষেত্র হতে করিল গমন॥ অম্বিকা নিবাসী সীতানাথ বসুদাস। কাশীখণ্ড ভাষা করি করিল প্রকাশ॥ ব্রহ্মানন্দ সংগে রংগ হইল উদয়। সপ্ত নবতী অধ্যায় সাংগ তাতে হয়॥

অথ রংগমণ্ডে হরপার্ব্বতীর গমন।

পয়ার। ব্যাসদেব সুত স্থানে বলিল বচন। রংগমণ্ডে সদাশিব বিরা-জেন তৎক্ষণ॥ অগস্ত্য প্রণাম করি কার্ত্তিকে বলিল। রংগমণ্ডে মহাদেব কি কর্ম্ম করিল॥ বিশেষ করিয়া মোরে কহ ষড়ানন। অপূর্ব্ব আখ্যান

আমি করিব শ্রবণ।। কার্ত্তিক কহেন শুন মুনি তপোধন। শুনিলে অপূর্ব্ব কথা পাপ বিমোচন।। চৈত্রমাস শুক্লপক্ষ তিথি ত্রয়োদশী। মন্দর হইতে শিব আসিলেন কাশী।। জৈ্যষ্ঠেশ্বরে থাকি শিব মুক্তিমণ্ড কৈল। শুভদিন দেখি তবে তথাতে চলিল।। কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষ প্রতিপদ তিথি। বুধবার সূর্য্যচন্দ্র তারাশুদ্ধি অতি।। উচ্চৈঃস্থানে গ্রহসব থাকে সেই দিনে। মহা-লক্ষী মহাদেব মণ্ডপ গমনে।। হরগৌরী সংগে ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ। মহর্ষি দেবর্ষি যত আর মুনিগণ।। পাতাল হইতে নাগ সকল আসিল। গন্ধর্ব্ব অপ্সরাগণ আসিয়া মিলিল।। বিদ্যাধরে গান বাদ্য সতত করয়। অপ্সরা ইত্যাদি সবে চামর ঢুলায়।। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি সকল মিলিল। মহাদেব অভিষেক দেখিতে আসিল।। পারিজাত মলা কেহ দিল শিব অংগে। অগৌর চন্দন সবে দিল নানারংগে।। সুগন্ধি যে ধূপ দিল গুগ্গুল জ্বালিয়া। নানা জাতি পুষ্প দিল আনন্দিত হৈয়া।। মুক্তিমণ্ডে ধ্বজ আর পতাকা উড়য়। শ্বেত নীল রক্তবর্ণে অতি শোভা পায়।। স্বর্ণকুম্ভ গৃহদ্বারে অতি সুশোভন। মংগলাচরণ করে কুলবধূগণ।। কাশীপুরে গৃহে গৃহে আ-নন্দ অপার। নৃত্য গীত বাদ্যধ্বনি বাদ্যোচ্চাস আর।। মুক্তি মণ্ডে গৌরী সহ শঙ্কর বসিল। কার্ত্তিক গণেশ আর গণেতে ঘেরিল।। ব্রহ্মা আসি তদপরে অভিষেক করে। সকলে হইল মগ্ন আনন্দ সাগরে।। ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব সব কার্ত্তিক গণেশ। নন্দি আদি গণ যত ঋষি যে অশেষ। মুনি ঋষি তপস্বী যে যতেক আছিল। গন্ধর্ব্ব কিন্নর সব একত্র মিলিল।। সকলেতে মনোমত শিব পূজা কৈল। তদপরে নারায়ণে মহেশ কহিল।। দেব সক-লেতে তুমি মম প্রিয় অতি। তব আকিঞ্চনে হৈল মম কাশী স্থিতি।। দিবদাসে রাজ্যচ্যুত মম পদ দিলে। মন্দর হইতে তুমি আমাকে আনিলে বর লহ নারায়ণ যথা ইচ্ছা হয়। মহাদেবে বিষ্ণু কহে করিয়া বিনয়।। অন্যবর নাহি চাই শুন শূলপাণি। তোমাতে অচল ভক্তি এই মম মাগী।। শঙ্কর কহেন বিষ্ণো শুনহ বচন। হরি হর এক বস্তু ভ্রমে ভিন্ন কন।। তব পূজা বিনে যেবা মম পূজা করে। বিফল হইবে পুজা কহিল তোমারে এইরূপে বহুবিধ বিষ্ণুকে বলিল। তদপরে মহাদেব অন্য যে কহিল।। কাশী সম অন্য স্থান নাহি ত্রিভুবন। কৈলাস অপেক্ষা মম অতি রম্য স্থান দক্ষিণাংশে মুক্তিমণ্ড অতি পুণ্যকর। নিমেষার্দ্ধ বাস হল আহ্লাদে বিস্তর।। মণিকর্ণি স্নান করি দেখে বিশ্বেশ্বরে। পুনর্ব্বার গর্ভবাস নাহিক তাহার।। এই ক্ষেত্রে দান যেবা ভক্তি করি করে। অন্য স্থান হৈতে কোটিগুণ ফল

ধরে ॥ ভবিষ্যতি দ্বাপরে এই মুক্তিমণ্ড হয়। কুক্কুট মণ্ডপ খ্যাতি হইবে নিশ্চয় ॥ তদপরে বাসুদেব করে নিবেদন। কেমতে কুক্কুটমণ্ড হবে ত্রিলোচন ॥ দেবনাথ বলে বিষ্ণো কর অবধান। মহানন্দ এক দ্বিজ সদা পাপবান। কুকর্ম্মেতে মতি সদা হয় দুরাচার। পর স্ত্রী সঙ্গেতে রত থাকে অনিবার ॥ তাহার হইল দুই পুত্র মন্দমতি। কাশীপুরে আসি পরে করিল বসতি ॥ দ্বিজ যে কপটবেশে করে ব্যবহার। কপালেতে দীর্ঘ ফোঁটা শুভ্র বস্ত্র আর ॥ বৈষ্ণব সভাতে যদি যায় সে ব্রাহ্মণ। তাহার মতের মত করে আলাপন ॥ শৈব শাক্ত স্থানে দ্বিজ যে কালেতে যায়। সেই মত ব্যবহার করয়ে তথায় ॥ এই রূপে বহুকাল কাশীপুরে থাকে। তপ জপ তপস্যাদি করেন অনেকে। পর্ব্বত হইতে এক চণ্ডাল আসিল। অর্থ কিছু সঙ্গে করি কাশী প্রবেশিল ॥ ব্রাহ্মণকে অর্থ দান দিব মনে করি। মণিকর্ণি ঘাটে গতি করিল সত্বরি ॥ বহু শত দ্বিজগণ আছয়ে তথায়। চণ্ডাল যাইয়া সব ব্রাহ্মণে সুধায় ॥ মম স্থানে অর্থ কিছু আছে দ্বিজগণ। তোমা সকলেতে তাহা করি সমর্পণ ॥ চণ্ডালের হেন বাক্য শুনিয়া সকলে। ভণ্ড তপস্বীর তরে দেখাইয়া দিলে ॥ তদপরে মহানন্দ দ্বিজে প্রণমিল। অর্থ কিছু লও বলি চণ্ডাল বলিল ॥ চণ্ডালের কথা শুনি মহানন্দ দ্বিজ। অর্থ লোভে যোগভঙ্গ করিল অব্যাজ ॥ দ্বিজ বলে কত ধন কহত সত্বর। চণ্ডাল বলেন যত চাহ দ্বিজবর ॥ পরিপূর্ণ ধন দিব করহ গ্রহণ। শুনি মহানন্দ দ্বিজ আনন্দিত মন ॥ কপট বচন দ্বিজ বলিল তৎক্ষণ। অনন্ত হইবে ফল মোরে দিলে দান ॥ প্রতিগ্রহ আমি নাহি করি কোনকালে। আইস তপোধন আমি লইব যে বলে ॥ কুশবারি পুষ্প আদি লইল তৎক্ষণ। উৎসর্গের বাক্য সব করিল রচন ॥ প্রচুর অমূল্য ধন চণ্ডাল যে দিল। দান করাইয়া সব আপনি লইল ॥ মহানন্দে দান করি চণ্ডাল সত্বর। নিজালয়ে চলি গেল হর্ষিত অন্তর ॥ চণ্ডালের দান লইয়া দুষ্ট দ্বিজবর। স্বগৃহেতে ধন লয়ে গেলেন তৎপর ॥ দেখি মহানন্দ দ্বিজ কাশীবাসী যত। চণ্ডালের দান কথা বলেন সতত ॥ কোন স্থানে দ্বিজবর তিষ্ঠিতে না পারে। কাক ভয়ে পেচক যে না হয় বাহিরে ॥ তদপরে মহানন্দ স্ত্রী পুত্র লইয়া। কাশী ত্যাগ করি গেল নিন্দিত হইয়া ॥ কতদূরে কাশী যাত্রী হইল দর্শন। তাহার সঙ্গেতে দ্বিজ করিল গমন ॥ এক দিন পথি মধ্যে দুষ্ট আসি মিলে। অর্থ আছে চণ্ডালের জানিল সকলে ॥ ধন লৈয়া প্রাণদণ্ড করে অবশেষ। সেই দ্বিজ মৃত্যুকালে চিন্তিল মহেশ ॥ পর স্ত্রীতে ব্যবহার ভণ্ডযোগ করে

দ্বিতীয় যে চণ্ডালের দানগ্রহ পরে॥ অধিকন্তু চারিজন অপমৃত্যু হৈল। সেকারণে কুক্কুটের যোনি যে পাইল॥ মৃত্যুকালে বিশ্বেশ্বরে মানস করিল অনায়াসে চারিজন জাতিস্মর হৈল॥ কতদিন এইরূপে গত হৈয়া যায়। কাশী দর্শনের যাত্রী আসিল তথায়॥ মনোমধ্যে জানিল কুক্কুট চারিজন এই সঙ্গে গেলে কাশী হবে দরশন॥ পরদিন যাত্রী সঙ্গে কুক্কুট চলিল। ক্রমে ক্রমে কাশীপুরে সকলে আসিল॥ যথা বাস যাত্রীগণ করে নিরন্তর কুক্কুট তথাতে থাকে শুনহ সত্বর॥ দিনান্তেতে খাদ্য বস্তু যাত্রীগণ দেয়। তাহাই ভক্ষিয়া চারি প্রাণ যে রাখয়॥ এইমতে বহুকাল যাইল তথায়। তদপরে যাত্রীগণ নিজালয় যায়॥ চারিজন কুক্কুট রহিল কাশীপুরী। অবশেষ প্রাণত্যাগ অবিমুক্তে করি॥ কুক্কুটেরা তেজোরূপ করিয়া ধারণ। মুক্তিমণ্ডে এই লিঙ্গে হবে প্রবেশন॥ অতএব শুন বিষ্ণো কথা ভবিষ্যতি। একারণে কুক্কুর্ট মণ্ডপ হবে খ্যাতি॥ মুক্তিমণ্ডে মহাদেব অভিষেক কথা শুনিলে জীবের মুক্তি হইবে সর্ব্বথা॥ সর্ব্ব পাপে সেই জীব হয় বিমোচন অনায়াসে বারাণসী করিবে দর্শন॥ কাশীনাথ পদ মম সতত চিন্তন। অষ্ট নবতি অধ্যায় হৈল সমাপন॥

পয়ার। ষড়ানন কুম্ভজরে অগস্ত্যে বলিল। মুক্তিমণ্ড হয়ে শিব রঙ্গ মণ্ডে গেল॥ তাহার বিশেষ শুন মুনি তপোধন। ব্রহ্মা বিষ্ণু আমি আর সব দেবগণ॥ গণেশাদি নন্দিগণ মুনি ঋষি যত। সকলে চলিল সঙ্গে হৈয়া আনন্দিত॥ রঙ্গমণ্ডে শিব আসি পূর্ব্বমুখে বসি। বেষ্ঠিত সকলদেব বন্দে সব ঋষি॥ স্তব করে ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবগণ। চামর ঢুলায় কেহ দেয়ত চন্দন॥ অকস্মাৎ মহাজ্যোতি পাতাল হইতে। শিব সন্নিধানে তেজ দেখ আচম্বিতে॥ মহাদেব তদপরে বলে নারায়ণে। জ্যোতিরূপ শিবলিঙ্গ দেখহ নয়নে॥ পরাৎপর জ্যোতি হয় সর্ব্ব লিঙ্গ সার। বিশ্বরূপ মূর্ত্তি মম শুনহ বিস্তার॥ পশুপতি সিদ্ধ হয় এই লিঙ্গ পূজি। জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধজ্ঞান সর্ব্ব দুঃখ ত্যেজি॥ সেই যোগী হয় তবে শরীর নির্ম্মল। নিষ্পৃহ পঞ্চ ঊর্দ্ধ-রেতা হয়ত সকল॥ জিত ক্রোধ হৈয়া যোগী মুক্তিপদ পায়। শিবের স্বরূপ ধরি শিব স্থানে যায়॥ আর কহি শুন বিষ্ণো এই জ্যোতির্ম্ময়। একবার পূজিলেহ জন্ম নাহি হয়॥ পুষ্প দিয়া পূজা যেবা করেন সত্বর। রাজসূয় ফল প্রাপ্ত হয় সেই নর॥ বস্ত্রপূত জল দিয়া এই লিঙ্গ পূজে। লক্ষ অশ্বমেধ ফল সেই জনে ভুঞ্জে॥ আর দেয় ধূপ দীপ সুগন্ধি চন্দন। অনা

স্নানে হয় তার পাপ বিমোচন॥ পঞ্চামৃত দিয়া পূজা করে লিঙ্গরাজে। পুরুষার্থ চতুষ্টয় ফল পায় শেষে॥ কর্পূরের বর্ত্তি দিয়া দীপ দান করে। কর্পূর সুগন্ধ দেহ হয় তার পরে॥ নৈবিদ্য প্রদান পূজা করেন সাধক। কৈলাসেতে সুখভোগ হয় অপারক॥ বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ যেবা করয়ে পূজনে। ত্রৈলোক্য পূজিত হয় বন্দে শিবগণে॥ ঘণ্টাবাদ্য যেইজনে শিব স্থানে করে। আমার সমীপে বাস হয় নিরন্তরে॥ জিহ্বাতে বলয়ে ভক্তি করি বিশ্বেশ্বর। সংসার জাতনা হৈতে মুক্ত কলেবর। বিশ্বেশ্বর দেখি নর মরে স্থানান্তরে। জন্মান্তরে মোক্ষ লাভ কে খণ্ডিতে পারে॥ বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ দেখি হর্ষযুক্ত হয়। নন্দী আদি গণ সবে বন্দনা করয়॥ ত্রিসন্ধ্যা বিশেষ বিশ্বনাথ জপ করে। সেই জনে সদা থাকি নিয়ত অন্তরে॥ দেবতা সকলে শুন অবশেষ কহি। ত্রিভুবনে বিশ্বেশ্বর সম লিঙ্গ নাহি॥ তীর্থমধ্যে মণি-কর্ণি অতি শ্রেষ্ঠ হয়। বনমধ্যে আনন্দ কানন শ্রেষ্ঠ কয়॥ বারাণসী ক্ষেত্র-মধ্যে সব লিঙ্গময়। তাহার মধ্যে অতি সুক্ষ্ম মণিকর্ণি হয়॥ রাজধানি কাশীক্ষেত্র মম প্রিয় সার। তার মধ্যে রঙ্গগৃহ অতি চমৎকার॥ রঙ্গ মঞ্চ দক্ষিণেতে শুন নিরূপণ। শতত্রয় হস্তমিত স্থান রাজ্য হন॥ বামদিগে শতদ্বয় হস্ত পরিমাণ। কাশীমধ্যে রাজগৃহ হয় এই স্থান॥ মণিকর্ণি পরি-মাণ। কাশীমধ্যে রাজগৃহ হয় এই স্থান॥ মণিকর্ণি পরিমাণ কহি শুন আর। পঞ্চশত হস্তদীর্ঘে সর্ব্বস্থান সার॥ সপ্ত পাতাল ভেদিয়া বিশ্বেশ্বর আসি। লিঙ্গ রূপে বিরাজিত সেই বারাণসী॥ এই লিঙ্গ যেবাজনে অন্য ভাব করে। গর্ব্ববাস নিবারণ নাহি তার তরে॥ নিজ প্রিয় দ্রব্য যদি দেয় বিশ্বেশ্বরে। ইহকালে পাপনাশি মুক্ত কলেবরে॥ দূরে থাকি বিশ্বেশ্বরে মানসে যে পূজে। পরজন্মে রাজ্য করে দেবতা সমাজে॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ শুনহ বচন। বিশ্বেশ্বর পূজা ফল বহুবিধ হন॥ শুদ্ধসত্ত্বে উপার্জ্জন ধনে পূজা করে। নির্ব্বাণ তাহার হয় কে খণ্ডিতে পারে॥ মণিকর্ণি পঞ্চক্রোশী আর বিশ্বেশ্বর। গাই ত্রয় বহুবিধ পাপ নাশকর॥ তদপরে গৌরীসহ দেব শূলপাণি। জ্যোতির্লিঙ্গে প্রবেশন করিল আপনি॥ জয় জয় শব্দ করে যত দেবগণ। পরেতে গেলেন সবে যার যে ভুবন। স্কন্দ বলে অগস্ত্যকে শুনহ বচন। ক্ষেত্রের মাহাত্ম সব করিলে শ্রবণ॥ যথাসাধ্য তব স্থানে সার যে বলিল। তব আগমনে মুনি তব মুক্তি হৈল॥ তদপরে সূর্য্যদেব অস্ত হৈয়া যায়। কার্ত্তিকেয় মৌনী হৈয়া রহিল তথায়॥ ব্যাস বলে শুন সূত অপূর্ব্ব কথন। লোপামুদ্রা সহ তবে মুনি তপোধন॥ ষড়াননে প্রণাম করিয়া

বহুতর। সন্ধ্যা সাধনাস্তে মুনি গেলেন সত্বর॥ শিবধ্যান শিবজ্ঞান শিব সর্ব্বময়। কাশীবাসে অচিরাতে নির্ব্বাণ লভয়॥ নবনবতী অধ্যায় কথা অতি মনোহর। সীতানাথ বসুভাষে যথাশক্তি পর॥ সমাপ্ত অধ্যায় হৈল শুন সাধুজনে। ব্রহ্মানন্দ পদে চিত্ত হয় দিনে দিনে॥

ইতি নবনবতী অধ্যায় সমাপ্তঃ॥

পয়ার। সূত কহে ব্যাস স্থানে পদে প্রণমিয়া। তৃপ্তি হৈল কাশীখণ্ড শ্রবণ করিয়া॥ কাশীর মাহাত্ম অনুক্রমনি অধ্যায়। বিস্তারিয়া কহ প্রভু পূর্ণ যাতে পায়॥ ব্যাস বলে শুন সূত স্থির করি মন। জাতূকর্ণ শুক আদি করহ শ্রবণ॥ কাশীর মাহাত্ম অনুক্রমনি অধ্যায়। কহিতেছে শুনিলে পাতক ক্ষয় পায়॥ বিন্ধ্য নারদের কথা প্রথম অধ্যায়। সত্যলোক মহিমা দ্বিতীয়াতে তায়॥ তৃতীয়েতে অগস্ত্য স্থানে দেব আগমন। পতিব্রতা চরিত্র তৎপরেতে বর্ণন॥ তদপরে কাশী হৈতে অগস্ত্য প্রস্থান। তৎপরে তীর্থের প্রশংসা অভিধান॥ সপ্তপুরী বর্ণন কহিছে তার পরে। তদপরে যমপুরী নিরূপণ করে॥ তদন্তরে সূর্য্যলোক অপূর্ব্ব বর্ণন। ইন্দ্র অগ্নিলোকে শিব শর্ম্মার গমন॥ অগ্নি উৎপত্তি কথা কহে তার পরে। নৈঋত বরুণোদ্ভব বলে তদন্তরে॥ গন্ধবতী অলকা পতির জন্ম কথা। ততঃপরে চন্দ্রলোক সংবাদ যে গাঁথা॥ উডুলোক অনন্তরে শুক্র সমুদ্ভব। কুজ গুরু শনি লোক বর্ণনা এ সব॥ সপ্তঋষি লোক কথা ধ্রুব তপ পরে। ধ্রুব পদধ্রুব লোক স্থিতি অনন্তরে॥ পরে শিবশর্ম্মা সত্যলোক দরশন। চতুর্ভুজ অভিষেক তদনু বর্ণন॥ শিবশর্ম্মা নির্ব্বাণ বর্ণন তার পরে। স্কন্দ অগস্তিক কথা বর্ণে তদপরে॥ মণিকর্ণি সমুদ্ভব তদন্তরে অতি। গঙ্গার মহিমা পরে দশহরা স্তুতি। গঙ্গা আবির্ভাব পরে নাম সহস্রেক। বারাণসী প্রশংসন তদনু সম্যক॥ ভৈরবের আবির্ভাব তদনু বর্ণন। দণ্ডপাণি জন্ম জ্ঞানবাপী বিবরণ॥ কলাবতী কথা সদাচার নিরূপণ। আশ্রম ধর্ম্মের যত ইতি বিবরণ। ব্রহ্মচারি প্রকরণ স্ত্রীলক্ষণ পরে। কৃত্যাকৃত্য প্রকরণ কহে অনন্তরে। তৎ পরেতে বর্ণিয়াছে অবিমুক্তেশ্বর। গৃহস্থাশ্রম বর্ণন আছে তদন্তর॥ যোগ নিরূপণ কাল জ্ঞান তার পরে। দিবোদাস রাজার বর্ণন অনন্তরে॥ কাশীর বর্ণন পরে যোগিনী বর্ণন। উত্তরার্ক লোলার্কের তদনু কথন॥ দ্রুপদাদিত্য সংসন সাম্বাদিত্য কথা। বরুণার্ক গরুড়ের বিবরণ

তথা ॥ দশাশ্বমেধিক কথা কহে তার পরে। মন্দর হইতে গণ আগমন করে ॥ পিশাচ মোচন কথা গণেশ প্রেরণ। মায়া গণপতি আদি ঢুণ্ডি বিবরণ ॥ বিষ্ণু মায়া প্রবঞ্চন তদনুকথন। তদপরে দিবোদাস রাজা বিবর্জ্জন ॥ তার পরে পঞ্চনদ উৎপত্তি কথন। তদন্তরে বিন্দুমাধবোদ্ভব সংসন ॥ তদনু বৈষ্ণব তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণন। মন্দর হইতে বৃষধ্বজ আগমন জ্যৈষ্ঠস্থানে যোগী সহ মহেশ সংবাদ। ক্ষেত্রের রহস্য কথা পরে অনুবাদ কন্দুকেশ ব্যাঘ্রেশ্বর কথা তার পরে। শৈলেশ্বর রত্নেশ্বর দর্শন অন্তরে ॥ কৃত্তিবাস সমুৎপত্তি আগমনিগম। দেব অধিষ্ঠান দুর্গাসুর পরাক্রম। দুর্গার বিজয় ওঁকারেশ্বর বর্ণন। প্রণব মাহাত্ম্য সমুদ্ভব ত্রিলোচন ॥ ত্রিলোচন মহিমা কেদার সমাখ্যান। ধর্ম্মেশ মহিমা পক্ষি কথা অনুষ্ঠান ॥ বিশ্বভুজা উপাখ্যান দুর্গম প্রস্তাব। তদপরে বীরেশ্বর লিঙ্গ আবির্ভাব ॥ বীরেশ মহিমা গঙ্গা তীর্থের মিলন। তদন্তরে কামেশ্বর মহিমা বর্ণন ॥ বিশ্বকর্ম্মেশ্বর কথা মাহাত্ম্য কথন। দক্ষযজ্ঞ কথা সতীদেহ বিবর্জ্জন ॥ দক্ষেশ্বর সমুদ্ভব কহে তার পরে। তদনু পার্ব্বতীশ্বর মহিমা বিস্তারে ॥ গঙ্গেশ মহিমা নর্ম্মদেশ্বর বর্ণন। সতীশ্বর অমৃতেশ আদির কথন ॥ ব্যাস ভুজস্তম্ভ ব্যাস শাপ বিমোচন। ক্ষেত্র তীর্থ সকল বিস্তার বিবরণ ॥ মুক্তি মণ্ডপের কথা কহে তার পরে। বিশ্বেশ্বর আবির্ভাব কহে তদন্তরে ॥ যাত্রা পরিক্রম কথা তদনু বর্ণন। আখ্যান শমেক ক্রমে করিল কীর্ত্তন। সর্ব্ব খণ্ডশ্রুতি ফল এই অধ্যায় হয়। অনুক্রমে আছে যাত্রা ক্রমের নিশ্চয় ॥ শুত কহে শুন সত্যবতীর নন্দন। কৃপা করি কহ যাত্রা বিধি নিরূপণ ॥ ব্যাস বলে শুন সূত যাত্রার বিধান। যে রূপে করিবে লোক যাত্রা অনুষ্ঠান ॥ প্রথমে সবস্ত্র বচ পুষ্করিণী স্নান। দেব পিতৃ তর্পণ ব্রাহ্মণে দিবে দান ॥ আদি দ্রৌপদী বিষ্ণু দণ্ডপাণি হরে। প্রণমিয়া ঢুণ্ডি বিনায়কে যাবে পরে ॥ জ্ঞানবাপী জলস্পর্শ নন্দিকেশ গতি। তারকেশ পূজা মহাকালেশ সংহতি ॥ পুনঃ দণ্ডপাণি পূজা পঞ্চতীর্থ এহি। প্রতিদিন যাত্রা করিবেক নিঃসন্দেহি ॥ তত্ত্বঃপরে বিশ্বেশ্বর যাত্রা প্রদর্শন। করিবে অওরে যাত্রা দ্বিসপ্তায়তন ॥ কৃষ্ণ প্রতিপদ আদি চতুর্দ্দশী সীমা। প্রতি চতুর্দ্দশী দিনে যাত্রার মহিমা ॥ সে সব তীর্থের স্থান লিঙ্গের অর্চ্চন। মৌনী হৈয়া যাত্রা করিবেক সাধুজন ॥ মৎস্যোদরী স্নান প্রণবেশ্বর দর্শন। ত্রিপিষ্টপে মহাদেবে করিবে পূজন ॥ কৃত্তিবাসেশ্বর রত্নেশ্বর চন্দ্রেশ্বর। কেদারেশ দর্শন করিবে তার পর ॥ ধর্ম্মেশ্বর বীরেশ্বর পরে কামেশ্বর। বিশ্বকর্ম্মেশ্বর আর মণিকর্ণিশ্বর। অবিমুক্তে-

শ্বর পরে করিবে দর্শন। অনন্তরে বিশ্বের করিবে পূজন॥ কাশীবাসী জনে এই যাত্রা আবশ্যক। যাত্রা না করিলে বিঘ্ন সদা সংসূচক॥ আর অষ্ট আয়তন যাত্রার বিধান। আর অন্য যাহার শুনহ অনুষ্ঠান॥ শৈলেশ্বর দর্শন বরুণা স্নান করি। সঙ্গমে মজ্জিত হৈয়া সঙ্গমেশ হেরি॥ স্বমিল তীর্থেতে স্নান স্বমিল দর্শন। মন্দাকিনী স্নান মধ্যমেশ্বর পূজন॥ হিরণ্যগর্ব্বেশ তীর্থে করিবেক স্নান। হিরণ্যগর্ব্বেশ পূজা করি অনুষ্ঠান॥ মণিকর্ণি স্নান ঈশানেশ্বর দর্শন। গোপ্রেক্ষ কূপেতে স্নান গোপ্রেক্ষ পূজন॥ বৃষধ্বজ দর্শন কপিল ধারা স্নান। কূপস্নান উপশান্ত লিঙ্গ সন্নিধান॥ পঞ্চচূড় হ্রদি স্নান জ্যেষ্ঠ স্থলার্চ্চন। চতুঃসমুদ্রমজ্জন দেবতা দরশন। দেবের অগ্রেতে বাপি জলস্পর্শ করি। শুক্রকূপ স্নান দেখে শুক্রেশ সাদরি॥ দণ্ডখাত স্নান ব্যাঘ্রেশ্বরের দর্শন। সৌনকেশ কুণ্ডে স্নান জম্বুকেশার্চ্চন॥ আবশ্যক যাত্রা এই করে অনুষ্ঠান। সর্ব্ব পাপে মুক্ত সেই শুনহ বিধান॥ কৃষ্ণ প্রতি-পদ আদি চতুর্দ্দশ দিনে। ক্রমে যাত্রা হয়ে চতুর্দ্দশ আয়তনে॥ একাদশ আয়তন যাত্রা কহি আর। সাবধানে শুন সূত যাত্রার বিস্তার॥ অগ্নিধ্বজ দর্শন অগ্নিধ্বজ কুণ্ডে স্নান। তদনু উর্ব্বসীশ্বর পূজা অনুষ্ঠান॥ নকুলীশ আষাঢ়ীশ ভার ভূতেশ্বর। ত্রিপুরান্তকেশ লাঙ্গলীশ তারপর॥ পরে মনঃ প্রকামেশ প্রতিকের আর। তিলপর্ণেশ্বর একাদশ যাত্রা সার॥ গৌরী যাত্রা কহি সূত শুন দিয়া মন। শুক্লপক্ষ তৃতীয়াতে করি আরম্ভন॥ মুখ নির্ভালিকা দেবী গোপ্রেক্ষ মজ্জন। জ্যেষ্ঠবাপী স্নান জ্যেষ্ঠা গৌরী সম-র্চ্চন॥ সৌভাগ্য গৌরীর পূজা জ্ঞানবাপী স্নান। শৃঙ্গার কুণ্ডেতে স্নান করিয়া বিধান। শৃঙ্গার গৌরীর পূজা করি অনন্তরে। বিশাল গঙ্গাতে স্নান বিশালাক্ষী পরে॥ ললিতা তীর্থের স্নান ললিতা দর্শন। ভবানী তীর্থেতে স্নান ভবানী পূজন॥ বিন্দুতীর্থে স্নান আর মঙ্গলা অর্চ্চন। তদনু যাইবে মহালক্ষ্মীর সদন॥ গণেশের যাত্রা প্রতি চতুর্থীতে লয়। ব্রাহ্মণে মোদক দানে গণেশ প্রণয়॥ কালভৈরবের যাত্রা মঙ্গল বাসরে। রবি যাত্রা করি-বেক প্রতি রবিবারে॥ রবিবারে ষষ্ঠীতে বিশেষ যাত্রা হয়। ইহার অন্যথা নাহি বলিল নিশ্চয়॥ রবি সপ্তমীতে রবি যাত্রা আবশ্যক। চণ্ডীযাত্রা অষ্ট-মী নবমী নিরূপক॥ প্রতি সম্বৎসরে অন্তগৃহ যাত্রা হয়। প্রতিস্নান করি প্রাঞ্চ গণেশ পূজন॥ নির্ব্বাণ মণ্ডপে বিশ্বেশ্বর সমর্চ্চন। অন্তগৃহ যাত্রার করিবে আরম্ভন॥ নিয়ম গ্রহণ করি মণিকর্ণিকাতে। স্নান করি মৌনী মণিকর্ণীশ অগ্রেতে॥ কন্বলাশ্বতর বাসুকীশ্বর তৎপর॥ পর্ব্বতেশ পুজি

গঙ্গা কেশব অন্তরে ॥ ললিতা দর্শন পরে জরাসন্ধেশ্বর। সোমনাথে পূজন করহ অনন্তর ॥ গর্ত্তান্তেশ দর্শন যে ব্রহ্মেশ পূজন। কপালেশ পূজিয়া যে হরিকে স্মরণ ॥ বৈদ্যনাথ পূজি তবে ধ্রুবেশ দর্শন। গোকর্ণেশ পূজা হাটকেশ্বর অর্চ্চন ॥ অস্থিক্ষেপ তড়াগেতে কিকশ ঈশ্বর। চন্দ্রেশ্বর বীরেশ্বর যাবে তার পর ॥ চিত্রগুপ্তেশ্বর চিত্রঘণ্টা দরশন। পশুপতীশ্বর পরে করিবে পূজন ॥ তার স্থূলেশ্বর সমর্চ্চ তার পর। পিতামহেশ্বর পরে সকল ঈশ্বর ॥ বিদ্যেশ্বর অগ্নীশ্বর নাগেশ্বর পরে। হরিশ্চন্দ্র চিন্তামণি নাম গণেশ্বরে ॥ সেনা বিনায়ক আর বশিষ্ঠ সাক্ষাতে। বামদেব মূর্ত্তি যথা আছেন যথাতে ॥ সীমা বিনায়ক বরুণেশ্বর তৎপরে। ত্রিসন্ধ্যেশ বিশালাক্ষী পূজা অনন্তরে ॥ ধর্ম্মেশ্বর বিশ্ববাহু দেবীর দর্শন। আশা বিনায়ক ব্রহ্মাদিত্য সমর্চ্চন ॥ চতুর্ব্বক্ত্রেশ্বর পূজা ব্রাহ্মীশ দর্শন। পুনঃ প্রকামেশ ঈশানেশ্বর পূজন ॥ চণ্ডী চণ্ডীশ্বর পরে ভবানী শঙ্কর। ঢুণ্ডী বিনায়ক পরে রাজরাজেশ্বর ॥ লাঙ্গলীশ নকুলীশ পরান্নেশ পরে। পরদ্রব্যেশ্বর পূজা প্রতি গৃহেশ্বরে ॥ নিষ্কলঙ্কেশ্বর মার্কণ্ডেশ্বর আর। পরে অপ্সরেশ পূজার প্রকার ॥ গঙ্গেশ্বর সমর্চ্চন জ্ঞানবাপী স্নান। নন্দিকেশ তারকেশ পূজা অনুষ্ঠান ॥ মহাকালেশ্বর দণ্ডপাণি মহেশ্বর। মোক্ষেশ্বর বীরভদ্রেশ্বর তার পর ॥ অবিমুক্তেশ্বর পঞ্চ গণেশ পূজন। অনন্তরে বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ দরশন ॥ মৌনী পরিহরি পরে পঠিবে মন্ত্রদ্বয়। মুক্তিমণ্ডপেতে ক্ষণ বিশ্রাম করয় ॥ অন্তগৃহ যাত্রার এইত পরিমাণ। সম্বৎসরে আবশ্যক করিবেক বিধান ॥ একাদশী তিথিতে বৈষ্ণব তীর্থে স্নান। বৈষ্ণবী মূর্ত্তির পূজা যাত্রা অনুষ্ঠান ॥ কুলস্তম্ভ যাত্রাতে নবমী পঞ্চদশী। ভক্তিভাবে যাত্রা করিবেক তীর্থবাসী ॥ সকল পর্ব্বতে যাত্রা করিবে বিশেষে। যাত্রা বিনে সন্ধ্যা না করিবেক দিবসে ॥ প্রতিদিন দুই যাত্রা আবশ্যক করে। উত্তর বাহিনী স্নান আর বিশ্বেশ্বরে ॥ যাত্রা হীন দিনে পিতৃগণের প্রিয়াস কালসর্প দংশহয়ে যস্ত্রে সর্ব্বনাশ ॥ মণিকর্ণি স্নান আর বিশেষ দর্শন। সত্য সত্য পুনঃ সত্য ত্রিসত্য বচন ॥ নিত্য বিশ্বেশ্বর পূজা আবশ্যক হয়। মণিকর্ণি স্নান নিত্য এই যাত্রাদ্বয় ॥ ব্যাস বলে শুভ কাশীখণ্ডের শ্রবণে। নরক না লভে মহা মহাপাপী জনে ॥ সর্ব্ব তীর্থ স্নান করি যেই ফল হয়। কাশীখণ্ড শ্রবণেতে সে ফল নিশ্চয় ॥ সর্ব্ব দান সর্ব্ব যজ্ঞ করি আচরণ। যে ফল সে ফল খণ্ড করিলে শ্রবণ ॥ মহা তপস্যাতে লাভ হয় যেই ফল। কাশীখণ্ড শ্রবণে সে ফল অবিকল ॥ চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন সাঙ্গ করি যবে।

যদি কাশীখণ্ড শুনি একবারে। গয়াশ্রাদ্ধ দানে যথা পিতৃ তৃপ্তি হয়। তথা পিতৃ তৃপ্তি খণ্ড শ্রবণে নিশ্চয়॥ কাশীখণ্ড শুন সর্ব [illegible]ণের ফল। সর্ব ধর্ম শ্রুত সেই যে শুনে সকল॥ শুনি একাখ্যান সকল [illegible] হতে। কাশীখণ্ড শ্রবণ করিবে ভক্তিভাবে॥ কাশীখণ্ড শ্রবণে নির্ব্বাণ মুক্ত হয়। পিতৃদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আমোদয়॥ সমগ্র অর্দ্ধেক কি এক শ্লোক তার। শ্রবণ করয়ে যেবা সেই [illegible] পার। বিশ্বেশ্বর প্রীত হেতু তাকে দিবে দান। তাহার তুষ্টিতে বিশ্বেশ্বর তুষ্ট [illegible]॥ কাশীখণ্ড পাঠ যথা করে [illegible]। সেই গৃহে কখন না ঘটে অমঙ্গল॥ শ্রবণ করেন কিবা শ্রবণ [illegible]। পাঠক তাহারে জান রুদ্রমূর্ত্তি প্রায়॥ কাশীখণ্ড লিপীকরি করে [illegible]। অখিল পুরাণ দানপুণ্য লভে হন॥ কাশীখণ্ডে অধ্যায় যতেক শ্লোক [illegible]। [illegible] পরিমাণ। শুনে সদা যত পঠে তত্র যত হয় পুস্তক [illegible] আছে। তার যুগ সহস্র তাহার স্বর্গবাস। শুনি [illegible] দশবার [illegible]॥ অপুত্র লভয়ে পুত্র শুনি ভক্তিভাবে। বহু[illegible] কিকর্ম্ম সর্ব [illegible] লভে॥ দূরদেশে থাকি করে খণ্ডের শ্রবণ কাশীবাস ফল রসে হইবে ভাজন॥ সর্ব্বত্র বিজয় কাশীখণ্ডের শ্রবণে। সৌভাগ্য বা-[illegible] যেবা কাশীখণ্ড শুনে॥ বিশ্বেশ্বর তুষ্টী যার শ্রবণেতে মতি। সকল মঙ্গল হৈতে সুমঙ্গল অতি॥ যে জন পুস্তক গৃহে করয়ে ভাজন॥ সতত মঙ্গল তার হইবে সাধন॥ ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে রঙ্গে হইয়া উদয়। শততম অধ্যায় সমাপ্ত তাতে হয়॥ সীতানাথ বসু দাস দুর্গা দুর্গা স্মরি। কাশী খণ্ডামৃত প্রকাশিল যত্ন করি॥

ইতি প[illegible]কীশ্বর গণেশ্বর অমৃতেশ্বর সতীশ্বর ব্যাসের কাশীত্যাগ বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তি[illegible] প্রবেশ কাশীক্ষেত্র মাহাত্ম্য নামোদ্বাদশ স্বর্গ :

ইতি কাশীখণ্ড সম্পূর্ণ।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

ইতি সূচীপত্র সমাপ্তঃ।

অথ কাশীখণ্ড।

পুরাণ।

ষড়ানন বক্তা ও অগস্ত্যমুনি শ্রোতা।

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ আদেশে

অম্বিকা নিবাসী

শ্রীযুক্ত সীতানাথ বসু মল্লিক কর্তৃক

পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া

কলিকাতা

লক্ষ্মীবিলাস যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সং ২৬ অপার চিৎপুর রোড

শকাব্দা ১৭৮০।